

ত্রিভঙ্গিক গ্রন্থমালা - ৪

বঙ্গদর্শন



শ্রী ১৯৩৬

বিপিটক গ্রন্থমালা—৪

ধর্মপদার্থকথা যমক বর্গ

(বাংলা অনুবাদ সমেত)

শ্রীশীলালঙ্কার শ্রবির
কর্তৃক অনুবাদিত।

প্রথম সংস্করণ

চট্টগ্রাম বাকখালী নিবাসী—

শ্রীবরদা চরণ চৌধুরী

ও

চট্টগ্রাম সাতবাড়ীয়া নিবাসী—

শ্রীহারাণ চন্দ্র চৌধুরী

কর্তৃক প্রকাশিত।

প্রথম খণ্ড

রেঙ্গুন বৌদ্ধ-মিশন প্রেসে মুদ্রিত।

২৪৭৮ বুদ্ধাব্দ

১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দ

উৎসর্গ পত্র

যিনি আমাকে শুভ ইচ্ছায় বুদ্ধশাসনে উৎসর্গ
করিয়া দিয়াছেন, বাঁহার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় আমি
লক্ষ্য-ত্রক্ষার শিক্ষা লাভ করিয়া নক্সের যৎসামান্য
হইলেও অভিজ্ঞতা অর্জন করিতে পারিয়াছি, বাঁহার
সহায়তায় আজ আমি “ধর্মপদার্থকথা” বঙ্গানুবাদ
করিবার সাহস পাইতেছি, সেই আমার সর্ব মঙ্গল-
কামী পবিত্রচেতা পিতার শ্রীকব কমলে এই গ্রন্থ খানি
সাদরে অর্পণ করিলাম :

শীলালঙ্কার স্মৃতির ।



শ্রীশীলানন্দার স্থবির

নিবেদন

ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মে সুবিজ্ঞ শাক্যমুনি ভগবান সম্যক সম্বুদ্ধের শ্রীমুখ-পঞ্চজ-নিঃসৃত এক একটি ধৰ্ম্মোপদেশ এক একটি রত্নখনি সন্ধান। ধৰ্ম্মপদ সম্বুদ্ধের বহু অমূল্য উপদেশ-সম্ভারে পরিপূর্ণ। ইহাতে মোক্ষ প্রদায়ক নীতি গর্ভ ৪২৩টি গাথা বা শ্লোক আছে। ইহা সূত্র পিটকে ক্ষুদ্র নিকায়েৰ অন্তর্গত সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ। এই ধৰ্ম্মপদ বৌদ্ধদের অমূল্য সম্পদ। সিংহল, ব্রহ্ম, শ্যাম, চীন, জাপান, তিব্বত ও চট্টগ্রাম প্রভৃতি বৌদ্ধদেশে ইহা খুব সমাদৃত। এই ধৰ্ম্মপদ ২৬ বর্গে বিভক্ত। যথা— যমক, অপ্রমাদ, চিত্ত, পুঙ্ক, বাল, পণ্ডিত, অরহন্ত, সহস্র, পাপ, দণ্ড, জরা, অত, লোক, বুদ্ধ, সুখ, পিয়, কোষ, মল, ধম্মাট্ট, মঙ্গ, পকিগ্গক, নিরয়, নাগ, তণহা, ভিক্ষু ও ব্রাহ্মণ বর্গ।

ধৰ্ম্মপদের এক একটি গাথার উপমা-যুক্তি সমন্বয়ে উপাখ্যান যুক্ত বিস্তৃত ব্যাখ্যাকে “ধৰ্ম্মপদার্থকথা” বলে। এই ধৰ্ম্মপদার্থকথা প্রথম সঙ্গীতি কারক অর্হৎ মহাকশ্যপ সুবির প্রমুখ প্রতি-সন্তিদা প্রাপ্ত পঞ্চশত ক্ষীণাশ্রব কর্তৃক সংগৃহীত হইয়াছিল। লঙ্কায় বুদ্ধশাসন প্রতিষ্ঠাপক অর্হৎ মহেন্দ্র সুবির এই ধৰ্ম্মপদার্থকথা লঙ্কায় লইয়া গিয়া সিংহলী ভাষাতেই প্রতিষ্ঠাপিত করেন। অতঃপর সেই সিংহলী ভাষায় পরিবর্তিত ধৰ্ম্মপদার্থকথা অন্যান্য দেশবাসীর কোন হিত সাধন হইতেছে না দেখিয়া

কুমারকণ্ঠপ শ্রবিরের আরাধনায় লঙ্কার মহাবিহারবাসী ত্রিপিটক পারদর্শী মহাবৈয়াকরণিক মহাজ্ঞানী সুপণ্ডিত অনুবুদ্ধ “বুদ্ধধোষ” শ্রবির বিস্তার ও পুনরুক্তি বাদ দিয়া মনোরম পালি ভাষায় ৭২ ভাগবার যুক্ত “ধর্মপদার্থকথা” লিখিয়াছিলেন।

এই ধর্মপদার্থকথা অতি মৃদু-মধুর ভাষায় বর্ণিত ধর্মপদের গাথা সমূহের কুশলাকুশল-বিপাক সন্দীপনী চিত্তাকর্ষক চক্ষুপাল শ্রবিরাদি ২৯৯টি উপাখ্যানে পরিপূর্ণ এক সুবৃহৎ গ্রন্থ।

১৯৩০ খৃষ্টাব্দে যখন আমি কলিকাতা ধর্মাসুর বিহারে অবস্থান করিতেছিলাম, তখন আমার গুরুদেব বিনয়াচার্য্য শ্রীমৎ প্রজ্ঞালোক মহাশ্রবির কর্তৃক আদিষ্ট ও উদ্ভূক্ত হইয়া ধর্মপদার্থকথার প্রথম ষমক বর্গ বঙ্গানুবাদ করিতে কৃত সঙ্কল্প হই। এই ষমক বর্গ ২০টি মূল গাথা ও ১৪টি উপাখ্যানে সম্পূর্ণ।

ধর্মাসুর বিহারে বিবিধ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকার এই ধর্মপদার্থকথার ষমকবর্গ শেষ করিতে আমার প্রায় এক বৎসর সময়ের প্রয়োজন হইয়াছিল। ইহার অনুবাদ সাহায্যে সরল ও সুখবোধ্য হয় তজ্জন্ম চেষ্টার ক্রটি করি নাই।

আমার গুরুদেব অতিশয় যত্নের সহিত ইহার পাণ্ডুলিপি সংশোধন করিয়া দিয়া ও একখানা সুবিস্তৃত সারগর্ভ ভূমিকা লিখিয়া দিয়া আমাকে চির কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। শ্রীযুত রাজেন্দ্র বিনোদ বড়ুয়া বি, এ, বি, এল মহোদয় অত্যধিক সহিষ্ণুতার সহিত পাণ্ডুলিপির আত্মপাশ্চ উত্তমরূপে দেখিয়া অনেকটি শব্দ পরিবর্তন ও সংশোধন করিয়া দিয়া আমাকে চিরানুগৃহীত করিয়াছেন। তজ্জন্ম তাঁহার সর্বদাসীন মঙ্গল কামনা

করিতেছি। আকিয়াব বঙ্গীয় বৌদ্ধ বিহারাধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ
ধর্ম্মতিলক শ্ববির মহোদয় ইহার শুদ্ধিপত্র লিখিয়া দিয়া
প্রভূত সাহায্য করিয়াছেন, তজ্জন্ম তাঁহার নিকটও কৃতজ্ঞ
রহিলাম।

চট্টগ্রাম বাকখালী নিবাসী উদারচেতা ধর্ম্মপ্রাণ শ্রীযুত
বরদা চরণ চৌধুরী ও সাতবাড়ীয়া নিবাসী শ্রীযুত হারাণ চন্দ্র
চৌধুরী মহোদয়দ্বয়ের অর্থানুকূলে পুস্তকটি যথাশীঘ্র প্রকাশ
করিতে সমর্থ হইলাম। তাঁহারা ইহার সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন
করিয়াছেন। বলা বাহুল্য তাঁহাদের এই মহৎ দান বৌদ্ধ-মিশন
তথা বৌদ্ধ-সমাজের মহদুপকার সাধন করিল। তাঁহারা এই
উদারতা গুণে বাঙ্গালা ভাষা-ভাষীদের কৃতজ্ঞতা ভাজন হই-
য়াছেন। তজ্জন্ম তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও তাঁহাদের
সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গল কামনা করিতেছি। তাঁহাদের এই বদান্যতা বৌদ্ধ
সমাজের একান্ত অনুকরণীয়।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও অভ্রান্ত গ্রন্থ প্রকাশ করিতে পারিলাম
না। অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও গ্রন্থের অনেক স্থানে মুদ্রাকর প্রমা-
দাদি ত্রুটি-বিচ্যুতি রহিয়া গেল। সহৃদয় পাঠক পাঠিকাগণ
তজ্জন্ম দোষ গ্রহণ করিবেন না। এই গ্রন্থ জন সাধারণ কর্তৃক
সমাদৃত হইলে আমার পরিশ্রম সার্থক মনে করিব।

শ্রাবণী পূর্ণিমা
• ৭ই ভাদ্র, ২৪শে আগষ্ট,
২৪৭৮ বুধ্বাদ, ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দ।

শ্রীশীলালঙ্কার শ্ববির
ধর্ম্মদূত বিহার
রেঙ্গুন।

গ্রন্থ-পরিচয়

শ্রীশ্রী সর্বজ্ঞ বুদ্ধ-দেশিত সমগ্র বৌদ্ধ-শাস্ত্রখানি ধম্ম ও বিনয় নামে কথিত । ধম্ম বলিতে সূত্র ও অভিধর্ম্মকে বুঝায় । বিনয় বলিতে সমগ্র বিনয় পিটককে বুঝায় । আবার * সমগ্র বিনয় পিটককে (আণাদেসনা) আঞ্জা দেশনা বলা হয়, কেননা ইহাতে আঞ্জা প্রদান করিবার ষোগ্য ভগবান্ বহুলভাবে আঞ্জা করিয়া বিনয় সম্বন্ধে উপদেশ করিয়াছেন । সূত্র পিটককে (বোহার দেশনা) ব্যবহার দেশনা বলা হয়, কেননা ব্যবহার কুশল ভগবান্ বহুলভাবে ইহাতে ব্যবহার বিষয়ক উপদেশ প্রদান করিয়াছেন । অভিধর্ম্ম পিটককে (পরমথ দেশনা) পরমার্থ দেশনা বলা হয়, কেননা পরমার্থ কুশল ভগবান্ বহুল ভাবে পরমার্থ সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন ।

আবার সমগ্র ত্রিপিটক খানি ত্রি শিক্ষার অন্তর্গত । কারণ বিনয় পিটকে শীল বিষয়ক শিক্ষা প্রাধান্য বিধায় ইহা অধিশীল শিক্ষা নামে অভিহিত । সূত্র পিটকে চিন্তা (ধ্যান-সমাধি) বিষয়ক শিক্ষার প্রাধান্য বিধায় ইহা অধি চিন্তা শিক্ষা নামে

* এখ হি বিনয়পিটকং আণারহেন ভগবতা আণাবাহরতো দেশিতত্তা আণাদেসনা, সূত্রপিটকং বোহারকুসলেন ভগবতা বোহার বাহরতো দেশিতত্তা বোহার দেশনা, অভিধর্ম্মপিটকং পরমথ কুসলেন ভগবতা পরমথবাহরতো দেশিতত্তা পরমথদেশনাতি বুচতি ।
ইতি অট্টসালিনী ।

অভিহিত । অভিধর্ম্য পিটকে প্রজ্ঞা বিষয়ক শিক্ষা প্রাধান্য বিধায়
ইহা অধি প্রজ্ঞা শিক্ষা নামে অভিহিত ।

মূল ত্রিপিটকের মধ্যে বিনয় পিটক উভয় বিভঙ্গ, উভয়
খঙ্ক ও পরিবার ভেদে পাঁচখণ্ড । সূত্রপিটকে পঞ্চ নিকায় ।
অভিধর্ম্য পিটক সপ্ত প্রকরণে বিভক্ত । এই সতরখানি মূল
গ্রন্থের বিবরণ পূর্ববর্তী গ্রন্থকারগণ বহুবার আলোচনা করি-
য়াছেন । এখানে কেবল অট্টকথা ও টীকাগুলি কাহাঙ্গার
প্রণীত উর্হাই সংক্ষেপে বলা হইতেছে ।

শ্রীমৎ বুদ্ধঘোষ শ্রবির প্রণীত—

- ১ । দীঘনিকায়ট্টকথা সুমঙ্গল বিলাসিনী ।
- ২ । মজ্জিম নিকায়ট্টকথা পপঞ্চ সূদনী ।
- ৩ । সংযুক্ত নিকায়ট্টকথা সারথপ্পকাসিনী ।
- ৪ । অঙ্গুত্তর নিকায়ট্টকথা মনোরথ পূরণী ।
- ৫ । জাতকট্টকথা ।
- ৬ । সুত্তনিপাতট্টকথা পরমথ জ্যোতিকা ।
- ৭ । ধম্মপদট্টকথা সঙ্কম্ম জ্যোতিকা ।
- ৮ । খুদ্দকপাঠট্টকথা পরমথ জ্যোতিকা ।
- ৯ । বিনয়ট্টকথা সমস্ত পাসাদিকা ।
- ১০ । ধম্মসঙ্গনী অট্টকথা অট্টসালিনী ।
- ১১ । বিভঙ্গট্টকথা সম্মোহবিনোদনী ।
- ১২ । পঞ্চপ্লকরণট্টকথা ।
- ১৩ । কথাবিতরণী টীকা ।

শ্রীমৎ ধর্মপাল শ্রবির প্রণীত—

- ১ । ইতি বৃত্তকর্ত্তকথা পরমথ দীপনী ।
- ২ । বিমানবথু অর্টকথা " "
- ৩ । পেতবথু অর্টকথা " "
- ৪ । খেরগাথার্টিকথা " "
- ৫ । খেরীগাথার্টিকথা " "
- ৬ । উদানর্টকথা " "
- ৭ । চরিসপিটকর্টকথা " "
- ৮ । নেতিগ্নকরণর্টকথা ।
- ৯ । বিস্বন্ধিমগমহাটীকা ।
- ১০ । দীঘনিকায়র্টকথা টীকা ।
- ১১ । মঙ্কিমনিকায়র্টকথা টীকা ।
- ১২ । সংযুক্তনিকায়র্টকথা টীকা ।
- ১৩ । বিনয় বিমতিবিনোদনী টীকা ।
- ১৪ । সচ্চসঙ্ঘোপ ।

শ্রীমৎ উপসেনা শ্রবির প্রণীত—

- ১ । চুলনিদেসর্টকথা সঙ্কম্পজ্জাভিকা ।
- ২ । মহানিদেসর্টকথা " "

শ্রীমৎ মহানাথ শ্রবির প্রণীত—

- ১ । পটিসত্তিদা মগর্টকথা সঙ্কম্পকাসনী ।
- ২ । মহাবংস (১ম ভাগ) ।

अग्रतर श्रुविर प्रणीत—

१ । अपादानर्ककथा विशुद्धजनविलासिनी ।

श्रीम९ बुद्धदत्त श्रुविर प्रणीत—

१ । बुद्धवंगसर्ककथा मधुरथ विलासिनी ।

२ । विनय विनिच्छयो (सम्पूर्ण विनयार्थकथा पच्छ) ।

श्रीम९ सारीपुत्र श्रुविर प्रणीत—

१ । विनय सारथदीपनी टीका ।

२ । पालिमूक्तक विनय विनिच्छयो ७ ए टीका ।

श्रीम९ वजिराराम श्रुविर प्रणीत—

१ । विनय वजिरबुद्धि टीका ।

श्रीम९ जागर श्रुविर प्रणीत—

१ । विनयर्ककथा समस्तपासादिका योजना ।

श्रीम९ बुद्धनाग श्रुविर प्रणीत—

१ । कथावितरणी टीका विनयथ मञ्जुसा ।

श्रीम९ धर्मश्री श्रुविर प्रणीत—

१ । धुद्धसिक्खा ।

२ । मूलसिक्खा ।

श्रीम९ सज्जरन्धित श्रुविर प्रणीत—

१ । धुद्धसिक्खा टीका सुमज्जलुपसादनी ।

२ । मूलसिक्खा टीका " "

ব্রহ্মদেশের তম্বদীপ রাজ্যে রতনপুঞ্জ নগরে তিরিয় পর্বত-
বাসী জনৈক ত্রিপিটকাচার্য্য স্ববির কর্তৃক ২১০১ স্মৃগত বর্ষে
লিখিত—

১। বিনয়ালঙ্কার টীকা।

শ্রীমৎ আর্ধ্যবংশ স্ববির প্রণীত—

১। স্তুতসঙ্গহর্ট্টকথা।

শ্রীমৎ অনুরুদ্ধ স্ববির প্রণীত—

১। অভিধম্মথ সঙ্গহো।

শ্রীমৎ স্তুমঙ্গল স্ববির প্রণীত—

১। অভিধম্মথসঙ্গহ টীকা বিভাবনী।

২। " " পরমথদীপনী।

(লেডি ছেয়াদকৃত)

৩। " " অক্ষুর (বিমল স্ববির কৃত)।

৪। " " অতুল বিসোধনী।

(অতুল স্ববির কৃত)

৫। " " মণিসার মঞ্জসা।

ধম্মপদ

ধম্মপদ সূত্রপিটকান্তর্গত ক্ষুদ্রক নিকায়ের দ্বিতীয় গ্রন্থ।
ভারতীয় ভাষার মধ্যে সর্ব প্রথম শ্রীযুত চারু চন্দ্র বসু ইহার
মূল ও বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন (১৯০৪ ইং) ; তৎপর হিন্দী
ভাষায় ইহার ছয়টি অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীসূর্য্য কুমার
বন্দ্য (১৯০৪ ইং) ; চন্দ্রমণি স্ববির (১৯০৯ ইং) , স্বামী সত্যদেব

পরিব্রাজক, শ্রীবিষ্ণু নারায়ণ (১৯৮৫ সংবৎ), গঙ্গাপ্রসাদ
 উপাধ্যায় (১৯৩২ ইং), রাহুল সাংকৃত্যায়ন (১৯৩৩ ইং) ও আরও
 দুই খানি বাঙ্গালা পড়ে ইহার পছন্দানুবাদ প্রকাশিত হয় । ১৮৫৫
 খৃষ্টাব্দে ডেনমার্কবাসী সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার ফজ্জবোল ধম্মপদের
 এক অত্যুৎকৃষ্ট সংস্করণ প্রকাশ করেন । ঐ সময়ে তিনি লাতিন
 ভাষায় এই গ্রন্থ অনুবাদ করিয়া ইউরোপীয় পণ্ডিত মণ্ডলীর
 চিত্তাকর্ষণ করেন । তদনন্তর বার্নফ, গগার্লি, উফম, ওয়েয়ার
 প্রভৃতি পণ্ডিতগণ ধম্মপদ গ্রন্থ ফরাসী, ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ
 করিয়া উহার প্রচার বৃদ্ধি করেন । ১৮৭৯ খৃঃ অব্দে অধ্যাপক
 মোক্ষমূলর ইংরেজী ভাষায়, ১৮৭৮ খৃঃ অব্দে ফার্নন্দ হু ফরাসী
 ভাষায়, ১৮৭৮ খৃঃ অব্দে রেভারেণ্ড বীল্ চীনভাষায়, সুপ্রসিদ্ধ
 সিমনার তিব্বতীয় ভাষায় ও ১৮৯৮ খৃঃ অব্দে এই ধম্মপদ
 কলিকাতা বুদ্ধিষ্টি টেক্স সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত হয় । রেভারেণ্ড
 বীল্ বলেন— চীনভাষায় ধম্মপদ গ্রন্থের চারিখানি অনুবাদ
 পাওয়া যায় । বলা বাহুল্য এই মহামূল্য গ্রন্থ পৃথিবীর নানা
 ভাষায় অনুবাদিত হইয়া বুদ্ধের বাণী প্রচারে যে সহায়তা
 করিয়াছে, ইহাই অতিশয় গৌরবের বিষয় । এই ধম্মপদ ২৬
 অধ্যায়ে বিভক্ত । ৪২৩টি গাথা এই মূল গ্রন্থে আছে ।

ধম্মপদট্টকথা

ধম্মপদের অট্টকথা খানি খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর
 প্রারম্ভে অনুবুদ্ধ বুদ্ধঘোষ স্থবির কর্তৃক লিখিত হয় । খ্রীষ্টীয়
 ৪১০—৪৩২ অব্দে মহানাথ নামক পণ্ডিত মহাবংস নামে

সিংহলের এক ইতিহাস রচনা করেন। প্রথম ৩৭ অধ্যায় মহা-
নামের রচিত। এই ৩৭ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে, “বুদ্ধঘোষ মগধ
হইতে সিংহলের অন্তর্গত অনুরাধাপুর নগরে গমন করেন এবং
সিংহলীয় অষ্টকথা হইতে পালি ভাষায় ইহার অনুবাদ করেন।”

লঙ্কাধীপে বুদ্ধশাসন প্রতিষ্ঠাতা মহামহীন্দ শ্ববির ঋক্ষপূর্ব
২৪১ অব্দে সিংহলী ভাষায় ত্রিপিটকের যে ব্যাখ্যা লিখিয়া
গিয়াছেন, উহা অবলম্বন করিয়া বুদ্ধঘোষ শ্ববির ধর্মপদ
কথা পালি ভাষায় পরিবর্তন করেন। তাই তিনি স্বীয় রচিত
গাথায় গ্রন্থারম্ভে প্রকাশ করিয়াছেন যে—“সিংহলী ভাষায় ইহার
অষ্টকথা থাকাতে বিভিন্ন দেশীয় লোকের উপকারে আসি-
তেছে না, আমি কুমার কশ্যপ শ্ববির কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া ইহা
বিশুদ্ধ মাগধী ভাষায় পরিবর্তনে অগ্রসর হইলাম।”

কেহ কেহ বলেন, ধর্মপদ অষ্টকথার প্রণেতা মহানাম
রাজার সমসাময়িক। কেহ বলেন তাঁহার পরবর্তী কালে অন্য
বুদ্ধঘোষ কর্তৃক ইহা পরিবর্তিত হইয়াছে। ইহা পণ্ডিতগণের
বিবেচ্য।

এই মাগধী ভাষা সম্বন্ধে পূর্ববর্তী পণ্ডিতগণের বহু
মতানৈক্য দৃষ্ট হয়। কোন কোন পণ্ডিতগণের মতে মাগধী
ভাষা মূল ভাষা নামে অভিহিত। কারণ আদি কল্পোৎপন্ন
মনুষ্যগণ, ব্রহ্মগণ, সম্বুদ্ধগণ এবং যাহারা কোন বাক্যালাপ
শ্রবণ করে নাই, এতাদৃশ ব্যক্তিগণ যাহাধারা কথা বলিয়া
থাকেন সেই মাগধী ভাষাই মূল ভাষা। তাই গাথায় বর্ণিত
হইয়াছে :—

“সা মাগধী মূল ভাসা নরা য়াদিকপিকা,
ত্রক্ষানো চ-স্মুতালাপা সম্বুদ্ধাচাপি ভাসরে ।”

ইহা আবার মগধ রাজ্যের ব্যবহৃত ভাষা বলিয়াও মা গ ধী ভাষা নামে প্রকাশিত। কিন্তু ইহার বিশুদ্ধতা ও কোমলতা ছিল না বলিয়া দেশীয় মা গ ধী নামে কথিত। বুদ্ধের উৎপত্তির পূর্বে ও সময়ে লোকজন যদিও এই ভাষায় আলাপ সালাপ করিত, তাহা বুদ্ধ ও শ্রাবকগণের ভাষার গায় স্ফুর্জিত নুহে। বুদ্ধ ও শ্রাবকগণ যেই মাগধী ভাষা ব্যবহার করিতেন, তাহা শ্রুতি মধুর ও লালিতা গুণ বিধায় শুদ্ধ মা গ ধী নামে কথিত। এই যে পালি নামধেয় মাগধীভাষা উহা মুখ্যতঃ সম্যকসম্বুদ্ধ-বর্ণিত ধম্ম বিনয়ের ভাষা বলিয়া বুদ্ধ ভাষা নামেও অভিহিত।

কোন কোন পণ্ডিতের মতে পাটি পাটি বা পঙ্ক্তি ক্রমে বুদ্ধ প্রমুখ শ্রাবকগণের দেশনায় সমাগতা ভাষাই পালি ভাষা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। কেহ কেহ মগধ পল্লীর ভাষা বলিয়াও পালি ভাষা আখ্যা দিয়া থাকেন।

বুদ্ধ পরম্পরা ত্রিপিটক গ্রন্থের টীকা, অনুটীকা, যোজন্য প্রভৃতি গ্রন্থ ধারাবাহিক রূপে যে ভাষায় লিখিত হইয়াছে এই ভাষাকে মা গ ধী পালি বলিয়া কথিত হয়। কোন কোন সংস্কৃতার্চ্য গণের গ্রন্থেও পালি শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। এ সম্বন্ধে শ্রীযুত বিধু শেখর শাস্ত্রী তাঁহার প্রণীত পালি প্রকাশ ব্যাকরণের প্রবেশক খণ্ডে বহু গবেষণা পূর্ণ তথ্য দিয়াছেন। সে যাহাই হউক বুদ্ধের নিব্বাণের ২৪৭৭ বৎসর পর্যন্ত পালি বিশারদ

আচার্যগণ বুদ্ধলীলায় বর্ণিত শু ক মা গ ধী ভাষাকে আজ পর্যন্ত
শ্রেষ্ঠাঙ্গন দান করিয়া আসিতেছেন ।

বহুমান প্রতিপাঠ ধম্ম প দ ট্ট ক থা খানির ২৬ বর্গে
২৯৯টি উপাখ্যান আছে । ইহা ৭২ ভা গ বা রে বিভক্ত । ৫ লক্ষ
৭৬ হাজার অক্ষর এই গ্রন্থে আছে । তাই কথিত হইয়াছে—

থেবেন বুদ্ধঘোসেন ধীমতা রচিতা অয়ং,

ধম্মপদট্টকথা চ সোদত্তাভিধানক ।

সতেবীস চতুসতা চতুসচ্চ বিভাবিনা,

সতত্তয়মিহ বগ্গুনং একেনুন সমুট্ঠিতা ।

তাসং অট্টকথং এতং করোন্তেন স্তুনিম্মলং,

দ্বাসত্ততি পমাণায় ভাগবারেহি পালিয়া ।

পূর্বে বক্ত ২৯৯টি উপাখ্যানে মূল গাথার সংখ্যা ৪২৩টি,
উপগাথার সংখ্যা ২৯৫টি । লক্ষাধিপতি শীলমেঘ বর্ণাভয় কশ্যপ
সিংহলী ভাষায় এই ধম্ম প দ ট্ট ক থার একখানি গ ট্ঠি প দ-
থ ব ল্গ না সম্পাদন করাইয়াছিলেন । কিন্তু ইহার পূর্বে শ্রীমৎ
ধম্মসেন স্তুবির র ত না ব লী নামে ধম্মপদট্টকথার এক সিংহলী
ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছিলেন । এই র ত না ব লী হইতেই ধম্মপদট্ট-
কথা লিখিত হইয়াছে বলিয়া প্রাচীন পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন ।
কিন্তু ভা ব থ সূ দ নী নামে একখানি সিংহলী ভাষ্য ছিল বলিয়া
কোন কোন পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন ।

যিনি যেরূপ অভিমত পোষণ করুন না কেন, কিন্তু আমরা
মহামনস্বী আচার্য্য অনুবুদ্ধ বুদ্ধঘোষের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি ।
তিনি এই উপাখ্যান গুলি এমন প্রাজ্ঞল ভাষায় ভাবসম্পদে পূর্ণ

করিয়া রচনা চাতুর্য্য প্রদর্শন করিয়াছেন যে পালিভাষাভিঙ্গ পণ্ডিত মাত্রেই তাঁহার নিকট ঋণী থাকিবেন । এতগুলি নীতি বিষয়ক উপাখ্যানের সমষ্টি অশ্রুত বিরল বলিলেও অত্যাঙ্কি হয় না । বৌদ্ধ প্রধান দেশে পালি শিক্ষার্থীরা সর্বপ্রথম এই গ্রন্থ পড়িয়া পালি সাহিত্য অধ্যয়নে রত হয় । দুঃখের বিষয় ভারতীয় কোন ভাষায় এই গ্রন্থের মূল কিম্বা অনুবাদ এখনও প্রকাশিত হয় নাই । আমি এই মহৎ অভাব পরিপূর্ণ করিবার জন্য ব্রতী হই, যখন আকিয়াব বৌদ্ধ বিহারে অবস্থান করি, তখন অন্যান্য গ্রন্থ প্রকাশে ব্যস্ত থাকায় আমার সেই আশা চাপিয়া যায় । আবার যখন কলিকাতায় ধর্ম্মাঙ্কুর বিহারে অবস্থান করি, তখন আমার এই গ্রন্থ প্রকাশের ইচ্ছা বলবতী হয় । পুনরায় মিলিন্দপ্রশ্ন অনুবাদের ভার আমার উপর গৃহ্য হওয়ায় ধর্ম্মপদট্টকথার অনুবাদ ভার আমার প্রিয় শিষ্য শ্রীমান শীলালঙ্কারের উপর অর্পণ করি । তাহার অক্লান্ত পরিশ্রমে ও প্রকাশক শ্রীযুত বরদা চরণ চৌধুরী এবং শ্রীযুত হারাণ চন্দ্র চৌধুরীর বদান্যতায় আজ ধর্ম্মপদট্টকথার যমক বর্গ মাত্র বাঙ্গালী পাঠকদের হাতে অর্পিত হইল ।

যদি বরদা বাবু ও হারাণ বাবুর মত সৎকর্ম্ম প্রকাশের ভার কোন কোন শ্রদ্ধাবান দায়ক গ্রহণ করেন, যথাক্রমে অপর ২৫ অধ্যায়ও প্রকাশিত হইবে ।

আশা করি সমাজের অশ্রুত বদান্য ব্যক্তির। এক একজন অন্ততঃ এক একটি পরিচ্ছেদ প্রকাশের অর্থ সাহায্য করিয়া

সকল প্রচারে সহায়তা করিবেন ও জাতীয় মহাপ্রতিষ্ঠান
বৌদ্ধ-মিশনকে অনুবল প্রদান করিবেন ।

আষাঢ়ী পূর্ণিমা
বিদর্শনারাম
ফানাইমাদারী
২৫।৭। ৩৪ইং

শ্রীপ্রজ্ঞালোক স্থবির

সুদ্বি পত্রং

(সংখ্যাগুলি পৃষ্ঠা ও পঙ্ক্তি বোধক)

২—৪ দীপভাসায়, ১৩—৭ পশুসেনাসনাভিরতম, ২০—১০
তন্মা, ২৪—১৮ আশ্বস্ত, ২৮—১ কতপট্টিসম্ভারো, ২৮—৬
আগমিস্মতি, ৩৩—৪ ষট্ঠিকোটগহণ কিচ্চং, ৪১—২ নব-
বট্টায়, ৪১—৯ চক্ৰমামীতি, ৪৬—৫ নিম্নন্ত নিচ্ছীব.
৪৬—১৫ তন্মধ্যে, ৪৯—৮ বচীতুচ্চরিতমেব, ৪৯—১২ দ্বিত.
৫০—২ চতুস্ত, ৫৮—১০ কহং একপুস্তকা (দুইবার হইবে),
৬০—১৮ করায়, ৬১—১২ সূর্যের, ৬৩—১১ স্মৃতসিক্ত,
৭৪—৬ সেনিসেটেটা, ৭৮—২০ হইয়া স্থলে করিয়া, ৯১—৪
কেচি, ১০৯—২ মুসাবাদী, ১১২—১ বিগাহেন, ১১২—১৯
সৌহৃৎ, ১২৩—৭ আনন্দথেরো, ১২৬—৫ কোসম্বকা,
১৭০—১৯ শিবিকা, ২১৭—১৮ দশবিঘয়িনী, ২২৪—১৫
দুঃখিত, ২৪৮—৬ ভিক্ত, ২৫৩—১৬ বাধা, ২৭৭—১ আয়স্বস্তং.
২৯০—১৪ আবার, ৩০৭—১৭ মার্গকল ।

ব্যবহৃত সাক্ষেতিক অক্ষর ।

ইঃ = ইংরেজী পুস্তক ।

ব্রঃ = ব্রহ্মদেশীয় পুস্তক ।

লঃ = লক্ষা বা সিলোন মুদ্রিত পুস্তক ।

হঃ = হস্ত লিখিত পুস্তক ।

সুভিপত্রং

যমক বঙ্গো (১)

বথু সংখ্যা, কথাবথু	পিট্টকো
১। চক্ৰপালথের বথু	৪
২। মটুকুণ্ডলী বথু	৫২
৩। থুল্লতিঅথের বথু	৭৭
৪। কালিয়ক্షিনিয়া বথু	৯৩
৫। কোসম্বক বথু	১০৭
৬। চুলকাল মহাকাল বথু	১৩১
৭। দেবদত্তজ বথু (১ম)	১৪৯
৮। অগ্গসাবক বথু	১৬০
৯। নন্দথের বথু	২১৯
১০। চুন্দসূকরিক বথু	২৪০
১১। ধম্মিক উপাসকজ বথু	২৪৭
১২। দেবদত্তজ বথু (২য়)	২৫৬
১৩। সূমনা দেবিয়া বথু	২৯২
১৪। ধে সহায়ক তিষ্ণনং বথু	২৯৯

THE PALI ALPHABET IN BENGALI CHARACTER.

Vowels.

অ a আ ā ই i ঈ ī উ u ঊ ū এ e ও o

Consonants.

ক ka	খ kha	গ ga	ঘ gha	ঙ ga
চ ca	ছ cha	জ ja	ঝ jha	ঞ ña
ট ta	ঠ tha	ড da	ঢ dha	ণ ña
ত ta	থ tha	দ da	ধ dha	ন na
প pa	ফ pha	ব ba	ভ bha	ম ma
য ya	র ra	ল la	ব va	স sa
হ ha	ল la	অ an		

का k̄a	कि ki	की kī	कु ku	कू kū	के ke	को ko
खा k̄ha	खि khi	खी khī	खु khu	खू khū	खे khe	खो kho
गा ḡa	"	"	"	"	"	"
क kka	क़ k̄kha	कज kya	क्रि kri	क कva		
ख k̄hya	ख़ kh̄va	ग gga	घ gḡha	ग gra		
क n̄ka	क़ n̄kha	—	ङ n̄ga	ङ n̄gha		
छ cca	छ़ c̄cha	ज्ज jja	झ j̄jha	ञ n̄na		
ण n̄ha	ण़ n̄ca	ड n̄cha	ड़ n̄ja	ण n̄jha		
ट tta	ट़ t̄tha	ड्ड d̄da	ड़ d̄dha	ण n̄na		
ण n̄ta	ण़ n̄tha	ण्ड n̄da	णह n̄ha	तु tta		
थ t̄tha	थ़ t̄va	त्र tra	द d̄da	द d̄dha		
ड dra	ड़ d̄va	ध dh̄va	नु n̄ta	नु n̄tba		
न nda	ऩ n̄dha	म n̄na	नह n̄ha	म p̄pa		
प p̄pha	पब b̄ba	बु b̄bha	ब bra	मप m̄pha		
फ m̄pha	फ़ m̄ba	भु m̄bha	म m̄ma	मह m̄ha		
य yya	य़ ȳha	ल lla	ल्य lya	लह l̄ha		
व wha	व़ s̄sa	स sma	स्व swa	क हma		
ह h̄va	ह़ l̄ha					

। ā ि i ी i ू u, ूं ū े e ो o

धर्मपदत्रयकथा ।

नमो तत्र त्रयवतो अरहतो

सम्प्राप्तसम्पत्तयः ।

नहानोह तमो नन्दे लोके लोकस्तु दसिना,
येन सकम्प पञ्जातो जालितो जलितिदिना ।
तत्र पादे नमस्त्रिणा सम्पुङ्गसिरीमतो,
सकम्पकम्प पूजेत्त्रा कथा सज्जस च ङ्गलिः ।
तं तं कारणमागम्प धम्प्रा धम्प्रेसु कोविदो,
सम्प्राप्त सकम्पपदो सथा धम्पपदं सुभतं ।

धर्मपद-अर्थकथा ।

सैह त्रयवान अर्हं सम्यक् सम्पुङ्गके नमस्कार ।

अहा नोह-तमाच्छर जालियाछे लोके येह,
दीपु-धुकि लोकदशी सकम्पेर छाति सैह ।
श्रीनं सम्पुङ्ग पदे करि भक्ति नमस्कार,
सकम्पेरो करि पूजा कृताङ्गलि सज्ज अर ।
धर्मावर्षे सुकोविद् सम्प्राप्त सकम्प पद,
तत्रं कारण जेने शास्ता * सुभ धर्म पद ।

शानन कर्ता, बुद्ध ।

ধম্মপদট্টকথা

দেসেসি করুণাবেগ সমুদ্রাহিত মানসো,
য়ং বে দেবমনুজ্ঞানং পীতি-পামোজ্জ বক্কনং ।
পরম্পরাভতা তস্ম নিপুণা অণবগ্গনা,
য়া তস্মপল্লি দীপমিহ দীপভাষার সত্তিতা ।
ন সাধয়তি সেশানং সত্তানং হিতসম্পদং,
অপ্পেবনাম সাধেয়্য সম্বলোকস্স সা হিতং ।
ইতি আসিংসমানেন দন্তেন সমচারিনা,
কুমারকস্সপেনাহং থেরেন থিরচেতসা ।
সক্কম্মট্টিতিকামেন সক্কচ্চঃ অভিযাচিতো,
তং ভাসং অতিবিথার সত্তঞ্চ বচনকমং ।

করেছেন উপদেশ শ্রীতি-মুদ বিবর্কন,
দেব-নরে সমুৎসাছে করুণার বরিষণ ।
নিপুণ বিবৃতি তা'র পরম্পরা সনাঙ্কত,
ভাম্পপর্নী দ্বীপে * যাহা দ্বীপ-ভাষে † অবস্থিত ।
অপর লোকের নাহি সাধিছে সম্পদ-হিত,
সমস্ত লোকের ইহা সাধিবে নিশ্চয় হিত ।
সমচারী স্থিরচিত্ত কুমার কস্সপ দনী x ,
স্ববির কর্তৃক হয়ে সক্কম্মের হিতকামী ।
এ'রূপে অকঙ্ক্যমান, সম্মেহে যাচিত আর,
তাজি' যত্নে আমি অতি বিস্তৃত বচন-হার ।

* লঙ্কাদ্বীপ । † সিংহলী ভাষায় । x রিপু সমূহ যিনি দমন করিয়াছেন

धम्मपदट्ठकथा

पह्यारोपणिवानं तन्ति भासं मनोरमं,
गाथानं व्यञ्जनपदं यं तथ न विभावितं ।
केवलं तं विभावित्वा ससं तमेव अथत्तो,
भासन्तरेण भासिञ्च आवहन्तो विभावितं ;
मनसो पीतिपामोञ्जं अथधम्मपनिमित्तं ।

मनोरम तन्त्री-भाषा + करि' तन्न आरोपित,
गाथार व्यञ्जन-पद अप्रकट प्रकटित ।
समस्त प्रकाश करि सेह अर्थ अनुसारे,
पण्डित जनैर चित्त विनोदन करिवारे ।
सुधी-मन-प्रीति-मुद् अर्थ-धम्म अनुसृत,
भागधी § भाषार हवे एह धम्म सुभावित ।



ষষ্ঠক বর্গ । ১

চক্খুপালথের বধু । ১

“মনোপুৰ্ণমা ধম্মা মনোসেট্ঠা মনোময়া,
মনসা চে পহুট্ঠেন ভাসতি বা করোতি বা ;
ততো নং দুক্খময়েতি চক্কং'ব বহতো পদং” তি

অয়ং ধম্মদেসনা কথ ভাসিতা'তি ? "সাবপিয়ং ।

কং আরহতা'তি ? চক্খুপালথেরং ।

ষষ্ঠক বর্গ । ১

চক্খুপাল স্থবিরের উপাখ্যান । ১

মনস্পূৰ্ণম ধম্মচয়,

মনঃশ্রেষ্ঠ মনোময় ;

দোষযুক্ত মনে যদি কোন এক জন,

বলে কোন কথা কিছু করে বা করম ;

শকটের চক্র বধা বৃষ পদে ধার,

দুঃখ তার অবিরাম পাছে পাছে যাব ।

এই ধর্মোপদেশ কোণায় বলা হইয়াছিল ? শ্রাবস্তীতে । কাহাকে উপলক্ষ

করিয়া ? চক্খুপাল স্থবিরকে ।

১। সাবথিয়ং কির মহাসুব্বণো নাম কুটুম্বিকো অহোসি
অডো মহাক্কনো মহাভোগো অপুত্রকো। সো একদিবসং মহান-
তিথং গত্ত্বা মহাত্তা আগচ্ছন্তো অশুরামগ্গে সম্পন্নসাথং একং
বনস্পতিং ১ দিস্বা “অয়ং মহেসক্কায় দেবতায় অধিগ্গহীতো
ভবিম্মতী”তি। তস্ম হেট্ঠাভাগং সোধাপেত্তা পাকারপয়িক্কেপং
কারাপেত্তা বালিকং ২ ওকিরাপেত্তা ধজ্জপতাকং উম্মাপেত্তা বন-
স্পতিং ১ অলঙ্করিত্বা “পুত্রং বা ধীতরং বা লভিত্বা তুমহাক্কং
মহাসক্কারং করিম্মামী”তি পথনং কত্ত্বা পক্কামি।

২। অথস্ম ভরিয়ায় কুচ্ছিয়ং গত্ত্বো পতিট্ঠাসি। সা গরস্ম পতিট্ঠিত্ত
ভাবং এত্ত্বা তস্ম অরোচেসি। সো তস্মা গরু পরিহারং অদাসি।

১। শ্রাবস্তীতে মহাসুবর্ণ নামে এক মহাবনৌ, মহাভোগী, ধনাঢ্য
কুটুম্বিক ছিলেন। তিনি ছিলেন অপুত্রক। একদিন তিনি স্বানতীরে গমন
পূর্বক স্বান করিয়া আদিবার সময় পথিমধ্যে শাখাসম্পন্ন এক বনস্পতি *
দেখিতে পাইলেন। “এই বৃক্ষটিকে হস্ত কোন শক্তিমান দেবতা আশ্রয়
করিয়া থাকিবেন,” এই ভাবিয়া তিনি ইহার তলাদেশ পরিকার করাইলেন,
চারিদিকে প্রাকার বেষ্টিত করাইয়া দিলেন, বালি বিকীর্ণ করাইলেন এবং
ধ্বজাপতাকা উড্ডীন করাওত বনস্পতিকে সনলঙ্কৃত করিয়া “পুত্র বা কন্যা
লাভ করিলে আপনার মহাসংকার করিব।” এইরূপ প্রার্থনা করিয়া প্রস্থান
করিলেন।

২। অনন্তর তাঁহার ভাব্যা অন্তঃসত্ত্বা হইলেন। ভাব্যা গর্ভ সঞ্চারণ হইয়াছে
জানিয়া তাঁহাকে কহিলেন। তিনি তাঁহাকে গর্ভ রক্ষার সুযোগ করিয়া দিলেন।

১। ম— বনস্পতিং। ২। ম—বালুকং,

* পুষ্পহীন ফলদ বৃক্ষ; মহাফ্রম।

স্বা দশমাসচ্চয়েন পুত্তং বিজ্জায়ি । সেট্ঠি অত্তনা পালিতং বন-
স্পতিং নিম্মায় লঙ্কন্তা তস্স 'পালিতো'তি নামং অকাসি । অপর-
ভাগে অত্রং পুত্তং লভি । তস্স 'চুল্লপালো'তি নামং কত্তা
ইতরস্স 'মহাপালো'তি নামং অকরি । তে বয়স্সন্তে ঘরবন্ধনেন
বন্ধিঃসু ।

৩ । তস্মিং সময়ে সথা পবহুবরধম্মচক্কো অনুপুবেবনা-
গত্তা অনাথপিণ্ডিকেন মহাসেট্ঠিনা চতুপপ্পাস কোটি ধনং
বিম্বজ্জেক্কা কারিতে জ্জেতবন মহাবিহারে বিহরত্তি মহাজনং
সপ্পামগ্গে চ মোক্ষমগ্গে চ পতিট্টাপয়মানো । তথাগতো হি
মাতিপক্কতো ১ অসীতিয়া পিতিপক্কতো অসীতিয়া'তি ব্বেঅসীতি
ঞাতিকুল সহস্সেহি কারিতে বিহারে একমেব বস্সাবাসং বসি ।

তিনি দশমাস পরে একটি পুত্র প্রসব করিলেন । শ্রেষ্ঠী আপনার প্রতি-
পালিত বনস্পতির প্রসাদে তাহাকে লাভ করিয়াছেন মনে করিয়া তাহার
নাম রাখিলেন 'পালিত' । কিছু দিন পরে তিনি আর এক পুত্র লাভ
করিলেন । তাহার 'চুল্লপাল' নাম রাখিয়া ছোট্টের নাম পরিবর্তন করিয়া
'মহাপাল' রাখিলেন । তাহারা প্রাপ্তবয়স্ক হইলে তাহাদিগকে বিবাহ-
সূত্রে আবদ্ধ করিলেন ।

৩ । তখন শাস্তা ধর্মচক্র প্রবর্তনের পর ক্রমে নানাদেশ পর্যটন
করিয়া শ্রাবস্তীতে আসিয়াছিলেন । অনাথপিণ্ডিক মহাশ্রেষ্ঠী কর্তৃক
চুয়ান্ন কোটি সুবর্ণ মুদ্রা ব্যয়ে নিশ্চিত জ্জেতবন বিহারে জনগণকে স্বর্গমার্গে
ও মোক্ষমার্গে প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াস পাইতেছিলেন । তথাগত
মাত্র পক্ষের অশীতি সহস্র ও পিতৃ পক্ষের অশীতি সহস্র, এই দ্বি অশীতি
সহস্র জ্ঞাতিকুল দ্বারা নিশ্চিত বিহারে মাত্র এক বর্ষা বাস করিয়াছিলেন ।

অনাথপিণ্ডিকেন কারিতে জ্ঞেতবন মহাবিহারে একুনবীসতি,
 বিসাখায় সত্তবীসতি কোটিধন পরিচাগেন কারিতে পুষ্কারামে
 চ বস্মাবাসেতি, দ্বিন্নং কুলানং গুণমহন্ততং পাট্টচ সাবখিং
 নিম্মায় পঞ্চবীসতি বস্মাবাসে বসি। অনাথপিণ্ডিকোপি
 বিসাখাপি মহাউপাসিকা নিবন্ধং দিবসস্ব দেবারে তথাগতস্ব
 উপট্ঠানং গচ্ছন্তি। গচ্ছন্তা চ—“দহর সামণেরা নো হথে
 ওলোকেস্বস্তী”তি তুচ্ছহথা নাম ন গতপুষ্কা। পুরেভত্তং গচ্ছন্তা
 খাদনীয়াদীনি গাহাপেত্ভাব গচ্ছন্তি। পচ্ছাতত্তং পঞ্চভৈসজ্জানি
 অট্ঠি চ পানানি। নিবেসনেস্ব পন তেসং দ্বিন্নং ১ ভিক্ষুসহস্রানং
 নিচ্চপপ্রত্তানৈবাসনানি হোন্তি; অন্নপান ভৈসজ্জেস্ব

অনাথপিণ্ডিক নির্মিত জ্ঞেতবন বিহারে উনবিংশতি বর্ষা, বিশাখা কর্তৃক
 সপ্তবিংশতি কোটি মুদ্রা ব্যয়ে নির্মিত পুষ্কারাম বিহারে চত্ব বর্ষা, এই
 দুই কুলের গুণমহত্ত্বের তত্ত্ব শ্রাবস্তী আশ্রয়ে পঞ্চবিংশতি বর্ষানাদ করিয়াছিলেন।
 অনাথপিণ্ডিক ও মহাউপাসিকা বিশাখা নিত্য দিবসে দুইবার তথাগতের
 সেবা করিতে যাইতেন। “তরুণ সামণের গণ কিছু প্রাপ্তির আশায়
 আমাদের হাতের দিকে তাকাইবেন” এই মনে করিয়া তাঁহারা
 কখনও ঐরিক্ত হস্তে যাইতেন না। পূর্ষাহে গেলে সজে করিয়া
 অনেক খাদ্যদ্রব্য লইয়া যাইতেন ও অপরাহ্নে পঞ্চ ভৈষজ্যা * ও
 অষ্ট পানীয় লইয়া যাইতেন। তাঁহাদের আবাসেও নিত্য দুই
 সহস্র ভিক্ষুর কল্প আসন প্রস্তুত থাকিত। অন্ন, পানীয় ও ভৈষজ্যা

১। ন— দ্বিন্নং দ্বিন্নং।

* সূত, মাখন, তৈল, মধু ও গুড়।

† মধু, কিশমিশ, শালুক, কাঠালীকলা, আটিকলা, আম, জাম ও পানীফল
 এই অষ্টবিধ ক্ষুদ্র জাতীয় ফলের রস অগ্নিপক না করিয়া ইঁাকিয়া ভিক্ষুরা ইচ্ছা করিলে
 বিকালে পান করিতে পারেন।

যো যং ইচ্ছতি তস্য তং যথিচ্ছিতমেব সম্পজ্জতি । তেস্য
 অনাথপিণ্ডিকেন একমেব দিবসম্পি সখা পঞহং অপুচ্ছিত
 পুঝো । সো কির—“তথাগতো বুদ্ধসুখুমালো খত্তিয়সুখুমালো,
 উপকারো মে গহপতীতি ময়হং ধম্মং দেসেত্তো কিনমেয়্যা”তি
 সখরি অধিমত্ত সিনেহেন পঞহং ন পুচ্ছতি । সখা পন তস্মিং
 নিসিন্নমত্তে য়েব “অয়ং সেট্ঠি মং অরচ্ছিতব্বট্ঠানে রচ্ছতি ।
 অহং হি কল্পসত্তসহস্সাধিকানি চত্তারি অসংথেয়্যানি অনঙ্কত-
 পাটিয়ত্তং অত্তনো সীসং চিন্দিহা অক্কীনি উপ্পাটেহা হৃদয়মাংসং
 উদ্ধত্তেহা ১ পাণসমং পুত্তদারং পরিচ্ছজ্জিহা পারমিয়ো পূরেত্তো
 পরেসং ধম্মদেসনথমেব পূরেসিং, এস মং অরচ্ছিতব্বট্ঠানে
 রচ্ছতী”তি— একং ধম্মদেসনং কথেতি য়েব ।

যিনি যাহা চাহিতেন তিনি তাহা যথেষ্ট লাভ করিতেন । এতদিনের মধ্যে
 অনাথপিণ্ডিক শাস্তাকে একদিনও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন নাই । তিনি ভাবিতেন—
 “বুদ্ধ সুকুমার ঋত্রির সুকুমার তথাগত ‘গৃহপতি আনার উপকারক’ ইহা মনে
 করিয়া আমাকে ধর্ম উপদেশ দিতে ক্লান্ত হইবেন ।” এই মনে করিয়া শাস্তার
 প্রতি ঘেহাধিক্য বশতঃ তিনি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেন না । কিন্তু তিনি
 বনিবা মাত্র শাস্তা “এই শ্রেষ্ঠী আমাকে অহানে রক্ষা করিতেছে । আমি
 যে লক্ষাধিক চারি অসংখ্য কল্পকাল নিজের অনঙ্কৃত প্রতিমণ্ডিত শির ছেদন
 করিয়া চক্ষুবৃগল উৎপাটন করিয়া, হৃদয় মাংস ছিন্ন করিয়া ও প্রাণসম
 স্ত্রী-পুত্র পরিত্যাগ করিয়া পারমী পূর্ণ করিয়াছি, তাহা পরকে ধর্মদেশনা
 করিবার জন্তই করিয়াছি । এই শ্রেষ্ঠী আমাকে অরক্ষণীয় কারণে রক্ষা
 করিতেছে ।” ইহা চিন্তা করিয়া ধর্মোপদেশ দিতেন ।

৪। তদা সাবথিয়ং সন্তমনুস্কেটিয়ো বসন্তি । তেসু সখ্য
ধম্মকথং সুত্বা পঞ্চকোটিমত্তা মনুস্কা অরিয়সাবকা জাতা, বে
কোটিমত্তা পুথুজ্জনা । তেসু অরিয়সাবকানং বেবেব কিচ্ছানি
অহেসুং, পুরেভত্তং দানং দেন্তি, পচ্ছাভত্তং গন্ধমালাদিহথা বথ-
ভেসজ্জ-পানকাদিং গাহাপেত্বা ধম্মসবণথায় গচ্ছন্তি ।

৫। অথেকদিবসং মহাপালো অরিয়সাবকে গন্ধমালাদিহথে
বিহারং গচ্ছন্তে দিম্বা “অয়ং মহাজনো কুহিং গচ্ছতী”তি পুচ্ছিত্বা
“ধম্মসবণায়”তি সুত্বা “অহম্পি গমিস্সামী”তি গম্মা সখারং বন্দিয়া
পরিসপরিষন্তে নিসীদি ।

৪। তখন শ্রাবস্তীতে সাতকোটি লোক বাস করিত । তাহাদের মধ্যে
পাঁচকোটি শাস্তার ধর্মোপদেশ শুনিয়া আর্ঘ্যশ্রাবক হইয়াছিল ; দুইকোটি
মাত্র পৃথকজন * ছিল । ভোজনের পূর্বে আহাৰ্য্য বস্ত্র দান দেওয়া এবং
আহারান্তে বস্ত্র, ভৈষজ্য ও পানীয়াদি সঙ্কে নিয়া, গন্ধদ্রব্য ও মালাদি চন্তে
করিয়া ধর্মশ্রবণের জন্ত বিহারে যাওয়া— এই দুইটি আর্ঘ্যশ্রাবকদের
কর্ম ছিল ।

৫। একদিন মহাপাল দেখিলেন, বহু আর্ঘ্যশ্রাবক গন্ধদ্রব্য ও পুষ্পমালা
চন্তে বিহারে যাইতেছেন । তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—“এতলোক কোথায়
যাইতেছে ?” প্রত্যুত্তরে শুনিলেন— “ধর্মশ্রবণ করিতে যাইতেছেন ।”
তাহা শুনিয়া “আমিও যাইব” এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া আর্ঘ্যশ্রাবকদের
সঙ্কে সঙ্কে বিহারে গিয়া শাস্তাকে বন্দনাপূর্বক নমোগত জনমণ্ডলীর একপ্রান্তে
উপবেশন করিলেন ।

* বাহার। নিক্রাণের কোন সুর প্রাপ্ত হয় নাই ।

৬। বুদ্ধাচ নাম ধর্ম্যং দেসেন্তো সরণসীলপব্বজ্জাদীনং উপ-
 নিশ্রয়ং ওলোকেন্না অজ্জাসয়বসেন ধর্ম্যং দেসেন্তি । তস্মা তং দিনসং
 সথা তস্ম উপনিশ্রয়ং ওলোকেন্না ধর্ম্যং দেসেন্তো আনুপুর্ব্বীকথং
 কথেসি ; সেয়াথীদং—দানকথং সীলকথং সগ্গকথং কামানং আদীনবং
 ওকারং সংকিলেসং নেকুথস্মে চ আনিসংসং পকাসেসি । তং
 সূদ্বা মহাপালো কুটুস্থিকো চিন্তেসি—“পরলোকং গচ্ছন্তুং পুত্র-
 ধীতরো বা ভোগা বা নানুগচ্ছন্তি, সরীরস্পি অল্পনা সন্ধিং ন গচ্ছতি,
 কিস্মে ঘরাবাসেন ? পব্বজ্জিআমী”তি । সো দেসনা পরিয়োসানে.
 সথারং উপসংকমিত্তা পব্বজ্জং যাচি । অথ নং সথা “নথি তে কোচি
 আপুচ্ছিতব্বয়ুত্কো এগাতী”তি আহ ।

“কনিট্ট ভাতা পন মে ভস্তু, অথী”তি ।

৬। বুদ্ধগণ ধর্ম্মদেশনা করিবার সময় শ্রোতার শরণ, শীল ও প্রব্রজ্যা-
 দির উপনিশ্রয় (হেতু) অবলোকন করিয়া তাহার অন্যাশয় অনুসারে উপদেশ দিয়া
 থাকেন । তদ্ব্যেতু সেইদিন শাস্তা মহাপালের উপনিশ্রয় অবলোকন করিয়া
 ধর্ম্মদেশনা করিতে করিতে আনুপূর্ব্বিক কথা कहিলেন ; যথা— দানকথা,
 শীলকথা, স্বর্গকথা, কাম (গুণ) সমূহের দোষ, অপকারিতা ও ক্লেণ একঃ
 নৈজ্জম্যের উপকারিতার বিষয় বিবৃত করিলেন । তাহা শুনিয়া মহাপাল
 কুটুস্থিকের মনে ভাবের উদয় হইল । তিনি ভাবিতে লাগিলেন—“পরলোক
 পমন কালে পুত্র, দুহিতা বা ভোগ-সম্পদ কিছুই সঙ্গে যায় না, শরীর ও
 নিশ্চের সঙ্গে যায় না, গৃহবাসে আমার কি হইবে ? আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ
 করিব ।” দেশনাবসানে তিনি শাস্তার নমীপে যাইয়া প্রব্রজ্যা যাচ্ছা করি-
 লেন । অতঃপর শাস্তা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“তোমার কি বিদায়
 নিয়া আসার মত কোন আত্মীয় নাই ?”

“আমার কনিষ্ঠ ভাই আছে ভস্তু ।”

“তেনহি তং আপুচ্ছা”তি ।

৭। সো‘সাধু’তি সম্পটিচ্ছিত্বা সখারং বন্দিহা গেহং গস্তা
কণিষ্ঠং পক্কোসাপেহা “তাত, যং ইমস্মিং কুলে সবিশ্রাণকাবি-
শ্রাণকং ধনং কিঞ্চি অথি সৰস্তুং তব ভারো, পটিপজ্জাহি-
নং” তি ।

“তুমেহ পন কিং সামী”তি ?

“অহং সখুসন্তিকে পক্কজিস্সামী”তি ।

“কিং কথেসি ভাতিক ! ত্বং মে মাতরি .মতায় মাতা বিয়,
পিতরি মতে পিতা বিয় লক্কো ; গেহে বো মহাবিভবো, সক্কা
গেহং .অক্কাবসন্তেহেব পুত্রানি কাভুং , মা এবং অকুপা”তি ।

“তাত, ময়া সখুধম্মদেসনা সুতা, সখারা হি সগ্হসুখুমং
তিলক্ষণং আরোপেহা আদিমক্কপরিয়োসানে কল্যাণধম্মো দেসিতো,

“তবে তাহার নিকট হইতে বিদায় নিয়া আস ।”

৭। তিনি সাধুবাদের সহিত অনুমোদন করিয়া শাস্ত্রকে বন্দনা
পূর্বক গৃহে গমন করিলেন এবং কনিষ্ঠকে ডাকাইরা কহিলেন— “ভাই,
এই কুলে স্থাবর-অস্থাবর যাহা কিছু ধন আছে সেই সমস্তের ভার তোমার উপর,
তুমি তাহা গ্রহণ কর ।”

“দাদা, আপনি কি ?”

“আমি শাস্ত্রার নিকট প্রব্রজিত হইব ।”

• “কি বলিতেছেন দাদা ! মাতার মৃত্যুতে আপনাকে মাতার শ্রাণ,
পিতার মৃত্যুতে পিতার শ্রাণ পাইয়াছি । আপনার গৃহে মহাবিভব বর্তমান ।
গৃহে বাস করিয়াও পুণ্য করা যায়, আপনি এইরূপ করিবেন না ।”

“ভাই, আমি শাস্ত্রার ধর্মদেশনা শুনিয়াছি ; তিনি আদি, মধ্য ও অবসানে
কল্যাণময় ধর্ম ত্রিলক্ষণ আরোপিত করিয়া সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্ম ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন ।

ন সন্ধা সো আগারমঞ্জে বসন্তেন পুরেতুং ; পব্বজিআমি তাতা”তি ।

“ ভাতিক, তরুণা পি চ তাবথ মহল্লককালে পব্বজিআথা”তি ।

“তাত, মহল্লকম্ হি অন্তনো হথপাদাপি অনম্ববা হোন্তি ন
বসে বন্তি, কিমঙ্গপন এণাতকা । স্বাহং তব বচনং নকরোমি,
সমণপটিপত্তিঃ পুরেআমী”তি

“জরাজজ্জরিতা হোন্তি হথপাদা অনম্ববা,
য়ম্ম সো বিহতখামো কথং ধম্মং চরিস্সতী”তি ।

“পব্বজিআমেবাহং তাতা”তি তম্ম বিরসন্তুজেব
সখু সন্তিকং গম্মা পব্বজ্জং য়াচিত্তা লঙ্কপব্বজ্জ-
পসম্পদো আচরিয়ুপজ্জায়ানং সন্তিকে পঞ্চবস্সানি বসিত্তা

গৃহে থাকিয়া তাহা পালন করা যায় না ; আমি প্রব্রজিত হইব
তাই ।”

“দাদা, এখনও আপনি তরুণ, পরিণত বয়সে প্রব্রজিত হইবেন ।”

“বৎস, বৃদ্ধের আপন হস্তপদও অনধীন হয়, বশে থাকে না,
জ্ঞাতিগণের আর কথাইবা কি ! তাই তোমার কথা রক্ষা করিতে আমি
অপারগ, শ্রমণব্রত পালন করিব ।”

“জরাজজ্জরিত হয়, হস্তপদ অনধীন ;
কেমনে সে আচরিবে ধম্ম, যিনি শক্তিহীন” ।

“বৎস, নিশ্চয় আমি প্রব্রজিত হইব ।” কনিষ্ঠের রোদন শুধেও
তিনি শাস্তার নিকট যাইয়া প্রব্রজ্যা বাজ্ঞা করিলেন এবং প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা
লাভ করিয়া আচার্য্য ও উপাধ্যায়ের নিকট পাঁচ বৎসর বাস করিলেন ।

বৃথবস্ত্রো পবারেদ্ধা সখারং উপসঙ্কমিত্বা বন্দিত্বা পুচ্ছি—“ভন্তে,
ইমস্মিং শাসনে কতি ধুরানী”তি ?

“গম্ভধুরং বিপস্মনাধুরন্তি ধ্বে য়েব ধুরানি ভিক্ষু”তি ।

“কতমং পন ভন্তে, গম্ভধুরং, কতমং বিপস্মনাধুরং”তি ?

“অন্তনো পশ্রানুরূপেন একং বা ধ্বে বা নিকায়ে, সকলং বা
পন তেপিটকং বুদ্ধবচনং উগ্গণিহিত্বা তস্ম ধারণং কথনং বাচনন্তি
ইদং গম্ভধুরং নাম । সল্লহকবুত্তিনো পন পন্তসেনাসনাভিরতস্ম
অন্তভাবে খয়বয়ং পট্টপেত্বা সাতচ্চকিরিয়বসেন বিপস্মনং বডেত্বা
অরহত্তগহুগন্তি ইদং বিপস্মনাধুরং নামা”তি ।

অনন্তর তিনি বর্ষাবাস * শেষ করিয়া প্রবারণার † পর শাস্তার নিকট
গমন করিলেন এবং তাঁহাকে বন্দনা করিয়া ভিক্ষাসা করিলেন—“ভন্তে,
এই শাসনে কয়টি ধুর ?”

“গ্রহধুর ও বিদর্শনধুর দুইধুর ভিক্ষু ।”

“ভন্তে, গ্রহধুর ও বিদর্শনধুর কি ?”

“নিজের জ্ঞান অনুসারে এক বা দুই নিকায় বা সনগ্র ত্রিপিটক
বুদ্ধবচন শিক্ষা করিয়া, তাহার ধারণ, কথন ও শিক্ষাদানের নাম গ্রহধুর ।
লঘুভোজী হইয়া গ্রামের প্রান্তসীমান্ত বিশ্রামস্থানে বাস করিয়া আপনার
শরীরে ক্ষয়বায়ের ভাব অবলোকন করা হইতে অদম্য উদ্যমে বিদর্শন
বাড়াইয়া অর্হত্ত গ্রহণের নাম বিদর্শনধুর ।”

* আষাঢ়ী পূর্ণিমা হইতে আশ্বিনী পূর্ণিমা পর্যন্ত এই তিন মাস ভিক্ষুদের বর্ষাবাসের সময় ।

† দোষ হইলে বলিবার জন্ত অপরকে আরাধনা করা ।

“ভস্তু, অহং মহল্লককালে পব্বজিতো গম্বধুরং পুরেতুং
ন সঙ্খিআমি বিপস্সনাধুরং পন পুরেআমি কস্মট্টানস্মে কথেথা”তি ।

৮ । অথস্স সথা য়াব অরহত্তা ১ কস্মট্টানং কথেসি । সো
সথারং বন্দিত্বা অত্তনা সহগামিনো ভিক্ষু পরিযেসসন্তো সট্ঠি
ভিক্ষু লভিত্বা তেহি সঙ্খিঃ নিস্সমিত্তা বীসংযোজনসতং মগ্গং
গম্বা একং মহত্তং পচ্চত্তুগামং পত্তা তথ সপরিবারো পিণ্ডায়
পাবিসি । মনুস্সা বত্তসম্পন্নো ভিক্ষু দিস্সা পসন্নচিত্তা অস্সনানি
পঞ্জাপেত্তা নিসীদাপেত্তা পণীতেনাহারেন পরিবিসিত্তা “ভস্তু,
কুহিং অয়্যা গচ্ছন্তী”তি পুচ্ছিত্তা “য়থা কাস্মকট্টানং উপাসকা”তি

“ভস্তু, আমি অধিক বয়সে প্রব্রজ্যা নিয়াছি, গ্রন্থধুর পূর্ণ করিতে
পারিব না, বিদর্শন ধুরই পূর্ণ করিব ; আমাকে ‘কস্মস্থান’ + সম্বন্ধে বলুন ।”

৮ । অতঃপর ভগবান তাঁহাকে অরহত্ত কস্মস্থান পর্য্যন্ত বলিলেন ।
তিনি শাস্তাকে বন্দনা করিয়া তাঁহার সহগামী ভিক্ষু আছেন কি না
অন্বেষণ করিলেন । ষাটজন ভিক্ষু তাঁহার সহগামী হইলেন, তিনি তাঁহা-
দের সহিত নিষ্ক্রমণ করিলেন । তাঁহারা ১২০ যোজন পথ অতিক্রম
পূর্বক এক বৃহৎ প্রত্যন্ত গ্রামে উপনীত হইয়া তথায় ভিক্ষার জন্ত প্রবেশ
করিলেন । লোকেরা নিয়মপরায়ণ ভিক্ষুদিগকে দেখিয়া প্রসন্ন মনে আসন
সজ্জিত করাইলেন এবং তাঁহাদিগকে বসাইয়া উপাদেয় আহার পরিবেশন
করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“ভস্তু আর্ঘ্য, আপনারা কোথায় যাইতেছেন?”

“সুবিধা জনক স্থানে উপাসকগণ ।”

বুস্তে পণ্ডিতমন্সুয়া বঙ্গাবাসং সেনাসনং পরিষেসন্তি ভদন্তা'তি
 এত্বা “ভন্তে, সচে অয়্যা ইমং তেমাসং ইধ বসেয়্যং ময়ং সরণেশু
 পতিট্টায় সীলানি গণেহয়্যামা”তি আহংসু । তেপি “ময়ং ইমানি
 কুলানি নিয়ায় ভবনিম্মরণং করিআমা”তি অধিবাসেসুং । মন্সুয়া
 তেসং পটিগ্রং গহেত্বা বিহারং পটিজ্জিহা রত্তিট্টান দিবাট্টা-
 নানি সম্পাদেত্বা অদংসু । তে নিবন্ধং তমেব গামং পিণ্ডায়
 পবিসন্তি । অথ তে একো বেজ্জা উপসংকমিত্বা “ভন্তে, বহুসং
 সনট্টানে অফাসুকা'প্প নাম হোত্তি, তস্মিং উপস্নে ময়ং কথেয়্যাথ,
 ভেসজ্জং করিআমী”তি পবারেসি । থেরো বসুপনায়িক দিবসে

এইরূপ বলিলে বুদ্ধিমানেরা বুঝিলেন যে ভিক্ষুরা বর্ষাবাসের উপ-
 বোগী বাসস্থানের অন্বেষণ করিতেছেন । তখন তাঁহারা বলিলেন—“ভন্তে
 আয়্যা, আপনারা যদি এই তিন মাস এখানে বাস করেন, আমরা শরণে
 প্রতিষ্ঠিত হইয়া শীল গ্রহণ করিব । ভিক্ষুরাও “এই কুল সমূহের আশ্রয়ে
 থাকিয়া ভবদুঃখের অবদান করিব” এই মনে করিয়া তাঁহাদের প্রস্তাবে
 সম্মত হইলেন । লোকেরা তাঁহাদের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিয়া বিহার সংস্কার
 করিয়া রাত্রি স্থান দিবা স্থান সম্পাদন করিয়া দিলেন । তাঁহারা নিতাই
 সেই গ্রামে পিণ্ডের জন্ত প্রবেশ করিতেন । অনন্তর এক বৈজ্ঞ আসিয়া
 তাঁহাদিগকে কহিলেন—“ভন্তে, বহুজন একত্রে বাস করিতে গেলে অসুখ
 হয় ; আপনাদের অসুখ হইলে আমাকে বলিবেন, আমি ঔষধ দিব ;”
 এই বলিয়া নিমন্ত্রণ করিলেন । শ্ববির মহাপাল বর্ষাবাস আরম্ভ দিবসে

তে ভিক্ষু আমন্তেহা পুচ্ছি—“আবুসো ইমং তেমাংসং কতীহি ইরিয়াপথেহি বীতিনামেঙ্গথা”তি ?

“চতুহি ভন্তে”তি ।

“কিং পনেতং আবুসো, পতিক্রপং ? ননু অঙ্গমন্তেহি ভবিত্ত্বং ? ময়ং হি ধরমানঙ্গ বুদ্ধঙ্গ সন্তিকে ১ কস্মট্টানং গহেহা আগতা, বুদ্ধা চ নাম ন সন্ধা সাঠেয়োন আরাধেতুং, কল্যাণ-
ঙ্কাসয়েন হেতে আরাধেতব্বা । পমত্তঙ্গ চ নাম চত্তারো অপায়া সকেগেহ সাদিসা, অঙ্গমত্তা হোথাবুসো”তি ।

“তুমেহ পন ভন্তে”তি ?”

“অহং তীহি ইরিয়াপথেহি বীতিনামেঙ্গামি, পিট্ঠিঃ

ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“আবুস, † তোমরা এই তিন মাস কয় ‘ইরিয়াপথে’ * অতিবাহিত করিবে ?”

“চারি ইরিয়াপথে ভন্তে ।”

“আবুস, ইহা কি প্রতিক্রপ হইবে ? অপ্রমত্ত হওয়া উচিত নহে কি ? আমরা জীবন্ত বুদ্ধের নিকট কস্মস্থান নিয়া আসিয়াছি ; বুদ্ধগণকে শঠতার দ্বারা আরাধনা করা যায় না, কল্যাণ অধ্যায়ের দ্বারাই তাঁহাদের আরাধনা করিতে হয় । চারি অপায় x প্রমত্তের পক্ষে স্মীয় গৃহ ১ সদৃশ হয়, তোমরা অপ্রমত্ত হও আবুস !”

“আপনি ভন্তে ?”

“আমি তিন ইরিয়াপথে অতিবাহিত করিব, পৃষ্ঠ

১। ম— সন্তিকা ।

† ভিক্ষুদের মধ্যে বয়সনিষ্ঠের প্রতি আহ্বান ; বন্ধু ।

* শয়ন, উপবেশন, গমন ও দাঁড়ান এই চারি অবস্থাকে ইরিয়াপথ বলে ।

x নরক, তিথ্যাগ, প্রেত ও অনুর লোক ।

ন পসারেজামি আবুসো”তি।

“সাধু ভন্তে, অপ্রমত্তা হোথা”তি।

৯। খেরস নিদং অনোকমন্তুস পঠমমাসে অতিক্রন্তে
অক্ষিরোগো উৎপত্তি; ছিদ্রঘটতো উদকধারা বিয় অক্ষীহি ধারা
পশ্বরন্তি। সো সন্ধ্যরন্তিঃ সমগধম্মঃ কদা অরুণুগমনে যত্নঃ
পবিমিত্তা নিসীদি। ভিক্ষু ভিক্ষাচারবেলায় খেরস সন্তিকং
উপসংকমিত্তা “ভিক্ষাচারবেলায়ঃ ভন্তে”তি আহংসু।

— “তেনহাবুসো গণ্হথ পত্চীবরং”তি অন্তনো পত্চীবরঃ
গাহাপেত্তা নিক্ষমি। ভিক্ষু তস অক্ষী পশ্বরন্তে দিস্সা “কিমত্তং
ভন্তে”তি পুচ্ছিংসু।

“অক্ষী মে আবুসো, বাতা বিজ্ঞান্তা”তি।

প্রদারিত করিব না আবুস।”

“সাধু ভন্তে, অপ্রমত্ত হউন।”

৯। স্থবির নিদ্রা যাইতেন না, তাই প্রথম মাস অতিক্রান্ত হইলেই
তাঁহার চক্ষুরোগ উৎপন্ন হইল। ছিদ্রঘট হইতে জলধারার স্রাব চক্ষু
যুগল হইতে অক্ষধারা বহিতে লাগিল। তিনি সারারাত্রি শ্রমগদম্ম
অনুষ্ঠান করিয়া অরুণোদয়ের সময় কক্ষে প্রবেশ পূর্বক উপবেশন করিলেন।
ভিক্ষুগণ ভিক্ষার বাহির হইবার সময় হইলে স্থবিরের নিকট গমন করিয়া
কহিলেন— “ভন্তে, ভিক্ষার সময় হইয়াছে।”

“তবে আবুস, পাত্ৰ-চীবর গ্রহণ কর” এই বলিয়া তিনি নিজের
পাত্ৰ-চীবর গ্রহণ করাইয়া বাহির হইলেন। ভিক্ষুগণ তাঁহার নজলধার-
চক্ষু দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন— “ভন্তে, এ কি?”

“আবুস, আমার চক্ষু বায়ুবিদ্ধ হইয়াছে।”

“ননু ভন্তে, বেজ্জমমহা পবারিতা ? তস্য কথমা”তি ।

“সাধাবুসো”তি ।

১০ । তে বেজ্জম কথয়িস্তু : সো তেলং পচিহা পেসেনি ।

থেরো নাসায় তেলং আসিকন্তো নিসিককোব আসিক্কাহা অন্তো-
গামং পাবিসি । বেজ্জো দিস্বা আহ— “ভন্তে, অয়ম্ কির অক্ষী
বাতো বিজ্জতী”তি ?

“আম উপাসকা”তি ।

“ভন্তে, ময়া তেলং পচিহা পেসিত্তং, নাসায় বো হাসিত্তং”তি ?

“আম উপাসকা”তি ।

“ইদানি কীদিসং”তি ?

“কজ্জতব উপাসকা”তি ।

“ভন্তে, বৈথ না আমাদের চিকিৎসার জন্তু নিঃসৃত্তণ করিয়াছিলেন ?
তাঁহাকে আমরা বলিব ।”

“সাধু আবুস ।”

১০ । ভিক্ষুরা বৈথকে কহিলেন । তিনি তৈলপাক করিয়া পাঠাইলেন ।
ধ্বির উপবিষ্ট অবস্থায় মাসিকায় তৈল সিঞ্চন করিয়া গ্রানে প্রবেশ
করিলেন । বৈথ তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া কহিলেন— “ভন্তে, “আমোর
চোখে না-কি বাতাস সহ্য হইতেছে না ?”

“হাঁ, উপাসক ।”

“ভন্তে, আমি ত তৈল পাক করিয়া পাঠাইয়াছি, উহা কি
নাকে দিয়াছেন ?”

“হাঁ, উপাসক ।”

“এখন কেমন লাগিতেছে ?”

“এখনও বেদনা করিতেছে উপাসক ।”

১১ । বেজে "ময়া একবারেনেব বৃপসম্নসমখং তেলং
পহিতং, কিমুখো রোগো ন বৃপসন্তো"তি চিন্তেহা "ভন্তে,
নিসীদিহা বো আসিভং নিপঞ্জিতা"তি পুচ্ছি । থেরো তুগহী
অহোসি, পুনঃপুনং পুচ্ছিয়মানোপি ন কুখেসি । সো "বিহারং
গস্তা থেরস বসনট্ঠানং ওলোকেসামী"তি চিন্তেহা "তেনহি ভন্তে,
গস্তা"তি থেরং বিস্মজেহা বিহারং গস্তা থেরস বসনট্ঠানং
ওলোকেন্তো চক্ষুসম-নিসীদনট্ঠানমেব দিস্বা সয়নট্ঠানমদিস্বা
ভন্তে, নিসিয়েহি বো আসিভং নিপনেহী"তি পুচ্ছি । থেরো
তুগহী অহোসি ।

১১ বৈজ চিন্তা করিলেন— "আমি একবার প্রয়োগেই উপশম-
সক্ষম তৈল প্রেরণ করিয়াছি, রোগ উপশম না হইবার কারণ কি ?"
চিন্তা করিয়া স্থবিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন— "ভন্তে, তৈল বসিয়া দিয়াছিলেন,
না শুইয়া দিয়াছিলেন ?" স্থবির নীরব রহিলেন, পুনঃপুন জিজ্ঞাসা করিলেও
কিছু কহিলেন না । চিকিৎসক মনে মনে স্থির করিলেন— "বিহারে
গিয়া স্থবিরের বাসস্থান দেখিতে হইবে ।" প্রকাণ্ডে কহিলেন— "তাহা হইলে
ভন্তে, 'আপনি এখন যান ।" স্থবিরকে বিদায় দিয়া তিনি বিহারে
গেলেন । সেইখানে স্থবিরের বাসস্থান পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন ।
তিনি তাঁহার চক্ষুসমস্থান ও উপবেশন স্থান মাত্র দেখিতে পাইলেন,
শয়নস্থান দেখিলেন না । তিনি স্থবিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন— "ভন্তে,
আপনি কি বসিয়া তৈল সেচন করিয়াছেন, না শুইয়া ?" স্থবির নীরব
রহিলেন ।

“মা ভন্তে, এবমকথ সমগধম্মো নাম সরীরে যাপেত্তে সকা কাভুং, নিপজ্জিহা আসিঞ্চথা”তি পুনঃপুনং যাচি।

১২। “গচ্ছথাবুসো মন্তেহা জানিআমী”তি। খেরস চ তথ নেব এগাতী ন সালোহিতা অথি, কেন সন্ধিং মন্তেয়া? করককায়েন পন সন্ধিং মন্তেস্তো— “বদেহি তাব আবুসো পালিত, হং কিং অক্ষী ওলোকেসসি উদাহ বুদ্ধসাসনন্তি? অনমতগাম্মিং হি সংসারবট্টে তব অনঙ্খিককালস গণনা নথি। অনেকানি পন বুদ্ধমতানি বুদ্ধসহস্রানি অতীতানি, তেসু তে একবুদ্ধোপি-য়ু পরিচিণ্ণো, ইদানি ইমং অন্তোবসং তয়ো মাসে ন নিপজ্জিআমী”তি তে মানসং বকং: তস্মা চক্ষুনি তে নসস্তু বা ভিচ্ছস্তু বা বুদ্ধসাসনমেব ধারেহি মা চক্ষুনী”তি। ভূতকায়ং ওবদন্তো

চিকিৎসক পুনঃপুন অনুরোধ করিয়া कहিলেন— “ভন্তে, আর এমন করিবেন না, শরীর রক্ষা করিলেই শ্রমগধর্ম পালন করিতে পারিবেন; শুইয়া তৈল দিবেন।”

১২। “যাও আবুন, আমি পরামর্শ করিয়া ঠিক করিব।” সেই-পানে স্থবিরের জ্ঞাতি বা সলোহিত কেহই নাই, পরামর্শ করিবেন, কাহার সঙ্গে? স্থবির অশুভ কায়ের সহিত মন্থনা করিতে লাগিলেন— “আবুস পালিত, বল ত দেখি, তুমি কি চক্ষু চাও, না বুদ্ধশাসন চাও? আদি-অন্ত বিরহিত সংসারবর্ষে কত কাল যে চক্ষুহীন ছিলে তাহার গণনা নাই। কত শতসহস্র বুদ্ধ অতীত হইয়াছেন, তাঁহাদের একজনের সঙ্গেও তোমার সাক্ষাৎ নাই, এখন এই বর্ষার মধ্যে তিন মাস শয়ন করিব না বলিয়া দক্ষল করিয়াছ; কাজেই তোমার চক্ষু নষ্ট হউক বা বিদ্ধ হউক, বুদ্ধ শাসন-কেই ধরিয়া থাক, চক্ষুকে নয়।” তিনি ভৌতিক দেহকে উপদেশ দানচ্ছলে

ইয়া গাথা গভাসি :—

‘চক্ষুনি হায়ন্তি মমায়িতানি
সোতানি হায়ন্তি তথৈব দেহো,
সকল্পিদং হায়তি দেহনিমিত্তং
কিং কারণা পালিত হং পমজ্জসি ?

চক্ষুনি জীরন্তি মমায়িতানি
সোতানি জীরন্তি তথৈব কায়ো,
সকল্পিদং জীরতি কায়নিমিত্তং
কিং কারণা পালিত হং পমজ্জসি ?

চক্ষুনি ভিজ্জন্তি মমায়িতানি
সোতানি ভিজ্জন্তি তথৈব রূপং,

এই সকল গাথা ভাষণ করিলেন :—

‘ক্ষয় হয় আঁখি মমতায়ুত,
কাণ ক্ষয় হয়, তেমতি দেহ ;
ক্ষয় হয় সব শরীরান্ত্রিত,
কিহেতু পালিত প্রমত্ত রহ ?
জীর্ণ হয় আঁখি মমতায়ুত,
কাণ জীর্ণ হয়, তেমতি কার ;
জীর্ণ হয় সব শরীরান্ত্রিত,
কি হেতু পালিত প্রমত্ত হার ?
ভিন্ন হয় আঁখি মমতা যুত,
কাণ ভিন্ন হয়, তেমতি রূপ ;

সবম্পিদং ভিজ্জতি রূপনিম্বিতং

কিং কারণা পালিত ভং পমজ্জসী ?”তি ।

১৩ । এবং তীহি গাথাহি অভনো ওবাদং দহা নিসিন্নকোব
নথুকম্মং কহা গামং পিণ্ডায় পাবিসি । বেজেছা দিস্বা “কিং
ভন্তে, নথুকম্মং কতং ?”তি পুচ্ছি ।

“আম উপাসকা”তি ।

“কৌদিসং ভন্তে”তি ।

“রুজ্জতেব উপাসকা”তি ।

“নিসীদিস্বা বো ভন্তে, কতং নিপজ্জিস্বা”তি ?

১৪ । থেরো তুণ্ঠী অহোসি । পুনধ্বুনং পুচ্ছিয়মানোপি
ন কিঞ্চি কথেসি । অথ নং বেজেছা “ভন্তে, ত্বমেহ সপ্পায়ং ন

ভিন্ন হয় সব শরীরান্ত্রিত,

কি হেতু পালিত প্রমত্ত এ'রূপ ?”

১৩ । এইরূপে গাথাত্রয়ে নিজকে উপদেশ দিয়া উপবিষ্ট অবস্থায়ই
নাসিকায় তৈল সিঞ্চন করিয়া ভিক্ষার জন্ত গ্রামে প্রবেশ করিলেন ।
চিকিৎসক তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন— “ভন্তে, নথু
নিয়াছেন ত ?”

“হাঁ, উপাসক ।”

“এখন কেমন বোধ হইতেছে ভন্তে ?”

“এখনও বেদনা করিতেছে উপাসক ।”

“শুইয়া নিয়াছেন, না বসিয়া নিয়াছেন ?”

১৪ । স্থবির নীরব রহিলেন । পুনঃপুন জিজ্ঞাসা করিলেও কিছু
বলিলেন না । অনন্তর বৈণ্ড তাঁহাকে কহিলেন—“ভন্তে, আপনি ভাল

করোথ, অজ্ঞপট্টায় অন্তুকেন মে তেলং পকন্তি মাবদিথ,
অহম্পি ময়া বো তেলং পকন্তি ন বন্ধামী”তি আহ । সো
বেজ্জেন পচক্কাতো বিহারং গত্তা “বেজ্জেনাপি পচক্কাতোসি
ইরিহাপথং মা বিঅজ্জ সমণা”তি ।

“পটিক্কিত্তো তিকিচ্ছায় বেজ্জেনাসি বিবজ্জিত্তো,

নিয়তো মচ্চুরাজ্জস কিং পালিত গমজ্জসী”তি ।

১৫ । ঈমায় গাথায় অন্ধানং ওবদিহা সমণধম্মং অকাসি ।

অথস্স মচ্ছীমে য়ামে অতিকন্তে অপুব্বং অচরিমং অক্কীনি চেব
কিলেসা চ পভিজ্জিৎসু । সো স্ক্কবিপস্সকো অরহা ভদ্বা গবুং
পবিসিহা নিসীদি । ভিক্কু ভিক্খাচারবেলায় আগত্তা

“ভিক্খাচারকালে ভন্তে”তি আহংসু ।

করিতেছেন না, অথ হইতে বলিবেন না যে, অমুক আমাকে তৈল
পাক করিয়া দিয়াছিল; আমিও বলিব না যে, আমি আপনার ভক্ত
তৈল পাক করিয়াছিলাম ।” তিনি বৈষ্ণব কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া বিহারে
গমন পূর্বক নিজকে সোধোদন করিয়া কহিলেন— “বৈষ্ণব তোমাকে ভাগ
করিল, ‘ইর্যাপথ’ ভাগ করিওনা শ্রমণ ।”

“বৈষ্ণব বিবজ্জিত হ’লে, ত্যক্ত তিকিৎসায়,

পালিত, নিয়ত বৃত্ত্য, রহেছ কি মত্ততায় ?”

১৫ । এই গাথায় নিজকে উপদেশ দিয়া শ্রমণ ধর্ম আচরণ করিতে
লাগিলেন । অনন্তর রাত্রির মধ্যম যাম অতিক্রান্ত হইলে পূর্বেও নয়
পরেও নয় এক সঙ্গেই চক্ষু ও ক্লেশ (পাপ) ছুই নষ্ট হইল । তিনি
স্ক্কবিদর্শক অর্হং হইয়া কক্ষে প্রবেশ পূর্বক উপবেশন করিলেন । ভিক্কার
সময় উপস্থিত হইলে ভিক্কারা গিয়া তাঁহাকে কহিলেন— “ভন্তে, ভিক্কার
সময় হইয়াছে ।”

“কালো আবুসো”তি ?

“আম ভন্তে”তি ।

“তেন হি গচ্ছথা”তি ।

“তুমেহ পন ভন্তে”তি ।

“অক্ষীনি মে আবুসো পরিহীনানী”তি

১৬ । তে তন্ন অক্ষীনি ওলোকেত্বা অঙ্গু পুগ্ননেস্তা হুত্বা “ভন্তে, মা চিন্তুয়িত্ব ময়ং বো পটিজ্জিগামা”তি খেরং অঙ্গাসেত্বা কন্তক্কয়ুত্তকং বত্তপটিবত্তং কত্বা গামং পবিসিংসু । ম’নুঙ্গা খেরং অদিস্বা “ভন্তে, অমহাকং অয়্যা কুহিং”তি পুচ্ছিত্বা তং পবত্তিং স্তত্বা রাণ্ডং পেসেত্বা ময়ং পিণ্ডপাতং আদায় গত্ত্বা খেরং

“আবুস, সময় হইয়াছে ?”

“হাঁ ভন্তে ।”

“তবে তোমরা যাও ।”

“আপনি ভন্তে ?”

“আবুস, আমি চকুহীন হইয়াছি ।”

১৬ । তাঁহারা তাঁহার চকু দেখিয়া অশ্রুপূর্ণ নেত্রে কহিলেন— “ভন্তে, আপনি চিন্তা করিবেন না; আমরা আপনার সেবা করিব ।” তাঁহারা স্থবিরকে আশ্রয় করিয়া এবং ষথাকর্তব্য তাঁহার সেবাশুশ্রূষা করিয়া গ্রামে প্রবেশ করিলেন । লোকেরা তাঁহাদের সঙ্গে স্থবিরকে দেখিতে না পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল— “ভন্তে, আমাদের আঘা কোথায় ?” তাহারা তাঁহাদের মুখে সেই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তাঁহার ভক্ত যাণ্ড পাঠাইয়া দিল এবং স্বয়ং নিজেরা তাঁহার ভক্ত আহাৰ্য্য লইয়া বিহারে গমন করিল । বিহারে যাইয়া স্থবিরকে

বন্দিত্বা পাদমূলে পবট্টমানা রোদিত্বা “ময়ং ভন্তে, পটিঙ্গগিঙ্গাম
তুম্হে মা চিন্তয়িত্বা”তি সমস্রাসেত্রা পকমিংসু । ততো পট্টায়
নিবন্ধং যাত্তত্তং বিহারমেব পেসেস্তু ; খেরোপি ইতরে সট্টিজিঙ্খু
নিরন্তরং ওবদতি, তে তস্মোবাদে ঠত্বা উপকট্টায় পবারণায় সকেব
সহপটিসস্তিদাহি অরহত্তং পাপুণিংসু । তে বৃথবস্মা চ পন-সথারং
দট্টুকামা হুত্বা খেরং আহংসু— “ভন্তে, সথারং দট্টু-
কামমহা”তি । খেরো তেসং বচনং স্ত্বহা চিন্তেসি “অহং দুবলো
হাস্তুরামগো চ অমনুষ্পরিগৃহীতা অটবী অথি, ময়ি এতেহি
সন্ধিং গচ্ছন্তে সকেব কিলমিঙ্গন্তি, ভিক্সম্পি সত্তিতুং ন
সক্সিঙ্গন্তি, ইমে পুরেতরমেব পেসেস্মামী”তি । অথ নে আহ—

বন্ধনা করতঃ তাঁহার পাদমূলে পতিত হইয়া কাঁদিতে লাগিল । তাহারা
বলিল—“ভন্তে, আপনি চিন্তা করিবেন না, আমরা আপনার তত্ত্বাবধান
করিব ।” তাহারা তাঁহাকে এইরূপে সমাধাসিত করিয়া চলিয়া গেল ।
নেই হইতে তাহারা নিয়মিত ভাবে বিহারেই যাত্ত ও ভাত পাঠাইতে
লাগিল । স্ববিরও অপর ষাটজন ভিক্ষুকে নিরন্তর উপদেশ দিতে লাগিলেন ।
তাঁহারা স্ববিরের উপদেশানুবর্তী হইয়া প্রবারণার সমীপবর্তী সময়ে সকলেই
প্রতিসস্তিদা সহ অর্হত্ত প্রাপ্ত হইলেন । বর্ষাবাস শেষ হইলে তাঁহারা
শাস্ত্রকে দর্শন করিতে ইচ্ছুক হইয়া স্ববিরকে কহিলেন— “ভন্তে, আমরা
শাস্ত্রকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করি ।” স্ববির তাহাদের কথা শ্রবণ করিয়া চিন্তা
করিলেন— “আমি হুর্কল, পথিমধ্যে অমনুষ্প পরিগৃহীত বন আছে ; আমি যদি
ইহাদের সঙ্গে বাই, সকলেরই কষ্ট হইবে, ভিক্ষাও পাইবে না, ইহাদিগকে
পূর্কেই পাঠাইয়া দিব ।” অতঃপর তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন—

“আবুসো তুমি পুরতো গচ্ছথা”তি ।

“তুমি পন ভন্তে ?”তি ।

“অহং দুর্বলো অন্তরামগো চ অমনুসপরিগাহীতা অটবী অপি,
ময়ি তুমিহি সন্ধিং গচ্ছন্তে সবে কিলমিঙ্গথ, তুমি পুরতো
গচ্ছথা”তি ।

“মা ভন্তে, এবং করিথ, ময়ং তুমিহি সন্ধিগ্ৰেব
গমিঙ্গামা”তি ।

“মা বো আবুসো, এবং রুচ্চিথ এবং সন্তে ময়হং
অফানুকং ভবিঙ্গতি, ময়হং কণিটেঠা তুমি দিঙ্গা পুচ্ছিঙ্গতি,
অথঙ্গ মম চক্ষুণং পরিহীনভাবং আরোচেয়্যাথ ; সো ময়হং
সন্তিকং কণ্ধিদেব পহিগিঙ্গতি, তেন সন্ধিং আগচ্ছিঙ্গামি,

“আবুস, তোমরা পূর্বে যাও ।”

“আপনি ভন্তে ?”

“আমি দুর্বল, পথিমধ্যে অমলুঘাশ্রিত বন আছে, আমি তোমরা
দের সঙ্গে গমন করিলে সকলেই কষ্ট পাইবে, তোমরা পূর্বে যাও ।”

“ভন্তে, এইরূপ করিবেন না, আমরা আপনার সঙ্গেই যাইব ।”

“আবুস, তোমরা এমন রুচি করিও না, এমন হইলে আমার
অলুবিধা হইবে । আমার ছোট ভাই তোমাদিগকে দেখিলে আমার কথা
ক্রিঙ্গামা করিবে, তাহাকে বলিও আমি চক্ষুহীন হইয়াছি । সে
আমার নিকট কাহাকেও পাঠাইবে, আমি তাহার সাহিত যাইব ।

তুমি মম বচনেন দশবলঞ্চ অসীতিমহাথেরে চ বন্দথা”তি তে উয়েয়োজেসি।

১৭। তে খেরং খমাপেত্বা অন্তোগামঃ পবিসিংসু । মনুস্মা তে নিসীদাপেত্বা ভিক্ষং দত্বা “কিং ভন্তে, অয়্যানং গমনাকারো পপ্রণয়তী”তি ?

“আম উপাসকা সখারং দর্ষ্টুকামমহা”তি ।

তে পুনধ্বনং যাচিহ্না তেসং গমনচ্ছন্দমেব এত্বা অনুগত্বা পরিদেবিহ্না নিবন্তিংসু । তেপি অনুপুঙ্কেন জেতবনং গত্বা সখ্যারঞ্চ মহাথেরে চ খেরস্ম বচনেন বন্দিত্বা পুনর্দিবসে যথ খেরস্ম কণির্টেঠা বসতি তং বীথিং পিণ্ডায় পবিসিংসু

তোমরা আমার আদেশে দশবল * ও অসীতি মহাস্বিরকে বন্দনা করিবে।” এই বলিয়া তিনি তাঁহাদিগকে বিদায় দিলেন ।

১৭। তাঁহাদের কোন ক্রটি হইয়া থাকিলে স্ববিরকে ক্ষমা করিতে বলিয়া গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিলেন । মনুষ্যেরা তাঁহাদিগকে উপবেশন করাইয়া ভিক্ষা দিয়া জিজ্ঞাসা করিল—“ভন্তে, আপনারা যেন কোথা ও যাইবেন এইরূপ দেখা যাইতেছে যে?”

“হাঁ উপাসকগণ, আমরা শাস্তাকে দেখিতে ইচ্ছুক হইয়াছি।”

তাঁহারা ভিক্ষুদিগকে থাকিবার জন্ত পুনঃপুন বলিয়া ও যখন জানিল যে একান্তই তাঁহাদের যাওয়ার ইচ্ছা, তখন তাঁহারা কিছুদূর তাঁহাদের অনুগমন করিয়া ক্রন্দন করিয়া প্রত্যাবর্তন করিল । তাঁহারা ক্রমে ক্রমে পথ চলিয়া জেতবনে উপনীত হইলেন এবং শাস্তাকে ও মহাস্বির দিগকে স্ববিরের কথা নিবেদন করিয়া বন্দনা করিলেন । পরদিবস স্ববিরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা যথায় বাস করিতেছে সেই পথ ধরিয়া ভিক্ষায় বহির্গত হইলেন ।

কুটুম্বিকো তে সঞ্জানিত্বা নিসীদাপেত্বা কতপটিসস্তারো “ভাতিক-
থেরো মে কুহিং”তি পুচ্ছি । অথচ তে তং পবতিং আরোচেষুং ।
সো তেসং পাদমূলে পবট্টেষ্টো রোদিত্বা পুচ্ছি— “ইদানি ভস্তু,
কিং কাণ্ডবং”তি ?

“থেরো ইতো কচ্চি গমনং পচ্চাসিংসতি, গতকালে
তেনসন্ধিং অগমিচ্ছতী”তি ।

“অয়ং মে ভস্তু, ভাগিনেয়্যা পালিতো নাম এতং
পেসেথা”তি ।

“এবং পেসেতুং ন সকা মগো পরিপশ্চো অথি ; পক্বাজেত্বা
পেসেতুং বট্টতী”তি ।

“এবং কহা পেসেথ ভস্তু”তি ।

কুটুম্বিক ‘চুল্লপাল’ তাঁতাদিগকে চিনিতে পারিয়া তাঁহার গৃহে সন্মানের সহিত
উপবেশন করাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন— “আমার ভ্রাতা স্ববির কোথায় ?”
তাঁহার ভ্রাতাকে সকল বৃত্তান্ত বলিলেন । তিনি তাঁহাদের পাদমূলে
আবহিত হইয়া রোদন পূর্বক জিজ্ঞাসা করিলেন— “ভস্তু, এখন কি করা
কর্তব্য ?”

“স্ববির এখন হইতে কাহারও গমন প্রত্যাশা করিতেছেন,” কেহ
গেলে তাঁহার সহিত আসিবেন ।”

“ভস্তু, এ আমার ভাগিনের, ইহার নাম পালিত ; ইহাকে
পাঠাইয়া দেন ।

“এইরূপে পাঠাইতে পারিব না, পথে বাধা আছে ; প্রবৃত্তিত
করাইয়া পাঠাইতে হইবে ।”

“সেইরূপ করিয়া পাঠান ভস্তু ।”

১৮। অথ নং পৰ্ব্বাজেহা অৰ্দ্ধমাসমন্তং চীবরগহণাদীনি শিক্ষা-
পেত্রা মঙ্গাং আচিষ্টিত্বা পহিগিংসু । সো অনুপুঙ্কেন তং গামং
পত্না গামদ্বারে একং মহল্লকং দিষ্ট্বা “ইমং গামং নিস্রায় কোচি
আরপ্রকো বিহারো অশী ?”তি পুচ্ছি ।

“অশি ভন্তে”তি ।

“কো তথ বসতী”তি ?

“পালিতগেরো নাম ভন্তে”তি ।

“মঙ্গাম্মে আচিষ্টিত্বা”তি ।

“কোসি হং ভন্তে”তি ?

“থেরঙ্গ ভাগিনেয়োমহী”তি ।

১৮। অনন্তর ভিক্ষুগণ তাহাকে প্রব্রজিত করিয়া অর্দ্ধমাস যাবৎ
চীবর পরিধানাদি শিক্ষা দিয়া পথের সন্ধান বলিয়া পাঠাইয়া দিলেন ।
সে অন্তর্কমে সেই গ্রামে উপনীত হইয়া গ্রামদ্বারে এক বৃদ্ধকে দেখিতে
পাইল এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল— “এই গ্রামকে আশ্রয় করিয়া
কোন অরণ্য বিহার আছে কি ?”

“আছে ভন্তে ।”

“তথায় কে বাস করেন ?”

“পালিত হুবির ভন্তে ।”

“আমাকে পথ দেখাইয়া দেন ।”

“আপনি কে ভন্তে ?”

“আমি হুবিরের ভাগিনের ।

১৯ । অথ নং গহেহা বিহারং নেসি । সো খেরং বন্দিহা অন্ধমাস-
মন্তং বস্তপটিবত্তং কহা খেরং সম্মা পটিজ্জিহা “ভন্তে, মাতুল
কুটুম্বিকো মে তুমহাকং আগমনং পচ্চাসিংসতি, এথ গচ্ছামা”তি
আহ ।

“তেন হি মে যট্টিকোটিং গণহাহী” তি ।

সো যট্টিকোটিং গহেহা খেরেন সন্ধিং অন্তোগামং পাবিসি ।
মনুয়া তে নিসীদাপেহা “কিং ভন্তে, গমনাকারো বো পঞ্জা-
য়তী”তি পুচ্ছিংসু ।

“আম উপাসকা গস্তা সখারং বন্দিআমী”তি ।

২০ । তে নানপকারেন যাচিত্তা অলভন্তা খেরং, উয়েয়োজেস্তা
উপডপথং গস্তা রোদিহা নিবত্তিংসু ।

১৯ । অতঃপর বুদ্ধ তাহাকে লইয়া বিহারে গেলেন । শ্রামণের স্থবিরকে
বন্দনা করিল এবং অন্ধমান যাবৎ ব্রত-প্রতিব্রত সম্পাদন করিয়া স্থবিরের
সম্যকরূপে সেবা-শুশ্রূষা করিল । তৎপর বলিল— “ভন্তে, আমার মাতুল
কুটুম্বিক আপনার আগমন প্রত্যাশা করেন, চলুন আমরা যাই ।”

“চল তবে, আমার যষ্টির অগ্রভাগ ধারণ কর ।”

সে যষ্টির অগ্রভাগ ধারণ করিয়া স্থবিরের সহিত গ্রামমধ্যে প্রবেশ
করিল । লোকেরা তাঁহাদিগকে উপবেশন করাইয়া কহিল— “কি ভন্তে,
আপনি যেন কোথায়ও যাইতেছেন বলিয়া বোধ হইতেছে ?”

“হাঁ উপাসক, শান্তাকে বন্দনা করিতে যাইব ।”

২০ । তাহারা স্থবিরকে নানাপ্রকারে সেখানে থাকিবার জগু প্রার্থনা
করিয়াও যখন তাঁহার সম্মতি পাইল না অগত্যা তাঁহাকে বিদায় দিল,
কিন্তু অর্ধপথ পর্যন্ত তাঁহার অনুগমন করিল । অতঃপর তাহারা রোদন
করিতে করিতে প্রত্যাবর্তন করিল ।

সামগেরো খেরং যট্ঠিকোটিয়া আদায় গচ্ছন্তো অন্তরামগে
অটবিয়ং কট্ঠনগরং নাম খেরেন উপনিজায় বৃথপুৰ্বগামং সম্পাপুনি।
সো ততো নিক্খমিত্তা অরণেঃ গায়িত্তা গায়িত্তা দারুনি উদ্ধরস্তুিয়া
একিআ ইথিয়া গীতসদং স্তুত্বা সরে নিমিত্তং গণিত্ত।

২১। ইথিসদো বিয় হি অরণো সদো পুরিসানং সকল সরীসং
ফরিত্তা ঠাতুং সমথো নাম নথি। তেনাহ ভগবাঃ—

“নাহং ভিক্ষবে, অরণং একসদম্পি সমনুপজামি যো এবং
পুরিসঅ চিত্তং পরিয়াদায় তিট্ঠতি, যথয়িদং ভিক্ষবে, ইথিসদো”
তি। সামগেরো তথ নিমিত্তং গহেত্বা যট্ঠিকোটিং বিঅজিত্তা
“তিট্ঠথ তাব ভন্তে, কিচ্চম্মে অখী”তি তস্মা সন্তিকং গতো।

শ্রামণের হৃবিরের যট্ঠিকোটি ধারণ করিয়া বাইতে বাইতে পথে বনমধ্যে
কাঠনগরে উপনীত হইল। পূর্ব হৃবির এই গ্রামকে আশ্রয় করিয়া
বাস করিয়াছিলেন। শ্রামণের সেই গ্রাম অতিক্রম করিল। জনৈক
স্ত্রীলোক অরণো গান করিতে করিতে কাঠ আহরণ করিতেছিল। সে
তাহার গীতশব্দ শুনিয়া তাহার চিত্ত চঞ্চল হইল।

২১। পুরুষদের সমস্ত শরীর বিকৃত হইয়া স্থিত থাকিবার স্ত্রী শব্দের
অর্থ অর্থ কোন শব্দের সামর্থ্য নাই। তাই ভগবান বলিয়াছেন :— “হে
ভিক্ষুগণ, আমি অর্থ এক শব্দও সম্যক্রূপে দেখিতেছি না, বাহা এই-
রূপ ভাবে পুরুষের চিত্ত আকৃত করিয়া স্থিত থাকিতে পারে; যেমন
এই স্ত্রী শব্দ।” শ্রামণের সেই স্ত্রী শব্দে নিমিত্ত * গ্রহণ করিয়া যট্ঠির
অগ্রভাগ ছাড়িয়া দিয়া কহিল— “ভন্তে, আপনি একটু দাঁড়ান,
আমার কাজ আছে।” এই বলিয়া সে স্ত্রী লোকটির নিকট গেল।

স্বা তং দিম্বা তুগহী অহোসি । সো তায় সন্ধিং সীলবিপত্তিং পাপুণি ।
 খেরো চিন্তেসি— ইদানেবেকো গীতসদো সুয়িখ, সো চ খো ইখিয়া ।
 সামণেরোপি চিরায়তি ; সো সীলবিপত্তিং পত্তো ভবিস্তী”তি ।
 সোপি অন্তনো কিক্কং নিষ্ঠাপেত্তা আগত্তা গচ্ছাম ভন্তে”তি আহ ।
 অথ নং খেরো পুচ্ছি— “পাপো জাতোসি সামণেরা”তি ?
 সো তুগহী হত্তা পুনঃপুনং পুচ্ছিতোপি ন কিক্কি কথেসি । অথ
 নং খেরো আহ :— “তাদিসেন পাপেন মম যট্টকোটিগহণ কিক্কং
 নখী”তি । সো সংবেগপ্তত্তো কাসায়ানি অপনেত্তা গিহীনিয়ামেন পরিদ-
 হিত্তা”ভন্তে, পুর্বে অহং সামণেরো, ইদানি পনমিহ গিহী জাতো ;
 পব্বজন্তোপি চাহং ন সদ্ধায় পব্বজিতো, মগ্গপরিপম্ব ভয়েন
 পব্বজিতো, এথ গচ্ছামা”তি আহ ।

স্রীলোকটি তাহাকে দেখিয়া গান বন্ধ করিল । সে তাহার সহিত সীলবিপত্তি
 প্রাপ্ত হইল । তখন স্ববির চিন্তা করিলেন— “এই মাত্রই এক গীতশব্দ
 শুনিতেছিলাম ; তাহাও স্রীর গীতশব্দ । শ্রামণেরও বিলম্ব করিতেছে,
 বোধ হয় সে সীলব্রষ্ট হইয়াছে ।” সেও আপন কাজ শেষ করিয়া
 জাসিয়া কহিল— “ভন্তে, চলুন আমরা যাই ।” অতঃপর স্ববির তাহাকে
 জিজ্ঞাসা করিলেন— “তুমি কি পাপ কাজ করিয়াছ শ্রামণের ?” সে নীরব
 রহিল । পুনঃপুন জিজ্ঞাসা করিলেও কিছুই বলিল না । অতঃপর স্ববির
 তাহাকে কহিলেন— “সেইরূপ পাপী আগার যষ্টির অগ্রভাগ গ্রহণের কোন
 প্রয়োজন নাই ।” শ্রামণেরের সংবেগ উৎপন্ন হইল । সে চীবর খুলিয়া
 গৃহীর কাঁচ পরিধান করিয়া কহিল— “ভন্তে, পূর্বে আমি শ্রামণের ছিলাম,
 এখন গৃহী হইয়াছি । প্রব্রজ্যা গ্রহণের সময়ও সদ্ধায় প্রব্রজিত হই নাই,
 পথে বিপদের ভয়ে প্রব্রজ্যা নিয়াছি, অসুস্থ আমরা যাই ।”

আবুসো, গিহীপাপোপি পাপো, সমগপাপোপি পাপো-
 য়েব, ঙ্ং সমগভাবে ঠহাপি শীলমত্তং পুরেতুং নাসন্ধি,
 গিহী হহা কিং নাম কল্যাণং করিঙ্গসি ? তাদিসেন পাপেনু মে
 যট্ঠিগহগকিচ্চং নখী”তি ।

“ভন্তে, অমমুঞ্জুপদবো মগো, তুমেহপি অন্ধা, কথং ‘ইধ
 বসিঙ্গথা”তি ?

২২ । অথ নং খেরো— “আবুসো, ঙ্ং মা এবং চিন্তয়ি,
 ইধেব মে নিপজ্জিহা মরন্তুআপি অপরাপরং পবট্টেত্তুআপি ১ তয়া
 সন্ধিং গমনং নাম নখী”তি বহা ইমা গাথা অভাসি :—

“আবুস, গৃহীপাপও পাপ, শ্রমণের পাপও পাপ । তুমি শ্রামণের
 অবস্থায় থাকিয়া মাত্র শীলও পূর্ণ করিতে পারিলে না, গৃহী হইয়া আর
 কি কল্যাণবর্ষ আচরণ করিবে ? তোমার জায় পাপীর আমার যট্ঠি
 গ্রহণের কোন প্রয়োজন নাই ।”

“ভন্তে, পথ অমমুঞ্জু উপজ্জব, আপনিও অন্ধ, কিরূপে এইস্থানে বাস
 করিবেন ?”

২২ ।. অতঃপর স্ববির তাহাকে কহিলেন— “আবুস, তুমি এইজন্ম চিন্তা
 করিও না, আমি এইখানেই শুইয়া মরিলেও অথবা এদিক ওদিক
 গড়াইয়া পড়িলেও তথাপি তোমার সহিত যাওয়া হইবে না ।” এই বলিয়া
 তিনি এই গাথারয় ভাষণ করিলেন :—

খেরআপি সীলভেজেন সট্ঠিয়োজনায়ামঃ পপ্পাসয়োজন
 বিখতং পপ্পরসয়োজন বহলং জয়সুম্নপুক্ষবপ্পং নিসীদমুট্ঠান-
 কালেসু ওনমমুম্মমন পকত্তিকং সক্কম দেবরঞ্জে পপ্পুকম্বল-
 সিলাসনং উগহাকারং দম্মেসি, সকে। “কো নুখো মং ঠানা
 চাবেতুকামো”তি লোকং ওলোকেত্তো দিব্বেন চক্ষুনা খেরং
 অদস । তেনাত্ত পোরাণা :—

“সহস্রেনেত্তো দেবিন্দো দিব্বং চক্ষুং বিসোধয়ি,
 পাপগরহি অয়ং পালো আজীবং পরিসোধয়ি ।

সহস্রেনেত্তো দেবিন্দো দিব্বং চক্ষুং বিসোধয়ি,
 ধম্মগরকো অয়ং পালো নিমিন্নো সামনে রত্তো”তি ।

স্ববিরের সীলভেজে দেবরাজ ইন্দ্রের ষাটযোজন দীর্ঘ, পঞ্চাশ
 যোজন প্রস্থ, পঞ্চাশ যোজন ঘন, জয়সুম্নপুক্ষবর্ণ, উপবেশন ও উত্থান
 কালে অবনমন ও উন্নমন স্বভাব পাণ্ডুকম্বলশিলাসন উচ্চ হইয়া উঠিল ।
 ইন্দ্ররাজ চিন্তিত হইলেন ; “কেহ আমাকে স্থানচ্যুত করিতে চায় না কি ?”
 তিনি দিব্যচক্ষুতে দেবমুম্মলোক অবলোকন করিয়া স্ববিরকে দেখিতে
 পাইলেন । এই ঘটনা উপলক্ষে প্রাচীনেরা বলিয়াছেন :—

“দেবেত্তু সহস্র-নেত্তু দিব্বচক্ষু প্রকটিল,
 পাপগহী ওই পাল স্বজীবিকা বিশোধিল ।

দেবেত্তু সহস্র-নেত্তু দিব্বচক্ষু প্রকটিল,
 ধরম-গৌরবী পাল আদীন শাসনে রৈল ।

২৪ । অথচ এতদহোসি— “সচাঃ এবরূপম্ পাপগরহিনো
ধর্মগরুকম্ অয়ম্ সন্তিকং ন গমিষ্যামি মুক্তা মে সন্তধা ফলেয়া,
গমিষ্যামি সন্তিকং”তি । ততো হি :—

“সহস্রেন্তো দেবিন্দো দেবরজ্জসিরীধরো,
থগেন এবাগস্তান চক্ষুপালমুপাগমি ।

২৫ । উপগস্তা চ পন খেরমাবিদূরে পদসদং অকাসি । অথ
নং খেরো পুচ্ছি— “কো এসো ?”তি ।

“অহং ভন্তে, অন্ধিকো”তি ।

“কুহিং যাসি উপাসকা ?”তি ।

“সাবথিয়ং ভন্তে”তি ।

২৪ । অতঃপর দেবেন্দ্র এই মনে করিলেন— “যদি আমি এইরূপ
পাপনিন্দক, ধর্মের প্রতি গৌরব ভাবযুক্ত আর্থোর নিকট না বাই তাহা
হইলে আমার মস্তক সন্তধা বিদীর্ণ হইবে ; তাঁহার নিকট যাইব ।” সেই-
কণ্ঠ বলা হইয়াছে :—

“দেবেন্দ্র সহস্র-নেত্র দেবরাজ্য-শ্রীধরে,
ক্ষণকাল মধ্যে গেল চক্ষুপাল-গোচরে ।

২৫ । দেবরাজ উপনীত হইয়াই স্ববিরের অদূরে পদ-শব্দ করিলেন ।
স্ববির জিজ্ঞাসা করিলেন— “কে তুমি ?”

“ভন্তে, আমি পথিক ।”

“কোথায় যাইতেছ উপাসক ?”

“প্রাবস্তীতে ভন্তে ।”

“যাহি আবুসো”তি ।

“অয়ে্যা পন ভন্তে, কুহিং গমিঅতী ?”তি ।

“অহম্পি তথ্বেব গমিআমী”তি ।

“ভেন হি একতোব গচ্ছাম ভন্তে”তি ।

“অহং দুব্বলো ; ময়া সন্ধিং গচ্ছন্তুঅ তব পপক্ষেণ
ভবিঅতী”তি ।

“ময়্হং অচ্চারিকং নথি, অহং পি অয়ে্যন সন্ধিং
গচ্ছন্তো দসসু পুণ্ণকিরিয়বথুসু একং লভিআমি, একতোব
গচ্ছাম ভন্তে”তি ।

২৬ । থেরো “একো সপ্পুরিসো ভবিঅতী”তি চিন্তেজা “ভেন
হি য়াট্ঠিকোটিং গণ্হ উপাসকা”তি আহ । সকেো তথা কহা
পঠবিং সংখিপন্তো সংখিপন্তো সায়ণহসময়ে জেতবনং সম্পাপেসি ।

“যাও আবুস ।”

“ভন্তে আর্ধ্য, কোথায় যাইবেন ?”

“আমিও সেখানে যাইব ।”

• “তাহা হইলে ভন্তে, এক সঙ্গেই যাইব ।

“আমি দুর্বল, আমার সঙ্গে গেলে তোমার বিলম্ব হইবে ।”

• “তোমার ভেমন জরুরী কিছু নাই, আর্ধ্যের সঙ্গে গেলে
আমিও দশপুণ্য ক্রিয়াবস্তুর একটি লাভ করিব, একত্রেই যাইব ভন্তে ।”

২৬ । স্থবির “ইনি একজন সংপুরুষ হইবেন” এইরূপ চিন্তা করিয়া
কহিলেন— “তাহা হইলে উপাসক, আমার বষ্টির অগ্রভাগ ধারণ কর ।”
শক্র তথা করিলেন এবং পৃথিবী সংক্ষেপ করিতে করিতে সন্ধ্যার সময়
জেতবনে গিয়া উপনীত হইলেন ।

থেরো সংখপণবাদি সদং স্তুত্বা “কথেসো সন্দো”তি পুচ্ছি :

“সাবথিয়ং ভন্তে”তি ।

“উপাসক, পুর্বে ময়ং গমনকালে চিরেন গমিমহা”তি ।

“অহং উজুকমগ্গং জানামি ভন্তে”তি ।

তস্মিঃ খণে থেরো “নায়ং মনুস্সো, দেবতা ভবিম্মতী”তি
সল্লক্খেসি ।

“সহস্সনেত্তো দেবিন্দো দেবরজ্জসিরীধরো ;

সংখিপিত্তান তং মগ্গং খিগ্গং সাবথি মাগমী”তি ।

স্তুতির শঙ্খ-মুদ্রাদির শব্দ শুনিয়া ভিজ্জাসা করিলেন— “এই শব্দ কোথায়
হইতে আসিতেছে ?”

“শ্রাবস্তী হইতে ভন্তে ।”

“উপাসক, পূর্বে আমরা যখন গিয়াছিলাম, তখন ত অনেক
সময় লাগিয়াছিল !”

“ভন্তে, আমি সোজা পথ চিনি ।”

তখন স্তুতির বৃত্তিতে পারিলেন— “ইনি মনুষ্য নহেন, দেবতা
হইবেন

“দেবেস্স, সহস্সনেত্ত দেবরাজ্য লক্ষ্মীধর,

শ্রাবস্তীতে গেল পথ নজ্জেকপিয়া সুসুধর ।”

২৭। সো খেরং খেরগ্বেথায় কণিষ্ঠকুটুম্বিকেন কারিতং
পল্লসালং নেত্রা পল্লকে নিসীদাপেত্রা পিয়মহায়বলেন তস্ম সন্তিকং
গস্তা “সম্মা পাল্লা”তি পক্কোসিত্তা— “কিং সম্মা”তি ?

“খেরগ্গাগত ভাবং জানাসী”তি ?

“ন জানামি, কিং পন খেরো আগতো”তি ?

“আম সম্ম ইদানাহং বিহারং গস্তা খেরং তয়া কতপল্ল-
সালায়ং নিসিল্লকং দিম্বা আগতোমহী”তি বত্তা পক্কামি

২৮। কুটুম্বিকোপি বিহারং গস্তা খেরং দিম্বা পাদমুলে পবট্টেন্তো
রোদিত্তা “ইদং দিম্বা অহং ভন্তে, তুমহাকং পববজ্জিত্তং নাদাসিং”তি

২৭। কনিষ্ঠ কুটুম্বিক শ্ববিরের নিমিত্ত পর্ণশালা নির্মাণ করিয়া রাখিয়া-
ছিলেন। শক্র শ্ববিরকে সেখানে নিয়া পর্যাঙ্কে উপবেশন করাইলেন
এবং প্রিয় সুহৃদের বেশে চুল্লপালের নিকট বাইয়া ‘বন্ধুপাল’ বলিয়া
তাঁহাকে সম্বোধন করিলেন।

“কি বন্ধু ?”

“শ্ববির আসিয়াছেন. জান ?”

“না, জানি না, শ্ববির আসিয়াছেন কি ?”

“হাঁ বন্ধু, আমি এখনই বিহারে বাইয়া শ্ববিরকে তোমার
নির্মিত পর্ণশালায় উপবিষ্ট অবস্থায় দেখিয়া আসিতেছি।” বলিয়া তিনি
প্রস্থান করিলেন।

২৮। কুটুম্বিক বিহারে গেলেন। তথায় শ্ববিরকে দেখিয়া তাঁহার
পাদমূলে লুপ্তিত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন— “ভন্তে,
আমি ইহা দেখিয়া আপনাকে প্রবজ্জিত হইতে বাধা দিয়াছিলাম।”

আদীনি বহা ঘে দাসদারকে ভুজিয়ে কথা খেরং সন্তিকে পঝাজেহা “অন্তোগামতো ষাণ্ডতাদীনি আহরিহা খেরং উপর্টহথা”তি পটিপাদেসি।

২৯। সামণেরা বস্তপটিবস্তং কথা খেরং উপর্টহিংসু। অথেক-
দিবসং দিসাবাসিনো ভিক্খু “সথারং পঞ্জিআমা”তি জেতবনং
আগস্থা সথারং বন্দিতা অসীতি মহাখেরে দিস্বা বিহারচারিকং
চরন্তা চক্কুপালখেরং বসনটানং পঝা “তম্পি পঞ্জিআমা”তি
সায়ং তদভিমুখা অহেসুং। তস্মিং খণে মহামেঘো উর্টহি। তে
“ইদানি সায়ঞ্চ মেঘো চ উর্টহি ততো পাতোব গস্থা পঞ্জিআমা”তি
নিবত্তিংসু। দেবো পঠময়ামং বজ্জিতা মঞ্জিময়ামে বিগতো।

এইরূপ অনেক পরিতাপের পর দুইজন দাসপুত্রকে মুক্তি দিয়া স্ববিরের
নিকট প্রব্রজিত করাইয়া কহিলেন— “গ্রাম হইতে ষাণ্ড-তাদী আনিয়া
স্ববিরের সেবা করিতে থাকুন ;” বলিয়া শ্রামণেরদ্বয়কে স্ববিরের সেবা
নিযুক্ত করিয়া দিলেন।

২৯। শ্রামণেরদ্বয় ব্রত-প্রতিব্রত করিয়া স্ববিরের সেবা করিতে লাগি-
লেন। অনন্তর একদিবস বিদেশ বাসী ভিক্কুগণ “শান্তাকে দেখিব”
মনে করিয়া জেতবনে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা শান্তাকে বন্দনা
করিয়া অশীতি মহাস্ববিরকে দর্শন করিলেন। অতঃপর তাঁহারা বিহারে
বিচরণ করিতে করিতে চক্কুপাল স্ববিরের বাগস্থানের সমীপবর্তী হইয়া
“তাঁহাকেও দেখিব” মনে করিয়া তদভিমুখী হইলেন। তখন সন্ধ্যা সমা-
গতা ; আকাশেও মহামেঘোদয় হইল। তাঁহারা ভাবিলেন— “এখন সন্ধ্যাও
হইয়াছে, মেঘও উঠিয়াছে, বরং প্রাতে গিয়াই দেখা করিব” মনে করিয়া
নিবৃত্ত হইলেন। প্রথম যামে বৃষ্টি হইয়া মধ্যম যামে থামিয়া গেল।

থেরো আরকবিরিয়ো আচিগচকমণো, তস্মা পচ্ছিময়ামে চকমণং ওতরি । তদা পন নববুট্টায় ভূমিয়া বহু ইন্দগোপকা উট্টহিংসু । তে থেরে চকমণ্ঠে য়েভুয়োন বিপজ্জিৎসু । আবাসিকা ১ থেরস চকমণট্টানং কালস্বেব ন সম্মজ্জিৎসু । ইতবে ভিক্ষু “থেরস বসনট্টানং পঙ্গিআমা”তি আগত্তা চকমণে মতপাণকে দিস্বা “কো ইমস্মিং চকমতী”তি পুচ্ছিংসু ।

• “অমহাকং উপজ্জায়ো ভস্তু”তি ।

৩০ । তে উজ্জায়িংসু “পস্সথ সমণস্স কস্মং, সচক্ষু কালে নিপ-
জ্জিত্তা নিদায়ন্তো কিঞ্চি অকত্তা ইদানি চক্ষুবিকলকালে চকমা-
তী”তি এত্তকে পাণে মারেসি; অথং করিস্সামী”তি অনথং করী”তি ।

স্ববির আরক-বীথা চক্ষু মণ-শীল ; তাই শেষ ষামে তিনি চক্ষু মণ স্থানে অবতীর্ণ হইলেন । তখন নববুট্টিনিক্ত ভূমি হইতে বহু ইন্দগোপ * উট্টিয়াছিল । স্ববিরের চক্ষু মণ সময়ে ইহাদের অধিক সংখ্যক মরিয়াছিল । আবাসিকেরা স্ববিরের চক্ষু মণ-স্থান সকালে সম্মাজ্জন করে নাই । অপর ভিক্ষুরা “স্ববিরের বাসস্থান দেখিব” বলিয়া তথায় আসিলেন এবং চক্ষু মণ স্থানে মৃতপ্রাণী সমূহ দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন— “কে এখানে চক্ষু মণ করে ?”

• “ভস্তু, আমাদের উপাধ্যায় ।”

৩০ । ভিক্ষুরা অনুবোধের সুরে কহিলেন— “শ্রমণটির কস্ম দেখুন, যখন চক্ষু ছিল তখন কিছুই না করিয়া পড়িয়া ঘুমাইয়াছিল ; এখন চক্ষু হারা হইয়া চক্ষু মণ করিতে যাইয়া এতগুলি প্রাণীর জীবন নাশ করিল । ভাল কাজ করিতে গিয়া মন্দ করিয়া বসিল ।”

১ । ম—অনু্যবাসিকা । * রক্তবর্ণক্ষুদ্র কীট বিশেষ ।

অথ তে গন্তা তথাগতস্ম আরোচেষুং—“ভন্তে, চক্ষুপালথেরো
‘চক্ষুমামীতি’ বহু পাণকে মারেসী”তি ।

“কিং পন সো ভুম্হেহি মারেন্তো দিটেঠা”তি ?

“ন দিটেঠা ভন্তে”তি ।

“যথৈব ভুম্হে তং ন পস্মথ, তথা সোপি তে পাণে ন
পস্মতি, খীগাসবানং মরণচেতনা নাম নথি ভিক্ষবে”তি ।

“ভন্তে, অরহন্তস্ম উপনিস্ময়ে সতি কস্মা অন্ধো জাতো”তি ?

“অন্তনা কতকস্মবসেন ভিক্ষবে”তি ।

“কিং পন ভন্তে, তেন কতং”তি ?

“তেনহি ভিক্ষবে, স্তুগাথ :-

৩১ । “অতীতে বারাণসিয়ং বারাণসীরাজে রজ্জং কারেন্তে
একো বেজ্জা গামনিগমেসু চরিয়া বেজ্জকস্মং করোন্তো

অতঃপর তাঁহারা যাইয়া তথাগতকে জানাইলেন—“ভন্তে, চক্ষুপাল স্থবির
চক্ষু মণ করিতে যাইয়া বহু প্রাণীবধ করিয়াছে !”

“তোমরা কি মারিতে তাঁহাকে দেখিয়াছ ?”

“দেখি নাই ভন্তে ।”

“যেমন তোমরা তাহাকে দেখ নাই, তেমন সেও সেই প্রাণী
সমূহ দেখিতে পায় নাই । ক্ষীগাসবদের বধ-চেতনা নাই ভিক্ষুগণ ।”

“ভন্তে, অর্হত্তের হেতু থাকা নহেও তিনি অন্ধ হইলেন কেন ?”

“ভিক্ষুগণ, নিজের কৃত কর্ম বশেই”

“ভন্তে, তিনি কি করিয়াছিলেন ?”

“তাঁহা হইলে ভিক্ষুগণ, শ্রবণ কর :-

৩২ । “অতীতকালে বারাণসীতে বারাণসী রাজা রাজত্ব করিতেন ।
তখন জনৈক বৈষ্ণু গ্রাম-নিগমে বিচরণ করিয়া চিকিৎসা করিত ।

একং চক্ষু দুবলঃ ইথিং দিম্বা পুচ্ছি— “কিন্তু অফাসুকং”তি ?

“অক্ষীহি ন পাম্যমী”তি :

“ভেসজ্জং তে করোমী”তি ?

“করোহি সামী”তি ।

“কিন্মে দঙ্গসী”তি ?

“সচে মে ‘অক্ষীনি পাকতিকানি কাতুং সন্ধিঅসি অহং
তে সন্ধিঃ পুত্তধীতাহি দাসী ভবিআমী”তি ।

৩২ । সো “সাধু”তি ভেসজ্জং সংবিদহি, একভেসজ্জেনেব
অক্ষীনি পাকতিকানি অহেসুং । সা চিন্তেসি—“অহং এতস
পুত্তধীতাহি সন্ধিঃ দাসী ভবিআমীতি পটিজানিং, ন খো পন নং
সণেহন সমুদাচরিঅতি, বঞ্চেআমি নং”তি । সা বেজ্জনাগম্বা

এক সময় কোন দুর্বলচক্ষু স্ত্রীলোককে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল— “তোমার
অস্থ হইয়াছে কি ?”

“আমি চক্ষে দেখিতে পাই না ।”

“তোমাকে ঔষধ দিব ?”

“দেখ মহাশয় ।”

“কি দিবে আমাকে ?”

“যদি আমার চক্ষু স্বাভাবিক করিতে পারেন, ছেলে-মেয়েদের সহ
আপনার দাসী হইব ।”

• ৩২ । সে ‘ভাল’ বলিয়া ঔষধ দিল । একমাত্রা ঔষধেই চক্ষু
স্বাভাবিক হইল । সেই স্ত্রীলোক চিন্তা করিল— “ছেলে-মেয়ে সহ
এঁর দাসী হইব বলিয়াছিলাম, কিন্তু উনি আমার প্রতি সন্ধ্যাবহার
করিবেন না । তাঁহাকে বঞ্চনা করিব ।” বৈশ্ব আদিয়া তাহার নিকট

“কীদিসং ভদ্রে”তি পুঠা—

“পুবে মে অক্ষীনি খোকং কুজিংসু, ইদানি পন
অতিরেকতরং কুজন্তী”তি আহ ।

৩৩ । বেজেছা—“অয়ং মং বক্কেদ্রা কিঞ্চি অদাতুকামা, ন মে
এতায় দিনভতিয়া অখো, ইদানেব নং অক্ষং করিআমী”তি
চিন্তেদ্রা গেহং গদ্রা ভরিয়ায় তমখং আচিঞ্চি, সা তুণহী অহোসি ।
সো একং ভেসজ্জং যোজেদ্রা তআ সন্তিকং গদ্রা “ভদ্রে, ইমং
ভেসজ্জং অঞ্জাহী”তি অঞ্জাপেসি, তআ বে অক্ষীনি দীপসিখা
বিয় বিজ্জায়িংসু । সো বেজেছা চক্ষুপালো অহোসী”তি ।

“ভিক্ষাবে, তদা মম পুন্তেন কতকম্মং পচ্ছতো পচ্ছতো

ভিক্ষাসা করিল—“এখন কেমন ভদ্রে ?”

প্রত্যুত্তরে কহিল—“পূর্বে আমার চক্ষু সামান্য বেদনা করিত, কিন্তু
এখন অধিকতর বেদনা করিতেছে ।”

৩৩ । বৈষ্ণু চিন্তা করিল—“এই স্ত্রীলোকটি আমাকে বঞ্চনা করিয়া
কিছুই না দিবার ইচ্ছা করিয়াছে । ইহার প্রদত্ত পারিশ্রমিকের আমার
কোন প্রয়োজন নাই । এখনই ইহাকে অন্ধ করিব ।” সে গৃহে যাইয়া
ভাৰ্য্যাকে সেই কথা কহিল । গৃহিণী নীরব রহিল । বৈষ্ণু এক প্রকার
ঔষধ মিশ্রিত করিয়া সেই স্ত্রীলোকের নিকট যাইয়া কহিল—“ভদ্রে,
এই ঔষধের অঙ্গন দাও ।” এই বলিয়া অঙ্গন দেওয়াইল । অঙ্গন দেও-
য়াতে তাহার হৃৎ চক্ষু দীপ-শিখার গায় জলিয়া গেল । চক্ষুপালই সেই
বৈষ্ণু ছিল ।

“হে ভিক্ষুগণ, আমার পুত্রের তখনকার কৃতকর্ম পশ্চাৎ পশ্চাৎ

অনুবন্ধি । পাপকন্ধ্যং হি নামেতং ধুরং বহতো বলিবদন্ত পদং
চক্ৰং বিষয় অনুগচ্ছতী”তি ।

৩৪ । ইদং বখুং কথেষা অনুসন্ধিং যটেহা পতিট্টাপিত মন্তিকং
সামনং রাজমুদায় লঙ্কেষ্টো বিষয় ধর্মরাজা ইমং গাথমাহ :—

“মনোপূর্বকমা ধর্ম্মা মনোমেট্টা মনোময়া,

মনমা চে পদুটেঠন ভাসতি বা করোতি বা ;

ভতো নং দুক্ষময়েতি চক্ৰং’ব বহতো পদং”তি । ১

৩৫ । তথ “মনো”তি— কামাবচরকুশলাদিভেদং সমস্ত

অনুগমন করিয়া আসিয়াছে । ধুরবাহী বলীবর্দের পাদ-চক্রের স্থায় পাপ-
কন্ধ্য অনুগমন করে ।”

৩৪ । ভগবান এই উপাখ্যান বলার পর পূর্বাপর বৃত্তান্ত সংযোগ করিয়া
শিরোনামাক্রিত শাসনের উপর রাজমুদ্রা চিহ্নিত করার স্থায় ধর্ম্মরাজ এই
গাথা কহিলেন :—

“মনোপূর্বকম ধর্ম্মচয়,

মনঃশ্রেষ্ঠ মনোময় ;

দোষযুক্ত মনে যদি কোন একজন,

যলে কোন কথা কিছু করে বা করম ;

শকটের চক্র যথা বৃষ পদে ধায় ;

হুঃখ তার অধিরাম পাছে পাছে যায় ।” ১

৩৫ । তথায় “মনঃ” বলিলে— কামাবচর কুশলাদি ভেদে সমস্ত

চতুর্ভূমিক চিত্তং ; ইমস্মিৎ পন পদে তদা তন্ম বেজ্জন্ম উৎপন্নচিত্ত বসেন
নিয়মিয়মানং ব্যবস্থাপিয়মানং পরিচ্ছিন্নিয়মানং দোমনস্ত সহগতং
পটিঘসম্প্রযুক্তচিত্তমেব লব্ধতি ।

“পূর্বঙ্গমা”তি-- তেন পঠমগামিনা হুত্বা সমাগতা ।

“ধম্মা”তি— গুণ, দেশনা, পরিয়ত্তি, নিস্কল বসেন চত্তারো
ধম্মা নাম । তেসু :—

“নহি ধম্মো অধম্মো চ উত্তো সমবিপাকিনো,

অধম্মো নিরয়ং নেতি ধম্মো পাপেতি সুগতিং”তি ।

অয়ং গুণধম্মো নাম ।

“ধম্মং বো ভিক্ষবে, দেশিআমি আদিকল্যাণং”তি— অয়ং
দেশনাধম্মো নাম ।

চাতুর্ভৌমিক চিত্ত * বুঝায় । কিন্তু এই পদে তখন সেই বৈজ্ঞের উৎপন্ন চিত্তভেদে
নিয়ম্যমান, ব্যবস্থাপ্যমান ও পরিচ্ছিন্নমান দৌর্ম্মনস্ত-সহগত প্রতিঘ-সম্প্রযুক্ত
চিত্তই লক্ষিত হইতেছে ।

“পূর্বঙ্গম”— প্রথমগামী হইয়া সমাগত, অগ্রণী, পূর্বগামী ।

“ধর্ম্মচয়”— গুণ, দেশনা, পরিয়ত্তি (পর্যাপ্তি) ও নিঃসঙ্ক ভেদে
ধর্ম্ম চতুর্বিধ । তাহাদের মধ্যে :—

“ধর্ম্মাধর্ম্ম উত্তরের সমান বিপাক নয়,

অধর্ম্ম নিরয়ে নেয়, ধরমে সুগতি হয় ।”

এই গাথায় ধর্ম্মশব্দ গুণ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে ।

“হে ভিক্ষুগণ, তোমাদিগকে আদি কল্যাণ-ধর্ম্ম দেশনা করিব”
ইত্যাদি— এইবাক্যে ধর্ম্মশব্দে দেশনা-ধর্ম্ম বুঝাইতেছে ।

* কামাবচর, রূপাবচর, অরূপাবচর ও লোকোত্তর চিত্ত

“ইধ পন ভিক্ষবে, একচে কুলপুস্তা ধম্মং পরিয়াপুণত্তি স্তত্তং গেয়্যং”তি— অয়ং পরিয়ত্তিধম্মো নাম ।

“তস্মিং খো পন সময়ে ধম্মা হোত্তি খন্ধা হোত্তী”তি— অয়ং নিস্কত্তধম্মো নাম । নিজ্জীবধম্মোতিপি এসো এব । তেসু ইমস্মিং ঠানে নিস্কত্তনিজ্জীবধম্মো অধিপ্পেত্তো । সো অথত্তো তয়ো অরুপিনো খন্ধা— “বেদনাঙ্খন্ধো, সংজ্ঞাঙ্খন্ধো, সংস্কারঙ্খন্ধো”তি । এতেহি মনো পূৰ্ব্বঙ্গমো এতেসত্তি “মনোপূৰ্ব্বঙ্গমা”নাম । কথং পনেতেহি সন্ধিং একবথুকো একারম্মণো অপূৰ্ব্বং অচরিমং একঙ্খণে উপ্পজ্জমানো মনোপূৰ্ব্বঙ্গমো নাম হোত্তীতি ? উপ্পাদপচ্চয়ট্টেঠন; যথা হি বহুসু একতো গামঘাতাদিকম্মানি করোন্তেসু “কো এতেসং পূৰ্ব্বঙ্গমো ?”তি বুত্তে,

“হে ভিক্ষুগণ, এই শাসনে কোন কোন কুলপুত্র সূত্র-গেয়্যাঙ্গি ধম্ম শিক্ষা করে ,”— এইবাক্যে ধম্ম শব্দ পর্য্যাপ্তি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে ।

“সেই সময়ে ধম্ম হয়, স্কন্ধ হয়” ইত্যাদি । এই বাক্যে ধম্ম শব্দ নিঃসঙ্ক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে । ইহাকে নিজ্জীবধম্মও বলা হয় । তন্মধ্যে এইস্থানে নিঃসঙ্ক-নিজ্জীব ধম্মই অভিপ্রেত । তাহা অর্থ ভেদে “বেদনা, সংজ্ঞা ও সংস্কার এই তিন অরুপ স্কন্ধকে বুঝাইতেছে ।

মনঃ ইহাদের মধ্যে পূৰ্ব্বঙ্গম বলিয়া “মনস্পূৰ্ব্বঙ্গম” বলা হইয়াছে । মনঃ ধম্ম সমূহের বা বেদনা, সংজ্ঞা ও সংস্কারের সমান বস্তু ও সমানালম্বন হইয়া এবং অপূৰ্ব্বাপের ভাবে একরূপে ইহাদিগের সহিত উৎপন্ন হইয়া কিরূপে ইহাদের পূৰ্ব্বঙ্গম হয় ? উৎপাদন ‘প্রত্যয়’ (কারণ), অর্থে যেমন একত্রে বহুলোক গ্রামঘাতাদি তদম্ম করিলে “কে ইহাদের পূৰ্ব্বগামী ?” এইরূপ যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে,

যো তেসং পচ্চয়ো হোতি যঃ নিদ্রায় তে তং কস্মৎ করোন্তি সো
 দন্তো বা মন্তো বা তেসং পূর্বঙ্গমো'তি বুচ্ছতি । এবং সম্পদমিদং
 বেদিতব্যং । ইতি উৎপাদপচ্চয়ট্টে'ন মনো পূর্বঙ্গমো এতেসন্তি = মনো-
 পূর্বঙ্গমা ; নহি তে মনে অনুপঞ্জন্তে উপঞ্জিতুং স্কোন্তি, মনো
 পন একচ্চেসু চেতসিকেসু অনুপঞ্জন্তেসুপি উপঞ্জতিয়েব ।
 অধিপতিবসেন পন মনো সেট্টো এতেসন্তি = মনোসেট্টো ।
 যথা হি চোরাদীনঃ চোরজ্জৈট্টকাদয়ো অধিপতিনো সেট্টো, তথা
 তেসম্পি মনো'তি মনোসেট্টো । যথা পন দারুতাদীহি নিক্ষন্নানি
 তানি তানি ভণ্ডানি দারুময়াদীনি নাম হোন্তি, তথা এতেপি
 মনতো নিক্ষন্নতা মনোময়া নাম ।

৩৬ । “পট্টে'না”তি— আগন্তুকেহি অভিজ্ঞাদীহি দোসেহি

ভবে ধাহাকে আশ্রয় করিয়া তাহার সেই কার্য করে, যে
 তাহাদের কার্যের প্রত্যয়, বা কারণ হয়, সে (বা তাহার নাম) দন্তই
 হউক আর মন্তই হউক, তাহাকে তাহাদের পূর্বগামী বলিয়া উক্ত হয় ।
 তদ্রূপ ইহাও জ্ঞাতব্য । উৎপাদন প্রত্যয় অর্থে মনঃ পূর্বঙ্গম ইহাদের,
 মনস্পূর্বঙ্গম । মন উৎপন্ন না হইলে তাহার উৎপন্ন হইতে পারে না । মন
 কিন্তু কোন কোন চৈতনিক বা চিত্তবৃত্তি উৎপন্ন না হইলেও উৎপন্ন হয় ।
 অধিপতিরূপে মনঃ শ্রেষ্ঠ ইহাদের (ধর্মসমূহের), মনঃশ্রেষ্ঠ । যেমন চোর
 প্রভৃতির মধ্যে প্রধান চোরগন, দলের শ্রেষ্ঠ ; সেইরূপ ধর্ম সমূহের মধ্যে
 মনঃশ্রেষ্ঠ । যেমন কাষ্ঠাদি হইতে নিস্পন্ন ভাণ্ডসমূহ কাষ্ঠময়াদি বলিয়া
 কথিত হয়, সেইরূপ ইহারাও মন হইতে নিস্পন্ন বলিয়া মনোময় বলিয়া
 কথিত হয় ।

৩৬ । “প্রদুষ্টমনে”—আগন্তুক বা বহিরাগত অভিধাতি (লোভাদি) দোষের

পদুর্টেন, পকতিমনো হি ভবঙ্গচিত্তং, তং অঙ্গদুর্টং, যথা হি পসন্নং উদকং আগম্মুকেহি - নীলাদীহি উপক্কিলিট্টং নীলোদকাদিভেদং হোতি, নচ নবং উদকং, নাপি পুরিমং পসন্ন উদকমেব; তথা চিত্তম্পি আগম্মুকেহি অভিজ্ঞাদীহি দোসেহি পদুর্টং হোতি, নচ নবং চিত্তং নাপি পুরিমং ভবঙ্গচিত্তমেব। তেনাহ ভগবা—“পভঅরম্মিদং ভিক্ষাবে, চিত্তং, তঞ্চ খো আগম্মুকেহি উপক্কিলেসেহি উপক্কিলিট্টং”তি। এবং “মনসা চে পদুর্টেন ভাসতি বা কেরোতি বা,” সো ভাসমানো চতুর্কিঞ্চং বচিচ্চরিতমেব ভাসতি, কেরোন্তো ত্টিবিঞ্চং কায়চ্চরিতমেব কেরোতি; অভাসন্তো অকেরোন্তো তাং অভিজ্ঞাদীহি পদুর্টমানসতায় ত্টিবিঞ্চং মনোচ্চরিতং পুরেতি। এব-
মস্স দস্স অকুসল কাম্মপথা পারিপূরিং গচ্ছন্তি।

দ্বারা উদ্ভিত মন। প্রকৃতি মনঃ ভবঙ্গচিত্ত। তাহা—অপ্রত্টি যেমন নিম্নল জল বহিরাগত নীলাদি রঙের দ্বারা উপক্লিষ্ট হইয়া নীলজল, পীতজল নামে অভিহিত হয়, কিঞ্চ ইহা নূতন জলও হয় না, পৃথকের নিম্নল জলও থাকে না; তদ্রূপ চিত্তও অভিজ্ঞা প্রভৃতি আগম্মক দোষের দ্বারা প্রত্টি হয়। কিঞ্চ তাহাতে নূতন চিত্তও হয় না, পৃথকের ভবঙ্গ চিত্তও থাকে না। সেই জগু ভগবান বলিয়াছেন—“তে ভিক্ষুগণ, এই চিত্ত প্রভা-
সর, তাহা আগম্মক উপক্লেণের দ্বারা উপক্লিষ্ট হয়।” এইরূপ ‘প্রত্টি মনে যদি করে কিছা ভাবে’ কথা বলিলে চতুর্কিঞ্চ মন্দ বাক্যই (মিথ্যা, পরুব-
বাক্য; পিশুন-বাক্য ও সম্প্রলাপ) বলে; কার্য্য করিবার সময় ত্টিবিঞ্চ কারিক পপি প্রাণী হত্যা করা বা আঘাত দেওয়া, অদত্ত গ্রহণ ও অবৈধ কামাচরণ)- করে; কিছু না বলিলে ও না করিলে অভিজ্ঞা, ব্যাপাদ ও মিথ্যা দৃষ্টির দ্বারা প্রত্টি মানস হেতু উক্ত ত্টিবিঞ্চ মনোচ্চরিত করে। এইরূপে তাহার দশ অকুশল “কাম্মপথা” পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

৩৭ । “ততো নং দুষ্কমশ্বেতী”তি— ততো ত্রিবিধ দুচ্চরিততো তং
 পুঙ্গলং দুষ্কমশ্বেতি । দুচ্চরিতানুভাবেন চতুস্ব অপায়েস্ব মনুশ্বেস্ব
 বা তমভাবং গচ্ছন্তুঃ কাষবথু কম্পি ইতরম্পীতি ইমিনা পরিয়া-
 যেন কাষিকং চেতসিকং বিপাকদুষ্কং অনুগচ্ছতি । যথা কিং ?
 “চক্রং ব বহতো পদং”তি ধুরে যুক্তস্য ধুরং বহতো বলিবদস্য
 পদং চক্রং বিয় । যথা হি সো একম্পি দিবসং দ্বৈপি পঞ্চপি
 দসপি অক্সমাসম্পি মাসম্পি বহন্তো চক্রং নিবত্তেতুঃ জহিতুং ন
 স্কোতি , অথখ্বস্য পুরতো অভিকমন্তস্য যুগং গীবাং বাধতি,
 পচ্ছতো পটিকমন্তস্য চক্রং উরুমাংসং পটিহন্তি, ইমেহি দ্বীতাকাংরেহি
 বাধন্তুঃ চক্রং তস্য পদানুপদিকং হোতি, তথৈব মনসা
 পদুর্ভেটন তীণি দুচ্চরিতানি পুরেহা ঠিতং পুঙ্গলং নিরয়াদিস্ব

৩৭ । “দুঃখ তা'র পাছে আসে”— সেই ত্রিবিধ দুচ্চরিত হইতে
 উৎপন্ন দুঃখ সেই ব্যক্তির অনুগমন করে । দুচ্চরিত প্রভাবে চারি অপায়
 বা মনুষ্য-লোকে তমঃভাব প্রাপ্ত হইয়া পর্যায়ক্রমে কাষিক-চৈতসিক
 বিপাক-দুঃখ অনুগমন করে । যেমন তাহা কিরূপ—“বাহীপদে চক্র যথা”
 ধুরে যুক্ত ধুর বহনকারী বলীবর্দের পদ-চক্রের স্থায় । ধুরবাহী বলী-
 বর্দ একদিন, দুইদিন, পাঁচদিন, দশদিন, অক্সমাস এমন কি “একমাস
 ধুর বহন করিলেও যেমন চক্রকে নিবৃত্ত অথবা ত্যাগ করিতে সক্ষম হয়
 না, পঞ্চাস্তরে সমুখ দিকে অতিক্রম করিতে গেলে যুগেতে গ্রীবা বাধে,
 পশ্চাতে প্রতিক্রম করিতে গেলে চক্র তাহার উরুমাংস প্রতিহত করে ;
 এই ভাবে দ্বিবিধ প্রকারে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া চক্র তাহার পদানুপদিক হয় ।
 তদ্রূপ প্রদ্রষ্ট মনের দ্বারা ত্রিবিধ দুচ্চরিত পূর্ণকারী ব্যক্তি নিরয়াদি স্থানের

তথ তথ গতটানে দুষ্করিতমূলকং কায়িকম্পি চেতসিকম্পি দুঃখঃ
অনুবন্ধতী'তি ।

গাথাপরিয়োসানে তিংসসহস্রা ভিক্ষু সহপটিসন্তিদাহি
অরহন্তঃ পাপুনিংসু । সম্পত্তপরিমায়'পি দেসনা সাথিকা সফলা
অহোসী'তি ।



যে খানে বে খানে যায় সেই সেই খানে দুষ্করিত মূলক কায়িক চেত-
সিক দুঃখ পশ্চাৎ অনুসরণ করে ।

গাথা পর্যাবসানে ত্রিশ হাজার ভিক্ষু প্রতিসন্তিদা সহিত অর্হন্ত
প্রাপ্ত হইলেন । পরিষদে উপস্থিত অন্ত্যাত্মদেরও এই ধর্মদেশনা সার্থক ও
ফলবতী হইয়াছিল ।



মটুকুগুলী বথ ১২

“মনোপুঙ্কজমা”তি তৃতীয়গাথাপি সাবথিয়ং য়েব মটুকুগুলিঃ
আরবু ভাসিতা ।

১ । সাবথিয়ং কির অদিন্নপুঙ্ককো নাম ব্রাহ্মণো । অহোসি
তেন কস্মিচি কিঞ্চি ন দিন্নপুঙ্কং, তেন তং অদিন্নপুঙ্ককোদেব
সঙ্ঘানিংসু : তস্মৈকপুঙ্ককো অহোসি পিয়ো মনাপো : অথস্ম
পিলক্ষনং কারেতুকামো “সটে স্তুবর্ণকারআচিক্খিআনি বেতনং

মটুকুগুলীর উপাখ্যান

“মনস্পুঙ্কজম”, এই তৃতীয় গাথাও মটুকুগুলীর কথা প্রদক্ষে শ্রাবস্তীতে
কথিত হইয়াছিল ।

১ । শ্রাবস্তীতে “অদিন্নপুঙ্কক” (অদত্তপূৰ্ণ) নামে এক ব্রাহ্মণ
ছিলেন । তিনি পূৰ্ণে কাহাকেও কিছু দেন নাই, তাই তিনি অদিন্ন
পুঙ্কক নামে বিদিত হইয়াছিলেন । তাঁহার এক পুত্র হইয়াছিল । ছেলেটি
বেশ প্ৰিয়দর্শন ও মনোজ্ঞ । ব্রাহ্মণের ইচ্ছা হইল পুত্রের জন্ম অলঙ্কার
ভৈয়ার করেন । কিন্তু ভাবিলেন—“স্বর্ণকারকে প্রস্তুত করিতে বলিলে মজুরী

দাতব্যং ভবিষ্যতী”তি সয়মেব সুবল্লং কোট্টেহা মট্টানি কুণ্ডলানি
কহা অদাসি, তেনস পুত্তো মটুকুণ্ডলীহেব পঞ্জাষ্টিগ। তস
সোলসবসকালে পঞ্জুরোগো উদপাদি। মাতা পুত্তং ওলোকেহা
“ব্রাহ্মণ, পুত্তস তে রোগো উপ্পন্নো তিকিচ্ছাপেহি নং”তি আহ।
“ভোতি, সচে বেজ্জং আনেস্সামি ভত্তবেতনং দাতব্যং ভবিষ্যতি,
কিং ত্বং মম ধনচ্ছেদং ন ওলোকেস্সমী”তি।

• “অথ কিং করিস্সামি ব্রাহ্মণা”তি ?

“যথা মে ধনচ্ছেদো ন হোতি তথা করিস্সামী”তি।

• ২। সো বেজ্জানং সন্তিকং গত্ত্বা—“অসুকরোগস্স নাম ভূমেহ
কিং ভেসজ্জং করোথা”তি পুচ্ছতি। অথস্স তে যং বা তং বা
রুস্সতচাদিঃ আচিস্সন্তি। সো তঃ আহরিহা পুত্তস্স ভেনস্সং

দিত্তে হইবে” তাই নিজেই সোণা পিটিয়া মটুকুণ্ডল প্রস্তুত করিয়া
দিলেন। এই মটুকুণ্ডল পরাতেই ব্রাহ্মণ-পুত্র মটুকুণ্ডল নামে পরিচিত
হইল। তাহার বয়স যখন বছর বোল, তাহাকে পাঞ্জুরোগে ধরিল।
মা ছেলের অবস্থা দেখিয়া ব্রাহ্মণকে কহিলেন—“ওগো ব্রাহ্মণ, তোমার
ছেলের যে- রোগ হইয়াছে, চিকিৎসা করাও।”

“ওগো, কবিরাজ্ঞ মানিলে ত দর্শনী দিতে হইবে! তুমি কি
আমার ধন-নাশ করিতে চাও! তাহা হইবে না।”

• “তবে কি করিবে ব্রাহ্মণ?”

• “বাহাতে টাকা খরচ করিতে না হয়, তাহাই করিব।”

২। অতঃপর তিনি বৈশ্যের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন—
“হ্যাঁ কবিরাজ্ঞ মহাশয়, পাঞ্জুরোগে আপনারা কি ঔষধ দেন?” বৈশ্যেরা
তাহাকে বাহা-তাহা গাছের ছাল বলিয়া দিলেন। তিনি তাহা আহরণ

করোতি । তং করোস্তুশ্চৈবশ্চ রোগো বলবা অহোসি, অতেকিচ্ছ
ভাবং উপাগমি, ব্রাহ্মণো তস্ম দুৰ্বলভাবং ঐত্বা একং বেজ্জং
পক্কোসি । সো তং ওলোকেত্বা “অমহাকং একং কিচ্ছং অথি অশ্রুঃ
বেজ্জং পক্কোসিত্বা তিকিচ্ছাপেহী”তি তং পচ্চক্খায় নিব্বমি ।
ব্রাহ্মণো তস্ম মরণসময়ং ঐত্বা “ইমস্ম দস্সনথায় আগতাগতা
অশ্বোগেহে সাপতেয়্যং পস্সিঅন্তি, বহি নং করিঅামী”তি পুত্তং
নীহরিত্বা বহি আলিন্দে নিপজ্জাপেসি ।

৩ । তং দিবসং ভগবা বলবপচ্চুসসময়ে মহাকরুণাসমাপত্তিতো
বুট্টায় পুৰ্ববুদ্ধেস্তু কতাধিকারানং উস্সন্নকুসলমুলানং বেনেয়্য

করিয়া ছেলেকে সেবন করাইতে লাগিলেন । ইহার ফলে রোগ অধিক
হইল । চিকিৎসা না করার মতনই দাঁড়াইল । ব্রাহ্মণ পুত্রকে দুর্বল
দেখিয়া একজন বৈদ্য ডাকিয়া আনিলেন । বৈদ্য রোগী দেখিয়া কহিলেন—
“আমার এক জরুরি কাজ আছে, আপনি আর একজন বৈদ্য ডাকিয়া
চিকিৎসা করান ।” এই বলিয়া বৈদ্য রোগী ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন ।
ব্রাহ্মণ পুত্র আর কাঁচিবে না বুঝিয়া ভাবিলেন—“ইহাকে দেখিবার জন্য
লোকজন আসিয়া আমার বাড়ীর ভিতরের ধন-সম্পত্তি সব দেখিয়া ফেলিবে,
ইহাকে বাহির করিয়া রাখিব,” এই বলিয়া ব্রাহ্মণ পুত্রকে বাহির করিয়া
বারান্দায় শোয়াইয়া রাখিলেন ।

৩ । সেই দিন অতি প্রত্যুষে ভগবান ‘মহাকরুণা সমাপত্তি’ ধ্যান
হইতে উঠিয়া দশ সহস্র চক্রবালের মধ্যে জ্ঞান-জাল বিস্তার করিলেন ।
বাহারা পূর্ববুদ্ধপণের নিকট উন্নত জীবনের জন্য কৃত সঙ্কল্প হইয়া আসিয়াছেন,

বন্ধবানং দম্বনথং বুদ্ধচক্ষুনা লোকং ওলোকেন্তো দমসহস্রি
চক্বালে এণগজালং পথরি ।

মটুকু গুলী বহি আলিন্দে নিপন্নাকারেণেব তস্ম অস্তো
পপ্রণায়ি ।

৪ । সখা তং দিম্বা তস্ম অস্তোগেহা নীহরিত্বা তথ নিপজ্জা-
পিতভাবং এত্বা “অথি নুখো ময়্হং এথ গতপচ্চয়েন অথো”তি
উপধারেস্তো ইদং অদস :-

“অয়ং মাগবো ময়ি মনং পসাদেহা কালং কহা তাবতিংস
দেবলোকে তিৎসয়োজ্জনিকে কনকবিমানে নিব্বত্তিঅতি, অচ্ছরা-
সহস্রমস্ম পরিবারো ভবিঅতি, ব্রাহ্মণোপি নং ঝাপেহা রোদন্তো
আলাহণে বিচরিঅতি । দেবপুত্তো তিগাবুতপ্পমাণং সট্ঠিসকট

বাহাদের অকুশল কন্ঠের মূল ছিন্ন হইয়াছে, সেরূপ বিমুক্ত করিবার
উপযুক্ত প্রাণিগণকে বুদ্ধচক্ষুর দ্বারা অবলোকন করিতে লাগিলেন ।

মটুকু গুলীকে বহিরালিন্দে শায়িত অবস্থাতেই জ্ঞান-জ্বালের মধ্যে
দেখা গেল ।

৪ । শাস্তা তাহাকে দেখিয়া, তাহাকে গৃহ হইতে বাহির করিয়া
সেইখানে শায়িত রাখা হইয়াছে জানিয়া তাঁহার গমনে এই ব্যক্তির
কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে কিনা অবধারণ করিতে করিতে ইহা দেখিলেন—

“এই ব্রাহ্মণ-পুত্র আমার প্রতি মন প্রদান করিয়া দেহান্তে ‘তাবতিংস’
দেবলোকে ত্রিণয়োজন প্রমাণ এক কনকবিমানে উৎপন্ন হইবে,
সহস্র অঙ্গরায় পরিবৃত হইবে । ব্রাহ্মণ তাহাকে দাহ করিয়া ক্রন্দন
করিতে করিতে শ্মশানে বিচরণ করিবে । দেবপুত্র সহস্র অঙ্গরা-
পরিবৃত, ষষ্টি-শকট-ভার অলঙ্কার প্রতিমণ্ডিত নিজের ত্রিগব্যুতি প্রমাণ

ভার্যাকারপতিমণ্ডিতং অচ্ছরাসহস্রপরিবারং অন্ত্যভাবং ওলোকেহা
 “কেন মুখো কন্মেন ময়া অয়ং সিরিসম্পত্তি লক্ষা”তি ওলোকেস্তো
 ময়ি চিত্তপ্রসাদেন লক্ষ্যভাবং প্রোহা “মনচ্ছেদ ভয়েন মম ভেসজ্জং
 অকহা ইদানি আলাহণং গন্তা রোদতি বিপ্লকারপ্লতং নং
 কুরিআমী”তি পিতরি অকল্পিতয়া মটুকুণ্ডলীবধেনাগন্তা আলাহণ-
 আবিদুরে নিপঞ্জিত্তা রোদিঅতি। অথ নং ব্রাহ্মণো “কোসি
 হং ?”তি পুচ্চিঅতি।

“অহং তে পুত্তো মটুকুণ্ডলী”তি।

“কুহিং নিব্বত্তোসী”তি ?

“ভাবতিংস ভবনে”তি।

“কিং কন্মং কহা”তি ? বুৎ ময়ি চিত্তপ্রসাদেন নিব্বত্ত ভাবং

শরীর দেখিয়া “কেন্ কন্মের ফলে আমার এই শ্রীসম্পত্তি লাভ হইল”
 তাহা ভাবিতে ভাবিতে জানিতে পারিবে, আমার প্রতি চিত্ত প্রসাদ
 হেতু ইহা লাভ হইয়াছে; আরও দেখিতে পাইবে যে—তাহার পিতা মন-
 হানির ভয়ে তাহার চিকিৎসা না করাইয়া এখন শ্মশানে বাইয়া রোদন
 করিতেছে, “ইহাকে বিকার প্রাপ্ত করাইব বা অন্টায়ের প্রতিশোধ দিব।”
 পিতার দুঃখ সহ করিতে না পারিয়া মটুকুণ্ডলীর রূপে আসিয়া শ্মশানের
 অনতিদূরে শুইয়া রোদন করিবে। তারপর ব্রাহ্মণ তাহাকে “জিজ্ঞাসা
 করিবে—“কে তুমি?”

“আমি আপনার পুত্র মটুকুণ্ডলী।”

“কোথায় জন্ম নিয়াছ?”

“ভাবতিংস দেবলোকে।”

“কি কন্মের ফলে?” এইরূপ উক্ত হইলে সে বলিবে আমার প্রতি

আচিঞ্চিভ্যতি । ব্রাহ্মণো “তুমেহসু চিত্তং পসাদেহা সগে
 নিকন্তা নাম অখী”তি মং পুচ্ছিভ্যতি । অখআহং এতকানি
 সতানি বা সহস্রানি বা সতসহস্রানি বাতি ন সকা গগনায়
 পরিচ্ছিন্দিভুন্তি বহা ধম্মপদে গাথং ভাসিআমি । গাথা পরি-
 য়োসানে চতুরাসীতিয়া পাণসহস্রানং ধম্মাভিসময়ো ভবিম্ভতি ।
 মটুকুণ্ডলী সোতাপন্নো ভবিম্ভতি, তথা অদিগ্নপুস্বকো ব্রাহ্মণো ।
 ইতি ইমং কুলপুত্রং নিম্মায় ধম্ময়াগো মহা ভবিম্ভতী”তি এত্বা
 পুন দিবসে কতসরীর পটিজ্জগ্ননো মহাভিক্কু-সজ্জ পরিবুত্তো
 সাষথিং পিণ্ডায় পবিসিত্বা অনুপুবেবন ব্রাহ্মণস্স গেহদ্বারং গত্তো ।

৫ । উন্মিঃ ঋণে মটুকুণ্ডলী অস্তো গেহাভিমুখো নিপন্নো
 হোতি, সখা অক্কনো অপস্সনভাবং এত্বা একং রন্মিঃ বিম্মহ্জ্জসি ।

চিত্তপ্রসাদ হেতু তথায় উৎপন্ন হইয়াছে । ব্রাহ্মণ আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা
 করিবে—“আপনার প্রতি প্রসন্ন-চিত্ত হইলেই স্বর্গে যাওয়া যায় কি ?”
 প্রত্যুত্তরে আমি বলিব—হে ব্রাহ্মণ, এত শত বা এত সহস্র বা এত শত-
 সহস্র এমন তাহা গগনার দ্বারা নির্দিষ্ট করা যায় না; এই বলিয়া ধর্ম-
 পদের গাথা বলিব । গাথা শেষ হইলে চুরাশী হাজার প্রাণীর ধম্মাববোধ
 হইবে । মটুকুণ্ডলী সোতাপন্ন হইবে এবং ‘অদিগ্নপুস্বক’ ব্রাহ্মণও সেইরূপ
 হইবে । এইরূপে এই কুলপুত্রের জন্ম মহাধম্মাভুযোগ হইবে ।” ইতি
 জানিয়া শাস্তা পরদিবস শরীর কৃত্য সমাপন পূর্বক মহাভিক্কুসজ্জ পরিবৃত্ত
 হইয়া শ্রাবস্তী নগরে তিক্কার স্তম্ভ প্রবেশ করিলেন এবং অল্পক্ৰমে ব্রাহ্মণের
 গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন ।

৫ । তখন মটুকুণ্ডলী গৃহাভিমুখী হইয়া শায়িত ছিল । শাস্তা নিজের
 অদর্শনভাব জ্ঞাত হইয়া আপন শরীর হইতে একবিন্দু রন্মিপাত করিলেন ।

মাগবো “কিং ওভাসো নামেসো”তি পরিবত্তিত্বা নিপম্নো’ব
সথারং দিস্বা “অন্ধবালপিতরং মিথ্যায় এবরূপং বুদ্ধং উপসংকমিত্বা
কায়বেয়্যাবতিকং বা কাতুং দানং বা দাতুং ধন্যং বা সোতুং
নালথং, ইদানি মে হথাপি অবিধেয়্যা, অশ্রুং কন্তবং নথী”তি
মনমেব পসাদেসি । সথা “অলং একেচেন ইমম্মা”তি পক্কামি ।
সো তথাগতে চক্ষুপথং বিজহন্তে বিজহন্তেয়েব পদন্নমনো কালং
কত্তা সুত্তপ্ণবুদ্ধো বিয় দেবলোকে তিংশয়োজনিকে কনকবিমানে
নিবত্তি ।

৬ । ব্রাহ্মণোপি’ম্ম সরীরং ঝাপেত্তা আলাহণে রোদম-
পরায়ণো অহোসি । দেবসিকং আলাহণং গত্ত্বা রোদতি “কহং
একপুত্রকা”তি । দেবপুত্রোপি অন্তনো সম্পত্তিং ওলোকেত্তা

ব্রাহ্মণ-যুবক “ইহা কিসের আভা” মনে করিয়া শায়িতাবস্থায় পাশ ফিরিয়া
শান্তাকে অদূরে দেখিয়া মনে মনে বলিতে লাগিল—“অবোধ পিতার তত্ত্ব
এইরূপ বুদ্ধের নিকট যাইয়া তাঁহার সেবা করিতে পারিলাম না, তাঁহাকে
কিছু দান করিতে বা তাঁহার মুখে ধর্মশ্রবণ করিতে পাইলাম না ।
এখন আমার হস্তও অবশ, অন্ন আর কিছু করিবার উপায়ও নাই ;”
এই ভাবিয়া বুদ্ধের প্রতি প্রসন্ন চিত্ত হইয়া রহিল । শান্তা “ইহাই
উহার পক্ষে বধেষ্ট” মনে করিয়া প্রশ্ন করিলেন । তথাগত তাহার
চক্ষুপথের বহির্ভূত হইতে হইতেই প্রদন্নমনে তাহার মৃত্যু হইল । মৃত্যুর
পর সে সুত্তপ্ণবুদ্ধের গায় দেবলোকে ত্রিংশৎ যোজন প্রশাণ এক কণক
বিমানে গিয়া উৎপন্ন হইল ।

৬ । ব্রাহ্মণ তাহার শরীর দাহ করিয়া শ্মশানে গিয়া রোদন পরায়ণ হইলেন ।
প্রতাহ শ্মশানে গিয়া এই বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন যে—“হায়, আমার
একটি পুত্র কোথায় গেল ?” দেবপুত্রও নিজের শ্রীসৌভাগ্য দেখিয়া

“কেন লুখো কন্মেন লক্ষা”তি উপধারেন্তো সথরি মনোপসা-
 দেনা”তি এত্বা “অয়ং ব্রাহ্মণো মম অফাসুককালে ভেসজ্জং
 অকারেত্বা ইদানি আলাহণং গস্তা রোদতি ; বিপ্লকারপ্লস্তমেতং
 কাতুং বটুতী”তি মটুকুগুলী বধেনাগস্তা আলাহণআবিদূরে বাহা
 পগ্গযহ রোদন্তো অট্টাসি । ব্রাহ্মণো তং দিস্বা “অহং তাৰ
 পুত্ৰসোকেন রোদামি, এস কিমথং রোদতি পুচ্ছিআমি নং”তি
 পুচ্ছন্তো ইমং গাথমাহ :—

- “অলক্ষতো মটুকুগুলী মালতীরী হরিচন্দমুঅদো,
 বাহা পগ্গযহ কন্দসি বনমজ্জে কিং দুস্বিতো তুবং”তি ?

“কি কৰ্ম্মের ফলে ইহা লাভ হইয়াছে” তাহা অবধারণ করিতে করিতে
 জানিতে পারিলেন যে—শাস্তার প্রতি চিন্তা প্রসন্ন করিবার কলেই তাঁহার
 এই লাভ । তিনি ব্রাহ্মণের অবস্থা দেখিয়া ভাবিলেন—“এই ব্রাহ্মণ আমার
 অসুখের সময় চিকিৎসা না করাইয়া এখন শ্মশানে গিয়া কাঁদিতেছেন,
 এখন তাঁহার মনোভাবের বিপর্যয় ঘটান উচিত হইবে ।” এই মনে
 করিয়া তিনি মটুকুগুলীর রূপ ধারণ পূৰ্ব্বক শ্মশানের অদূরে বাহতে চক্ক
 আবৃত করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে দাঁড়াইয়া রহিলেন । ব্রাহ্মণ তাঁহাকে
 দেখিয়া ভাবিলেন—“আমি পুত্র-শোকে কাঁদিতেছি, এ কি কথু কাঁদিতেছে,
 তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিব ।” তিনি তাঁহাকে এই গাথা বলিয়া জিজ্ঞাসা
 করিলেন :—

“মটুকুগুল ভূষিত অবয়ব

হে কুমুমমালী চন্দল-লিপ্ত,

যুগল বাহতে আধরি’ আনন

কাদ কি হুঃখে কাননে ক্ষিপ্ত ?”

সো আহ:—

“সোবলময়ো পভঙ্গরো উগ্নমো রথপঞ্জরো মম,
তন্ম চক্রযুগং নবিন্দামি তেন দুশ্চেন জহিঙ্গং জীবিতং”তি ।

অথ নং ব্রাহ্মণো আহ:—

“সোবলময়ং মণিময়ং লোহময়ং অথ রূপিয়াময়ং,
আচিক্ষ মে তদ মাণব চক্রযুগং পটিল্যভয়ামি তে”তি ।

৭ । তং সূত্বা মাণবো “অয়ং পুত্ৰস্ত ভেসজ্জং তকত্বা পুত্ৰপতি-
রূপকং মং দিস্বা রোদন্তো, ‘সুবল্লাদিময়ং রথচক্রং করোমী’তি বদতি ;

তিনি বলিলেন:—

“সোণালি ভাস্বর রণের পঞ্জর
হইরাছে মম জাত,
চংখ,—লতি নাই চক্রযুগ, তাই
ভ্যক্তিব জীবন তাত।”

অতঃপর ব্রাহ্মণ তাঁহাকে কহিলেন:—

“চক্র স্বর্ণ-মণিময়, লোহময়, রৌপ্যময়,
হে ভদ্র মানব, মোরে কহ দিব যাহা ত্বয়।”

৭ । তাহা শুনিয়া দানবরূপধারী দেবপুত্র তাবিলেন—“ইনি পুত্রের
চিকিৎসা” কারান নাই, কিন্তু পুত্রের প্রতিরূপী আমাকে দেখিয়া
কাহিতে কাহিতে বলিতেছেন— ‘স্বর্ণময়াদি রথচক্র করিব দিব’ ;

হোতু নিগাণিহামি নং”তি চিস্তেহা “কীব মহন্তঃ মম চকয়ুগং
করিমসী”তি বদ্বা “য়াব মহন্তঃ আকমসী”তি যুহে “চন্দসুরিয়েহি
মে অথো তে মে দেহী”তি যাচন্তো আহ :—

“সো মাগবো তন্ন পাষদি চন্দসুরিয়া উভয়েথ ভাতরো,
সোবগ্নময়ো রথো মম তেন চকয়ুগেন সোভতী”তি ।

অথ নং ব্রাহ্মণো আহ :—

“বালোঁ খো কমসি মাগব যো হং পথয়সে অপথিয়ং,
মপ্রামি তুবং মরিমসি নহি হং লচ্ছসি চন্দসুরিয়ে”তি ।

সেইরূপ হইলেও তথাপি গুরে জন্ম করিব।” প্রকাণ্ডে বলিলেন—“আমার
চক্রযুগল কত বড় করিয়া দিবেন ?”

ব্রাহ্মণ কহিলেন—“তুমি কত বড় চাহ।”

“আমার চক্র-সূর্যের প্রয়োজন, তাহা আমাকে দেন।” এইরূপ
থাক্কা করিয়া গাথার কহিলেন :—

“সে মানব বলে, তবে হুই তাই রবি-শশী দিবে,
বর্গময় রথ মম, ও'চক্রেতে সূশোভিত হবে।”

অনন্তর ব্রাহ্মণ তাঁহাকে কহিলেন :—

“যূর্ণ তুমি হে মানব, অকাম্য কামনা কর,
নাহি পাবে রবি-শশী যনে হ্র-মরিবে সত্তর।”

৮। অথ নং মাগবো “কিং পন পপ্রায়মানঅথায় রোদন্তো
বালো হোতি, উদাহ অপপ্রায়মানআ”তি বহা :—

“গমনাগমনম্পি দিম্বতি বগ্নধাতু উভয়থ বীথিয়ো.

পেতো পন কালকতো ন দিম্বতি কো নিধ কন্দতং বাল্যতরো”তি

তং স্তুত্বা ব্রাহ্মণো “যুস্তং এস বদতী”তি সন্নস্বেত্বা আহ :—

“সচ্চং খো বদেসি মাগব অহমেব কন্দতং বাল্যতরো,

চন্দং বিয় দারকো রুদং পেতং কালকতাভিপথয়ং”তি ।

৮। অতঃপর দেবপুত্র তাঁগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“যাহা দেখা
যাইতেছে তাহার জন্ম কান্দা মূর্ত্তা, না, যাহা দেখা যায় না তাহার জন্ম
কান্দা মূর্ত্তা?” এই বলিয়া গাথায় কহিলেন :—

“উদয়ান্ত, উপাদান দৃষ্ট বর্ণ, বীথিদয়

এই উভয়ের,

মৃত প্রেত দৃষ্ট নচে, কেঁদে কেবা বালতর

মাঝে আমাদের ।”

ইহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ “ও’ত ঠিক কথাই বলিতেছে” এইরূপ জ্ঞাত
হইয়া কহিলেন :—

“বলেছ মানব, সত্য, ক্রন্দন মূর্ত্তা মোর

করিছে ব্যাপন,

চাঁদ পে’তে, তথা প্রেত মৃত-পুত্র পে’তে কান্দা

বালতা নন্দন ।”

বহা তস কথায় নিম্নোকো হুতা মাণবস থুতিং করোস্তো
ইমা গাথা অভাসি :—

“আদিতং নত মং সন্তুং যতসিতং ব পাবকং,
বারিনা বিয় ওসিঞ্চং সৰ্বং নিব্বাপয়ে দরং।

অব্বহী বত মে সল্লং সোকং হদয়নিম্মিতং,
য়ো মে সোকপরেত্তস পুত্তসোকং অপানুদি।

•
• স্বাহং অব্বুল্লহ সল্লোন্মি সীতিভূতোন্মি নিব্বুতো,
ন সোচামি ন রোদামি ভব সুত্থান মাণবা”তি।

ইহা বলিয়া দেবপুত্রের কথায় শোকহীন হইয়া তাঁহার স্তুতি করিতে
করিতে এই সকল গাথা কহিলেন :—

“উদীপ্ত আমাতে নৃত-শিক্ত পাবকেতে বধা,
সিঞ্চিয়া শান্তির ধারি নিষ্ঠাইলে সব ব্যথা।

হৃদয়-নিহিত মম শোকশল্য উৎপাটিলে,
শোকাতুর মোর ওগো! পুত্রশোক নিবারিলে।

আমি রে বিগত শল্য, শীতিভূত, নিরবত !
শোক-কারা গে'ছে, শু'নে যুবা তদ কথায়ত।”

৯। অথ নঃ “কো নাম বন্তি” পুচ্ছন্তো :—

“দেবতামুসি গন্ধকো আত্ম স্কো পুরিন্দদো,
কো বা ত্বং কল্প বা পুন্তো কথং জানেমু তং ময়ং”তি ।

আহ । অথত্র মাগবো :—

“য়ঞ্চ কন্দসি যঞ্চ রোদসি পুন্তং আলাহণে ময়ং দহিত্বা,
স্বাহং কুসলং করিত্বা কস্ম্যং তিদসানং মহব্যতং পন্তো”তি ।

আচিচ্ছি । ব্রাহ্মণো আহ :—

“তন্নঃ বা বহুং বা নাদ্ধসং দানং দদন্তুস্ত সকে অগারে,
উপোসথকস্ম্যং বা তাদিসং কেন কস্মেন গতোসি দেবলোকঃ”তি

১০। অতঃপর ব্রাহ্মণ তাঁহাকে “তুমি কে” বলিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করতঃ কহিলেন—

“দেবতা গন্ধক কিংবা বল শত্রু পুরন্দর,
কিব’লে জানিব তোমা, কেবা, কার পুত্রবর ?”

অতঃপর দেবপুত্র প্রত্যুত্তরে কহিলেন :—

“যে পুত্রকে শশানেতে আপনি দাহন
করিয়্য রোদন বিলাপ কর ।
সে আমি কুশলকর্ম করি সম্পাদন
পেয়েছি ত্রিংশ সাযুজ্য পর ॥”

ব্রাহ্মণ কহিলেন :-

“অন্ন বা বহু বা কভু আপন আগারে
দেখি নাই কিছু দান দিতে ।
উপোসথ কর্ম কভু দেখিনি করিতে
কিসে গেলে অপর পুরীতে ?”

১০। মাগবো আহ :—

“আবাধিকোহং দুষ্খিতো বাল্লহগিলানো,
আতুররুপোমিহ সকে নিবেসনে ;
বুদ্ধং বিগতরজ্জং বিতিগ্গকজ্জং,
অদক্ষিং সুগতং অনোমপপ্প্রং ।

স্বাখং মুদিতমনো পসন্নচিত্তো অঞ্জলিং অকরিং তথাগতস্স,
তাহং কুসলং করিত্বা কস্ম্যং তিদসানং সহব্যতং পত্তো”তি ।

১১। তস্মিং কথেন্তেয়েব ব্রাহ্মণস্স সকলসরীরং পীতিয়া
পরিপূরি । সো তং পীতিং পবেদেত্তো :—

১০। দেবপুত্র কছিলেন :—

“রোগাতুর হ'য়ে আপন ঘরে
ব্যাধিত দুঃখিত, পীড়িত আমি ।
নব্বুন্ধ, বিরজ, বিতীর্ণ কজ্জা
দেখিহু সুগতে অমিত জ্ঞানী ॥

মুদিত মন, 'প্রফুল্ল চিত্ত আমি,
অঞ্জলি করিয়া তথাগতে নমি ।
সেই না কুশল করিয়া করম,
ত্রিদেশ সাব্যস্ত পেয়েছি পরম ।”

১১। তাহা বলা মাত্রই ব্রাহ্মণের সমস্ত শরীর প্রীতিতে পরিপূর্ণ
হইয়াছিল। তিনি সেই প্রীতি ব্যক্ত করিতে করিতে কছিলেন :—

“অচ্ছরিয়ং বত অদ্ভুতং
 অঞ্জলি কন্মজ্জ অয়ুমীদিসো বিপাকো,
 অহম্পি মুদিতমনো পসন্নচিত্তো
 অজেজ্জব বুদ্ধং সরণং বজ্জামী”তি ।

আহ । অথ নং মাণবো :—

“অজেজ্জব বুদ্ধং সরণং বজ্জাহি ধম্মঞ্চ সজ্জঞ্চ পসন্নচিত্তো,
 তথৈব সিদ্ধায় পদানি পঞ্চ অথগু ফুল্লানি সমাদিয়সু ।
 পাণাতিপাতা বিরমসু খিঞ্জং লোকে অদিম্মং পরিবজ্জয়সু,
 অমজ্জপো মা চ মুসা ভণাহি সকেন দারেন চ হোহি তুট্টো”তি ।

“আশ্চর্য্য বটে ! অদ্ভুত বটে !

এ' অঞ্জলি করনের এই পরিণাম ?

মুদিত মন, প্রসন্ন চিত্ত

আজই বুদ্ধ-শরণে করিব প্রয়াণ ।

তৎপর দেবপুত্র তাঁহাকে কহিলেন :—

“আজই, বুদ্ধ-ধম্ম-সজ্জ-শরণে গমন করহ স্তুষ্ট মনে,
 অথগু, অক্ষত পঞ্চ শিক্কাপদ গ্রহণ করহে এইক্ষণে ।

প্রাণীহত্যা হ'তে হও বিরত ক্ষিপ্ত,

পরিত্যাগ কর যাচা অদত্ত লোকে ।

অনন্তপ হও, ত্যজ অসত্য বিপ্র,

রহ তুষ্ট নিজদারে” (নিরত থেকে) ॥”

আহ . সো 'সাধু'তি সম্পটিচ্ছিত্ব ইমা গাথা অভাসি :—

“অর্থকামোসি মে যুদ্ধ হিতকামোসি দেবতে,
করোমি তুযহং বচনং ত্বংসি আচরিয়ো মম ।

উপেমি বুদ্ধং সরণং ধম্মক্কাপি অনুত্তরং,
সজ্জক্কা নরদেবস্স গচ্ছামি সরণং অহং ।

“পাণাতিপাতা বিরমামি খিণ্ণং লোকে অদিন্নং পরিবজ্জয়ামি,
অমজ্জপো নো চ মুসা ভণামি সকেন দারেন চ হোমি তুট্টো”তি ।

১২ । অথ নং দেবপুত্রো “ব্রাহ্মণ, গেহে তে বলং ধনং
অগ্নি, সখারং উপসংকমিত্বা দানং দেহি. ধম্মং শুণাহি, পঞহং

তিনি 'সাধু' বলিয়া সম্মত হওত এই গাথা সমূহ কহিলেন :—

“অর্থকামী মম বন্ধু, হিতকামী হে দেবতা
শুনিব তোমার বাক্য, তুমি মম শিক্ষাদাতা,
বুদ্ধের শরণে যাব, অনুত্তর ধর্মের ।
শরণে সজ্জের আর যাব নর-দেবেশের ।

প্রাণীহত্যা হ'তে হ'ব বিরত ক্ষিপ্ত
পরিত্যাগ করিব যা' অদত্ত লোকে,
অমদুপ হ'ব, মিথ্যা ত্যজিব বাণী
রব তুট্ট নিজদারে. (নিরত থেকে) ।”

১২ । অনন্তর তাঁহাকে দেবপুত্র কহিলেন—“ব্রাহ্মণ, আপনার গৃহে বহু
ধন আছে, শান্তার নিকট যাইয়া দান দেন, ধর্ম শুনুন, ধর্ম বিসম্বন্ধ প্রশ্ন

পুচ্ছা”তি বহা তথৈবস্তুরধায়ি । ব্রাহ্মণোপি গেহং গস্তা ব্রাহ্মণিং
আমন্তেহা “ভদ্রে, অহং সমগং গোতমং নিমন্তেহা পত্রং
পুচ্ছিষ্যামি, সকারং করোহী”তি বহা বিহারং গস্তা সখারং নেব
অভিবাদেহা ন পটিসম্ভারং কহা একমন্তে ঠিতো “ভো গোতম,
অধিবাসেহি মে অজ্জতনায় ভত্তং সন্ধিং ভিক্ষুসজ্জেনা”তি আহ ।

১৩ । সখা অধিবাসেসি । সো সখু অধিবাসনং বিদিত্বা
বেগেনাগস্তা সকনিবেসনে খাদনীয়ং ভোজনীয়ং পটিসাদাপেসি ।
সখা ভিক্ষুসজ্জ পরিবুতো তস্ম গেহং গস্তা পত্রস্তাসনে নিসীদি ।
ব্রাহ্মণো সন্ধচ্চং পরিবিসি । মহাজনো সন্নিপতি । মিচ্ছা-
দিট্ঠিকেন কির তথাগতে নিমন্তিতে দে জনকায়। সন্নিপত্তিস্তি ;—

করুন ।” এই বলিয়া দেবপুত্র সেখানেই অন্তর্হিত হইলেন । ব্রাহ্মণও
গৃহে গিয়া ব্রাহ্মণীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—“ভদ্রে, আমি শ্রমণ
গোতমকে নিমন্ত্রণ করিয়া প্রশ্ন বিজ্ঞাসা করিব, তুমি তাঁহার সংকারের
আয়োজন কর ।” এই বলিয়া তিনি বিহারে গেলেন । তিনি শাস্তাকে
অভিবাদনও করিলেন না, শিষ্টাচার সূচক কুশল প্রশ্নাদিও করিলেন
না, একপ্রান্তে দাঁড়াইয়া কহিলেন—“ভো গোতম, ভিক্ষুসজ্জের সহিত
অন্যকার জন্ত আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করুন ।

১৩ । শাস্তা সম্মত হইলেন । তিনি শাস্তার সম্মতি জানিয়া বেগে
আপনার নিবাসে আসিয়া খাদ্য-ভোজ্য প্রস্তুত করাইলেন । শাস্তা ভিক্ষুসজ্জ-
পরিবৃত হইয়া তাঁহার গৃহে গিয়া নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন । ব্রাহ্মণ
বস্ত্রের সহিত পরিবেশন করিলেন । বহু জনসমাগম হইল । ভিন্ন মতাব-
লম্বীরা তথাগতকে নিমন্ত্রণ করিলে হই দলের লোক সমবেত হইত ;—

মিচ্ছাদিট্ঠিকা—“অজ্জ সমণং গোতমং পঞ্হপুচ্ছায় বিহেঠিয়মানং
পম্মিআমা”তি সন্নিপতন্তি ; সম্মাদিট্ঠিকা—“অজ্জ বুদ্ধবিসয়ং
বুদ্ধলীলহং পম্মিআমা”তি সন্নিপতন্তি ।

১৪ । অথ ব্রাহ্মণো কতভত্তকিচ্চং তথাগতং উপসংকমিত্বা
নীচাসনে নিসিন্নো পঞ্হং পুচ্ছি—“ভো গোতম, তুমহাকং দানং
অদত্তা, পূজং অকত্তা, ধম্মং অমুত্তা, উপোসথবাসং অবসিত্বা কেবলং
'মনোপসাদমত্তেনেব সগ্গে নিব্বত্তা নাম হোন্তী”তি ?

“ব্রাহ্মণ, কস্মা মং পুচ্ছসি ? ননু তে পুত্তেন মটুকুণ্ডলিনা
ময়ি মনং পুসাদেত্তা অন্তনো সগ্গে নিব্বত্ত ভাবো কথিতো”তি ?

“কদা ভো গোতমা”তি ?

“ননু ত্বং অজ্জ সুসানং গত্ত্বা কন্দন্তো অবিদুরে বাহা

ভিন্ন মতাবলম্বীরা আসিত—“আজ্জ প্রশ্ন জিজ্ঞাসায় শ্রমণ গোতমকে উত্যক্ত
দেখিব ; সঙ্ঘসীরা আসিত—“অজ্জ বুদ্ধলীলা, বুদ্ধ বিষয় দেখিব ।

১৪ । ভোজন-কৃত্য অবসান হইলে ব্রাহ্মণ তথাগতের নিকট গমন
করিয়া নীচ আসনে উপবেশন করিয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন—“ভো
গোতম, আপনাকে দান না দিয়া, পূজা না করিয়া, আপনার মুখে ধর্ম
না শুনিয়া, উপোসথ পালন না করিয়া, কেবল আপনার প্রতি চিত্ত-
প্রসাদ বলেই স্বর্গে যাওয়া যায় কি ?”

“ব্রাহ্মণ, আমাকে কেন জিজ্ঞাসা করিতেছ ? তোমার পুত্র মটুকুণ্ডলী
আমার প্রতি মন প্রশ্ন করিয়া নিজের স্বর্গে যাওয়ার বিদ্য তোমাকে
বলে নাই কি ?”

“কখন ভো গোতম ?”

“তুমি আজ খাশানে যাইয়া যখন কাঁদিতেছিলে তখন অদূরে বাহতে

পগায়্হ কন্দম্বুং একং মাগবং দিস্বা “অলঙ্কতো মটুকুণ্ডলী মাল-
ভারী হরিচন্দমুজ্জদো”তি দ্বিহি জনেহি কথিতকথং পকাসেস্তু
সব্বং মটুকুণ্ডলীবথুং কথেসি।

১৫। তেনেবেত্তং বুদ্ধভাসিতং নাম জাতং। তং কথেন্ন
চ পন “ন খো ব্রাহ্মণ একসত্তং, ন ধে সত্তানি, অথ খো ময়ি মনং
পসাদেত্তা সগ্গে নিব্বত্তানং গগনা নাম নখী”তি আহ। মহাজনো
ন নিব্বমতিকো হোতি। অথন্ন অনিব্বমতিকভাবং “বিদিত্বা
সথা মটুকুণ্ডলীদেবপুত্তো বিমানেনেব সন্ধিং আগচ্ছতু”তি অধি-
ট্টাসি। সো তিগাবুতল্পমাগেনেব দিব্বাতরণ পতিমণ্ডিতেন অদ্ভ-
ভাবেনাগস্তা বিমানা ওরুয়্হ সথারং বন্দিত্বা একমন্তুং অট্টাসি,

চক্ষু ঢাকিয়া একজন মানব কাঁদিতেনিছিল দেখিয়া তুমি ‘মটুকুণ্ডল ভূমিত
অবয়ব’ ইত্যাদি কথায় তাহার সহিত আলাপ করিয়াছিলে নহে কি ?”
শাস্তা তই জনের কথোপকথন প্রকাশ করিয়া বলিতে গিয়া সমস্ত মটু-
কুণ্ডলীর উপাখ্যান বর্ণনা করিলেন।

১৫। এই জন্ম এই উপাখ্যান বুদ্ধ কথিত বলিয়া বলা হইয়াছে।
এই উপাখ্যান বর্ণনা করিয়া ভগবান বলিলেন—“ব্রাহ্মণ, একশত, দুইশত
নহে; আমার প্রতি প্রসন্ন চিত্ত হইয়া কত লোক যে স্বর্গে গিয়াছে,
তাহার ইয়ত্তা নাই। সমবেত জনমণ্ডলী নিঃসন্দেহ হইল না। তাহাদের
সন্ধিগ্ধ ভাব জানিয়া শাস্তা অধিষ্ঠান করিলেন যে মটুকুণ্ডলী দেবপুত্র
বিমানের সহিত আগমন করুক। সেই দেবপুত্র দিব্যাভরণ প্রতিমণ্ডিত,
ত্রি-গব্যুতি প্রমাণ শরীরে আসিয়া বিমান হইতে অবরোহন করিলেন এবং
শাস্তাকে বন্দনা করিয়া একপ্রান্তে দাড়াইলেন।

অথ নং সখা “তং ইমং সম্পত্তিঃ কিং কস্মৎ কহা পটিলভী”তি
পুচ্ছন্তো :—

“অতিকন্তেন বগেন য়া তং তিট্ঠসি দেবতে,
ওভাসেস্তি দিসা সৰ্বা ওসধী বিয় তারকা ;
পুচ্ছামি তং দেব মহানুভাব মনুস্ৰভূতো কিমকাসি পুত্রঃ”তি ? .

গাথমাহ । দেবপুত্রো “অয়ং মে ভন্তে, সম্পত্তি তুমেহস্ত মনং
পসাদেহা লদ্ধা”তি ।

“ময়ি মনং পসাদেহা লদ্ধা তে”তি ?

। “আম ভন্তে”তি ।

১৬ । মহাজনো দেবপুত্রং ওলোকেহা “অচ্ছরিয়া বত ভো
বুদ্ধগুণা’ অদিম্পূৰ্বকব্রাহ্মণস্ত পুত্রো নাম অত্রঃ কিঞ্চি পুত্রঃ

শাস্তা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“তুমি এই নিব্য শ্রীসম্পত্তি কোন্
কস্মের ফলে পাইয়াছ ?” এই বলিয়া গাথার জিজ্ঞাসা করিলেন :—

“স্থিত যে দেবতা তুমি কাস্তবরণেতে
উদ্যগিয়া দশদিক তারা ওষধিরে
যথা, কিবা করেছিলে পুণ্য ভুলোকেতে
হে প্রভাবশালী দেব, শুধাই তোমারে ?”

দেবপুত্র কহিলেন—“প্রভু, আমার এই শ্রীসম্পত্তি আপনাতে মন প্রসন্ন
করিয়াই পাইয়াছি ।”

“আমাতে মন প্রসন্ন করিয়াই পাইয়াছ ?”

“হঁা প্রভু !”

১৬ । সমবেত জনমণ্ডলী দেবপুত্রকে দেখিয়া সন্তোষ বাক্যে বলিতে লাগিল—
“অহো, বুদ্ধের গুণসমূহ আশ্চর্য্য ! অদিম্পূৰ্বক ব্রাহ্মণের ছেলে অথু কোন পু্য

অকথা সখরি মনং পসাদেহা এবরুপং সম্পত্তিঃ পটিলভী”তি
 ভুট্ঠিঃ পবেদেসি । অথ “নেসং কুসলাকুসলকর্মকরণে মনো
 পূর্বঙ্গমো মনোসেট্টো পসম্মেন হি মনেন কতকম্মং দেবলোকং
 মনুষ্যালোকং গচ্ছন্তুং পুগ্গলং ছায়াব নবিজ্জহতী”তি ইদং বথুং
 কথেন্না অনুসম্মিঃ ঘটেহা পতিট্টাপিতমত্তিকং সাসনং রাজমুদায়
 লঙ্কন্তো বিয় ধর্মরাজা ইমং গাথমাহ :—

“মনোপূর্বঙ্গমা ধম্মা মনোসেট্টো মনোময়া,
 মনসা চে পসম্মেন ভাসতি বা করোতি বা ;
 ততো নং সুখমস্মেতি ছায়াব অনপায়িনী”তি ৷ ২

না করিয়া কেবল শাস্তার প্রতি মন প্রসন্ন করিয়াই এইরূপ শ্রীসম্পত্তি
 লাভ করিয়াছে ।” অতঃপর শাস্তা কহিলেন—“লোকদের কুশলাকুশল
 কর্মকরণে মন পূর্বঙ্গম, মন শ্রেষ্ঠ, মানব দেবলোকে উৎপন্ন হউক
 বা মনুষ্যালোকে উৎপন্ন হউক প্রসন্ন মনে করা কাজ ছায়ার গায় তাহাকে
 ত্যাগ করে না ।” এই কাহিনী কহিয়া পূর্বাপর বৃত্তান্ত সংযোগ করিয়া
 কৃত শিরোনাম শাসনে রাজমুদ্রা অঙ্কিত করার গায় ধর্মরাজ এই
 গাথা কহিলেন :—

“মনস্পূর্বঙ্গম ধর্মচর,
 মনঃশ্রেষ্ঠ, মনোময়,

সুপ্রসন্ন মনে যদি কোন একজন,
 বলে কোন কথা কিছু করে বা করম ;
 ছায়া বথা সকলেরি সঙ্গে সঙ্গে ধায়,
 তথা সুখ সদা তার পাছে পাছে যায় ।” ২

১৭। তথ্য কিঞ্চাপি “মনো”তি অবিসেসেন সব্বম্পি চতু-
ভুমকচিত্তং বুচতি। ইমস্মিঃ পন পদে নিয়মিয়মানং ব্যবস্থাপিয়-
মানং পরিচ্ছিজ্জিয়মানং অর্টবিধং কামাবচর কুসলচিত্তং লবুতি,
বন্ধুবসেন পন হরীয়মানং ততোপি সোমনস্সহগতং ঐগণসম্পয়ুত্ত
চিত্তমেব লবুতি।

“পূর্বঙ্গমা”তি তেন পঠমগামিনা হুত্তা সমন্নাগতা।

“ধম্মা”তি বেদনাদয়ো তয়ো খন্ধা, এতেসং হি উদ্ভাদ-
পচ্চয়র্ট্টেন সোমনস্স সম্পয়ুত্ত মনো পূর্বঙ্গমো এতেসন্তি = মনো-
পূর্বঙ্গমা নাম। যথা হি বহুসু একতো হুত্তা মহাভিক্ষুসজ্জস্স চীবর
দানাদীনি বা, উল্লারপূজা ধম্মসবণ দীপমালা করণাদীনি বা পুণ্ণানি
করোন্তেসু “কো এতেসং পূর্বঙ্গমো”তি বুত্তে—যো তেসং
পচ্চয়ো হোতি, যং নিস্সায় তে তানি পুণ্ণানি করোন্তি, সো

১৭। তথ্য “মন” বলিলে—সম্পূর্ণ চাতুর্ভূমিক চিত্ত সমূহ বুঝায়।
কিন্তু এই পদে নিয়ম্যমান, ব্যবস্থাপ্যমান ও পরিচ্ছিন্নমান ভেদে আট
প্রকার কামাবচর কুশল চিত্তই লক্ষিত হইতেছে। তৎমধ্যে বস্তু ভেদে
বিতক্ত করিলে সোমনস্স সহগত জ্ঞান সম্প্রযুক্ত চিত্তই লাভ করিতেছে।

“পূর্বঙ্গম”—তদ্বারা প্রথম গামী হইয়া সমাগত।

“ধম্মচয়”—বেদনা, সংজ্ঞা ও সংস্কার এই তিন অরূপস্কর, উৎপাদন
প্রত্যয়ার্থে সোমনস্স সম্প্রযুক্ত মন ইহাদের পূর্বঙ্গম, এই বলিয়া মনস্পূর্বঙ্গম
বলা হইয়াছে। যেমন বহুলোক একত্র হইয়া মহাভিক্ষুসজ্জকে
চীবর দান বা সাড়ম্বর পূজা, ধম্ম শ্রবণ অথবা দীপমালাকরণ প্রভৃতি
পুণ্যকর্ম করিলে, কেহ যদি জিজ্ঞাসা করে—“ইহাদের পূর্বঙ্গম বা অগ্রণী
কে ?” তখন যেমন ষাঁহার চেষ্টায় এই সকল পুণ্যকার্য্য হইয়াছে
বা ষাঁহাকে কেন্দ্রীভূত করিয়া এই সকল সম্পন্ন হইয়াছে, তিনি

তিস্মো বা ফুস্মো বা তেসং পুৰ্ব্বঙ্গমোতি বুচ্চতি ; এবং সম্পাদমিদং বেদিতব্যং । ইতি উদ্ভাদঙ্গচরট্টেন মনো পুৰ্ব্বঙ্গমো এতেসন্তি = মনোপুৰ্ব্বঙ্গমা । নহি তে মনে অনুপ্তজ্জন্তে উদ্ভজ্জিতুং সকোন্তি । মনো পন একচেসু চেতসিকেসু অনুপ্তজ্জন্তেসুপি উদ্ভজ্জতি য়েব । অধিপতি বসেন মনো সৈটেটা এতেসন্তি = মনোসেটেটা । যথা হি গণাদীনং অধিপতি পুরিসো গণসেটেটা সেণিসেটেটাতি বুচ্চতি, তথা তেসম্পি মনোসেটেটা । যথা পন সুবর্ণাদীহি নিপ্তন্নানি তানি তানি ভণ্ডানি সুবর্ণময়াদীনি নাম হোন্তি, তথা এতেপি মনতো নিপ্তন্নতা মনোময়া নাম ।

“পসন্নেনা”তি—অনভিখ্যাদীহি গুণেহি পসন্নেন ।

“ভাসতি বা করোতি বা”তি—এবরূপেন মনেন ভাসন্তো চতুর্বিধং বচীসুচরিতমেব ভাসতি, করোন্তো তিবিধং কায়সুচরিতমেব

তিশ্চই হউন আর কুশ্চই হউন তাহাকে অগ্রণী বলা হয় ; ইহাও সেইরূপ জ্ঞাতব্য । এইরূপে উৎপাদন হেতু অর্থে মনঃপূর্ব্বঙ্গম ইহাদের এই অর্থে মনঃপূর্ব্বঙ্গম । মন উৎপন্ন না হইলে ইহার উৎপন্ন হইতে পারে না । মন কিন্তু কোন কোন চৈতনিক উৎপন্ন না হইলেও উৎপন্ন হয় । অধিপতিবশে মন ইহাদের শ্রেষ্ঠ মনঃশ্রেষ্ঠ । যেমন গণাদির অধিপতি বা নায়কগণ শ্রেষ্ঠ বা শ্রেণী শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হয় ; সেইরূপ মনও ধর্মসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনঃশ্রেষ্ঠ । যেমন সুবর্ণাদি দ্বারা নির্মিত ভাণ্ডসমূহ সুবর্ণময়াদি বলিয়া কথিত হয়, সেইরূপ ধর্মসমূহ মন হইতে উৎপন্ন বলিয়া মনোময় ।

“প্রসন্ন”—অভিখ্যা বা লোভাদির অবিজ্ঞমানতা হেতু সুপ্রসন্ন ভাবযুক্ত ।

“করে কিঞ্চি ভাসে”—এইরূপে ভাষণ করিবার সময় চতুর্বিধ বাক্যসুচরিতই ভাষণ করে, কার্য করিলে ত্রিবিধ কায়-সুচরিতই

করোতি, অভাসন্তো অকরোন্তো তেহি অনভিষ্ণাদীহি পসন্নমন-
সত্যায় ত্রিবিধং মনো সূচরিতং পুরেতি, এবমন্ন দসকুসলকর্ম্মপথা
পারিপূরিং গচ্ছন্তি ।

“ততো নঃ সুখমশ্নেতী”তি— ততো ত্রিবিধসূচরিততো তং
পুঙ্গলং সুখমশ্নেতি । ইধ তেভূমকম্পি কুসলং অধিপ্নেতং ।
তস্মা তেভূমকসূচরিতানুভাবেন সুগতিভবে নিব্বত্তং পুঙ্গলং
দুগ্গতিয়ং বা সুখানুভবনচঠানে ঠিতং কায়বথুকম্পি ইতরবথু-
কম্পি অবথুকম্পীতি কায়িকচেতসিকং বিপাকসুখং অনুগচ্ছতি ;
ন বিজ্জহতীতি অণো বেদিতব্বো । যথা কিং :—

“ছায়াব অনপায়িনী”তি— যথা হি ছায়া নাম সরীরপটিবদ্ধা,
সরীরে গচ্ছন্তে গচ্ছতি, তিষ্ঠন্তে তিষ্ঠতি, নিসীদন্তে নিসীদতি,

আচরণ করা হয় ; কিছু না করিলেও কিছা না বলিলেও লোভাদির অভাব
হেতু প্রসন্ন মানসতার কারণে ত্রিবিধ মনোসূচরিত আচরণ করা হয় ।
এইরূপে দশকুশল কর্ম্মপথ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় ।

“তথা সুখ সদা তার পাছে পাছে যায়”—ত্রিবিধ সূচরিত হইতে
উৎপন্ন সুখ কারকের অনুগমন করে । এইস্থলে কাম, রূপ ও অরূপ
এই তিন ভূমির কুশলই অভিপ্রেত । তদ্ব্যতীত ত্রৈভূমিক সূচরিত প্রভাবে
সুগতি ভবে উৎপন্ন ব্যক্তির দুর্গতি বা সুখানুভব স্থানে স্থিত কায়বিষয়ক
বা অন্য বিষয়ক বা অবিষয়ক কায়িক ও চৈতসিক বিপাক-সুখ অনুগমন
করে । অর্থাৎ এবিধ সুখ তাহাকে ত্যাগ করে না । যথা তাহা কিরূপ :—

“অনপায়ী ছায়া সন্ম”—ছায়া যেমন শরীরে প্রতিবদ্ধ, শরীর
চলিলে চলে, দাঁড়াইলে দাঁড়ায়, উপবেশন করিলে উপবেশন করে,

ন সন্ধা সগেহন বা ফরসেন বা নিবত্তাহী'তি বহা বা পোঠেহা
 বা নিবত্তাপেতুং । কস্মা ? সরীরপটিবদ্ধতা । এবমেব ইমেসং
 দসন্নং কুসলকস্মপথানং আচিগ্নসমাচিগ্নমূলকং কামাবচরাদিভেদং
 কাযিকচেতসিকসুখং গতগতট্টানে অনপায়িনী ছায়াবিয় হুহা
 ন বিজহতী'তি ।

গাথাপরিয়োসানে চতুরাসীতিয়া পাগসহস্রানং ধম্মাভিসময়ো
 অহোমি । মট্টকুণ্ডলীদেবপুত্তো সোতাপত্তিকলে পতিট্টহি । তথা
 অদিগ্নপুস্বকো ব্রাহ্মণো । সো তাবমহস্তুং বিভবং বুদ্ধসামনে
 বিগ্নকিরী'তি ।



নম্র বা পক্রব বাক্য বলিয়া নিবৃত্ত হও বলিলে, অপবা দণ্ডেরদ্বারা প্রহার করিলেও
 নিবৃত্ত করা যায় না। কারণ ইহা যে শরীর প্রতিবদ্ধ। সেইরূপ এই
 দশবিধ কুশল কস্মপথের দ্বারা আচরিত সমাচরিত কামাবচরাদি বিবিধ
 প্রকার কাযিক ও চৈতসিক সুখ অনপায়িনী ছায়ার গায় কারক যেইখানে
 যাউক না কেন তাহাকে ত্যাগ করে না।

গাথা শেষ হইলে চুরাশী হাজার প্রাণীর ধর্মাববোধ হইয়াছিল।
 মট্টকুণ্ডলী দেবপুত্র সোতাপন্ন হইয়াছিলেন। সেইরূপ অদিগ্নপুস্বক ব্রাহ্মণও।
 ব্রাহ্মণ তাঁহার সেই বিপুল সম্পত্তি বুদ্ধ শাসনে দান করিয়াছিলেন।

খুল্লতিস্‌সথের বথু । ৩

“অকোচ্ছি মং”তি ইমং ধম্মদেসনং সথা হেতবনে বিহ-
রন্তো তিগ্গথেরং আরবু কথেসি ।

১ । মোঁ কিরায়ম্মা ভগবতো পিতুচ্ছাপুত্তো, মহল্লককালে
পক্কাজিতো, বুদ্ধানং উগ্গমলাভসকারং পরিভুঞ্জন্তো খুল্লসরীৰো
আকোচিতপচ্চাকোটিতেহি চীবরেহি য়েভুয়েন বিহারমঞ্চে উপ-
ঠানসালায়ং নিসীদতি ।

শূলতিষ্য শ্ববিরের উপাখ্যান । ৩

“আমাকে আক্রোশ করিয়াছে” এই ধর্ম্মদেশনা শাস্তা হেতবনে
অবস্থান কালীন তিষ্য শ্ববিরের কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন ।

১ । আয়ুস্মান্ শূলতিষ্য শ্ববির ভগবানের পিসতুত ভাই । তিনি
বুদ্ধ বয়সে প্রব্রজিত হইয়াছিলেন । বুদ্ধ ও তাঁহার শ্রাকবগণের পুণ্য-
প্রভাবে উৎপন্ন লাভ-সংকার পরিভোগ করিয়া করিয়া তিনি শূল হইয়া-
ছিলেন । তিনি পিটিয়া পিটিয়া সুন্দরভাবে রং করা চীবর পরিধান করিয়া
প্রায়ই বিহার-মধ্যস্থ উপস্থান-শালায় বসিয়া থাকিতেন ।

২ । তথাগতং দম্মনায় আগতা অগম্ভুকা ভিক্ষু “একো মহাথেরো ভবিম্মতী”তি সপ্রায় তম্ম সন্তিকং গম্মা বত্তং আপুচ্ছন্তি, পাদসম্বাহনাদীনি আপুচ্ছন্তি, সো তুগহী হোতি । অথ নং একো দহর ভিক্ষু “কতিবম্মা তুম্হে”তি পুচ্ছিত্বা “বম্মং নথি, মহল্লককালে পব্বজ্জিতা ময়ং”তি বুত্তে “আবুসো দুব্বিনীত মহল্লক, অন্তনো পমাণং ন জানাসি ! এত্তকে মহাথেরে দিম্মা সামীচিমত্তম্পি ন করোসি, বত্তে আপুচ্ছিয়মানে তুগহী হোসি, কুক্কমত্তম্পি তে নথী”তি অচ্ছরং পহরি । সো খত্তিয়মানং জনেত্তা “তুম্হে কম্ম সন্তিকং আগতা”তি পুচ্ছিত্বা “সখু সন্তিকং”তি বুত্তে

২ । তথাগতকে দর্শন করিবার জন্য আগত ভিক্ষুরা, “ইনি একজন মহাস্থবির হইবেন” এই ভাবিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতেন এবং তাঁহার প্রতি উঁহাদের কোন করণীয় আছে কি না, তাঁহার পাদ-মর্দনাদি করিতে হইবে কি না, জিজ্ঞাসা করিতেন । তিনি চুপ করিয়া থাকিতেন । অনন্তর একদিন এক যুবকভিক্ষু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন— “আপনার [ভিক্ষু জীবনের] কত বর্ষ ?” তিনি কহিলেন— “বর্ষ হয় নাই, বৃদ্ধবয়সে প্রব্রজ্যা নিয়াছি ।” অপর ভিক্ষু বলিলেন— “আবুস দুব্বিনীত বৃদ্ধ, নিজের প্রমাণ জান না ! এতবড় মহাস্থবিরকে দেখিয়া সৌজন্ম মাত্র প্রকাশ কর না, করণীয় ব্রত জিজ্ঞাসা করিলে চুপ করিয়া থাক, সঙ্কোচ মাত্রও তোমার নাই !” এই বলিয়া তিনি তুড়ি দিলেন । তিষ্ঠ কৃত্রিমাভিমানে অভিমান হইয়া কহিলেন— “আপনারা কাহার নিকট আনিয়াছেন ?” তাঁহারা বলিলেন— “শাস্তার নিকট ।” তিনি

“মং পন কো এসো”তি সল্লক্খেথ , মূলমেব বো ছিন্দিআমী”তি
বহা রুদন্তো দুষ্টি দুস্মনো সপ্পসম্বিকং অগমাসি ।

৩ । অথ নং সথা “কিন্নু খো ত্বং তিস্স, দুষ্টি দুস্মনো
অস্সুমুখো রুদমানো আগতোসী”তি পুচ্ছি । তে পি ভিক্কু”এস
গম্মা কিঞ্চি আলোলং করেয়্যা”তি তেনেব সন্ধিং গম্মা সথারং
বন্দিত্বা একমন্তুং নিসীদিংসু, সো সথারা পুচ্ছিতো “ইমে মং
ভন্তে, ভিক্কু অকোসম্মী”তি আহ ।

“কহং পন ত্বং নিসিন্নোসী”তি ?

• “বিহারমক্কে উপট্টানসালায়ং ভন্তে”তি ।

“ইমে তে ভিক্কু আগচ্ছম্মা দিট্টা”তি ?

“আম দিট্টা ভন্তে”তি ।

বলিলেন— “আমাকে কে বলিয়া মনে করেন ? আপনাদের মূলোচ্ছেদ
করিয়া তবে ছাড়িব ।” এই বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে হঃখভারাক্রান্ত
হৃদয়ে, দুঃস্বনাগমান হইয়া শাস্তার নিকট গমন করিলেন ।

৩ । অতঃপর শাস্তা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন— “কি হে তিষ্য,
তুমি দুঃখী, দুঃস্বনা ও অশ্রুযুগ হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আসিতেছ যে ?”
সেই ভিক্ষুরাও, “ইনি বাইয়া কথার গোলমাল করিতে পারেন” এই
ভাবিয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গিয়া শাস্তাকে বন্দনা পূর্বক একপাশে উপ-
বেশন করিলেন । ভগবান জিজ্ঞাসা করিলে তিষ্য স্ববির কহিলেন—
“ভন্তে, এই ভিক্ষুরা আমাকে তিরস্কার করিয়াছেন ।”

“তুমি কোথায় বসিয়াছিলে ?”

• “বিহারে উপস্থান-শালায় ।”

“তুমি এই ভিক্ষুরা আসিতে দেখিয়াছিলে ত ?”

“হাঁ ভন্তে, দেখিয়াছিলাম” ।

“য তে পচুগমনং কতং”তি ?

“ন কতং ভন্তে”তি ।

“পরিষ্কার গহণং আপুচ্ছিতং”তি ?

“নাপুচ্ছিতং ভন্তে”তি ।

“আসনং অভিরিহা পাদসম্বাহনং কতং”তি ?

“ন কতং ভন্তে”তি ।

“তিস্ম, মহল্লক ভিক্ষুণং সন্ধ্যমেতং বস্ত্রং কাতকং, এতং অকরোন্তেন হি বিহারমন্ত্বে নিসীদিতুং ন বট্টিতি, তবেব দোসো, এতে ভিক্ষু খমাপেহী”তি ।

“এতে মং ভন্তে, অকোসিংসু, নাহং এতে খমাপেমী”তি ।

“তিস্ম, মা এবং করি, তবেব দোসো, খমাপেহি নে”তি ।

“ন খমাপেমি ভন্তে”তি ।

“তুমি উঠিয়া ওদের আগুবাড়াইয়া আনিয়াছিলে কি ?”

“তাহা করি নাই ভন্তে !”

“তাহাদের পাত্র-চীবর নিতে চাহিয়াছিলে ?”

“চাহি নাই ভন্তে !”

“বসিতে আসন দিয়া পাদমর্দন করিয়াছ ?”

“না ভন্তে, করি নাই ।”

“তিস্ম, বয়ঃবৃদ্ধ ভিক্ষুদের এ সকল ব্রত করা উচিত। এই সব যে না করে, সে বিহারের মধ্যে উপবেশন করা উচিত নহে, তোমারই দোষ, এই ভিক্ষুদের নিকট ক্ষমা চাও ।”

“ওঁরাই আমাকে আক্রোশ করিয়াছিলেন, আমি ওঁদের কাছে ক্ষমা চাহিব না ।”

“হে তিস্ম, এমন করিওনা, তোমারই দোষ, ক্ষমা চাও ।”

“না ভন্তে, আমি ক্ষমা চাহিব না ।”

৪। অথ সখা “দুব্বচো এস ভন্তে”তি ত্তেহি ভিক্খুহি বুত্তে
 “ন ভিক্খবে, ইদানেব পুৰ্ব্বপেস দুব্বচোয়েব”তি বহা “ইদানি
 তাবজ ভন্তে, দুব্বচ ভাবো অমেহহি ঐত্তো, অতীতে কিং অকাসী”তি
 বুত্তে “তেন হি ভিক্খবে, সুণাথা”তি বহা অতীতং আহরি।

“অতীতে বারাণসিয়ং বারাণসী রাজে রজ্জং কারেত্তে
 দেবলো নাম তাপসো অট্টমাসে হিমবন্তে বসিত্বা লোণশ্বিল
 সেবনথায় চত্তারো মাসে নগরং উপনিজায় বসিতুকামো হিম-
 বন্ততো আগুস্তা নগরদ্বারে দারকে দিস্বা পুচ্ছি—“ইমং নগরং
 সম্পত্তা পব্বজিতা কথং বসন্তী”তি ?

“কুস্তকারশালায়ং ভন্তে”তি ।

৪। ভিক্ষুগণ কহিলেন—“প্রভু, এই ভিক্ষু বড় দুব্বচ।” ভিক্ষুরা
 এই কথা বলিলে শাস্তা কহিলেন—“ভিক্ষুগণ, সে যে কেবল এখন দুব্বচ
 তাহা নয়, পূর্বেও দুব্বচ ছিল।” ভিক্ষুগণ কহিলেন—“প্রভু, ওর বর্তমান
 দুব্বচতা আমরা জানিলাম, অতীতে সে কি করিয়াছিল?” ভগবান
 কহিলেন—“তবে ভিক্ষুগণ শুন।” এই বলিয়া পূর্ববৃত্তান্ত বলিলেন :—

• “পুরাকালে বারাণসীতে বারাণসী রাজা রাজত্ব করিবার সময় দেবন
 নামক এক তাপস আটমাস হিমালয়ে বাস করিয়া লবণ ও অন্ন সেবন
 করিবার জন্ত চারিমাস নগরের সান্নিধ্যে বাস করিতে ইচ্ছুক হইল।
 সে হিমালয় হইতে আসিয়া নগরদ্বারে এক বালককে দেখিতে পাইয়া
 জিজ্ঞাসা করিল—“প্রব্রজিতেরা এই নগরে আসিয়া কোথায় বাস করেন ?”

“কুস্তকার-শালায় ভন্তে !”

৫। তাপসো কুস্তকারসালং গম্বা ধারে ঠহা “সচে তে তগব অগরু বসেয়্যাম একরত্তিং সালায়্যা”তি আহ।

কুস্তকারো “ময়্হং রত্তিয়ং সালায় কিচ্চং নথি, মহতী সাল্যা, যথাসুখং বসথ “ভন্তে”তি, সালং নীয়াদেসি। তস্মিং পবিসিত্তা নিসিন্নে অপরোপি নারদো নাম তাপসো হিমবন্ততো আগম্বা কুস্তকারং একরত্তিবাসং য়াচি।

৬। কুস্তকারো “পঠমমাগতো ইমিনা সক্তিং একতো বসিত্তুকামো ভবেয়্য বা নো বা অন্তানং পরিমোচেআমী”তি চিস্তেহা “সচে ভন্তে, পঠমমুপগতো রোচেআতি তন্ন রুচিয়া বসথা”তি আহ। সো তং উপসংকমিত্ত্বা “সচে তে আচরিয় অগরু ময়্পেথ একরত্তিং বসেয়্যামা”তি।

৫। তাপস কুস্তকার-শালায় গিয়া ধারে দণ্ডায়মান হইয়া বলিল— “ওহে ভাগ্যবান, যদি তুমি ভার মনে না কর, তবে একরাত্রি শালায় বাস করিব।”

কুস্তকার—“রাত্রিতে শালায় আমার কোন কাজ নাই, প্রকাণ্ড শালা আপনি যথাসুখে থাকুন ভন্তে!” এই বলিয়া শালা প্রদান করিল। সে শালায় প্রবেশ করিয়া উপবেশন করিলে নারদ নামক আর একজন তাপস হিমালয় হইতে আসিয়া কুস্তকার-শালায় একরাত্রি বাস করিতে প্রার্থনা করিল।

৬। কুস্তকার চিন্তা করিল—“পূর্বে যিনি আসিয়াছেন তিনি এঁর সঙ্গে থাকিতে চাহিবেন কি-না তা জানি না, নিজকে বাঁচাইব।” এই মনে করিয়া বলিলেন—“ভন্তে, পূর্বে যিনি আসিয়াছেন তাহার যদি ‘অতিক্রমি হয়, তবে থাকুন।’ নারদ তাহার কাছে গিয়া বলিল—“আচার্য্যবর, যদি আপনার অসুবিধা না হয়, আমিও একরাত্রি এখানে বাস করিতে ইচ্ছা করি।”

“মহতী সাল্লা পবিসিহা একমন্তে বস্যা”তি বুস্তে পবিসিহা
পুৱেতরঃ পবিষ্ঠিআপরভাগে নিসীদি, উভোপি সারাণীয়ঃ কথং
কথেন্না নিপজ্জিঃসু ।

৭ । সয়নকালে নারদো দেবলম্ নিপজ্জনট্টানঞ্চ ষারঞ্চ সল্ল-
স্কেহা নিপজ্জি । সো পন দেবলো নিপজ্জমানো অস্তনা নিসিন্ণ-
ট্টানে অনিপজ্জিহা ষারমস্কে তিরিয়ং নিপজ্জি । নারদো রত্তিঃ
নিব্বমন্তো তম্ জটাসু অকমি ।

“কো মং অকমী”তি চ বুস্তে—

“আচরিয়, অহং”তি আহ ।

“কুট্জটিল, অরপ্রোতো আগস্তা মম জটাসু অকমসী”তি ।

“আচরিয়, তুমহাকং ইধ নিপন্নভাবং নজানামি,

“প্রকাণ্ডশালা, প্রবেশ করিয়া একপার্শ্বে থাক ।” সে এই কথা
বলিলে নারদ প্রবেশ করিয়া পূর্ব প্রবিষ্টের অপর দিকে উপবেশন করিল ।
উভয়ে কুশল প্রশ্নাদি করিয়া শয়ন করিল ।

৭ । শয়নকালে নারদ দেবলের শয়নস্থান ও দরজা ভালরূপ নির্ণয়
করিয়াই শয়ন করিল । দেবল কিন্তু শয়নের সময় নিজের উপবিষ্ট স্থানে
শয়ন না করিয়া দরজায় গিয়া প্রস্থাকারে শয়ন করিল । নারদ রাত্ৰিতে বাহিরে
ঘাইবার সময় অজ্ঞাতসারে তাহার জটা পদদলিত করিল । দেবল বলিয়া
উঠিল—“কে আমাকে মাড়াইয়া গেল ?”

“নারদ উত্তর করিল—“আচার্য্য, আমি ।”

“হে কুট্জটিল, বন হইতে আসিয়া আমার জটা আক্রমণ করিলি !”

“আচার্য্য, আপনি যে এইখানে শুইয়াছেন তাহা ত জানি না ;

ধমক মে”তি । বহা তন্ন কন্দস্তেব বহি নিব্বমি । ইতরো “অয়ং পবিসন্তোপি মং অকমেয়্যা”তি পরিবত্তিত্বা পাদট্টানে সীসং কহা নিপজ্জি । নারদোপি পবিসন্তো “পঠমম্পাহং আচরিযে অপরাধিঃ, ইদানিঅ পাদপঞ্চেণ পবিসিআমী”তি চিস্তেহা আগচ্ছন্তো গীবায অকমি ।

“কো এসো”তি চ বুত্তে—

“অহং আচরিয়া”তি বহা—

“কূটজটিল, পঠমং জটাসু অকমিত্বা ইদানি গীবায অক-
মসি, অভিসপিআমি তং”তি বুত্তে :—

“আচরিয়, ময়হং দোসো নখি, অহং তুমহাকং এবং
নিপন্নভাবং ন জানামি, পঠমম্পি আচরিযে অপরাধিঃ, ইদানি

আমাকে ক্ষমা করুন।” এই বলিয়া তাহার ক্রন্দন সবেও বাহিরে গেল । দেবল চিন্তা করিল—“সে আমাকে প্রবেশ করিবার সময়ও পদ-দলিত করুক ;” এই ছুরতিগন্ধি করিয়া পরিবর্তিত হইয়া পাদস্থানে মাথা রাখিয়া শয়ন করিল । নারদ প্রবেশ করিবার সময় চিন্তা করিল—“প্রথম একবার আচার্য্যের নিকট অপরাধী হইয়াছি, এবার তাহার পায়ে দিক দিয়া ঢুকিব।” এই মনে করিয়া আসিবার সময় তাহার গ্রীবা পদ-দলিত করিল ।

দেবল বলিয়া উঠিল—“কে এ ?”

নারদ সঙ্কচিত হইয়া কহিল—“আমি আচার্য্য।”

“হে কূটজটিল, প্রথমবার আমার জটা দলিত করিয়া, এখন আবার গ্রীবা আক্রমণ করিলি ? আমি তোকে অভিশাপ দিব।”

ইহা শুনিয়া নারদ কহিল—“আচার্য্য, আমার দোষ নাই, আপনি যে এখানে শয়ন করিয়াছেন তাহা জানিতাম না । আমি আচার্য্যের নিকট প্রথমেও অপরাধী হইয়াছি, এইবার

পাদপদ্মেন পবিসিদ্দামী”তি পবিট্টোমিহ ; খমথ মে”তি আহ ।

“কূটজটিল, অভিসপিদ্দামি তং ।”

“মা এবং করিথ আচরিয়া”তি ।

সো তন্ন বচনং অনাদিয়িত্বা :—

“সহস্ররংগী সততেজো সুরিয়ো তম বিনোদনো,

পাতোদয়ন্তে সুরিয়ে মুক্কা তে ফলতু সত্ত্বা”তি ।

তং অভিসপিয়েব । নারদো “আচরিয় ময়্হং দোসো নখী”তি
মম বদন্তুশ্চৈব তুমেহ অভিসপিদ্দথ, যন্ন দোসো অপি তন্ন মুক্কা
ফলতু, মা নিদোসমা”তি বহ্বা আহ :—

“সহস্ররংগী সততেজো সুরিয়ো তম বিনোদনো,

“পাতোদয়ন্তে সুরিয়ে মুক্কা ফলতু সত্ত্বা”তি ।

আপনার পায়ের দিক দিয়া প্রবেশ করিব মনে করিয়াই চুকিয়াছি ;
আমাকে ক্ষমা করুন ।

“হে কূটজটিল, তোকে আমি অভিশাপ দিব ।”

“আচার্য্য, এইরূপ করিবেন না ।”

সে তাহার কথা না শুনিয়াই অভিশাপ দিল :—

“সহস্র কিরণ শততেজ সূর্য্য তমঃ বিনোদক্

প্রভাতে উদ্ভিতে তব সাতভাগে ফাটুক মস্তক ।”

নারদ কহিল—“আচার্য্য, আমার দোষ নাই, তাহা বলাতেও আপনি
অভিশাপ দিলেন ; যাহার দোষ আছে তাহার মস্তক ফাটুক, নির্দোষের যেন
না ফাটে ।” এই বলিয়া কহিল :—

“সহস্র কিরণ শততেজ সূর্য্য তমঃ বিনোদক্

প্রভাতে উদ্ভিতে সাতভাগে ফাটুক মস্তক ।”

অভিসপি ।

৮ । সো পন মহানুত্তাবো অতীতে চত্তালীস অনাগতে চত্তালীসাত্তি অসীতিকম্মে অনুসরত্তি । তস্মা কল্প মুখো উপরি সাপো পত্তি-
জতী”ত্তি উপধারেস্তো আচরিয়জাত্তি এত্ত্বা তস্মিং অনুকম্পং
পট্টিচ্চ ইচ্ছিবলেন অরুণুগামনং নিবারেসি । নাগরা অরুণে
অনুগচ্ছন্তে রাজধারং গত্ত্বা “দেব তয়ি রজ্জং কারেস্তে অরুণো
ন উট্টহত্তি, অরুণং নো উট্টাপেহী”ত্তি কন্দিংসু । রাজা অন্তনো
কায়কম্মাদীনী ওলোকেষ্টো কিঞ্চি অযুত্তং অদিস্বা কিম্মুখো
কারণন্তি চিস্তেত্ত্বা ‘পব্বজিতানং বিবাদেন ভবিতব্বন্তি’ পরিসঙ্ঘানো
“কচ্চি ইমস্মিং নগরে পব্বজিতা অথী”ত্তি পুচ্ছি ।”

এইরূপে নারদও তাহাকে অভিশাপ দিল ।

৮ । সে মহানুভব ছিল, অতীতের চল্লিশ কল্প ও অনাগতের চল্লিশ
কল্প, এই আশী কল্পের কথা অনুসরণ করিতে পারিত । সে, কাহার উপর
এই অভিসম্পাত হইবে তাহা চিন্তা করিয়া জানিতে পারিল যে আচার্য্যের
উপরই তাহা পড়িবে । ইহা জানিয়া সে দেবলের প্রতি অনুকম্পাপরবশ
হইয়া ঋদ্ধিবলে সূর্য্যোদয় নিবারণ করিল । নাগরিকেরা সূর্য্যোদয় হই-
তেছে না দেখিয়া রাজধারে যাইয়া কহিল—“দেব, আপনার রাজত্বের
সময় অরুণোদয় হইতেছে না, আমাদের সূর্য্যোদয় করিয়া দিন ।” এই
বলিয়া কাঁদিতে লাগিল । রাজা আপনার শারীরিক কন্ধ্যাদি অবলোকন
করিলেন । কিন্তু নিজের কোন অযুক্তিকর কার্য্য দেখিতে পাইলেন না ।
ইহার কারণ কি চিন্তা করিয়া প্রব্রজিতদের বিবাদের দ্বারা এমন হইতে
পারে’ এইরূপ সন্ধিগ্ন মনে জিজ্ঞাসা করিলেন—“এই নগরে কোন প্রব্রজিত
আছেন কি ?”

“হীয়ে্যা সায়ং কুস্তকারসালায় আগতা অখি দেবা”তি
বুন্তে—তং খণপ্রোব রাজা উকাহি ধারিয়মানাহি তখ গস্তা নারদং
বন্দিত্বা একমন্তুং নিসিন্নো আহ :—

“কম্বস্তা নগ্নবস্তন্তি কম্বুদীপত্র নারদ ,

কেন লোকো তমোভূতো তন্মে অকাহি পুচ্ছিতো”তি ।

৯ । নারদো সর্বং তং পবন্তিঃ আচিন্ধি—“ইমিনা কারণে-
নাহং ইমিনা অভিসপিতো, অথাহং ময়ুহং দোসো নখি যত্র
দোসো অখি তন্মেব উপরি সাপো পততু’তি বহা অভিসপিং,
অভিসপিহা চ পন কম্ব মুখো উপরি সাপো পতিস্ততী’তি
উপধারেস্তো সুরিয়ুগ্গমনবেলায়ং আচরিয়ত্র মুক্কা সন্তধা ফলিঅতী’তি
দিস্বা এতন্নিং অনুকম্পং পটিচ্চ অরুগত্র উগ্গম্বুং ন দেমী’তি ।

“দেব, গতকল্য সক্ষ্যার সময় দুইজন আসিয়া কুস্তকার-শালার
অবস্থান করিতেছেন ।” লোকেরা এই কথা বলিলে রাজা সেই মুহূর্ত্তেই
মশালধারীদের সহিত তথায় যাইয়া নারদকে বন্দনা পূর্বক একপার্শ্বে উপ-
বেশন করিয়া কহিলেন :—

“অধুদীপে কম্ব আদি প্রবর্ত্তিত হ’তে না’রে,

তমঃ কেন আবরিল হে নারদ ! এ’মৎসারে ?

জিজ্ঞাসি তোমারে তাহা, সে কারণ বল মোরে ।

৯ । নারদ সমস্ত বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া কহিল—“এই কারণে ইনি
আমাকে অভিশাপ দিয়াছেন ; আমিও বলিয়াছি—আমার কোন দোষ নাই,
যাহার দোষ তাহার উপর অভিশাপ পড়ুক । প্রত্যাভিশাপ দিয়া, কাহার
উপর শাপ পড়িবে তাহা অবধারণ করিয়া দেখিলাম সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে
সঙ্গেই ইহার মাথা সাত ভাগ হইয়া ফাটিয়া যাইবে । তাহা দেখিয়া
তাহার প্রতি অনুকম্পাপরবশ হইয়া সূর্য্য উঠিতে দিতেছি না ।

“কথম্পনম ভন্তে, অস্তুরায়ো ন ভবেয়া”তি ?

“সচে মং খমাপেয়্য ন ভবেয়া”তি ।

“ভেন হি খমাপেহী”তি ।

“এসো মহারাজ, মং জটাসু চ গীবায়ং চ অকমি, নাহং
এতং কূটজটিলং খমাপেমী”তি ।

“খমাপেহি ভন্তে, মা এবমকরী”তি ।

“ন মহারাজ, খমাপেমী”তি ।

“মুন্ধা তে সস্তধা ফলিঅতী”তি বুষ্তেপি ন খমাপেসি য়েব ।

১০ । অথ নং রাজা “ন হং অস্তুরো রুচিয়া খমাপেঅসী”তি
হথপাদকুচ্ছিগীবাসু তং গাহাপেহা নারদসু পাদমূলে ওনমাপেসি,
নারদো “উঠেহি আচরিয়, খমানি তে”তি বহ্বা “মহারাজ,

“ভন্তে, কিমে তাঁহার অস্তুরায় হইবে না ?”

“যদি আমার নিকট ক্ষমা চায়, তবে অস্তুরায় হইবে না ।”

“তাহা হইলে আপনি ক্ষমা চান ।”

“মহারাজ, সে আমার জটা ও গলা মাড়াইয়াছে, আমি ঐ কূট-
জটিলের কাছে ক্ষমা চাহিব না ।”

“ভন্তে, এমন করিবেন না ক্ষমা চান ।”

“না মহারাজ, ক্ষমা চাহিব না ।”

“আপনার মাথা সাত ভাগে কাটিয়া যাইবে” বলিলেও ক্ষমা চাহিল না ।

১০ । অতঃপর রাজা তাকে কহিলেন—“আপনি যেচ্ছার ক্ষমা
চাহিবেন না !” এই বলিয়া লোকদ্বারা হস্ত, পদ, কুক্ষি ও গ্রীবাতে
ধরাইয়া নারদের পাদমূলে অবনত করাইলেন । নারদ বলিল—“আচার্য্য,
উঠুন, আপনাকে ক্ষমা করিলাম ।” রাজাকে কহিল—“মহারাজ,

নায়ং যথামনেন খমাপেতি, নগরম্ অবিদূরে একো সরো অপি, তত্র
নং সীমে মন্তিকাপিণ্ডং কত্বা গলপ্নমাণে উদকে ঠপাপেহী”তি ।

১১ । রাজা তথা কারেসি । নারদো দেবলং আমন্তেত্বা “আচ-
রিয় ময়া ইন্ধিয়া বিম্বট্টায় সুরিয়সস্তাপে উট্টহন্তে উদকে নিমু-
জ্জিত্বা অশ্ৰেণে ঠানেন উত্তরিত্বা গচ্ছেয়্যাসী”তি আহ । তস্ম
সুরিয়রস্মীহি সক্ষুট্টমন্তেব মন্তিকাপিণ্ডো সন্তধা ফলি, সো নিমু-
জ্জিত্বা অশ্ৰেণে ঠানেন পলায়ী”তি ।

১২ । সখা ইমং ধম্মদেসনং আহরিত্বা “তদা ভিক্ষবে, রাজা
আমন্দো অহোসি, দেবলো তিস্সো, নারদো অহমেব । এবং
তদাপেস দুব্বচোয়েবা”তি বত্বা তিস্সথেরং আমন্তেত্বা—
“তিস্স, ভিক্ষুনো হি অস্সকেনাহং অকুট্টো, অস্সকেন পহটো,

ইনি স্বেচ্ছায় ক্ষমাতান নাই, তাই তাঁহার বিপদ সম্পূর্ণ দূর হয় নাই । নগরের
অদূরে এক সরোবর আছে, সেখানে ইনি মস্তকে মাটির পিণ্ড রাখিয়া
তাঁহাকে গলাপ্রমাণ জলে রাখিয়া দিল ।”

১১ । রাজা তাহাই করিলেন । নারদ দেবলকে সন্মোদন করিয়া
কহিল—“আচার্য্য, আমি ঋদ্ধি ছাড়িয়া দিলে, যখন সুর্যাসস্তাপ উঠিলে,
তখন জলে ডুব দিয়া, অন্তরিক দিয়া উঠিয়া চলিয়া যাউবেন । সুর্যরশ্মি
দ্বারা সংস্পৃষ্ট হইবা মাত্র মন্তিকাপিণ্ড সন্তধা বিদীর্ণ হইল । সে ডুব দিয়া
অত্র স্থানে পলায়ন করিল ।

১২ । শাস্তা এই ধর্মোপদেশ দিয়া ব্যক্তি নির্দেশ করিলেন—
“হে ভিক্ষুগণ, তখন আনন্দ ছিল রাজা ; তিস্স ছিল দেবল ;
আমি ছিলাম নারদ ।, তিস্স তখনও এমন দুর্বল ছিল ।” ইহা
বলিয়া শাস্তা “তিস্স সুরিরকে সন্মোদন করিয়া কহিলেন—“তিস্স,
অমুক আমাকে আক্রোশ করিয়াছে, অমুক আমাকে মারিয়াছে,

অম্বুকেন জিতো, অম্বুকো যো মে ভণ্ডং অহাসী'তি চিন্তেস্তম্ভ বেরং
নাম ন বুপসম্মতি । এবং পন অম্বুপনযহস্তম্ভেব উপসম্মতী"তি
বহা ইমা গাথা অভাসি :—

“অক্কোচ্ছি মং অবধি মং অজিনি মং অহাসি মে,
য়ে তং উপনযহস্তি বেরং তেসং ন সম্মতি । ৩

• অক্কোচ্ছি মং অবধি মং অজিনি মং অহাসি মে,
য়ে তং ন উপনযহস্তি বেরং তেসূপসম্মতী"তি । ৪

অম্বুক আমাকে পরাজয় করিয়াছে. অম্বুক আমার জিনিষ চুরি করিয়াছে,
এইরূপ চিন্তা ভিক্ষুরা করিলে তাহাদের বৈরী ভাবের উপশম হয় না।
যে এইরূপ ভাব পোষণ করে না, তাহারই বৈরীভাব উপশম হয়। ইহা
বলিয়া এই গাথাটির ভাষণ করিলেন :—

“ভং সিয়াছে, মারিয়াছে মোরে,
জিনিয়াছে, হরিয়াছে মোর,—
যারা করে উপনহ তাহা
বৈর সাম্য হ'বে না তা'দের । ৩

ভং সিয়াছে, মারিয়াছে মোরে,
জিনিয়াছে, হরিয়াছে মোর,—
উপনহ করে না তা' যারা
বৈর সাম্য হ'বে তাহাদের ।” ৪

১৩। তথ “অকোচ্ছী”তি—অকোসি। “অবধী”তি—পহরি। “অজিনী”তি—কূটসন্ধি ওতারণেন বা বাদপটিবাদেন বা করণুভ-
রিয়করণেন বা অকোসি। “অহাসিমে”তি—মম সম্বন্ধং পশাদিস্ব
কিঞ্চিদেব অবহরি। “য়ে তং”তি—য়ে কোচি দেবা বা মনুজা
বা পহট্টা বা পরবক্তিতা বা তং। “অকোচ্ছি মং”তি—আদি-
বথুকং কোধং সকটধুরং বিয় মন্দিনা, পুতিমচ্ছাদীনি বিয় চ
কুসাদীহি .পুনঃপুনঃ বেঠেষ্টা উপনয়ন্তি, তেষং সক্তিং উপনয়-
বেরং। “ন সম্মতী”তি—ন বুপসম্মতি। “য়ে তং ন উপনয়ন্তী”তি
—অসতি অমনসিকার বসেন বা কস্মপচ্চবেক্ষণ বসেন বা য়ে তং
অকোসাদিবথুকং কোধং তয়াপি কোচি নিদোসো পুরিমভবে অকুট্টো
ভবিষতি, পহট্টো ভবিষতি, কূটসন্ধিঃ ওতারেহা জিতো ভবিষতি,

১২। তথায় “ভংসিয়াছে”—আক্রোশ করিয়াছে। “মারিয়াছে”—
প্রহার করিয়াছে। “ভিনিয়াছে”—কূট সাক্ষ্যের অবতারণা করিয়া বা
বাদ-প্রতিবাদের দ্বারা বা শ্রেষ্ঠ কার্যকরণদ্বারা পরাজিত করিয়াছে। “হরি-
য়াছে”—আমার অধিকারের পাত্রাদির মধ্যে কিছু অপহরণ করিয়াছে।
“যাহারা তাহা”—যে কোন দেবতা, মনুষ্য, গৃহস্থ বা প্রবক্তিত তাহা। “আমাকে
আক্রোশ করিয়াছে”—ইত্যাদিতে নন্দি বৃষভের পশ্চাতে শকট ধুরের গায় ক্রোধ,
কুশাদিদ্বারা পুতি মৎস্ত পুনঃপুনঃ বেঠেন করার গায় উপনয়, তাহাদের একবার
উৎপন্ন বৈরভাব—“সাম্য হয় না”—উপনয় হয় না। “উপনয় করে
না তা’ যারা”—যাহারা বিশ্বাসিত বা অগ্রমনস্ততা বশত উৎপন্ন বৈরী
ভাব পোষণ করে না, অথবা কর্তব্য প্রত্যবেক্ষণ করিয়া ভাবে যে
তুমিও পূর্বকন্মে কোন নির্দোষীকে আক্রোশ করিয়া থাকিবে, প্রহার
করিয়া থাকিবে, মিথ্যা সাক্ষ্যাদির দ্বারা পরাজিত করিয়া থাকিবে,

কাজটি পসয়হ কিঞ্চি অচ্ছিন্নং ভবিষ্যতি, তস্মা নিদোসো
 ছদ্মপি অকোসাদীনি পাপুণাসী'তি এবং ন উপনয়হন্তি, তেসু
 পমাদেন উপ্নম্পি বেরং ইমিনা অনুপনয়হনেন নিরিক্কনো বিয়
 জাতবেদো উপসম্মতী'তি ।

দেশনা পরিয়োসানে সতসহস্রা ভিক্কু সোতাপত্তি ফলাদীনি
 পাপুণিংসু । ধর্মদেশনা মহাজনস্স সাথিকা অহোসি । ছুবচোপি
 সুবচো জাতো'তি ।



বল প্রয়োগে কাহারও কিছু গ্রহণ করিয়া থাকিবে, সেই ক্ষণে তুমি নির্দোষ
 হইয়াও আক্রোশাদি লাভ করিতেছ ; এইরূপ চিন্তা করিয়া বৈরীভাব পোষণ
 করে না । তাহাতে প্রমাদ বশে বৈরীভাব উৎপন্ন হইলেও এইরূপে বৈরীভাব
 পোষণ না করাতে উৎপন্ন বৈরীভাবও ইক্কন (জ্বালানিকাঠ) বিহীন অগ্নির
 দ্বারা উপশান্ত হইবে ।

দেশনা অবসানে শতসহস্র ভিক্কু সোতাপত্তি ফলাদি প্রাপ্ত হইয়া-
 ছিলেন । ধর্মদেশনা সমাগত জনমণ্ডলীর সার্থক হইয়াছিল । ছুবচও
 সুবচ হইয়াছিল ।



কালীষক্খিনিয়া-বথু । ৪ .

১। “নহি বেরেনা”তি ইমং ধম্মদেশনং সথা জেতবনে বিহরন্তো অপ্রতরং বঙ্কিখিং আরত্তু কথেসি ।

২। একো কির কুটুম্বিকপুত্তো পিতরি কালকতে খেত্তে চ ঘরে চ সৰ্বকম্মানি অন্তনাব করোন্তো মাতরং পটিজ্জগতি ।
অথস্স মাতা “কুমারিকং তে তাত, আনেস্সামী”তি আহ ।

“অস্স, মা এবং বদেথ, অহং য়াবজীবং তুমেহ পটিজ্জগিআমী”তি ।

কালীষক্কিনীর উপাখ্যান । ৪

১। “বৈরীতাস্স নহে” এই ধম্মদেশনা শাস্তা জেতবনে বাস করিবার সময় জনৈক বহুয়া নারীর কথা প্রসঙ্গে কহিয়াছিলেন’।

২। এক কুটুম্বিক-পুত্র নাকি তাহার পিতার মৃত্যুর পর কেত্বের ও গৃহস্থালীর সমস্ত কার্য নিজে করিয়া মাতৃসেবা করিতেছিল । অনন্তর তাহার মাতা তাহাকে কহিল—“বাবা, তোমার জন্ত একটা মেয়ে আনিব ।”

“মা, অমন কথা বলিওনা, আমি যতদিন বাঁচিব ততদিন তোমার সেবা করিব ।”

“তাত, খেতে চ ঘরে চ কিচ্চং ভংয়েব করোসি, তেন মযহং চিত্তসুখং নাম ন হোতি, আনেআমী”তি । সো পুনঃপুনঃ পটিক্ষিপিত্বা তুগহী অহোসি । সা একং কুলং গন্তুকামা গেহা নিব্বমি । অথ নং পুত্তো “কতর কুলং গচ্ছথা”তি পুচ্ছিত্বা— “অমুকং নামী”তি বুত্তে তথ গমনং পটিসেধেত্বা অস্তনো অভিরুচিতং কুলং আচিক্ষি । সা তথ গন্ত্বা কুমারিকং বারেত্বা দিবসং ঠপেত্বা তং ইতরস্ব ঘরে অকাসি । সা বঞ্জা অহোসি ।

৩ । অথ নং মাতা “পুত্র, ভং অস্তনো রুচিয়া কুমারিকং আনাপেসি, সাদানি বঞ্জা জাতা, অপুস্তকঞ্চ নাম কুলং বিনম্ভতি, পবেণী ন ঘটীয়তি, তেন অপ্রমত্তে কুমারিকং আনেআমী”তি । তেন “অমং অম্মা”তি বুচ্চমানাপি পুনঃপুনঃ কথেসি ।

“বাবা, ক্ষেতের কাজ ও ঘরের কাজ তোমাকেই করিতে হয়, তাহাতে আমার মনে সুখ পাই না ;—আমি বৌ আনিব ।” সে বারবার অসম্মতি জানাইয়া নীরব হইল । তাহার মাতা বাহির হইল,—কোন এক বাড়ী গিয়া মেয়ে ঠিক করিবে । পুত্র তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল— “মা, কাহাদের বাড়ীতে যাইতেছ ?” মা “অমুক বাড়ী” বলিলে, সে তথায় যাইতে নিষেধ করিয়া নিজের পছন্দ যত কুল নির্দেশ করিয়া দিল । সে সেইখানে যাইয়া মেয়ে ঠিক করিয়া, লগ্ন দিয়া আসিল । বৌ আনিয়া ছেলের ঘর করাইল । সে বক্যা হইল ।

৩ । অতঃপর মাতা পুত্রকে কহিল—“পুত্র, তুমি নিজের রুচি অনুসারে মেয়ে আনাইয়াছ, সে ত বক্যা হইল । অপুত্রকের কুল নষ্ট হয়, বংশ রক্ষা হয় না, তাই বলি—আর একটি বৌ আনি ।” সে বলিল— “নিপ্রয়োজন মা,” এইরূপে সে বারণ করিলেও মা পুনঃপুনঃ বলিতে লাগিল ।

বন্ধিতী তং কথং স্মৃতা “পুত্রা নাম মাতাপিতুরুং বচনং অতিকমিতুং
 ন সঙ্কোচি, ইদানি অশ্রুং বিজায়িনিং ইথিং আনেহা মং দাসি-
 ভোগেন পরিভুঞ্জিঅস্তি, যম্ন নাহং সয়মেবেকং কুমারিকং আনে-
 য়াং”তি চিন্তেহা একং কুলং পত্না তপ্তথায় কুমারিকং বারেহা
 “কিং নামেতং অস্ম বদেসী”তি তেহি পটিঙ্কিতা “অহং বঙ্গা,
 অপুত্রকং কুলং নস্মতি, তুমহাকং পন-ধীতা পুত্রং পটিলভিত্বা কুটুম্বজ-
 সামিনী ভবিস্মতি, মেথ নং ময়হং সামিকস্মা”তি যাচিত্বা সম্পটি-
 চ্ছাপেহা আনেহা সামিকস্ম ঘরে অকাসি। অথস্মা এতদহোসি,
 “সচার্যং পুত্রং বা ধীতরং বা লভিস্মতি অয়মেব কুটুম্বজ সামিনী
 ভবিস্মতি, যথা দারকং ন লভিস্মতি তথৈব নং কারেতুং
 বটুতী”তি। অথ নং আহ—“যদা তে কুচ্ছিয়ং গত্তো পতিষ্ঠাতি,

বক্যা-স্তী সেই কথা শুনিয়া ভাবিল—“ছেলেরা মাতা-পিতার কথা না
 রাখিয়া পারে না, এখন অল্প একটি প্রসবকারিণী স্ত্রী আনিয়া আমাকে
 দাসীর মত করিয়া রাখিবে। অতঃএব আমি নিজেই একটি মেয়ে ঠিক
 করিয়া আনিব।” সে এইরূপ চিন্তা করিয়া কোন এক বাড়ীতে গিয়া
 মেয়ে পছন্দ করিয়া তাহার স্বামীর অন্ত প্রার্থনা করিল। “এ কেমন কথা
 বলিতেছ মা!” এই বলিয়া তাহার উপেক্ষা করিলে, সে বলিল—“আমার
 পেটে ত ছেলে ধরিল না, অপুত্রক-কুল নাল হয়, তোমাদের মেয়ে ছেলের
 মা হইয়া সম্পত্তির অধিকারিণী হইবে, আমার স্বামীর অন্ত ওকে দাও।”
 এইরূপে সে মিনতি করিয়া তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করাইয়া মেয়ে আনিয়া
 স্বামীর ঘর করাইল। তারপর তাহার ভাবনা হইল—“যদি ইহার ছেলে
 মেয়ে হয়, তবে সেই সম্পত্তির কর্তা হইবে, যাহাতে ছেলে না হয়, তাহাই
 করিব।” অতঃপর সে উহাকে বলিল—“যখন তোর পেটে ছেলে হবে,

অথ মে আরোচেয়্যাসী”তি । সা ‘সাধু’তি সম্পটিচ্ছিত্বা গত্তে পতি-
টুঠিতে তন্নারোচেসি । তন্না পন সায়েব নিচ্চং রাগুভক্তং দেতি,
অথন্না আহায়েনেব সন্ধিং গত্তপাতন ভেসজ্জং অদাসি, গত্তো পতি ।

৪ । দুতীয়ম্পি গত্তে পতিটুঠিতে তন্না আরোচেসি, ইতরা
দুতীয়ম্পি তথেষ পাঁতেসি । অথ মং পটিবিম্মকিথিয়ো পুচ্ছিংসু—
“কচ্চিতে সপত্তি অন্তরায়ং করোতী”তি ? সা তমথং আরোচেসি ।
“অন্ধ্বালো !” কন্ম্যা এবমকাসি ? অয়ং তব ইম্মরিয়ভয়েন গত্তপাতনং
য়োজ্জিত্বা দেতি, তেন তে গত্তো পত্ততি । মাণ্ণু পুন এবমকথা”তি
বুত্তা তুতীয়বারে ন কথেসি । অথন্না ইতরা উদরং দিম্বা “কন্ম্যা
ময়হং গত্তম্ম পতিটুঠিতভাবং ন কথেসী”তি বত্তা “ত্বং মং
আনেত্বা ধে বানে গত্তং পাতেসি, কিমথং তুয়হং কথেসী ?”তি

তখন আমাকে বলিস্ ।” সে ‘ভাল’ বলিয়া সম্মতি জানাইয়া অন্তঃসত্ত্বা
হইলে সপত্নীকে জানাইল । সে তাহাকে সৰ্বদা নিজের হাতেই ষাউ-ভাত বাড়িয়া
দিত । একদিন আহায়ের সঙ্গে গৰ্ভপাতের ঔষধ দিলে গৰ্ভ পাত হইল ।

৪ । দ্বিতীয় বারও তাহার গৰ্ভলক্ষণ প্রকাশ পাইলে সে তাহাকে বলিল ।
সেবারেও সেইরূপ করিল । অমন্তর একসময় স্ত্রীলোক প্রতিবেশিনী
তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—“তোমার সতীন কোন অন্তরায় করিতেছে কি ?”,
সে সেইসব কথা বলিল । প্রতিবেশিনী বলিল—“আঁধি ! বোকা কোথা-
কার ? কেন তুমি এইরূপ বলিতে গেলে ? সে তোমার সৌভাগ্যের ভয়ে
গৰ্ভপাতের ঔষধ যোগ করিয়া দিতেছে, সেই জন্তই তোমার গৰ্ভপাত
হইতেছে । আর এইরূপ বলিওনা ।” প্রতিবেশিনী এইরূপ বলিলে পর
সে তৃতীয় বারে তাহাকে বলিল না । অতঃপর সতীন তাহার উদর দেখিয়া
বলিল—“কেন আমাকে গৰ্ভ হওয়ার কথা বলিস্ নাই ?”

“তুমি আমাকে আনিয়া দুইবার গৰ্ভপাত করিয়াছ, কেন তোমাকে বলিব ?”

বুতে “নট্টাদানিমহী”তি চিন্তেহা তস্মা পমাদং ওলোকেস্তি পরিণতে
 গন্তে ওকাসং লভিত্বা ভেসজ্জং যোজেহা অদাসি, গন্তো পরিণতত্তা
 পতিতুং অসক্কোন্তো তিরিয়ং নিপজ্জি। খরা বেদনা উপ্পজ্জি,
 জীবিত সংসয়ং পাপুনি। সা “নাসিতমিহ তয়া, তমেব মং আনেহা
 তয়ো দারকে নাসেসি, ইদানি অহম্পি নঙ্গামি, ইতোদানি চুত্তা
 য়ক্কিনী হত্তা তব দারকে খাদিতুং সমথা হত্তা নিব্বত্তেয়্যং”তি
 পথনং ঠপেহা কালং কহা তস্মিং য়েব গেহে মজ্জারী হত্তা
 নিব্বত্তি। ইতরম্পি সামিকো গহেহা “তয়া মে কুল্প-
 চেহদো কতো”তি কল্পরজ্জুকাদীহি সুপোঠিতং পোঠেসি। সা
 তেনেবা বাধেন কালং কহা তখেব কুকুটী হত্তা নিব্বত্তা।

সে ইহা বলিলে সতীন চিন্তিত হইল এবং ভাবিল—“এবার বুঝি আমার
 সর্বনাশ হইল।” সে তাহার ভ্রম-প্রমাদ অন্তর্বেষণ করিতে করিতে গর্ভের
 পরিণত অবস্থার সুযোগ পাইয়া আহারের সহিত ঔষধ যোগ করিয়া
 দিল। গর্ভ পরিণত হওয়ায় পতিত হইতে না পারিয়া প্রস্থাকারে রহিল।
 তীব্র বেদনা উৎপন্ন হইল, গর্ভিনীর প্রাণ সংশয় হইল। সে সতীনকে
 লক্ষ্য করিয়া কহিল—“তুমিই আমাকে নাশ করিলে, তুমিই
 আমাকে আনিয়া তিনটা ছেলে নষ্ট করিলে, এবার আমিও মরিলাম।
 মৃত্যুর পর যেন বকিণী হইয়া জন্মাই, যেন তোমার ছেলেদিগকে
 খাইতে পারি।” সে এইরূপ প্রার্থনা করিয়া প্রাণ ত্যাগ
 করিল। মৃত্যুর পর সে সেই বাড়ীতে বিড়ালী হইয়া উন্মিল।
 স্বামী অপর স্ত্রীকে ধরিয়া “তুমিই আমার বংশ নাশ করিলে”
 বলিয়া কনুই ও হাঁটুরদ্বারা বেদম প্রহার করিল। সেই পীড়াতেই
 তাহার মৃত্যু হইল এবং সে সেই বাড়ীতে কুকুটী হইয়া উন্মিল।

কুকুটগুণি বিজারি, মজ্জারী আগস্থা তানি খাদি । ছুতিয়ম্পি ততি-
 যম্পি খাদিয়েব । কুকুটী “তয়ো বারে মম অণুনি খাদিত্বা ইদানি
 মম্পি খাদিতুকামাসি ? ইতো চুতা সপুত্রং তং খাদিতুং লভেয়্যং”তি
 পথনং কত্বা ততো চুতা দীপিনী হত্বা নিব্বত্তি । ইত্তরা মিগী
 হত্বা নিব্বত্তি । তস্মা বিজাতকালে দীপিনী আগস্থা তয়ো বারে
 পুত্রকে খাদি । মিগী মরণকালে “ইমায় মে তিস্কত্তুং পুত্রকে
 খাদিত্বা ইদানি মম্পি খাদিত্বাতি, ইতোদানি চুতা এতং সপুত্রং
 খাদিতুং লভেয়্যং”তি পথনং কত্বা যস্বিনী হত্বা নিব্বত্তি । দীপিনীপি
 ততো চুতা সাবখিয়ং কুলধীতা হত্বা নিব্বত্তি । সা বুদ্ধিগ্ধতা
 দ্বারগামকে পতিকুলং অগমাসি । অপরভাগে পুত্রং বিজারি ।
 যস্বিনী তস্মা পিয়সহায়িকাবল্লেনাগস্থা “কুহিং মে সহায়িকা ?”তি ।

কুকুটী ডিম পাড়িতে লাগিল, বিড়ালী আসিয়া খাইতে লাগিল ।
 দ্বিতীয় বারও খাইল, তৃতীয় বারও খাইল । কুকুটী বলিল—“তিনবার
 আমার ডিম খাইয়া, এখন আমাকেও খাইতে চাও ? এবার মরিয়া ছেলে
 সহ তোমাকে খাইতে পারি মত যেন হই ।” এই প্রার্থনা করিয়াই সে
 প্রাণ ত্যাগ করিল । সে দীপিনী হইয়া জন্মগ্রহণ করিল । অপরজন মৃগী হইল ।
 সে তিনবার প্রসব করিল, তিনবারই প্রসব সময়ে দীপিনী আসিয়া তাহার
 শাবক খাইয়া ফেলিল । মৃগী মরণকালে প্রার্থনা করিল—“এ তিনবার আমার
 শাবক খাইয়াছে, এবার আমাকেও খাইবে । এবার মরিয়া যেন সপুত্র এ’কে
 খাইতেপারি ।” সে যক্ষিণী হইয়া জন্মগ্রহণ করিল । দীপিনী মরিয়া শ্রাবস্তীতে
 কোন এক মনুষ্য কুলে কন্যা হইয়া জন্ম গ্রহণ করিল । সে বড় হইলে
 গ্রামাসরে তাহার বিবাহ হইল । সে পতিগৃহে গেল । কিছুদিন পরে সে
 এক পুত্র প্রসব করিল । যক্ষিণী তাহার প্রিয় সখীর রূপ ধরিয়া আসিয়া
 জিজ্ঞাসা করিল—“আমার প্রিয় সখী কোথায় ?”

“অন্তোগন্ডে বিজাতা”তি।

“পুত্রমুখো বিজাতা উদাহ ধীতরংতি পশ্চিমামি নং”তি পবিসিত্বা পশ্চিস্তি বিয় দারকং গহেত্বা খাদিত্বা গতা । পুন বারেপি তথৈব খাদি । ততিয়বারে ইতরা গরুভাবা ছত্বা সামিকং আম-
স্তেত্বা “সামি, ইমশ্বিং ঠানে একা যস্থিনী মম ধে পুন্তে খাদিত্বা গতা,
ইদানি কুলগেহং গস্ত্বা বিজায়িমামী”তি কুলগেহং গস্ত্বা বিজায়ি ।

৫ । তদা সা যস্থিনী উদকবারং গতা হোতি । বেদ্রবগস্ত
হি যস্থিনীয়ো বারেন অনোতত্তদহতো সীসপরম্পরায় উদকং
আরোপেস্তি । তা চতুমাসচ্চয়েন পঞ্চমাসচ্চয়েন পি মুচ্চস্তি ।
অপরা কিলন্তুকায়া জীবিতক্শয়ম্পি পাপুগস্তি । সা পন উদকবারতো
মুন্তমন্ত্যব বেগেন তং ঘরং গস্ত্বা “কুহিং মে সহায়িকা”তি পুচ্ছি ।

“বাড়ীর ভিতর স্তৃতিকাগারে আছে ।”

“ছেলে হইয়াছে না মেয়ে হইয়াছে? আমি তাহাকে দেখিব ।”

এই বলিয়া প্রবেশ করিয়া শিশুটিকে নিয়া দেখিবার অছিলার খাইয়া
পলায়ন করিল । দ্বিতীয় বারও সেইরূপ খাইল । তৃতীয় বারে সে অন্তঃ-
সন্ধা হইয়া স্বামীকে সম্বোধন করিয়া কহিল—“স্বামিন্, এই স্থানে এক
যক্ষিণী আমার দুই পুত্রকে খাইয়া গিয়াছে, এইবার বাপের বাড়ী গিয়া
প্রসব করিব ।” এই বলিয়া সে বাপের বাড়ী গিয়া প্রসব করিল ।

৫ । তখন যক্ষিণীর উপর বৈশ্রবণকে জল দেওয়ার পাল্লা পড়িয়াছিল ।
সে জল দিতে গিয়াছিল । অনোতত্ত হ্রদ হইতে যক্ষিণীরা শিরঃ পর-
ম্পরায় জলঘট আরোপিত করিয়া বৈশ্রবণকে জল আনিয়া দিত । তাহারা
চারিমাসে অথবা পাঁচমাসে এই কাজ হইতে মুক্ত হইত । কেহ কেহ
ক্লান্ত হইয়া মরিয়াও যাইত । সেই যক্ষিণী জলের পাল্লা হইতে মুক্ত হইবা
মাত্র সবেগে সেই বাড়ীতে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল—“আমার সখী কোথায় ?”

“কুহিং স্বং ন পম্বিঅসি, তস্মা ইমস্মিং ঠানে জাত জাত দারকে যস্মিনী খাদতি, তস্মা কুলগেহং গতা”তি ।

“স। যথ বা তথ বা গচ্ছতু ন মে মুচ্চিঅতী”তি বের-বেগেন সমুআহিত মানসা নগরাভিমুখী পক্কন্দি । ইতরাপি নাম-গংহণ দিবসে দারকং নহাপেত্তা নামং কত্তা “সামি, ইদানি সকঘরং গচ্ছামা”তি পুত্তং আদায় সামিকেন সন্ধিং বিহারমঙ্কে মগ্গেন গচ্ছন্তি পুত্তং সামিকস্স দত্তা বিহারপোক্করগিয়া নহাত্তা সামিকে নহায়ন্তে পুত্তং পায়মানা ঠিতা যস্মিনীং আগচ্ছন্তিঃ দিস্বা সঞ্জানিত্তা “সামি ! সামি !! বেগেনেহি বেগেনেহি অয়ং সা যস্মিনী”তি উচ্চাসদং কত্তা যাব তস্স আগমনং সগ্গাত্তুং অসক্কোন্তি নিবত্তিত্তা অন্তোবিহারাভিমুখী পক্কন্দি । তস্মিং সময়ে

“কোথায়, তুমি দেখিতে পাইবে না, এইখানে তাহার যত ছেলে হয় যক্ষিণী খাইয়া ফেলে, তাই সে বাপের বাড়ী গিয়াছে ।”

“সে যেইখানেই যাউক না, আমাকে ছাড়াইতে পারিবে না ।” এই বলিয়া সে বৈরীভাবের প্রবলতা বশতঃ সমুৎসাহিত চিত্তে নগরাভিমুখে ধাবিত হইল । অপর স্ত্রীলোকটিও পুত্রের নামকরণ দিবসে পুত্রকে স্নান করাইয়া নাম রাখিয়া স্বামীকে কহিল—“স্বামিন্, এখন চল আপন ঘরে যাই ।” এই বলিয়া পুত্রকে লইয়া স্বামীর সহিত বিহার মধ্যবর্তী পথ দিয়া যাইবার সময় স্বামীর কোলে পুত্রকে দিয়া বিহারপুষ্করিণীতে স্নান করিল । আবার স্বামী স্নান করিবার সময় পুত্রকে নিজে লইয়া স্থিতা-বস্ত্রায় স্তম্ভপান করাইতে লাগিল । ইত্যবসরে যক্ষিণী সেইদিকে আসিতেছে দেখিতে পাইল । যক্ষিণীকে চিনিতে পারিয়া সে আর্তনাদ করিয়া বলিয়া উঠিল—“ওগো ! ওগো ! শীঘ্র আস, শীঘ্র আস, ঐ সে যক্ষিণী ।” স্বামীর আসা যাবৎ স্থিত থাকিতে না পারিয়া ফিরিয়া বিহার অভিমুখে দৌড়িয়া গেল । সেই সময়ে

সখা পরিসমক্ষে ধন্যং দেসেতি । সা পুত্রং তথাগতস্য পাদপীঠে নিপজ্জাপেত্বা “তুমহাকং ময়া এস দিম্বো, পুত্রস্য মে জীবিতং দেখা”তি আহ । দ্বার কোট্টকে অধিবথো স্তমনো নাম দেবো যক্షিনিয়া অন্তো পবিসিতুং নাদাসি ।

৬ । সখা আনন্দথেরং আমন্তেত্বা “গচ্ছানন্দ, তং যক্షিনিং পক্কোসাহী”তি আহ । থেরো পক্কোসি । ইতরা “অয়ং ভন্তে, আগচ্ছতী”তি আহ ।

৭ । সখা—“এতু মা সদমকাসী”তি বত্বা তং আগস্তা ঠিতং “কস্মী এবং করোসি, সচে তুমেহ মাদিসস্স বুদ্ধস্য সম্মুখীভাবং নাগমিস্সথ ইস্সফন্দনানং বিয় কাকোলুকানং বিয় চ কল্পট্ঠিতিকং

শাস্তা পরিষদের মধ্যে ধর্মদেশনা করিতেছিলেন । দ্বীলোকটি ছেলে-টিকে তথাগতের পাদপীঠে শায়িত করিয়া কহিল—“একে আপনাকে দিলাম, আমার পুত্রের প্রাণ দান করুন ।” দ্বারপ্রকোষ্ঠে অধিষ্ঠাত্রী স্তমন নামক দেবতা যক্ষিণীকে ভিতরে প্রবেশ করিতে দিলেন না ।

৬ । শাস্তা আনন্দ স্তবিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—“যাও আনন্দ, সেই যক্ষিণীকে ডাক ।” স্তবির তাহাকে ডাকিলেন । দ্বীলোকটি সম্বয়ে বলিয়া উঠিল—“ভন্তে, ঐ আনিতেছে ।”

৭ । শাস্তা বলিলেন—“আসুক, শব্দ করিও না ।” যক্ষিণী আসিয়া দাঁড়াইলে তাহাকে শাস্তা কহিলেন—“কেন এমন করিতেছ, যদি তোমরা মাদৃশ বুদ্ধের সম্মুখস্থ না হইতে, কৃষ্ণবর্ণ ভল্লুক ও ফন্দন বৃক্ষের * গ্রায় এবং কাকোলুকের + গ্রায় তোমাদের শত্রুতা কল্পকাল স্থায়ী হইত,

যো বেরং অভবিম্, কস্মা বেরং পটিবেরং করোথ ? বেরং হি
অবেরেন উপসম্মতি, নো বেরেনা”তি বহা ইমং গাথমাহ :—

“নহি বেরেন বেরানি সম্মন্তীধ কুদাচনং,
অবেরেন চ সম্মন্তি এস ধম্মো সনন্তনো”তি । ৫

৮ । তথ “নহি বেরনা”তি—যথা হি খেলসিজ্জাণিকাদি অশুচি
মক্ষিতটঠানং তেহেব অশুচীহি ধোবন্তো স্কন্ধং নিগ্গন্ধং কাভুং
অসক্কোন্তি ; অথ খো তং ঠানং ভীয়ে্যাসোমন্তায় অশুদ্ধতরঞ্চ
দুগ্গন্ধতরঞ্চ হোতি ; এবমেবং অক্কোসন্তং পচ্চক্কোসন্তো পহরন্তং
পটিপহরন্তো বেরেন বেরং বৃপসমেতুং ন সক্কোতি । অথ খো
ভীয়ে্যা বেরমেব করোতি, ইতি বেরানি নাম বেরেন কিম্মিচিপি
কালে ন সম্মন্তি, অথ খো বড্ঢন্তিয়েব ।

কেন পরস্পরে শক্রতা আচরণ করিতেছ ? বৈর অবৈরদ্বারা উপশান্ত হয়,
বৈরদ্বারা নহে।” ইহা বলিয়া এই গাথা ভাষণ করিলেন :—

“বৈরীতায় বৈরীভাব সাম্য নহে কদাচন,
অবৈরেতে সাম্য হয় ইহা ধর্ম সনাতন ।” ৫

৮ । তথ “বৈরীতায় নহে”—যেমন থুথু-শিখনী আদি অশুচি পদা-
র্থের দ্বারা মক্ষিত স্থান সেই সকল অশুচির দ্বারা ধৌত করিয়া বিশুদ্ধ
ও নির্গন্ধ করা যায় না ; অধিকন্তু তাহাতে সেই স্থান অধিকতর অুবিশুদ্ধ
ও দুর্গন্ধ হয় ; সেইরূপ আক্রোশ ও প্রতিক্রোশ করিয়া, প্রহার প্রতি-
প্রহার করিয়া, বৈরী ভাবের দ্বারা বৈরী ভাবের উপশম হয় না । অধিকন্তু
তাহাতে অধিকতর বৈরীতা করা হয় । সুতরাং বৈরীভাবের দ্বারা বৈরীতা
কম্মিনকালেও সাম্য হয় না, বরঞ্চ বর্দ্ধিত হয় ।

“অবেরেন চ সম্বস্তী”তি—যথা পন তানি খেলাদীনি অশু-
চীনি বিপ্লসন্নেন উদকেন ধোবিয়মানানি নস্তু, তং ঠানং স্কন্ধঃ
হোতি নিগন্ধঃ ; এবমেব অবেরেন, খন্তিমেন্তোদকেন, য়োনিমো-
মনসিকারেণ, পচ্চবেক্ষণেন বেরানি বৃপসম্বস্তি, পটিপ্পসম্বস্তি,
অভাবং গচ্ছন্তি ।

“এস ধম্মো সনন্তনো”তি—এস অবেরেন বেরুপসমন
সম্বাতো পোরাণকো ধম্মো সবেসং বুদ্ধ পচ্চেকবুদ্ধ খীগাসবানং
গতমগোতি ।

৯ । গাথাপরিয়োসানে যঙ্খিনী সোতাপত্তিফলে পতিট্ঠহি,
সম্পত্তপরিমায় পি দেশনা সার্থিকা অহোসি ।

সথা তং ইথিং আহ—“এতিম্মা তব পুত্তং দেহী”তি ।

“ভায়ামি ভন্তে”তি ।

“অবৈরেতে সাম্য হর”—যেমন পরিষ্কার জলদ্বারা ধোত হইলে নিষ্ঠীবনাদি
অশুচি পদার্থ নষ্ট হয়, সেই অশুচি মক্ষিত স্থান বিসুদ্ধ ও নির্গন্ধ হয় ; তদ্রূপ
অবৈরী ভাবেরদ্বারা, ক্ষান্তি ও মৈত্রীদ্বারা, সম্যক মনোনিবেশ দ্বারা ও
প্রত্যবেক্ষণ দ্বারা শত্রুতা ভাবের উপশম হয়, নিরোধ হয়, অভাব হয় ।

“ইহা ধর্ম সনাতন”—অবৈরদ্বারা বৈরীভাবের উপশম করা ইহা
পুরাতন, ধর্ম, সকল বুদ্ধ, পচ্চেক বুদ্ধ ও কীগাসবগণের অবলম্বিত মার্গ ।

১০ । গাথা অবসানে যঙ্খিনী সোতাপত্তি ফলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ।
উপ্রস্থিত পরিষদেরও দেশনা সার্থক হইয়াছিল ।

শান্তা সেই স্ত্রীলোকটিকে বলিলেন—“তোমার ছেলেটি যঙ্খিনীকে দাও ।”

“ভন্তে, আমার ভয় হইতেছে ।”

“মা ভায়ি, নখি তে এতং নিম্মায় পরিপম্মো”তি । সা তম্মা পুত্তং অদাসি । সা তং চুস্বিত্বা আলিঙ্গিত্বা পুন মাতুয়েব দত্তা রোদিতুং আরভি । অথ নং সখা—“কিমিতং”তি পুচ্ছি ।

“ভন্তে, অহং পুৰ্বে যথা বা তথা বা জীবিকং কল্পেস্তীপি কুচ্ছিপূরং নালখং, ইদানি কথং জীবিমামী”তি ।

অথ নং সখা—“মা চিন্তয়ী”তি সমম্মাসেত্তা তং ইথিং আহ—“ইমং নেত্তা অন্তনো গেহে নিবেসেত্তা অগ্গয়াত্তভত্তেহি পটিজ্জাহী”তি ।

১০ । সা তং নেত্তা পিট্ঠিবংসে পতিট্ঠাপেত্তা অগ্গয়াত্ত ভত্তেহি পটিজ্জাগি । তম্মা বীহি পহরণকালে মুসলং মুদ্ধং পহরণ্তং বিয় উপট্ঠাতি । সা সহায়িকং আমন্তেত্তা “ইমস্মিং ঠানে বসিতুং ন সন্নিম্মামি, অপ্রুথ মং পতিট্ঠাপেহী”তি বত্তা

“ভয় করিও না, ওর দ্বারা তোমার কোন অনিষ্ট হইবে না ।” সে ছেলেটিকে যক্ষিণীর হাতে দিল । যক্ষিণী ছেলেটিকে নিয়া চুষন ও আলিঙ্গন করিয়া পুনরায় মাকে প্রত্যর্পণ করিয়া কাঁদিতে লাগিল । শান্তা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“এ’ আবার কি ?”

“ভন্তে, আমি পূর্বে যেমন তেনম ভাবে জীবিকার্জন করিয়াও পেট ভরিয়া খাইতে পাই নাই, এখন কি করিয়া বাঁচিব ?”

অতঃপর শান্তা—“চিন্তা করিও না” এই বলিয়া তাহাকে আশ্বাসিত করিয়া সেই জীলোকটিকে কহিলেন—“ইহাকে নিয়া নিজের গৃহে রাখিবে এবং অগ্র বাউ-ভাত দিয়া প্রতিপালন করিবে ।

১০ । সে তাহাকে নিয়া পৃষ্ঠবংশে (টেঁকিঘরে) প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া অগ্র বাউ-ভাত দিয়া পরিপোষণ করিতে লাগিল । ধান ভাগিরার সমুদ্র তাহার মনে হইত যেন তাহার মাথায় মুষলের আঘাত পড়িতেছে । সে সখীকে ডাকিয়া কহিল—“এইখানে থাকিতে পারিব না, আমাকে অন্য যান্গায় রাখ ।”

মুসলসামায়, উদকচাটিয়ং, উক্কে, নিম্বকোসে, সঙ্কারকুটে, গামদারেতি
 এতেসু ঠানেসু পতিষ্ঠাপিতাপি “ইধ মে মুসলং সীসং তিন্দস্তুং বিয়
 উপঠাতি, ইধ দারকা উচ্চিষ্ঠজলং ওতারেস্তু, ইধ সুনখা নিপ-
 জ্জন্তু, ইধ দারকা অস্তুচিং করোস্তু, ইধ কচবরং ছডেডন্তু,
 ইধ গামদারকা লক্ষয়োগং করোস্তু”তি : সন্ধানি তানি পটি-
 ক্ষিপি । অথ নং বহিগামে বিবিত্তোকাসে পতিষ্ঠাপেত্তা তথস্মা
 অগ্গয়াগুত্তাদানি হরিংসু । সা “ইমস্মিং সংবচ্ছরে সুবুট্ঠিকা
 ভবিম্মতি, থলঠানে সস্মং করোহি ; ইমস্মিং সংবচ্ছরে দুবুট্ঠিকা
 ভবিম্মতি নিম্মঠানেয়েব করোহী”তি সহায়িকায় আরোচেতি ।

১১ । সেসজনেহি কতসস্মং অতিউদকেন বা অনোদকেন
 বা নস্মতি, তস্মা অতিবিয় সম্পজ্জতি । অথ নং “সস্ম,

তাহার রুচি অনুসারে ক্রমে টেঁকিঘরে, জলের চাড়িতে, উক্কে, সাঁইচে,
 আস্তাকুঁড়ে ও গ্রামদারে এই সমস্ত স্থানে রাখা হইলেও “এখানে
 আমার মাথায় মুসলের আঘাত পড়ে বলিয়া মনে হয়, এখানে ছেলেরা
 এঁটো-জল ফেলে, এখানে কুকুর শোয়, এখানে ছেলেরা অশুচি করে,
 এখানে জঞ্জাল ফেলে, এখানে গ্রামের ছেলেরা লক্ষ্যবেধ করে ।” ইত্যাদি
 বলিয়া সমস্ত জায়গা ত্যাগ করিল । অনন্তর গ্রামের বাহিরে, উন্মুক্ত
 স্থানে তাহাকে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া দেখানে তাহাকে অগ্গয়াউ-ভাত ইত্যাদি
 নিয়া দিতে লাগিল । সে তাহার সখীকে বলিত—“এই বৎসর সৃষ্টি
 হইবে উচ্চ জমিতে শস্য রোপণ কর ; এই বৎসর অনাবৃষ্টি হইবে নিম্ন
 ভূমিতে শস্য রোপণ কর ।”

১১ । আর সকলের ফসল জলাধিক্যে বা জলাভাবে নষ্ট হইত, তাহার
 বেশ সূজনা হইত । অনন্তর তাহাকে লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল—“হে বন্ধু,

তয়া কতসম্মং নেব অচোদকেন ন অনোদকেন নস্মতি, সুবুট্টি
দুবুট্টিভাবং এত্বা কস্মং করোসি, কিমুখো এতং ?”তি পুচ্ছিংসু ।

“অমহাকং সহায়িকা যক্ষিনী সুবুট্টি দুবুট্টি ভাবং
আচিন্ধতি, ময়ং তস্মা বচনেন খলনিম্নেসু সম্মাদীনি করোম,
তেন নো সম্পজ্জতি, কিং ন পস্মথ নিবন্ধং অমহাকং গেহতো
য়াগুভত্তাদীনি হরীয়মানানি ? তানি এতিস্মা হরীয়ন্তি । তুমেহপি
এতিস্মা অগয়াগুভত্তাদীনি হরথ, তুমহাকম্পি কস্মন্তে ওলো-
কেস্মতী”তি । অথস্মা সকল নগরবাসিনো সকারং ফরিংসু সাপি
ততো পট্ঠায় সবেবসং কস্মন্তে ওলোকেন্তি লাভগগন্তা অহোসি
মহাপরিবারা । সা অপরভাগে অট্ট সলাকভত্তানি পট্ঠপেসি,
তানি যাবজ্জকালো দীয়ন্তিয়েবাতি ।

তোমার শস্ত্র জলাধিক্য বা জলাভাবে নষ্ট হয় না, অতিরুষ্টি বা অনারুষ্টি
হইবে, তাহা জানিয়াই কাজ কর নাকি ? কেন এমন হয় ?”

“আমার সখী যক্ষিনী সুবুষ্টি-দুবুষ্টির কথা বলিয়া দেয়, আমরা
তাহার কথামত উচ্চ বা নিম্ন ভূমিতে শস্ত্র বুনি, তাই আমাদের সুজন্যা
হয় । দেখনা আমাদের বাড়ী হইতে নিত্য যাগুভাত নিয়া যাওয়া হয় ?
তাহা ওর জন্তু নেওয়া হয় । তোমরাও তাহাকে অগ্রযাগুভাত দাও,
তোমাদের কাজ-কর্মের প্রতিও নজর রাখিবে ।” অতঃপর সকল নগর-
বাসীরা তাহার সংকার করিতে লাগিল । সেও তখন হইতে সকলের
কাজ-কর্ম দেখিতে লাগিল । তাহার বিশেষ লাভ হইতে লাগিল, বল্লোক
তাহার অনুগত হইল । পরে সে অনুক্রমে তাহাকে ভাত দিবার জন্তু আটটি
পালা প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছিল । আজ পর্য্যন্ত লোকে তাহা দিয়া আসিতেছে ।



কোসম্বক-বণ্ডু । ৫

১ । “পরে চ ন বিজ্ঞানন্তী”তি ইমং ধম্মদেসনং সথা জেত-
বনে বিহরন্তো কোসম্বকে ভিক্ষু আরবু কথেসি ।

২ । কোসম্বিয়ং হি ঘোসিতারামে পঞ্চসত পঞ্চসত পরিবারা
দে ভিক্ষু বিহরিংসু বিনয়ধরো চ ধম্মকথিকো চাতি । তেসু
ধম্মকথিকো একদিবসং সরীরবলঞ্জং কত্বা উদককোষ্ঠকে আচমন-
উদকাবসেসং ভাজনে ঠপেত্বা নিক্কমি, পচ্ছা বিনয়ধরো তপ
পবিটেঠা তং উদকং দিম্বা নিক্কমিত্বা ইতরং পুচ্ছি “আবুসো,
তয়া উদকং ঠপিতং”তি ?

কৌশালীক উপাখ্যান । ৫

১ । “পরেরা জানে না” এই ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে বাস করি-
বার সময় কৌশলীক ভিক্ষুদিগের কথা-প্রসঙ্গে কহিয়াছিলেন ।

২ । কৌশলীর ঘোসকারামে একজন বিনয়ধর ও একজন ধর্মকথিক
হইজন ভিক্ষু বাস করিতেন । প্রত্যেকের পাঁচশত পাঁচশত শিষ্য ছিল ।
তাহাদের মধ্যে ধর্মকথিক একদিন মলত্যাগ করিয়া উদক প্রকোষ্ঠে
আচমন-জলাবশেষ জলাধারে রাখিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন । পশ্চাৎ বিনয়ধর
সেখানে প্রবেশ করিয়া সেইজল দেখিতে পাইলেন । তিনি তাহা দেখিয়া
নিষ্ক্রান্ত হইয়া অপর ভিক্ষুকে স্মিক্তাসা করিলেন— “আবুস, আপনি ওখানে
জল রাখিয়াছেন ?”

“আম আবুসো”তি ।

“কিং পনেথ আপত্তিভাবং নজানাসী”তি ?

“আম ন জানাসী”তি ।

“হোতাবুসো, এথ আপত্তী”তি ।

“তেন হি পটিকরিমামি নং”তি ।

“সচে পন তে আবুসো, অসন্ধিচ্চ অসতিয়া কতং নথি
আপত্তী”তি ।

৩। সো তন্মা আপত্তিয়া অনাপত্তিদিট্টি অহোসি ।
বিনয়ধরোপি অন্তনো নিম্মিতকানং “অয়ং ধর্মকথিকো আপত্তিঃ
আপজ্জমানোপি নজানাতী”তি আরোচেসি । তে তন্ম নিম্মিতকে
দিস্বা “তুমহাকং উপজ্জায়ো আপত্তিঃ আপজ্জিত্বাপি আপত্তিভাবং
ন জানাতী”তি আহংসু । তে গম্বা অন্তনো উপজ্জায়আরোচেসুং ।

“হাঁ, আবুস ।”

“ইহাতে আপত্তি (পাপ) হয়, আপনি কি জানেন না ?”

“না, জানি না ।”

“আবুস, ইহাতে ‘আপত্তি’ হয় ।”

“তাহা হইলে তাহার প্রতিকার করিব ।”

“আবুস, যদি আপনি না জানিয়া, অজ্ঞাতসারে করিয়া
থাকেন, তবে তাহাতে আপত্তি হইবে না ।”

৩। ধর্মকথিক ইহা ‘আপত্তি’ নহে বলিয়াই ধারণা করিলেন ।
বিনয়ধর তাঁহার শিষ্যদিগকে কহিলেন— “এই ধর্মকথিক আপত্তিগ্রস্ত
হইয়াও জানেন না ‘আপত্তি’ হইয়াছে ।” তাঁহারা ধর্মকথিকের শিষ্যদিগকে
দেখিয়া কহিলেন— “আপনাদের উপাধ্যায় আপত্তিগ্রস্ত হইয়াও জানেন না
‘আপত্তি’ হইয়াছে ।” তাঁহারা গিয়া নিজেদের উপাধ্যায়কে তাহা বলিলেন ।

সো এবমাহ—“অয়ং বিনয়ধরো পুরে অনাপত্তীতি বহা ইদানি
আপত্তীতি বদতি, মুসাবাদি এসো”তি ।

তে গস্তা “তুম্বাহকং উপস্থায়ো মুসাবাদী”তি আহংসু । এবং
অপ্রমপ্রঃ কলহং বজয়িংসু ।

৪ । ততো বিনয়ধরো ওকাসঃ লভিত্বা ধর্মকথিকম্ আপত্তিয়্য
অদমনে উক্লেপনীয়কম্মং অকাসি । ততো পঠ্যায় তেসং পচয়-
দায়কা উপঠ্যাকাপি বে কোঠ্যাসা অহেসুং । ওবাদপটিগাহকা
ভিক্খুনিয়েো পি আরক্কদেবতাপি সন্দিঠ সন্ততা আকাসঠ্যা
দেবতাপীতি যাব ব্রহ্মলোকা সনেষ পুথুজ্জনা বে পক্খা অহেসুং ।
চাতুম্মহারাজিকং আদিং কহা যাব অকণিঠকভবনা পনীদং
কোলাহলং অগমাসি ।

তিনি এইরূপ কহিলেন— “এই বিনয়ধর পুরে ‘অনাপত্তি’ বলিয়া,
এখন বলিতেছেন ‘আপত্তি ;’ ইনি দেখিতেছি মিথ্যাবাদী ।”

তাঁহার যাইয়া কহিলেন— “আপনাদের উপাধ্যায় মিথ্যাবাদী ।”

এইরূপে পরস্পরের মধ্যে কলহ বর্ধিত হইল ।

৪ । অনন্তর বিনয়ধর স্বেযোগ পাইয়া, ধর্মকথিক আপত্তিকে আপত্তি
জ্ঞান করেন নাই, এই অজুহাতে তাঁহাকে উক্লেপনীয় নামক দণ্ডকর্ম
প্রদান করিলেন । সেই হইতে তাঁহাদের অনবঙ্গ দায়ক উপস্থাপকেরাও
হই ভাগ হইল । যে সকল ভিক্ষুণী তাঁহাদের কাছে ধর্মোপদেশ শুনিতেন
তাঁহারাও হই ভাগ হইলেন । তাঁহাদের রক্ষাকারী দেবতারাও হই পক্ষ
অবলম্বন করিলেন । রক্ষাদেবতাদের বহুবান্ধব আকাশস্থ দেবতারাও বিধা
বিভক্ত হইলেন । ক্রমে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সকল পৃথগ্জনই হই পক্ষ হইলেন ।
চাতুম্মহারাজিক হইতে অকণিঠ ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত এই কোলাহল বিস্তার
লাভ করিল ।

৫। অথেকো অশ্রুতরো ভিক্ষু তথাগতঃ উপসংকমিত্বা উচ্ছেপকানং ধম্মিকেনেবায়ং কম্মেন উচ্ছিত্তো, উচ্ছিত্তানুবত্তকানং অধম্মিকেন কম্মেন উচ্ছিত্তোতি সন্ধিং, উচ্ছেপকেহি বারিয়মানা-
নম্পি চ তেসং তং অনুপরিবারেত্বা বিচরণভাবং আরোচেসি।

৬। ভগবা “সমগ্গা কির হোন্তু”তি দ্বৈ বারে পেসেত্বা “নয়িচ্ছন্তি ভন্তে, সমগ্গা ভবিতুং”তি স্ত্বা তত্তিয়বারে “ভিন্নো ভিক্ষুসজ্জো, ভিন্নো ভিক্ষুসজ্জো”তি তেসং সন্তিকং গন্ত্বা উচ্ছেপকানং উচ্ছেপনে ইতরেসঞ্চ আপত্তিয়া অদম্মনে আদীনুবং কথেষ্বা পুন তেসং তথৈব একসীমায় উপোসথাদীনি অনুজানিত্বা ভত্তগাদীনু ভত্তনজাতানং আসনন্তুরিকায় নিসীদিতব্বন্তি ভত্তগে

৫। অনন্তর জনৈক ভিক্ষু তথাগতের নিকট গিয়া কহিলেন—
“বর্জনকারীরা বলিতেছেন— “ধর্ম্মানুসারেই বর্জন করা হইয়াছে,”
বর্জিতেরপক্ষদের বিশ্বাস ‘অধর্ম্মানুসারে বর্জন করা হইয়াছে।’ বর্জকেরা
বারণ করিলেও অপর পক্ষীয়েরা তাঁহাকে নিয়াই চলিতেছেন।”

৬। ভগবান দুইবার তাঁহাদিগকে বলিয়া পাঠাইলেন— “এক হও।”
দুই বারই লোক ফিরিয়া আসিয়া বলিল— “ভন্তে, তাঁহারা এক হইতে
ইচ্ছা করেন না?” ইহা শুনিয়া তৃতীয়বারে ভগবান বলিয়া উঠিলেন—
“ভিক্ষুসজ্জ ভিন্ন হইল! ভিক্ষুসজ্জ ভিন্ন হইল!” ভগবান তাহাদের নিকট
গিয়া বর্জনকারীদিগকে তাঁহাদের বর্জন কায়েঁর কুফল এবং অপরপক্ষকে
তাঁহাদের দোষ স্বীকার না করার কুফল বুঝাইয়াদিলেন। তাঁহাদিগকে
আবার একসীমায় উপোসথকর্ম্মাদি কুরিতে আজ্ঞা করিলেন। ভোজনশালায়
দুই পক্ষের ভিক্ষুদিগকে (আনন্তরিক ভাবে) এক আসন অন্তর ভোজনাসনে

বক্তং পপ্রাপেয়া “ইদানি ভগুনজাতা বিহরন্তী”তি সূত্রা তথ
 গস্তা “অসং ভিক্ষবে, মা ভগুনং”তি আদীনি বহা “ভিক্ষবে,
 ভগুন, কলহ, বিগ্ৰহ, বিবাদা নামেতে অনথকারকা, কলহং
 নিসায় হি লটুকিকাপি সকুণিকা হথিনাগং জীবিতক্খয়ং
 পাপেসী”তি লটুকিক জাতকং কথেন্না “ভিক্ষবে, সমগ্গা হোথ,
 মা বিবদথ, বিবাদং নিসায় হি অনেকসহস্র বটুকা জীবিতক্খয়ং
 পত্তা”তি বটুকজাতকং কথেসি।

৭। এবম্পি তেসু ভগবতো বচনং অনাদিয়ন্তেসু অপ্রতরেন ধম্ম-
 বাদিনা তথাগতস্ব বিহেসং অনিচ্ছন্তেন “আগমেতু ভন্তে ভগবা ধম্ম-
 আমি, অপ্রোম্মুক্কা ভন্তে ভগবা, দিট্ঠধম্মসুখবিহারমসুযুত্তো বিহরতু,

উপবেশন করিবার নিয়ম করিয়া দিলেন। ইহার পরেও শাস্তা
 গুণিতে পাইলেন— “ভিক্ষুরা এখনও ভিন্ন হইয়া আছেন।” তিনি
 তাঁহাদের সেখানে গিয়া কহিলেন— “ভিক্ষুগণ, নিস্প্রয়োজন, ভিন্ন হইও
 না” ইত্যাদি বলিয়া পুনরায় কহিলেন— “ভিক্ষুগণ, ভেদ, কলহ,
 বিগ্রহ, বিবাদ এই সব অনর্থকর। কলহের জন্ত চড়ুই পক্ষীও হস্তীনাগের
 প্রাণনাশ করিয়াছিল।” এই বলিয়া চড়ুই জাতক কহিলেন—শাস্তা আবার
 কহিলেন— “ভিক্ষুগণ, এক হও, বিবাদ করিও না; বিবাদের জন্ত অনেক সহস্র
 বর্তক নিধন প্রাপ্ত হইয়াছিল।” এই বলিয়া তিনি বক্তৃক জাতক কহিলেন।

৭৫ এত বলা সত্ত্বেও তাঁহারা ভগবানের উপদেশ গ্রহণ করিলেন না,
 তখন একজন ধর্মবাদী ভিক্ষু তথাগতের ক্লান্তভাব দেখিতে ইচ্ছা না
 করিয়া কহিলেন— “প্রভু ভগবন্ ধর্মস্বামী, আপনি ক্লান্ত হউন, উৎকর্ষা বিহীন
 চিত্তে আপনার প্রত্যক্ষ ধর্মপ্রসূত স্থখে অনুযুক্ত হইয়া স্বচ্ছন্দে বাস করুন।

ময়মেতেন ভণেনে কলহেন নিগহেন বিবাদেন পপ্রণায়িঙ্গামা"তি
বুভে অতীতঃ আহরি :—

“ভূতপুৰঃ ভিক্ষবে, বারাগসিয়ঃ ব্রহ্মদত্তো নাম কাসি-
রাজা অহোসী”তি ব্রহ্মদত্তেন দীঘীতিন্ন কোমলরশ্ৰেণা বজ্জং
অচ্ছিন্দিয়া অপ্রাতকবেসেন বসন্তুন্ন পিতুনো মারিতভাবক্ষেব
দীঘায়ুকুমারেন অন্তনো জীবিতে দিলে ততো পট্টায় তেসং সমগা
ভাবঞ্চ কথেন্না “তেসং হি নাম ভিক্ষবে, রাজানং আদিমদণ্ডানং
আদিমসথানং এবরুপং খন্তিসোরচ্চং ভবিম্মতি, ইধ খো তং ভিক্ষবে,
সোতেথ ব্ধং তুম্হে এবং স্বাক্ষাতে ধম্মবিনয়ে পব্বজিতা সন্নানা
খমা চ ভবেয়্যাথ সোরতা চা”তি ওবদিহাপি নেয তে সমগে
কাতুং সন্দি ।

আমরা ভেদ, কলহ, বিগ্রহ ও বিবাদের ভাবই দেখাইব ।” এইরূপ
বলিলে শান্ত! অতীত বিষয় আহরণ করিয়া কহিলেন :—

“হে ভিক্ষুগণ, পুরাকালে বারাগসীতে ব্রহ্মদত্ত নামে কাশীরাজ ছিলেন”
এইরূপে তিনি আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মদত্ত কর্তৃক কোমল রাজ দীঘীতির রাজ্যো-
চ্ছেদ, কুমার দীঘায়ুর অজ্ঞাত বাস, তাহার পিতার নিধন ও তৎকর্তৃক
কাশীরাজের জীবন রক্ষার পর হইতে তাহাদের মধ্যে মিলন ভাব ইত্যাদি
বিষয় বর্ণনা করিয়া কহিলেন—“হে ভিক্ষুগণ, তাহাদের ঞ্চার রাজাদেরও
যদি বিনাদণ্ডে বিনাঅস্ত্রে এইরূপ ক্ষান্তি-সৌরাস্ত্রভাব হয়, এমত স্থলে
কি ভিক্ষুগণ, তাহা শোভা পায় ? যেহেতু তোমরা এমন স্ত্র আখ্যাত
ধর্ম-বিনয় সম্পন্ন শাসনে প্রব্রজ্যা নিরাছ কমালীল ও সহদয় হইবে ।
এইরূপ উপদেশ দিয়াও তাহাদিগকে মিলাইতে পারিলেন না ।

৮ । সো ভায় আকিঞ্চবিহারতায় উক্কঠিতো “অহং খো ইদানি আকিঞ্চো দুক্কং বিহরামি, ইমে চ ভিক্ষু মম বচনং ন করোস্তি, যন্নুনাহং এককোব গণমহা বৃপকট্টো বিহরেয়াং”তি চিন্তেহা কোসম্বিয়ং পিণ্ডায় চরিত্তা অনপলোকেহা ভিক্ষুসংঘং এককোব অন্তনো পল্লচীবরমাদায় বালকলোণকারামং গস্তা তথ ভগুথেরস্স একচারিকবত্তং কথেহা পাচিনবংস মিগদায়ে তিন্নং কুলপুত্তানং সামগ্গিরসানিসংসং কথেহা যেন পারিলেয়্যকং তদবসরি । তত্রসুদং ভগবা, পারিলেয়্যকং উপনিম্মায় রক্ষিতবনসণ্ডে ভদসালমুলে পারিলেয়্যকেন হত্তীনা উপট্টহিয়মানো কাস্ককং বস্সাবাসং বসি ।

৯ । কোসম্বিবাসিনোপি খো উপাসকা বিহারং পস্সা সথারং অপস্সস্তা “কুহিং ভন্তে, সথা”তি পুচ্ছিত্তা —

৮ । তিনি এইরূপ জনাকীর্ণ বানে উৎকণ্ঠিত হইয়া কহিলেন—“আমি এখন জনসমাকীর্ণ হইয়া ছুঃখেই বাস করিতেছি, এই সকল ভিক্ষুরা আমার কথা রাখিতেছে না, আমি নিশ্চয়ই দলছাড়া হইয়া একাকী থাকিব ।” তিনি এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া কৌশলীতে ভিক্ষাচরণ করিয়া ভিক্ষুসম্মুখে অবলোকন না করিয়াই নিজের পাত্র চীবর গ্রহণ করতঃ একাই বালকলোণকারামে গেলেন । তথায় ভগু স্তবিরকে একচারিক ব্রত সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিয়া প্রাচীন বংশ যুগদায়ে কুলপুত্র ত্রয়কে মিলনের উপকারিতা বিষয়ে উপদেশ দিয়া পারিলেয়্যক বনাভিমুখে অগ্রসর হইলেন । সেইখানে ভগবান পারিলেয়্যকের সমীপবর্তী রক্ষিত বনসণ্ডে ভদ্রশালমূলে পারিলেয়্যক হস্তীদ্বারা সেবিত হইয়া সুখে বসাবাস করিতেছিলেন ।

৯ । কৌশলীবাসী উপাসকেরা বিহারে যাইয়া শাস্তাকে না দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“ভন্তে, শাস্তা কোথায় ?”

“পারিলেয়্যকবনসশুং গতো”তি ।

“কিং কারণা”তি ?

“অমেহ সমগো কাতুং বায়মি, ময়ং পনন সমগ্গা অহমহা”তি ।

“কিং ভস্তু, তুমেহ সখুসন্তিকে পব্বজিহ্বা তন্নিং সামগ্গিং
করোন্তু সমগ্গা নাহুবথা”তি ?

“এবমাবুসো”তি ।

মমুস্মা— “ইমে সখুসন্তিকে পব্বজিহ্বা তন্নিং সামগ্গিং করোন্তুপি
সমগ্গা ন জাতা, ময়ং ইমে নিস্সায় সখারং দট্টুং ন লভিমহ,
ইমেসং নেব আসনং দস্সাম ন অভিবাদনাদীনি কুরিম্মামা”তি ।

১০ । তে ততো পট্টায় তেসং সামীচিমত্তম্পি ন করিংশু ।

তে অগ্নাহারতায় সুস্সমানা কতিপাহেনেব উজ্জুকা হুহ্বা

“পারিলেয়্য বনে গিয়াছেন।”

“কেন ?”

“আগাদিগকে মিলাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু আমরা মিলিত হই নাই।”

“ভস্তু, আপনারা শাস্তার নিকট প্রব্রজিত হইয়া, তিনি মিলাইতে
চাহিলেও আপনারা মিলিলেন না ?”

“এইরূপই আবুস।”

মমুস্মেরা কহিল—“এই ভিক্ষুরা শাস্তার নিকট প্রব্রজিত হইয়া,
তিনি মিলাইতে চেষ্টা করিলেও মিলিলেন না, আমরা ইহাদের অগ্ন
শাস্তার দর্শন লাভে বঞ্চিত, ইহাদিগকে বসিবার আসনও দিব না, অভি-
বাদনাদিও করিব না।”

১০ । সেই হইতে তাহারা ভিক্ষুদের সেবা সংকার পর্যন্ত করিল না । ভিক্ষুরা
অগ্নাহার হেতু শুকাইতে লাগিলেন, তাহারা অল্প দিনের মধ্যেই উজ্জু হইয়া

অশ্রমশ্রমঃ অচয়ং দেসেত্বা খমাপেত্বা “উপাসকা, ময়ং সমগ্গা
জাতা, তুমেহ পি নো পুরিমসদিমা হোথা”তি আহংসু ।

“খমাপিতো পন বো ভন্তে, সথা”তি ?

“ন খমাপিতো আবুসো”তি ।

“ভেন হি সথারং খমাপেথ, সথু খমাপিতকালে ময়ম্পি
তুমহাকং পুৰসদিমা ভবিআমা”তি ।

তে অন্তোবস্তুভাবেন সথু সন্তিকং গন্তুং অবিসহন্তা দুস্বেন তং
অন্তোবস্তুং বীতিনামেসুং । সথা পন তেন হথিনা উপটঠহিয়মানো
সুখং বসি ।

১১ । সোপি হি হথিনাগো গগম্পহায় ফাসুবিহারথায়েব
তং বনসগুং পাবিসি ।

পরম্পরের মধ্যে দোষ প্রকাশ করিয়া ক্ষমা চাহিলেন । ক্ষমা চাহিয়া
উপাসকগণকে কহিলেন—“হে উপাসকগণ, আমরা মিলিত হইয়াছি, আপ-
নারাও পূর্বের স্থায় হউন ।”

“ভন্তে, শাস্তা আপনাদিগকে ক্ষমা করিয়াছেন কি ?”

“না, ক্ষমা করেন নাই, আবুস !”

“তাহা হইলে শাস্তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন, শাস্তা ক্ষমা করিলে
আমরাও আপনাদের নিকট পূর্ব সদৃশ হইব ।”

অন্তবর্ষা হেতু তাঁহারা শাস্তার নিকট বাইতে সাহস করিলেন না ।
দুঃখের সহিত সেই মধ্যবর্ষা অতিক্রম করিলেন । শাস্তা কিন্তু সেই হস্তীর
সেবা-শুশ্রূষায় সুখে বাস করিতে লাগিলেন ।

১১ । সেই মহাহস্তীও দল ছাড়া হইয়া সুখে বাস করিবার জগুই
সেই বনগহনে প্রবেশ করিল ।

যথাহ—“অহং খো আকিণ্ণো বিহরামি হখীহি হখিনীহি
হখিকলভেহি হখিচ্ছাপেহি, ছিন্নগানি চেব তিণানি খাদামি,
ওভগোভগগ্গ মে সাখাভঙ্গং খাদন্তি, আবিলানি চ পানীয়ানি
পিবামি, ওগাহন্তুস চ মে উত্তিগ্গস হখিনিয়ো কায়ং উপনিঘং-
সন্তিযো গচ্ছন্তি, যন্নুনাহং একোব গগমহা বৃপকট্টো বিহরেয়াং”তি ।

১২ । অথ খো সো হখিনাগো যুথা অপক্কম্ম যেন পারিলেয়্যকং
রক্ষিতবনসগুং ভদ্রসালমূলং যেন ভগবা তেনুপসংকমি উপসংকমিত্তা
পন ভগবন্তুং বন্দিত্তা ওলোকেত্তো অগ্গং কিঞ্চি অদিস্সা ভদ্র-
সালমূলং পাদেন পহরন্তো তচ্ছেত্তা সোণ্ডায় সাখং গহেত্তা
সম্মাজ্জি । ততো পট্টায় সোণ্ডায় ঘটং গহেত্তা পানীয়ং পরি-
ভোজনীয়ং উপট্টাপেতি, উগ্গেহাদকেন অথেসতি উগ্গেহাদকং

যথা বলা হইয়াছে-- “আমি হস্তী, হস্তিনী, হস্তী-বালক ও হস্তী-শিশু
সকলের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া নাম করিতেছি, তাহাদের ছিন্নগ্রন্থ খাইতে
হইতেছে, আমার ভাঙ্গা ডালপালা তাহারা খাইয়া ফেলিতেছে, ঘোলাজল
পান করিতে হইতেছে. স্নান করিয়া উঠিবার সময় হস্তিনীসকল গা
ধৌসিয়া চলিয়া যাইতেছে, আমি দল হইতে পৃথক হইয়া একাকীই বান
করিব ।”

১২ । অনন্তর সেই হস্তীনাগ দল হইতে বাহির হইয়া পারিলেয়াবনে
রক্ষিত ষমবনাংশে, ভদ্রশাল বৃক্ষের মূলে যথায় ভগবান বিহরণ করিতেছেন
তথায় উপস্থিত হইল । উপস্থিত হইয়া ভগবানকে বন্দনা করিল । তথায়
অবলোকন করিয়া অগ্র কিছু দেখিতে না পাইয়া ভদ্রশাল বৃক্ষের পাদদেশ
পায়ের দ্বারা প্রহার করত সমান করিয়া দিল । শুণ্ডের দ্বারা শাখা লইয়া
সম্মাজ্জন (পরিষ্কার) করিল । সেই হইতে শুণ্ডের দ্বারা ঘট লইয়া
পানীয় ও পরিভোগ্য জল আনিয়া দিত, গরম জলের প্রয়োজন হইলে

পাটয়াদেতি । কথং ? ইথেন কট্ট্যানি বংসিত্বা অগ্গিং পাতেতি, তথ দারুনি পক্কিপত্তো জ্বালেহা তথ তথ পাসাণে পচিত্বা দারুখণ্ডকেন পবট্টেহা পরিচ্ছিন্নায় খুদকসোণ্ডিয়ং খিপতি, ততো ইথং ওতারেহা উদকস্ম তত্তভাবং জানিত্বা গম্ভা সখারং বন্দতি । সখা “উদকং তে তাপিতং পারিলেয়্যা”তি বহা তথ গম্ভা নহায়তি । অথস্ম নানাবিধানি ফলানি আহরিত্বা দেতি ।

১৩ । যদা পন সখা গামং পিণ্ডায় পবিসতি, তদা সখু পত্তচীবরমাদায় কুন্তে পতিট্টাপেহা সখারা সন্ধিং য়েব গচ্ছতি, সখা গামূপচারম্পত্তা “পারিলেয়্যা, ইতো পট্টায় হং গম্ভুং ন সন্ধা, আহর মে পত্তচীবরং”তি আহরাপেহা গামং পবিসতি । সো! পি, যাব সখু নিস্কমণা তথৈব ঠহা সখু আগমনকালে

জল গরম করিয়া দিত । কি প্রকারে ? শুণ্ডের দ্বারা কাষ্ঠ ঘর্ষণ করিয়া অগ্নি উৎপাদন করিত, তথায় কাষ্ঠসমূহ প্রক্ষেপ করিয়া অগ্নি জ্বালিত, তথায় তথায় পাবাণ খণ্ডসমূহ উত্তপ্ত করিয়া তাহা কাষ্ঠখণ্ডের দ্বারা উন্টাইয়া ক্ষুদ্রকূপে ক্ষেপণ করিত, তৎপর শুণ্ড অবতরণ করাইয়া জলের তপ্তভাব পরীক্ষা করিত, তপ্তভাব জানিয়া, যাইয়া শাস্তাকে বন্দনা করিত । তখন শাস্তা জিজ্ঞাসা করিতেন— “পারিলেয়্যা, তোমার জল গরম করা হইয়াছে কি ?” এই বলিয়া তথায় যাইয়া স্নান করিতেন । অতঃপর ভগবানের জগ্ন্য নানাবিধ ফল আহরণ করিয়া দিত ।

১৩ । যখন শাস্তা গ্রামে পিণ্ডপাত করিতে প্রবেশ করিতেন, তখন হস্তী শাস্তার পাত্রচীবর লইয়া কুন্তোপরি স্থাপন করতঃ শাস্তার সঙ্গেই যাইত । শাস্তা গ্রামের উপচার সীমা সম্প্রাপ্ত হইয়া কহিতেন— “পারিলেয়্যা, ইহার পর তুমি আর যাইতে পারিবে না, আমার পাত্রচীবর আমাকে দাও ।” শাস্তা পাত্রচীবর লইয়া গ্রামে প্রবেশ করিতেন । হস্তী শাস্তার নিস্ক্রমণ অবধি সেই স্থানেই স্থিত থাকিত । তাঁহার প্রত্যাবর্তন সময়

পচুগুগমনং কহা পুরিমনয়েনেব পশুচীবরং গহেহা বসনট্টানে
ওতারেহা বস্তুং দম্বেহা সাখায় বীজতি । রক্তিং বাসুগিগপরিপস্থ
নিবারণখং মহস্তুং দণ্ডং সোণ্ডায় গহেহা সখায়ং রক্ষিআমী”তি যাব
অরুগুগমনা বনসগুগ অস্তুরস্তুরে বিচরতি ।

১৪ । ততো পট্টায়েব কির সো বনসগুগ “রক্ষিতবনসগুগ”
নাম জাতোতি । অরুগে উগতে মুখোদকদানং আদিং কহা
তেনেব উপায়েন সৰবস্তানি কেরোতি ।

১৫ । অথেকো মকটো তং হস্থিং উট্টায় সমুট্টায়
দিবসে দিবসে তথাগতম্ আভিসমাচারিকং কেরোস্তুং দিস্বা
“অহম্পি কিঞ্চিদেব করিআমী”তি বিচরন্তো একদিবসং নিশ্ব-
ক্ষিকং দণ্ডকমধুং দিস্বা দণ্ডকং ভঞ্জিত্বা দণ্ডকেনেব সন্ধিং

আঙবাড়াইয়া লইত ও পূর্কের ঠায় পাচুচীবর গ্রহণ করিত, তাহা বাসস্থানে
নামাইয়া রাখিয়া ব্রতসম্পাদনের পর শাখারদ্বারা বাতাস দিত । রাত্রে
হিংস্রজন্তুর উপদ্রব নিবারণের জন্ত গুণ্ডের দ্বারা বৃহৎদণ্ড গ্রহণ করিয়া
“শাস্তাকে রক্ষা করিব” এই মনে করিয়া অরুণ উদয় পর্য্যন্ত বনগহনের
অস্তুরাস্তুরে বিচরণ করিত ।

১৪ । সেই হইতে সেই ঘনবনাংশের নাম হইল “রক্ষিতবনসগুগ ।”
হস্তী অরুণ উদয়ে মুখ ধুইবার জলাদি করিয়া সমস্ত ব্রত প্রতিব্রত একই
নিয়মে সম্পাদন করিত ।

১৫ । অনন্তর একটি বানর সেই হস্তীকে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে তথা-
গতের ব্রত-প্রতিব্রত সম্পাদন করিতে দেখিয়া চিন্তা করিল—“আমিও
কিছু করিব ।” বিচরণ করিতে করিতে একদিন কোন এক দণ্ডে মক্ষিকা
বিহীন এক মোচাক দেখিতে পাইল । সেই দণ্ডটি ভাঙ্গিয়া দণ্ড সহিতই

মধুপটলং সখু সস্তিকং আহরিয়া কদলিপত্রং ছিন্দিয়া তথ ঠপেয়া
 অদাসি । সখা গণিহ । মকটো 'করিঅতি মুখো পরিভোগং ন
 করিঅতী'তি ওলোকেস্তো গহেয়া নিসিন্নং দিয়া কিয়ুখো'তি চিন্দিয়া
 দণ্ডকোটয়ং গহেয়া পরিবস্তেয়া উপধারেস্তো অণুকানি দিয়া তানি
 সনিকং অপনেয়া অদাসি । সখা পরিভোগমকাসি । সো তুর্চমানসো-
 তং তং সাখং গহেয়া নচ্চস্তো অট্টামি । অথস গহিতসাখাপি
 অকস্তুসাখাপি ভিজ্জি । সো একস্মিং খাণুকমথকে পতিয়া
 নিবিদ্ধগস্তো সখরি পসম্মেনেব চিন্দিেন কালং কথ্য তাবতিংস
 ভবনে তিংসয়োজনিকে কনকবিমানে নিব্বত্তি ; অচ্ছরাসহস্রপরি-
 বারো অহোসি ।

মোচাকথানা শাস্তার নিকট লইয়া আসিল । একখণ্ড কদলী পত্র ছিড়িয়া
 পত্রের উপর তাহা স্থাপন করিয়া শাস্তাকে প্রদান করিল । শাস্তা তাহা
 গ্রহণ করিলেন । “শাস্তা পরিভোগ করিবেন কি-না” এই চিন্তা করিয়া
 বানর চাহিয়া রহিল । বানর দেখিল শাস্তা তাহা লইয়া কেবল বসিয়া
 আছেন । ‘তাহার কারণ কি’ চিন্তা করিয়া দণ্ডের প্রান্তভাগ গ্রহণ
 করিয়া মোচাকথানা উন্টাইয়া দেখিল । তথায় দেখিতে পাইল মক্ষিকার
 ডিম্ব রহিয়াছে । সঙ্কর ডিম্বগুলি বিদূষিত করিয়া প্রদান করিল । শাস্তা
 মধু পান করিলেন । তাহাতে বানর অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া শাখা হইতে
 শাখাস্তর গ্রহণ করিয়া নাচিতে লাগিল । অতঃপর তাহার গৃহীত ও
 আক্রান্ত শাখা ভগ্ন হইল । সে এক স্থাগুর (গোঁজার) উপর পড়িল,
 তাহাতে শরীর বিদ্ধ হইল । এই আকস্মিক বিপদে তাহার মৃত্যু ঘটিল ।
 মৃত্যুকালীন শাস্তার প্রতি প্রসন্ন চিন্তে মরিয়া তাবতিংস স্বর্গে ত্রিশ যোজন
 বিস্তৃত কনকবিমানে উৎপন্ন হইল । তথায় সহস্র অপ্সরা পরিবৃত হইয়াছিল ।

১৬। তথাগতস্য তথ হথিনাগেন উপট্ঠিয়মানস্য বসনভাবো সকল জম্বুদীপে পাকটো অহোসি। সাবথিনগরতো অনাথপিণ্ডিকে বিসাখা মহাউপাসিকাতি এবমাদীনি মহাকুলানি আনন্দথেরস্য সাসনং পহিগিংসু—“সংথারং নো ভন্তে, দস্মেথা”তি। দিসাবাসিনো পি পঞ্চসতা ভিক্ষু বৃথবঙ্গা আনন্দথেরং উপসংকমিত্তা “চিরস্মুতা নো আনন্দ, ভগবতো সম্মুখা ধম্মি কথা। সাধু ময়ং আবুসো আনন্দ, লভেয়্যাম ভগবতো সম্মুখা ধম্মিং কথং ‘সবণায়া’তি যাচিংসু। থেরো তে ভিক্ষু আদায় তথ গত্তা “তেমাসং এক-বিহারিনো তথাগতস্য সন্তিকং এত্তকেহি ভিক্ষু হি সন্ধিং উপসঙ্কমিত্তুং অয়ুত্তন্তি” চিন্তেত্তা তে ভিক্ষু বহি ঠপেত্তা এককো ‘সংথারং উপসঙ্কমি।

১৬। তথাগত পারিলেয়াবনে অবস্থান করিতেছেন, হস্তীনাগ তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা করিতেছে, এই কথা সমস্ত জম্বুদীপে প্রচার হইয়াছিল। শ্রাবস্তী নগর হইতে অনাথপিণ্ডিক, মহাউপাসিকা বিসাখা ও এইরূপ সম্ভ্রান্ত বংশীর উপাসক উপাসিকারা আনন্দ স্থবিরের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন— “ভন্তে, আমাদিগকে শাস্তাকে দেখান।” বর্ষাবাসের পর নানাধিকবাসী পাঁচশত ভিক্ষু আনন্দ স্থবিরের নিকট উপস্থিত হইয়া বাচ্ছা করিলেন— “আয়ুত্তান আনন্দ, আমরা যে ভগবানের নিকট ধর্ম শুনিয়াছি, বহু দিন পূর্বে; আবুস আনন্দ, আমরা ভগবানের মুখে ধর্ম শুনিতে প্রার্থনা করি। স্থবির সেই ভিক্ষুগণকে লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। “তথাগত তিন মান যাবৎ একাকী বিহরণ করিতেছেন, হঠাৎ এতজন ভিক্ষুর সহিত তাঁহার সন্মুখীন হওয়া অবুক্তিকর” এই চিন্তা করিয়া সেই ভিক্ষুদিগকে বহির্দেশে রাখিয়া একাকী তথাগতের সন্মুখীন হইলেন।

১৭। পারিলেয়্যকো তং দিশ্বা দণ্ডমাদায় পঞ্চান্দি। সখা
 ওলোকেহ্বা “অপেহি পারিলেয়্যক, না বারয়ি, বুদ্ধপট্টকো
 এসো”তি আহ। সো তথ্বেব দণ্ডং ছডেডহ্বা পত্রচীবর পটিগাহণং
 আপুচ্ছি। থেরো ন অদাসি। নাগো “সচে উগাহিতবন্তো
 ভবিষ্যতি সখু নিসীদনপাসাণফলকে পরিষ্কারং ন ঠপেতী”তি
 চিন্তেসি। থেরো পত্রচীবরং ভূমিয়ং ঠপেসি। “ব্রতসম্পন্নাহি
 গরুণং আসনে বা সয়নে বা অন্তনো পরিষ্কারং ন ঠপেস্তি।”
 থেরো সখারং বন্দিত্বা একমন্তুং নিসীদি। সখা “এককোব
 আগতোসী”তি পুচ্ছিত্বা পঞ্চসতেহি ভিক্ষুহি সঙ্ঘিং আগতভাবং
 স্ত্বা “কহং পন তে”তি বহ্বা—

“তুমহাকং চিত্তং অজ্ঞানন্তো বহি ঠপেত্বা আগতোমহী”তি
 বুভে—“পঙ্কোসাহি নে”তি আহ।

১৭। পারিলেয়্য হস্তী স্থবিরকে দেখিয়া দণ্ড লইয়া অগ্রসর হইল।
 শাস্তা অবস্থা বুঝিয়া কহিলেন—“পারিলেয়্য, আনিতে দাও, বারণ করিও
 না, এই ভিক্ষু বুদ্ধোপস্থায়ক।” হস্তী সেই স্থানেই দণ্ড ছাড়িয়া পাত্র-
 চীবর গ্রহণের আকার দেখাইল। স্থবির দিলেন না। হস্তী চিন্তা
 করিল—“ইনি যদি ব্রত সঙ্ঘকে সুশিক্ষিত হন, তাহা হইলে শাস্তা বসিবার
 পাসাণ-ফলকে পাত্র-চীবর রাখিবেন না।” স্থবির পাত্র-চীবর ভূমিতে
 রাখিলেন। “ব্রত সম্পন্নেরা গুরুর আসনে বা শয্যার উপর নিজের কোন
 জিনিষ রাখেন না।” স্থবির শাস্তাকে বন্দনা করিয়া একপ্রান্তে বসিলেন।
 শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন—“একই আনিয়াছ কি?” পাঁচশত ভিক্ষুর সহিত
 আগমনের কথা শুনিয়া শাস্তা পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলেন—“তাহারা কোথায়?”

“আপনার চিত্ত না জানিয়া বহির্দেশে রাখিয়া আনিয়াছি।” স্থবির
 এইরূপ বলিলে শাস্তা তাহাকে আদেশ দিলেন— “তাহাদিগকে ডাক।”

থেরো তথা অকাসি।

১৮। সখা তেহি সন্ধিং পটিসম্ভারং কহা তেহি ভিক্ষুহি
“ভন্তে, ভগবা হি বুদ্ধসুকুমালো চেব খত্তিয়সুকুমালো চ, তুমেহি
তেমাসং এককেহি তিট্টেস্বেহি নিসীদন্তেহি চ দুক্করং কতং, বত্ত-
পটিবত্তকারকোপি মুখোদকাদি দায়কোপি নাহোসি মশ্রে”তি
বুত্তে “ভিক্ষবে, পারিলেয়্যকহথিনা মম সৰ্বকিচ্ছানি কতানি ;
এবরূপং হি সহায়কং লভন্তেন একতো বসিতুং যুত্তং, অলভন্তস্ম
একচারিকভাবোব সেয়্যা”তি বহা ইমা নাগবগ্গে তিট্টো
গাথা অভাসি :—

“সচে লভেথ নিপকং সহায়ং সন্ধিং চরং সাধু বিহারি ধীরং,
অভিভুয়্য সৰ্বানি পরিম্ময়ানি চরেয়্য তেনত্ত মনো সতীমা।”

শুবির ভিক্ষুদিগকে ডাকিলেন।

১৮। শাস্তা তাহাদের সহিত সম্ভোষণক আলাপ করিলেন। অতঃপর
সেই ভিক্ষুরা কহিলেন—“ভন্তে ভগবন্, বুদ্ধ সুকুমার, ক্ষত্রিয় সুকুমার ;
আপনি তিনমাস যাবৎ একাকী অবস্থান করিয়া দুঃখ পাইয়াছেন। ব্রত-
প্রতিব্রত সম্পাদক ও মুখ ধুইবার জলাদি পর্য্যন্ত দ্বিবার লোক ছিল না
বোধ হয়!” ভিক্ষুরা এইরূপ কহিলে ভগবান কহিলেন :—

“হে ভিক্ষুগণ, পারিলেয়্য হস্তী আমার সৰ্ব্বকাজ সম্পাদন করিয়াছে ;
এইরূপ বন্ধু লাভীর একত্রে বাস করা উচিত। যে লাভ না করে তাহার
একাকী থাকাই শ্রেয়ঃ। এই বলিয়া ভগবান নাগবর্গে এই তিনটি গাথা
ভাষণ করিলেন :—

“যদি তুমি কর লাভ বন্ধু প্রজ্ঞাবান,
সহযাত্রী, সদাচারী আর জ্ঞানবান।
পরাজিয়া সৰ্ব্ভয় সম্ভোষ মনেতে,
স্বতিমান সুখী হয়ে পারিবে থাকিতে।”

“নো চে লভেথ নিপকং সহায়ং সন্ধিং চরং সাধু বিহারি ধীরং,
রাজ্যাব রট্টং বিজিতং পহায় একোচরে মাতঙ্গরশ্ৰেণেব নাগো ।”

“একঙ্গ চরিতং সেয়্যা নথি বালে সহায়তা
একোচরে ন চ পাপানি কয়িরা
অপ্পোঙ্গুক্কো মাতঙ্গরশ্ৰেণেব নাগো”তি ।

গাথাপরিয়োসানে পঞ্চসতাপি তে ভিক্ষু অরহত্তে পতিট্টহিংসু ।

• ১৯ । অনন্দথেরো অনাথপিণ্ডিকাদীহি পেনিতং সাসনং
আরোচেত্বা “ভন্তে, অনাথপিণ্ডিকপমুখা পঞ্চ অরিয়সাবক কোটিয়ো
তুমহাঝং আগমনং পচ্চাসিংসন্তী”তি আহ ।

“যত্ৰপি না কর লাভ বন্ধু প্রজ্ঞাবান,
সহযাত্রী, সদাচারী আর জ্ঞানবান ।
রাজা যথা রাজ্যত্যাগি একাকী বিচরে,
অরণো মাতঙ্গহস্তী যেরূপ বিচরে ।

“একাকী করিলে বাস শ্রেয়ঙ্কর হয়,
মুগ্ধসহ বাসে কভু উপকার নয় ।
একাকী করিবে বাস—

না করিবে পাপ আচরণ,

অরণ্যে মাতঙ্গ যথা—

নিরাসঙ্গ হয়ে তথা কর বিচরণ ।”

গাথা বলা শেষ হইলে সেই পাঁচশত ভিক্ষু অরহতফল প্রাপ্ত হইলেন ।

১৯ । আনন্দ স্ববির অনাথপিণ্ডিকাদির দ্বারা প্রেরিত সংবাদ ভগবানের
সমীপে নিবেদন করিলেন—“প্রভু, অনাথপিণ্ডিক প্রমুখ পাঁচ কোটি অর্ঘ্য
শ্রাবক আপনার আগমন প্রত্যাশা করিতেছেন ।”

সখা—“তেনহি গণহাহি পত্তচীবরং”তি ।

পত্তচীবরং গাহাপেত্বা নিব্বমি । নাগো গত্ত্বা মগ্গে তিরিয়ং
অট্ঠাসি । “কিং করোতি ভন্তে, নাগো”তি ?

“তুমহাকং ভিক্ষবে, ভিক্ষং দাতুং পচ্চাসিংসতি । দীঘরত্তং
খো পনায়ং মযহং উপকারকো, নাম্ম চিত্তং কোপেতুং বট্ঠতি,
নিবত্তথ ভিক্ষবে”তি ।

২০ । সখা ভিক্ষু গহেত্বা নিবত্তি, হত্তীপি, বনসত্তং পবি-
সিত্বা পনসকদলিফলাদীনি নানাফলানি সংহরিত্বা রাংসিং কত্ত্বা পুন
দিবসে ভিক্ষুং অদাসি । পঞ্চসত্তা ভিক্ষু সত্ত্বানি খেপেতুং
নাসম্মিৎসু । ভত্তুকিচ্চপারিয়োসানে সখা পত্তচীবরং গহেত্বা নিব্বমি ।
নাগো ভিক্ষুং অন্তরন্তরেন গত্ত্বা সখু পুরতো তিরিয়ং অট্ঠাসি ।

শাস্তা কহিলেন—“তাহা হইলে পাত্তচীবর গ্রহণ কর ।”

শাস্তা পাত্তচীবর গ্রহণ করাইয়া বাহির হইলেন । হস্তী যাইয়া পথে
প্রস্রাকারে দাঁড়াইল । ভিক্ষুরা ভগবানকে জিজ্ঞাসা করিলেন :—

“ভন্তে, হস্তী একরূপ করিতেছে কেন ?”

“ভিক্ষুগণ, তোমাদিগকে ভিক্ষা দিবার ইচ্ছা করিতেছে । এই হস্তী দীর্ঘ
দিন আমার উপকার করিয়া আসিতেছে, ইহার চিত্তে দুঃখ দেওয়া
উচিত হইবে না । তোমরা সকলে নিবৃত্ত হও ।”

২০ । শাস্তা ভিক্ষুগণ সহ নিবৃত্ত হইলেন । হস্তী বনগহনে প্রবেশ করিয়া
কাঁঠাল ও কদলী ফলাদি বিবিধ ফল সংগ্রহ করিয়া রাশিকৃত করিল ।
পরদিন তাহা ভিক্ষুদিগকে প্রদান করিল । পাঁচশত ভিক্ষু তাহা খাইয়া
শেষ করিতে পারিল না । ভোজন কার্য শেষ করার পর শাস্তা পাত্ত-
চীবর গ্রহণ করিয়া নিষ্ক্রমণ করিলেন । হস্তী ভিক্ষুদের অন্তরান্তরে যাইয়া
শাস্তার পুরভাগে প্রস্রাকারে স্থিত হইল ।

“কিং করোতি ভন্তে, নাগো”তি ?

“অয়ং ভিক্ষবে, তুম্হে পেসেত্বা মং নিবত্তেতী”তি ।

অথ নং সথা—“পারিলেয়া, ইদং মম অনিবর্তনীয়গমনং, তব ইমিনা অন্তভাবেন কানং বা বিপন্নং বা মগ্গফলং বা নথি, তিট্ঠ ভ্বং”তি আহ ।

তং স্ত্বা নাগো মুখে সোণ্ডং পঙ্খিপিত্বা রোদন্তো পচ্ছতো পচ্ছতো অগমাসি । সো হি সথারং নিবত্তেতুং লভন্তো তেনেব নিয়ামেন যাবজ্জীবং পটিজ্জেয়্য । সথা পন গামুপচারম্পত্ত্বা— “পারিলেয়া, ইতো পট্ঠায় তব অভূমি, মনুস্সাবাসো সপরিপম্হো, তিট্ঠ ভ্বং”তি আহ । সো রোদমানো তথ্বেব ঠত্বা সথরি চক্কু- পথং বিজহন্তে বিজহন্তে হদয়েন ফলি, তেন কালং কত্বা সথরি

“ভন্তে, হস্তী কি করিতেছে ?”

“ভিক্ষুগণ, হস্তী তোমাদিগকে পাঠাইয়া আমাকে নিবৃত্ত করিতেছে ।”

অতঃপর শাস্তা হস্তীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—“পারিলেয়া, ইহা আমার অনিবর্তনীয় গমন । তোমার এই জন্মে ধ্যান, বিদর্শন বা মার্গফল কিছুই লাভ হইবে না ; তুমি স্থিত হও ।”

তাহা শুনিয়া মহাহস্তী মুখে শুণ্ড প্রবেশ করাইয়া রোদন করিতে করিতে পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমন করিল । হস্তী শাস্তাকে নিবৃত্ত করিতে পারিলে, সেই নিয়মে যাবজ্জীবন সেবা পূজা করিত । শাস্তা গ্রামের উপাচার সীমা প্রাপ্ত হইয়া হস্তীকে কহিল—“পারিলেয়া, এই হইতে তোমার অভূমি, লোকালয় তোমার পক্ষে বিপদ সঙ্কুল, তুমি আর আসিও না ।” সে রোদন পরায়ণ অবস্থায় তথায়ই স্থিত থাকিয়া শাস্তা চক্কুপথের অন্তর্দানের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার হৃদপিণ্ড বিদীর্ণ হইল । ইহাতে তাহার নৃত্য ঘটিল । শাস্তার প্রতি

পসাদেন তাবতিংসভবনে তিঃসয়োজনিকে কনকবিমানে অচ্ছরা-
সহস্রমন্ডে নিবন্তি । পারিলেয়্যক দেবপুত্রো য়েবন্ন নামং অহোসি ।

২১ । সথাপি অনুপুঙ্কেন জেতবনং অগমাসি । কোসম্বিকা
ভিক্ষু সথা কির সাবখিং আগতোতি সুত্বা সথারং খমাপেতুং
তথ অগমংসু । কোসলরাজা তে কির কোসম্বিকা ভণ্ডনকারকা
ভিক্ষু আগচ্ছস্তী'তি সুত্বা সথারং উপসঙ্কমিত্বা “অহং ভন্তে,
তেসং মম বিজিতং পবিসিতুং নদম্মামী”তি আহ ।

“মহারাজ, শীলবস্তা তে ভিক্ষু, কেবলং অশ্রমশ্রমং বিবাদেন
মম বচনং ন গণিহংসু, ইদানি মং খমাপেতুং আগচ্ছন্তি, আগ-
চ্ছন্তু মহারাজা”তি ।

প্রনয়তা হেতু তাবতিংস স্বর্গে ত্রিশ যোজন বিস্তৃত কনকবিমানে
সহস্র দেববালার মধ্যে উৎপন্ন হইল । তাহার নাম লইল ‘পারিলেয়্য-
দেবপুত্র’ ।

২১ । শাস্তা অনুক্ৰমে জেতবনে উপস্থিত হইলেন । কোশলীবাসী ভিক্ষুরা
শুনিতো পাইলেন শাস্তা শ্রাবস্তীতে আসিয়াছেন । তাহারা এই সংবাদ
শুনিয়া শাস্তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবার জন্ত তথায় উপস্থিত হইলেন ।
কোশলরাজ শুনিলেন যে কোশলীবাসী সেই ভেদকারী ভিক্ষুরা আসিতেছেন ।
রাজা এই সংবাদ শুনিয়া শাস্তার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন—“ভন্তে,
আমি তাহাদিগকে আমার রাজ্যে প্রবেশ করিতে দিব না ।”

“মহারাজ, সেই ভিক্ষুরা শীলবান, কেবলমাত্র তাহাদের পরম্পরের
বিবাদ হেতু আমার কথা গ্রহণ করে নাই । তাহারা এখন আমার নিকট
ক্ষমা প্রার্থনার জন্ত আসিতেছে, তাহারা আসুক মহারাজ ।”

অনাথপিণ্ডিকোপি—“অহং তেসং বিহারং পবিসিতুং ন দস্মামী”তি বদ্বা তথৈব ভগবতা পটিক্ষিত্তো তুণহী অহোসি ।

২২ । সাবথিয়ং অনুপ্তানং পন তেসং ভগবা একমন্তে বিবিত্তং কারাপেত্বা সেনাসনং দাপেসি । অপ্রো ভিক্ষু তেহি সন্ধিং নেব একতো নিসীদন্তি ন তিট্ঠন্তি । আগতাগতা সত্তারং পুচ্ছন্তি—“কহং ভন্তে, ভণ্ডনকারকা কোসম্বকা ভিক্ষু”তি ?

সথা—“এতে”তি দস্মেতি ।

তে—“এতে চ এতে কিরা”তি আগতাগতেহি অঙ্গুলিয়া দস্মিয়মানা লজ্জায় সীসং উক্খিপিতুং অসক্কোন্তা ভগবতো পাদ-মূলে নিপজ্জিত্বা ভগবন্তং ধমাপেসুং ।

২৩ । সথা—“ভারিয়ং বো ভিক্ষবে, কত্তং ; তুমেহ নাম

অনাথপিণ্ডিকও আসিয়া ভগবানকে কহিলেন—“আমি তাহাদিগকে বিহারে প্রবেশ করিতে দিব না ।” ভগবান পূর্বের ঞ্চয় প্রত্যাখ্যান করিলে তিনিও নীরব হইলেন ।

২২ । ভগবান শ্রাবস্তী সম্প্রাপ্তে সেই ভিক্ষুগণকে একপ্রান্তে অবকাশ করাইয়া শয়নাসন দেওয়াইলেন । অত্যাণ্ড ভিক্ষুরা তাঁহাদের সহিত একত্রে উঠা-বসা করিলেন না । আগতাগতেরা শাস্তাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন—“ভন্তে, ভেদকারী কোশম্বীবাসী ভিক্ষুরা কোথায় ?”

শাস্তা তাঁহাদিগকে দেখাইয়া দিয়া বলেন—“ইহারা ।”

“ইহারা, ইহারাই” এই বলিয়া তাহাদিগকে অঙ্গুলীর দ্বারা দেখাইতে লাগিল । এই লজ্জায় ভিক্ষুগণ মাথা তুলিতে না পারিয়া ভগবানের পাদ-মূলে পড়িয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন ।

২৩ । শাস্তা কহিলেন—“ভিক্ষুগণ, তোমরা ভারি অত্যাচার করিয়াছ ; তোমরা

মাদিসসম্ভ বুদ্ধস্য সন্তিকে পব্বজিত্বা ময়ি সামগ্গিং করোন্তে মম
 বচনং ন করিথ, পোরাণক পণ্ডিতাপি বহুপ্পত্তানং মাতাপিতুন্নং
 ওবাদং সুহা তেসু জীবিতা বোরোপিয়মানেসুপি তং অনতি-
 ক্কমিত্বা পচ্ছা ধীসু রটেঠেসু রজ্জং কারয়িংসু”তি বহু পুনদেব
 কোসম্বিকজাতকং কথেষা “এবং ভিক্ষবে দীঘায়ুকুমারো মাতা-
 পিতুসু জীবিতা বোরোপিয়মানেসুপি তেসং ওবাদং অনতিক্কমিত্বা
 পচ্ছা ব্রহ্মদত্তস্য ধীতরং লভিত্বা ধীসু কাসিকোসলরটেঠেসু রজ্জং
 কারেসি, তুমেহহি পন মম বচনং অকরোন্তেহি ভারিয়ং কতং”তি
 বহু ইমং গাথমাহ—

“পরে চ ন বিজানন্তি ময়মেথ যমামসে,

য়ে চ তথ বিজানন্তি ততো সম্মন্তি মেধগা”তি । ৬

আমার গায় বুদ্ধের নিকট প্রব্রজ্যা নিয়া, আমি মিলাইবার চেষ্টা করিলে,
 আমার কথা রক্ষা করিলে না। পৌরাণিক পণ্ডিতেরাও বহুদণ্ড প্রাপ্ত
 মাতাপিতার উপদেশ শুনিয়া তাহাদিগকে হত্যা করিলেও, সেই উপদেশ
 অতিক্রম না করিয়া পরে দুই রাজ্যে রাজত্ব করিয়াছিল।” এই বলিয়া
 পুনরায় কৌশলীক জাতক কহিয়া এইরূপ উপদেশ দিলেন—“ভিক্ষুগণ,
 এইরূপে দীর্ঘায়ুকুমার মাতাপিতাকে হত্যা করিলেও, তাহাদের উপদেশ
 অতিক্রম না করিয়া পরে ব্রহ্মদত্তের কন্যা লাভ করিয়া কাশী-কোশল
 রাজ্যদ্বয়ে রাজত্ব করিয়াছিল। তোমরা কিন্তু আমার কথা রক্ষা না করিয়া
 ভারি অগ্রায় করিয়াছ” বলিয়া এই গাথা কহিলেন :—

“মূর্খেরা জানে না কভু ‘আমাদের যে মৃত্যু হবে’,

জানিবে যাহারা তাহা, তদা কলহ সাম্য হবে।” ৬

২৪। তথ “পরেতি” পণ্ডিতে ঠপেহা ততো অশ্রে ভগুনকারকা পরে নাম, তে তথ সজ্জমক্ষে কোলাহলং করোস্তা ময়ং যমামসে উপরমাম নআম সততং সমিতং মচ্চুসন্তিকং গচ্ছামাতি ন জানন্তি ।

“যে চ তথ বিজ্ঞানস্তী”তি—যে তথ পণ্ডিতা ‘ময়ং মচ্চু-সমীপং গচ্ছামা’তি বিজ্ঞানন্তি ।

“ততো সন্মন্তি মেধগা”তি—এবং হি তে জানস্তা যোনিসো মনসিকারং ঊপ্লাদেহা মেধগানং কলহানং বৃপসমায় পটিপজ্জন্তি, অথ নেসং তায় পটিপত্তিয়া তে মেধগা সন্মন্তী’তি ।

২৫। অথ বা “পরে চা”তি পুর্বে ময়া “মা ভিক্ষবে ভগুনং”তি আদীনি বহ্না’ ওবাদিয়মানাপি মম ওবাদন্ত অপটিগাহনেন অমামকা পরে নাম, ‘ময়ং ছন্দাদিবসেন মিচ্ছাগহণং গহেহা এথ সজ্জমক্ষে

২৬। তথায় “পরেরা বা মুর্খেরা”—পণ্ডিতগণ ব্যতীত অন্যান্য কলহ পরায়ণ ব্যক্তিকে পর বলা হয়। তাহারা সজ্জ মধ্যে বিবাদ করিবার সময় জানে না বা মনে করে না ‘আমরা এই সংসারে বিনাশ প্রাপ্ত হই বা সতত মৃত্যুর সম্মুখীন হইতেছি।’

“জানিবে যাহারা তাহা”—তাহাদের মধ্যে যাহারা পণ্ডিত তাহারা জানে যে ‘আমরা মৃত্যুকবলে পতিত হইতেছি।’

“তদা কলহ সাম্য হবে”—এইরূপ জ্ঞাত পণ্ডিতগণ সম্প্রযুক্ত জ্ঞান উৎপন্ন করিয়া কলহ কারীর কলহ উপশম করিবার জন্ত প্রতিপন্ন হয় এবং তাহাদের চেষ্টাতেই কলহের নিবৃত্তি হয়।

২৭। অথবা “পরেরা” এই অর্থে—আমি পুর্বে “ভিক্ষুগণ, বিবাদ করিও না” ইত্যাদি বলিয়া উপদেশ প্রদান করিলেও আমার উপদেশ গ্রহণ না করিয়া উপেক্ষা করা বা মমতাহীন, বলিয়া ‘পর।’ ‘আমরা ছন্দাদির বশীভূত হইয়া মিথ্যা পথ অবলম্বন করিয়া, আমরা চিরকাল ইহ-সংসারে

যমামসে ভগুনাদীনং বুদ্ধিয়া বায়মামা'তি ন বিজানন্তি, ইদানি
 পন যোনিসো পচবেক্ষমানা তথ তুমহাকং অন্তরে যে পণ্ডিত-
 পুরিসা 'পূর্বে ময়ং চন্দাদিবসেন বায়মস্তা অয়োনিসো পটিপন্ন্য'তি
 বিজানন্তি, ততো তেসং সন্তিকা তে পণ্ডিতপুরিসে নিদ্রায় ইমে
 ইদানি কলহসংখাতা মেধগা সন্মস্তী"তি অয়মেথ অথোতি ।

গাথা পরিয়োসানে সম্পত্তভিক্কু সোতাপত্তি ফলাদীশু
 পতিট্ঠহিংসৃতি ।



ধাকিব না তাহা না জানিয়া, সজ্ব মধ্যে কলহাদি বুদ্ধির জন্ম চেষ্টা
 করিতেছি' বলিয়া তাহা জানে না, এখন কিন্তু তোমাদের মধ্যে যাহারা
 পণ্ডিত তাহারা সম্প্রযুক্ত জ্ঞানে প্রত্যবেক্ষণ করিতে জানিতেছে যে 'আমরা
 পূর্বে অসম্প্রযুক্ত জ্ঞানে চন্দাদিবশে বিবাদে ব্যাপৃত হইয়া গর্হিত কার্য
 করিয়াছি এবং এখন সেই সকল পণ্ডিতের কারণেই তাহারা এই কলহ
 হইতে নিবৃত্ত হইয়াছে।"

গাথা বলা শেষ হইলে উপস্থিত ভিক্ষুগণ স্রোতাপত্তি ফলাদি লাভ
 করিয়াছিলেন।



চুলকাল মহাকাল বথু । ৬

১। “সুভানুপজিঃ বিহরন্তুঃ”তি ইমং ধর্ম্মদেশনং সখা সেত-
ব্যনগরং উপনিষায় বিহরন্তো চুলকাল মহাকালে আরবু কথেসি ।

২। সেতব্য বাসিনো হি চুলকালো মঞ্জিমকালো মহা-
কালোতি তয়ো ভাতরো কুটুম্বিকা । তেহু জ্যেষ্ঠকণিষ্ঠা দিসাসু
বিচরিত্বা সকটেহি ভণ্ডং আহরন্তি । মঞ্জিমকালো আভতং
বিক্রিণাতি । অথেকস্মিঃ সময়ে তে উভোপি ভাতরো পঞ্চহি
সকটসতেহি নানাভণ্ডং গহেত্বা সাবথিং গম্ব্বা সাবথিয়া চ জেতবনম্

চুলকাল-মহাকালের উপাখ্যান । ৬

১। “বিহরণ করে যেবা বাহ্য শোভা করি নিরীক্ষণ”—এই ধর্ম্মদেশনা
শাস্তা সেতব্য নগরের উপনিষয়ে বাস করিবার সময় চুলকাল ও মহাকালের
কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন ।

২। চুলকাল, মেজকাল ও মহাকাল তিন ভাই সেতব্যবাসী কুটুম্বিক,
তাহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ আর কনিষ্ঠ দুই ভাই দেশদেশান্তরে বিচরণ করিয়া
গাড়ীর দ্বারা পণ্য আহরণ করিত । মেজকাল সংগৃহীত পণ্য বিক্রয় করিত ।
এক সময় তাহারা দুই ভাই পাঁচশত গাড়ীতে বিবিধ পণ্য বোঝাই
করিয়া শ্রাবস্তী অভিমুখে গিয়াছিল এবং শ্রাবস্তী নগর ও জেতবনের

চ অন্তরে সকটানি মোচয়িঃসু । তেহু মহাকালো সায়ণহসময়ে
 মালাগন্ধাদি হথে সাবখিবাসিনো অরিয়সাবকে ধর্মসবণথায়
 গচ্ছন্তে দিম্বা “কুহিং ইমে গচ্ছন্তী”তি পুচ্ছিত্বা তমথং স্ত্বত্বা “অহম্পি
 গমিষ্যামী”তি চিস্তেত্বা কণিট্টং আমন্তেত্বা “তাত, সকটেহু অগ্নমত্তো
 হোহি, অহং ধম্মং সোতুং গচ্ছামী”তি বত্বা গত্ত্বা তথাগতং
 বন্দিত্বা পরিসপরিয়ন্তে নিসীদি । সথা তং দিম্বা তস্ম
 অস্মাসয়বসেন আনুপুস্বিকথং কথেষ্টো দুস্বস্বক্ক . স্ত্বত্বাদিবসেন
 অনেক পরিয়ায়েন কামানং আদীনবং ওকারং সংকিলেসং চ
 কথেসি । তং স্ত্বত্বা মহাকালো “সব্বং কির পহায় গচ্ছব্বং,
 পরলোকং গচ্ছন্তুং নেব ভোগা ন এণাতয়ো অনুগচ্ছন্তি, কিম্মে
 ঘরাবাসেন ? পব্বজিষ্যামী”তি চিস্তেত্বা মহাজনে ভগবন্তুং বন্দিত্বা

মধ্য পথে গাড়ী খুলিয়াছিল । মহাকাল সন্ধ্যার সময় দেখিল, শ্রাবস্তীবাণী
 আৰ্য্যশ্রাবকেরা ফুলের মালা ও গন্ধ দ্রব্যাদি হস্তে লইয়া ধর্ম শ্রবণের জন্ত
 যাইতেছেন । সে জিজ্ঞাসা করিল—“ইহারা কোথায় যাইতেছেন” ধর্ম
 শ্রবণের জন্ত যাইতেছেন শুনিয়া “আমিও যাইব” এই চিন্তা করিয়া
 কনিষ্ঠকে ডাকিয়া কহিলেন—“গাড়ীগুলি ভালরূপে দেখিও ভাই, আমি
 ধর্ম শুনিতে যাইব ।” এই বলিয়া, গিয়া তথাগতকে দর্শন ও বন্দনা
 করিলেন এবং পরিষদের একপ্রান্তে উপবেশন করিলেন । শাস্তা তাহাকে
 দেখিয়া তাহার অধ্যায় অনুসারে দান-শীলাদির কথা বলিতে বলিতে দুঃখ-
 স্বক্ক স্ত্বত্বাদির অবতারণা করিয়া অনেক পর্যায়ে কামের কুলল, অপকারিতা
 ও সংক্লেপের বিষয় কহিলেন । তাহা শুনিয়া মহাকালের মনে ভাবের
 উদয় হইল—“তাইত ! সব ছাড়িয়া যাইতে হইবে, পরলোকে যাইতে ভোগ-
 সম্পদ বা জ্ঞাতি-বন্ধু কেহ সঙ্গে বায় না । তবে আমার গৃহবাসে প্রয়োজন
 কি ? আমি প্রব্রজিত হইব ।” সকলে ভগবানকে বন্দনা করিয়া

পক্বে সখারং পক্বে যচিহা “নখি তে কোচি অপলোকে-
তবেহা”তি বুভে—

“কণিঠে মে অখি ভবে”তি ।

“অপলোকেহি নং”তি বুভে—

“সাধু ভবে”তি গম্বা “তাত, ইমং সৰং সাপতেয়ং
পটিপজ্জা”তি আহ ।

“তুমেহ পন ভাভিকা”তি ।

“অহং সখু সস্তিকে পক্বেজ্জামী”তি ।

সো ৩ তং নানপকারেহি যচিহা নিবভেতুং অসকোন্তো “সাধু সামি,
যথাসময়ং করোথা”তি আহ ।

৩ । মহাকালো গম্বা সখু সস্তিকে পক্বেজ্জি । “অহং ভাভিকং গহেহাব
উপক্বেজ্জামী”তি চুলকালোপি পক্বেজ্জি । অপরভাগে মহাকালো

চলিয়া গেলে তিনি শাস্তার নিকট যাইয়া প্রব্রজ্যা যাজ্ঞা করিলেন । ভগবান
বলিলেন—“অনুমতি নেওয়ার মত কি তোমার কেহ নাই ?”

“ভবে, আমার কনিষ্ঠ আছে ।”

“তাহার সন্মতি নিয়া আস ।”

“সাধু ভবে,” তিনি যাইয়া কনিষ্ঠকে কহিলেন—“ভাই, তুমি এই
সম্পত্তি গ্রহণ কর ।”

“আপনি দাদা ?”

“আমি শাস্তার কাছে প্রব্রজ্যা নিব ।”

সে তাঁহাকে নানা প্রকারে চেষ্টা করিয়াও নিবৃত্ত করিতে না পারিয়া
কহিল—“ভাল, আপনার বাহা ইচ্ছা করুন ।”

৩ । মহাকাল যাইয়া শাস্তার নিকট প্রব্রজিত হইলেন । চুলকাল
ভাবিল— “আমি দাদাকে ফিরাইয়াই প্রব্রজ্যা ত্যাগ করিব” এই
চিন্তা করিয়া সেও প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিল । কিছুদিন পরে মহাকাল

উপসম্পদং লভিত্বা সখারং উপসংকমিত্বা সাসনে কতি ধুরানীতি
পুচ্ছিত্বা সখারা দ্বীশ্বপি ধুরেশু কথিতেশু “অহং ভন্তে, মহল্লক-
কালে পবজিততা গম্বধুরং পূরিতুং ন সক্ষিমাণি, বিপশ্যনা ধুরম্পন
পূরেআমী”তি যাব অরহস্তা কস্মট্টানং কথাপেহা সোসানিক
ধৃতঙ্গং সনাদায় পঠমধামাতিকমে সবেষু নিদ্রং ওকন্তেষু সুসানং
গস্তা পচুসকালে সবেষু অনুটঠিতেশু য়েব বিহারং আগচ্ছতি ।

৪ । অথেকা সুসানগোপিকা কালী নাম ছবডাহিকা খেরস
ঠিতট্টানং নিসিন্নট্টানং চক্ষমগট্টানং চ দিস্বা “কো মুখো ইধাগচ্ছতি
পরিগণিহামি নং”তি । পরিগণিতুং অসকোন্তি একদিবসং সুসান
কুটিকায়মেব দীপং জালেহা পুতধীতরো আদায় গস্তা একমন্তে
নিলীনা মক্ষিময়ামে খেরং আগচ্ছন্তুং দিস্বা গস্তা বন্দিহা, “অয়ো
নো ভন্তে, ইমস্মিং ঠানে বিহরতী ?”তি আহ ।

উপসম্পদা লাভ করিয়া শাস্তার নিকট গিয়া শাসনে কয়টি ধুর জ্ঞানিতে চাহি-
লেন । শাস্তা ধুর দুইটি সম্বন্ধে কহিলেন । মহাকাল তাহা শুনিয়া কহিলেন—
“ভন্তে, আমি বৃদ্ধ বয়সে প্রব্রজিত হইয়াছি, তাই গ্রম্বধুর পূর্ণ করিতে
পারিব না, বিদর্শন ধুর মাত্র পূর্ণ করিব ।” তিনি অরহস্ত লাভের কস্ম-
স্থান পর্য্যন্ত ভাবনীয় বিষয়ে উপদেশ নিয়া আশানিক ধৃতঙ্গ গ্রহণ করিলেন ।
তিনি রাত্রির প্রথম ঘামের পর সকলে নিদ্রিত হইয়া পড়িলে আশানে
যাইতেন এবং প্রত্যবে কেহ গাত্রোখান করিবার পূর্বেই বিহারে আসিতেন ।

৪ । অরহস্তর আশান রক্ষিকা কালীনামী শবডাহিকা স্ববিরের স্থিতি,
উপবেশন ও চক্ষুঃমণের নিদর্শন দেখিয়া ভাবিল—“কে এখানে আসে ?
তাহাকে ধরিব ।” সে তাহাকে ধরিতে না পারিয়া একদিন আশান কুটীরে
প্রদীপ জালিয়া ছেলে-মেয়ে সহ আশানে গিয়া একপ্রান্তে লুকাইয়া রহিল ।
মধ্যম ঘামে স্ববিরকে আসিতে দেখিয়া অগ্রসর হইয়া বন্দনা পূর্বক কহিল—
“আমাদের আর্ঘ্য ! ভন্তে, আপনি এখানে বিহার করেন কি ?”

“আম উপাসিকে”তি ।

“ভন্তে, সূসানে বিহরন্তেহি নাম বন্তং উগ্গণিতুং বটুতী”তি ।

খেয়ো—“কিং পন ময়ং তয়া কথিতবন্তে বন্তিগ্গামা”তি

অবস্থা “কিং কাতুং বটুতি উপাসিকে”তি আহ ।

“ভন্তে, সোসানিকেহি নাম সূসানে বসনভাবো সূসানগোপ-
কানং চ বিহারে মহাথেরস চ গামভোজকস চ কথিতুং বটুতী”তি ।

“কিং কারণা”তি ?

“কতকস্মা চোরা সামিকেহি পদানুপদং অনুবন্ধা সূসানে
ভগ্নকং ছডেত্বা পলায়ন্তি । অথ মনুস্মা সোসানিকানং পরিপস্থং
করোন্তি, এতেসং পন কথিতে ‘ময়ং ইমস ভদন্তস এন্তকং নাম
কালং এথ বসনভাবং জানাম, অচোরো এসো’তি উপদ্ববং নিবা-
রেন্তি, তস্মা এতেসং কথিতুং বটুতী”তি ।

“ই উপাসিকে ।”

“ভন্তে, শ্মশানে থাকিতে গেলে কয়টি নিয়ম মানিয়া চলিতে হয় ।”

স্ববির—“তোমার আবার কি নিয়ম পালন করিব ?” এইরূপ না
বলিয়া কহিলেন—“কি করিতে হইবে উপাসিকে ?”

“ভন্তে, শ্মশানিক অঙ্গ রক্ষা কারীদের শ্মশান বাসের কথা শ্মশান
রক্ষীদের, বিহারের মহাস্ববিরকে ও গ্রামের প্রধান ব্যক্তিকে বলিতে হয় ।”

“কারণ কি ?”

“গহস্থেরা চোরের অনুসরণ করিলে চোরেরা চোরাই মাল শ্মশানে
ফেলিয়া পলায়ন করে, অতঃপর লোকেরা আসিয়া শ্মশান বাসীকে হস্তগত
করে, ইহাদিগকে বলিয়া রাখিলে, ইহারা বলিবে—‘আমরা জানি ইনি
এতকাল যাবৎ এইখানে বাস করিতেছেন, ইনি চোর নহেন।’ তাহাতে
উপদ্বব বারণ হইবে, তাই ইহাদিগকে বলিতে হয় ।”

“অপ্রঃ কিং কাতবঃ”তি ।

“ভস্তু, শ্মশানে বসন্তেন নাম অয়েন মংসপিঠকপল্লা-
দীনি বজ্জতবানি, দিবা ন নিদায়িতবঃ, কুসীতেন ন ভবিতবঃ,
আরদ্ধবিরিয়েন অসঠেন অমায়াবিনা হুহা কল্যাণকাসয়েন বসিতবঃ,
সায়ং সবেসু শ্বন্তেষু বিহারতো আগন্তবঃ, পচ্চসকালে সবেসু
অনুচ্ঠিতেষু য়েব বিহারং গন্তবঃ । সচে ভস্তু, অয়ে্যা ইমস্মিং
ঠানে এবং বিহরন্তো পবজিতকিচ্চং মথকং পাপেতুং সন্ধিঅতি,
সচে মতসরীরং আনেহা ছডেস্তি, অহং কন্ডলকূটাগারং আরোপেহা
গন্ধমালাদীহি সকারং কহা সরীরকিচ্চং করিআমি ; নোচে সন্ধি-
অতি চিতকং জালেহা সংকুনা আকডিতহা বহি ষিপিহা করসুনা
কোটেহা খণ্ডাখণ্ডিকং ছিন্দিহা অগ্নিমিহ পন্ধিপিত্বা ঝাপেআমী”তি
আহ ।

“আর কি করিতে হয় ?”

“ভস্তু, শ্মশানে বাস করিতে গেলে মাংস ও পিঠা খাইতে
নাই, দিনে ঘুমাইতে নাই, আলস্য ত্যাগ করিতে হয়, উৎসাহী, অশঠ
ও অকপট হইতে হয়, কল্যাণকামী হওয়া চাই, রাত্রিতে সকলে ঘুমাইলে
বিহার হইতে আসিতে হয়, সকালে কেহ ঘুম হইতে উঠিবার আগে বিহারে
খাইতে হয় । যদি ভস্তু আর্ষ্য, এখানে এইভাবে থাকিয়া প্রব্রজ্যা কশ্মে
ফলবান হইতে পারেন, তাহা হইলে মরা আনিয়া ফেলিলে, আমি কন্ডল-
কূটাগারে রাখিয়া ফুলের মালা ও গন্ধদ্রব্যে সৎকার করিয়া শরীরকৃত্য
করিব । আর আপনি যদি তাহা না পারেন চিতা জালিয়া শঙ্কু দিয়া
টানিয়া বাহিরে ফেপণ করিব, এবং কুড়ালির দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়া
কাটিব, তৎপর আগুনে প্রক্ষেপ করিয়া পুড়িয়া কেলিব ।”

অথ নং খেরো—“সাধু ভদ্রে, একং পন রূপারম্মং দিস্বা মযহং কথ্যেসী”তি আহ।

সা—“সাধু”তি সম্পটিচ্ছি।

৫। খেরো যথাঙ্কাসয়েন সুসানে সমগধম্মং করোতি। চুলকালখেরো পন উট্টায় সমুট্টায় ঘরঘারং চিস্তেতি, পুত্তদারং অনুস্মরতি “ভাতিকো মে অতিভারিয়ং কস্মং করোতী”তি চিস্তেতি। অথেকা কুলধীতা তস্মুহুতসমুট্টিতেন ব্যাধিনা সায়গহসময়ে অমিলাতা অকিলন্তা কালমকাসি। তমেনং এগাতকাদয়ো দারুতেলাদীহি সন্ধিং সায়ং সুসানং নেত্বা সুসানগোপিকায় “ইমং কাপেহী”তি ভতিং দত্বা নিয়্যাদেত্বা পকমিংসু। সা তস্মা পারুতবখং অপনেত্বা তং মুহুতমতং পীগিতপীগিতং সুবর্ণবর্ণং সরীরং দিস্বা

স্ববির তাহাকে কহিলেন—“সাধু ভদ্রে, একটি সুরূপ মৃত-শরীর দেখিলে আমাকে বলিও।”

শ্মশান রক্ষিকা—“ভাল, তাহাই হইবে” বলিয়া সাধু মানিল।

৫। স্ববির ইচ্ছানুরূপ শ্মশানে গিয়া শ্রমণ ধর্ম আচরণ করিতে লাগিলেন। চুলকাল স্ববির উঠিতে বসিতে ঘরবাড়ীর কথা চিন্তা করেন, স্ত্রী-পুত্রের কথা স্মরণ করেন। আরও তিনি ভাবেন—“আমার দাদা গুরুভার বহন করিতেছেন।”

একদিন কোন এক গৃহস্থের কণা মুহূর্তমাত্র পীড়িত হইয়া সায়াহ্ন সময়ে অন্নান, অক্রান্ত হইয়াই প্রাণ ত্যাগ করিল। তাহাকে তাহার জাতি-বন্ধুরা কাঠ ও তৈল ইত্যাদির সহিত সায়ংকালে শ্মশানে নিয়া গিয়া শ্মশান রক্ষিকাকে দিয়া কহিল—“একে পোড়াও।” এই বলিয়া তাহারা তাহাকে মজুরী চুকাইয়া দিয়া প্রস্থান করিল। সে শবের বস্ত্রাবরণ অপসারিত করিয়া তস্মুহুর্তে মৃত পীনপীনে সুবর্ণবর্ণ শরীর দেখিয়া

“ইমং অয্য্য দম্মেতুং পতিরূপং আরম্মণং”তি চিন্তেহা গম্মা থেরং বন্দিহা “এবরূপং নাম আরম্মণং অথি ওলোকেথ অয়্যা”তি আহ ।

৬ । থেরো “সাধু”তি গম্মা পারূপনং হরাপেহা পাদতলতো যাব কেসগা ওলোকেহা “অতি পীগিতমেতং রূপং সুবল্লবল্লং, অগ্গিমিহ নং পক্কিপিহা মহাজ্জালাহি গহিতমত্তকালে মযহং আরোচেয়্যাসী”তি বহা সর্কট্টানমেব গম্মা নিসীদি । সা তথা কহা থেরম্ম আরোচেসি । থেরো আগম্মা ওলোকেসি, জ্জালায় পহট পহটট্টানং কবরগাবিয়া বিয় সরীরবল্লং অহোসি, পাদা নমিত্তা ওলম্মিংসু, হথা পতিকুটিংসু, নলাটং নিচ্চম্মমহোসি । থেরো “ইদং সরীরং ইদানেব ওলোকেস্তানং অপরিয়ত্তিকরং হীহা ইদানেব খয়ং পত্তং বয়ং পত্তং”তি রত্তিট্টানং গম্মা নিসীদিহা খয়-বয়ং সম্পন্নমানো ঃ—

ভাবিল—“এইটি আর্ধ্যকে দেখাইবার মত আলম্বন বটে ।” সে গিয়া স্থবিরকে বন্দনা করিয়া কহিল—“ভক্তে, এইরূপ আলম্বন আসিয়াছে, দেখিয়া যান ।”

৬ । স্থবির “সাধু” বলিয়া যাইয়া বস্ত্রাবরণ অপসারিত করাইলেন এবং পাদতল হইতে কেশাগ্র পর্য্যন্ত অবলোকন করিয়া কহিলেন—“এমন পীন্পীনে সুবর্ণবর্ণ রূপ, ইহাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া যখন প্রবল অগ্নিশিখা ছড়াইয়া ধরিবে তখন আমাকে বলিও ।” স্থবির এই বলিয়া স্থানে গিয়া উপবেশন করিলেন । সে তক্রূপ করিয়া স্থবিরকে জানাইল । স্থবির আসিয়া দেখিলেন, শরীরের স্থানে স্থানে অগ্নিজ্বালা লাগিয়া সেই স্বর্ণ-কান্তি দেহ চিত্র-বিচিত্র গাভীর শ্রায় হইয়াছে, পদযুগল নমিত হইয়া বুলিয়া রহিয়াছে, হস্তদ্বয় বক্র হইয়াছে, ললাট নিশ্চর্ম হইয়াছে । স্থবির ভাবিলেন—“এই শরীর এখনই অপর্ধ্যাপ্ত-দর্শন ছিল, আবার এখনই ক্ষয় প্রাপ্ত, ব্যয় প্রাপ্ত হইল ।” এই চিন্তা করিতে করিতে ‘রাত্রিস্থানে’ গিয়া উপবেশন করত ক্ষয়-ব্যয় সন্দর্শন করিতে করিতে বলিয়া উঠিলেন ঃ—

“অনিচ্চা বত সঙ্ঘারা উদ্ধাদবয়ধশ্মিনো,
উদ্ধজ্জিহ্বা নিরুচ্ছান্তি তেসং বৃপসমো সুখো”তি ।

গাথং বহা বিপজ্জনং বড্ভেহা সহ পটিসত্তিদাহি অরহত্তং পাপুণি ।
তশ্মিং অরহত্তং পন্তে সখা ভিক্ষুসজ্জপরিবৃত্তো চারিকং চরমানো-
সেতব্যং গম্বা সিংসপাবনং পাবিসি । চুলকালস্শ ভরিয়ায়ো সখা
কির অনুপ্ততোতি সুহা “অমহাকং স্শামিকং গণিহ্ছামা”তি পেসেহা
সখারং নিমত্তাপেসুং ।

১৭ । বুদ্ধানং পন অপরিচিতঠানে আসনপঞ্জস্তিং আচিচ্ছকেন
একেন ভিক্ষুনা পঠমত্তরং গম্বুং বট্ঠতি । বুদ্ধানং হি মচ্ছিমঠানে
আসনং পঞ্জাপেহা তথ দক্ষিণতো সারিপুত্তথেরস্শ বামতো মহানোগ-

“উদয়-বিলায়-ধর্মী, হায়! অনিত্য সংস্কার,
জনমে, নিরোধ পায়, উপশমে সুখ তা'র ।

এই গাথা বলিয়া স্ববির বিদর্শন বর্দ্ধিত করিয়া প্রতিসত্তিদার সহিত অরহত্ত
প্রাপ্ত হইলেন । তাঁহার অরহত্ত প্রাপ্তির পর ভগবান ভিক্ষুসজ্জ পরিবৃত্ত হইয়া
দেশ ভ্রমণ করিতে করিতে খেতব্যে গিয়া শিংগপা বনে প্রবেশ করিলেন ।
চুলকালের স্ত্রীরা শাস্তা আসিয়াছেন শুনিয়া “আমাদের স্বামীকে ধরিব”
এই মতলবে লোক পাঠাইয়া শাস্তাকে নিমন্ত্রণ করিল ।

১৭ । বুদ্ধের অপরিচিত স্থানে কিরূপভাবে আসন বিছাইতে হইবে
তাহা বলিবার জন্ম একজন ভিক্ষুকে আগে যাইতে হয় । বুদ্ধের আসন
মধ্যে দিতে হয়, তাঁহার দক্ষিণে সারিপুত্র স্ববিরের, বামে মহামোদগল্লায়ন

লানথেরঙ্গ চ ততো পঠায় উভোসু পশ্বেসু ভিক্ষুসঙ্ঘস
 আসনং পঞ্জাপেতকং হোতি । তস্মা মহাকালথেরো চীবরপারু-
 পনট্টানে ঠত্বা “হং পুরতো গস্ত্বা আসনপঞ্জপ্তিং আচিক্খা”তি
 চুলকালং পেসেসি । তস্ম দিট্টকালতো পঠায় গেহজনা তেন
 সন্ধিং পরিহাসং করোস্তা নীচাসনানি সঙ্ঘথেরকোটিয়ং অথরন্তি,
 উচ্চাসনানি সঙ্ঘনবককোটিয়ং । ইতরো “মা এবং করোথ
 নীচাসনানি উপরি মা পঞ্জাপেথ, উচ্চাসনানি হেট্টা”তি আহ ।
 ইথিয়ো তস্ম বচনং অসুগন্তিয়ো বিয় “হং কিং করোস্তো বিচ-
 রসি ? কিং তব আসনানি পঞ্জাপেতুং ন বটুতি ? হং কং
 আপুচ্ছিত্বা পম্বজিতো ? কেন পম্বজিতোসি ? কস্মা ইধাগতোসী”তি
 বহা নিবাসনপারুপনং অচ্ছিন্দিত্বা সেতকানি নিবাসেত্বা সীসে
 মালাচুস্বটকং ঠপেত্বা “গচ্ছ সথারং আনেহি, ময়ং আসনানি

স্ববিরের, তাহার উভয় পার্শ্বে ভিক্ষুসঙ্ঘের আসন দিতে হয় । সেই ক্ষণে মহাকাল
 স্ববির চীবর পরিধানের স্থানে থাকিয়া “তুমি আগে যাইয়া কিরূপভাবে
 আসন দিতে হইবে তাহা বলগে” এই বলিয়া চুলকালকে পাঠাইয়া দিলেন ।
 তাঁহাকে দেখিয়া অবধি বাড়ীর লোকজনেরা তাঁহার সহিত পরিহাস করিয়া
 নীচাসনসমূহ সঙ্ঘস্ববিরের আসন স্থানে এবং উচ্চাসনসমূহ সঙ্ঘনবকের
 আসন স্থানে সজ্জিত করিতে লাগিল । চুলকাল কহিলেন—“এমন করিও
 না, উচ্চাসন নীচে, নীচাসন উপরে দিও না । তাঁহার ক্রীগণ যেন তাঁহার
 কথা শুনে নাই এমন ভাবে কহিল—“তুমি কি করিতেছ ? তোমার কি
 আসন বিছাইতে নাই ? তুমি কাহাকে বলিয়া শ্রমণ হইয়াছ ? কে তোমাকে
 শ্রমণ করাইয়াছে ? কেন এখানে আসিয়াছ ? ইত্যাদি বলিয়া পরিধেয়
 ও উত্তরীয় বসন ছিনাইয়া লইল এবং খেত বস্ত্র পরাইয়া মস্তকে মালা-
 মুকুট স্থাপিত করিয়া কহিল—“যাও, শাস্ত্রাকে নিরা আস, আমরা আসন

পশ্রোপেআমা”তি পহিগিংসু ।

৮ । ন চিরং ভিক্ষু ভাবে ঠহা অবশিকাব উল্লবজিতা লজ্জিতুং
ন জানন্তি, তস্মা সো তেনাকপ্পেন নিরাসংকোব গত্ত্বা বন্দিহা
বুদ্ধপমুখং ভিক্ষুসঙ্ঘং আদায় আগতো । ভিক্ষুসঙ্ঘস্য পন ভত্তকিচ্চা-
বসানে মহাকালস্য ভরিয়ায়ো “ইমাহি অন্তমো সামিকো গহিতো,
ময়ম্পি অমহাকং সামিকং গণিহামা”তি চিন্তেহা পুন দিবসথায়
নিমন্তয়িংসু । তদা পন আসন পশ্রোপনথং অশ্রেণা ভিক্ষু অগমাসি ।
তা তস্মিংখণে ওকাসং অলভিত্বা বুদ্ধপমুখং ভিক্ষুসঙ্ঘং নিসীদাপেহা
ভিক্ষু অদংসু । চুলকালস্য পন বে ভরিয়ায়ো, মজ্জিমকালস্য
চতম্মো, মহাকালস্য অট্ট । ভিক্ষুসঙ্ঘেহি ভত্তকিচ্চং কাতুকামা
নিসীদিহা ভত্তকিচ্চং অকংসু । বহি গম্বুকামা উট্টায় অগমংসু ।

পাতিয়া দিতেছি।” এই বলিয়া তাহাকে পাঠাইয়া দিল ।

৮ । দীর্ঘকাল ভিক্ষুভাবে না থাকাতে অবশ্যই প্রব্রজ্যা ত্যাগীরা লজ্জা
বোধ করে না । তাই সে সেই বশেই নিরাশঙ্কের ঞ্চার গিয়া বুদ্ধ প্রমুখ
ভিক্ষুসঙ্ঘকে বন্দনা করিয়া তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া গেল । মহাকালের
স্ত্রীরা তাবিল—“ইহারা এদের স্বামীকে নিয়েনিল, আমরা ও আমাদের স্বামীকে
নিয়ে নিব ।” ভিক্ষুসঙ্ঘের ভোজনকৃত্য শেষ হইলে পরদিবসের জন্ত তাঁহা-
দিগকে নিমন্ত্রণ করিল । সেইদিন আসন বিত্যান দেখাইবার জন্ত অন্ত
ভিক্ষু আসিলেন । তাহারা তখন সুযোগ না পাইয়া বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে
বসাইয়া ভিক্ষা দান করিল । চুলকালের দুই স্ত্রী, মধ্যমকালের চারিজন
ও মহাকালের আটজন স্ত্রী । বাহারা ভিক্ষুসঙ্ঘের সহিত বসিয়া
ভোজন করিতে চাহিলেন তাঁহারা সেখানে বসিয়া ভোজন করিলেন ।
বাহারা বাহিরে যাইতে চাহিলেন তাঁহারা উঠিয়া চলিয়া গেলেন ।

সখা পন নিসীদিহা ভক্তকিচ্চং করি । তন্ম ভক্তকিচ্চ পরিয়োসানে তা ইথিয়ো “ভক্তে, মহাকালো অমহাকং অনুমোদনং কহা আগচ্ছিঅতি, তুম্হে পুরতো গচ্ছথা”তি বদিংসু । সখা “সাধু”তি বহা পুরতো অগমাসি ।

৯ । গামঘারং পহা ভিক্ষুসজ্জো উজ্জায়ি—“কিং নামেতং সখারা কতং, এত্বা মুখো কতং উদাত্ত অজ্ঞানিত্বাতি । হীয়ো চুলকালম্ পুরতো গতত্তা পব্বজ্জন্তুরায়ো জাতো, অজ্জ অপ্রম্ম পুরতো গতত্তা অস্তুরায়ো নাহোসি, সখা মহাকালং নিবত্তেহা আগতো, সীলবা খো পন ভিক্ষু আচারসম্পন্নো, করিঅন্তি মুখো তন্ম পব্বজ্জন্তুরায়ং”তি ?

১০ । সখা তেসং বচনং সুহা ঠিতো “কিং কথ্বেথ ভিক্ষবে ?”তি পুচ্ছি । তে তমথং আরোচেসুং ।

শাস্তা সেখানে বসিয়াই ভোজনকৃত্য সমাপন করিলেন । তাঁহার ভোজন হইলে মহাকালের জীরা কহিল—“ভক্তে, মহাকাল স্ববির আমাদের দানানুমোদন করিয়া আসিবেন, আপনি আগে যান ।” শাস্তা “সাধু” বলিয়া আগে চলিয়া গেলেন ।

৯ । ভিক্ষুগণ গ্রামবারে উপনীত হইয়া কাণাঘূষা করিতে লাগিলেন— “শাস্তা একি করিলেন ? জানিয়া করিলেন ? না, না জানিয়া করিলেন ? গতকল্য আগে গিয়া চুলকালের প্রব্রজ্যার অস্তুরায় হইয়াছিল । অদ্য অথু ভিক্ষু আগে গিয়াছিল বলিয়া (মহাকালের) অস্তুরায় হইতে পারে নাই । শাস্তা মহাকালকে রাখিয়া আসিলেন । এই ভিক্ষু কিন্তু শীলবান, আচার সম্পন্ন, তাঁহার প্রব্রজ্যার অস্তুরায় করিবে না কি কে জানে ?”

১০ । শাস্তা তাহাদের কথা শুনিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন— “ভিক্ষুগণ, কি বলিতেছ ?” তাহারা তাহা বলিলে শাস্তা কহিলেন :—

“কিং পন তুমেহ ভিক্ষবে চুলকালং বিয় মহাকালং সন্নক্বেথা”তি ?

“আম ভন্তে, তন্ম হি দে পজাপতিয়ো, ইমন্ম অট্ট। অট্টহি পরিষ্খিপিত্তা গহিতো কিং করিষ্খতি ভন্তে”তি ?

সখা—“মা ভিক্ষবে, এবং অবচুখ, চুলকালো উট্টায় সমুট্টায়
সুভারম্মণ বহুলো বিহরতি, পপাততটে ঠিত দুব্বলরুক্ষসদিসো।
ময়হং পন পুত্তো মহাকালো অসুভবিহারী ঘনসেলপক্বতো বিয়
অচলো”তি বত্তা ইমা গাথা অভাসি :—

“সুভামুপম্মিং বিহরন্তং ইন্দ্রিয়েসু অসংবুতং,
ভোজনমিহ অমত্তশ্ৰুং কুসীতং হীনবীরিয়ং,
তং বে পসহতি মারো বাতো রুক্ষংব দুব্বলং।” ৭

“ভিক্ষুগণ, তোমরা কি মহাকালকে চুলকালের স্তায় মনে কর ?”

“হাঁ ভন্তে, ওর দুই স্ত্রী, এ’র আট স্ত্রী। আটজনে পরিবেষ্টন
করিয়। ধরিলে কি করিবে ভন্তে ?”

শাস্তা কহিলেন—“ভিক্ষুগণ, এমন বলিও না। চুলকাল উট্টিতে
বসিতে সবসময়ে শোভনালম্বন বহুল হইয়া বিহার করে, দে প্রপাততটে
স্থিত দুব্বল বৃক্ষ সদৃশ। আমার পুত্র মহাকাল অশোভনদর্শী ঘনশৈল পক্বতের
স্তায় অচল।” ইহা বলিয়া শাস্তা এই গাথাবয় ভাষণ করিলেন :—

“বিহরণ করে যেন বাহু শোভা করি নিরীক্ষণ,

ছয় ইন্দ্রিয়ে অসংযত,

মাত্রাহীন ভোজনে রত,

অলস উগ্ৰমহীন যার অচরণ

বাত্যাহত তরু প্রায় মার তারে করে বিনাশন।” ৭

“অনুভানুপঙ্গিঃ বিহরন্তঃ ইন্দ্রিয়েনু স্তসংবৃতঃ,
ভোজনমিহ চ মদপ্রুঃ সন্ধঃ আরক বীরিয়ং,
তং যে নগ্নসহতি মারো বাতো সেলংব পবতং”তি । ৮

১১ । তথ—“সুভানুপঙ্গিঃ বিহরন্তঃ”স্তি স্তভং অনুপঙ্গন্তঃ.
ইট্টারম্মণে মানসং বিঅজেজ্জ্বা বিহরন্তঃ’তি অখো । যো হি পুঙ্গলো
নিমিত্তগাহঃ অনুব্যঞ্জনগাহঃ গণহন্তো নখা সোভনাতি গণহাতি,
অঙ্গুলিয়ো সোভনাতি গণহাতি, হৃৎপাদ, জজ্বা, উরু, কটি, উদরং,
থনা, গীবা, ওট্টা, দস্তা, মুখং, নাসা, অক্ষীনি, কণা, ভমুকা, নলাটিং,
কেসা, সোভনাতি গণহাতি ; কেসা লোমা নখা দস্তা তচো
সোভনাতি গণহাতি ; বগ্নো স্তভোসঠানং স্তভস্তি . গণহাতি :

“বিহরণ করে যেন বাহু শোভা না করি দর্শন,

মড়’ন্দ্রিয়ে স্তসংবৃত

শ্রদ্ধারক বীর্যযুত,

ভোজনেতে মাত্রাজানী হয় সর্বক্ষণ ;

ঝঞ্জাবাতে শিলাগিরি নরে না যেমন,

তেমন তাহাকে মার পরাজিতে পারে না কখন ।” ৮

১১ । তথায়—“বিহরণ করে যেন বাহু শোভা করি নিরীক্ষণ”—
যে শোভন বলিয়া দর্শন করিতে করিতে ইষ্টালম্বনে মনোনিবেশ করিয়া
বিহরণ করে । যে ব্যক্তি সাধারণ শারীরিক সৌন্দর্যে নিমিত্ত গ্রহণ
করে ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সৌষ্ঠবে অনুব্যঞ্জন গ্রাহ বা মুগ্ধ হইয়া নখ ও অঙ্গুলি
সুন্দর বলিয়া মনে করে, হস্ত, পদ, জজ্বা, উরু, কটি, উদর, স্তন, গ্রীবা,
ওষ্ঠ, দস্ত, মুখ, নাসা, চক্ষু, কর্ণ, জ্ব, ললাটি ও কেশ সুন্দর বলিয়া
মনে করে ; কেশ, লোম, নখ, দস্ত ও কক সুন্দর বলিয়া মনে করে ;
বর্ণ ও সংস্থান (অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিত্যাঙ্গ) সুন্দর বলিয়া মনে করে ;

অয়ং স্তুতানুপঞ্জি নাম । তং এবং স্তুতানুপঞ্জিঃ বিহরন্তঃ ।

“ইন্দ্রিয়েশু অসংবৃতং”তি—চক্ষুসীশু ইন্দ্রিয়েশু অসংবৃতং, চক্ষুস্বাদীনি অরক্ষন্তঃ । পরিবেশনমতা পটিগ্রহণমতা পরিভোগ-মতাতি ইমিঙ্গা মতায় অজ্ঞাননতো ভোজনমিহ চ অমতপ্রুঃ । অপি চ পচবেক্ষণমতা বিসর্জনমতাতি ইমিঙ্গাপি মতায় অজ্ঞাননতো অমতপ্রুঃ । ইদং ভোজনং ধম্বিকং ইদং অধম্বিকস্তিপি অজ্ঞানন্তঃ । কামব্যাপাদ বিহিংসাবিতক বসিকতায় কুসীতং । “হীন-বীরিয়ং”তি নিবিরিয়ং, চতুশু ইরিয়াপথেশু বিরিয়করণ রহিতং । “পসহতী”তি অভিশবতি, অক্ষোথরতি । “বাতো রক্ষং ব দুবলং”তি—খলব বাতো ছিন্নতটে জাতং দুবল রক্ষং বিয় । যথা হি

ইহার নামই স্তুতানুপঞ্জী । তাহা এইরূপ শুভমনে করিয়া অনুবিক্ষণ করিতে করিতে বাস করা ।

“ছয় ইন্দ্রিয়ে অসংবৃতং”— চক্ষুদি ষড় ইন্দ্রিয়ে অসংবৃত, অসংবৃত-
 ত্বে, চক্ষুস্বাদী রক্ষা না করা ।

“মাত্রাহীন ভোজনে বৃতং”— পর্যোষণ মাত্রা, প্রতিগ্রহণ মাত্রা ও পরিভোগ মাত্রা জানে না বলিয়া অমাত্রজ্ঞ ; অপিচ প্রত্যবেক্ষণ মাত্রা ও বিসর্জন মাত্রাও জানে না বলিয়া অমাত্রজ্ঞ । এই ভোজন ধর্ম্মানুমোদিত, ইহা ধর্ম্মানুমোদিত নহে, ইহা জানে না বলিয়াও অমাত্রজ্ঞ ।

“অলস”— কাম, ব্যাপাদ ও বিহিংসা বিষয়ক বিতর্কের দ্বারা অলস, কাব্যকারিতা রহিত ।

“উগ্ৰমহীন”— হীনবীর্য্য ; গমন, দাঁড়ান, উপবেশন ও শয়ন এই চারি ইরিয়াপথে বা অবস্থানে বীর্য্যরাহিত্য ।

“পরাতব করে”— পরাভয় করে, নিমজ্জিত করে ।

“বাত্যাহত তরুপ্রায়”— ছিন্নতটে জাত দুর্বলীকৃত বৃক্ষকে যেমন

সো বাতো তন্ম রুক্ষম্ পুষ্কপলাসাদিম্পি সাদেতি বিনাসেতি, খুদকসাখাপি ভঞ্জতি, মহাসাখাপি ভঞ্জতি, সমূলকম্পি তং রুক্ষং উবভেত্ত্বা পাতেত্বা উদ্ধমূলং অধোসাখং কত্বা গচ্ছতি ; এবমেবং এবরূপং পুগলং অস্তো উগ্ননো কিলেসমারো পসহতি, বলববাতো দুর্বল রুক্ষম্ পুষ্কপলাসাদীনং বিয় খুদানুখুদকাপত্তি আপজ্জনম্পি করোতি, খুদকসাখাভঞ্জনং বিয় নিস্গিয়াদি আপত্তি আপজ্জনম্পি করোতি ; মহাসাখাভঞ্জনং বিয় তেরস সজ্জাদিসেসাপত্তি আপজ্জনম্পি করোতি । উবভেত্ত্বা উদ্ধমূলকং হেট্টা সাখং কত্বা পাতনং বিয় পারাজ্জিকাপজ্জনম্পি করোতি । স্বাখ্যাতসাসনা নীহরিহা কতিপাহেনেব গিহীভাবং পাপেতীতি । এবং এবরূপং পুগলং কিলেসমারো অন্তনো বসে বভেতীতি অথো ।

১২ । “অনুভানুপঙ্গিঃ”তি—দসসু অনুভেসু অগ্রতরং অনুভঃ

ঝঞ্জাবায়ু উৎপাটিত করে । যেমন ঝঞ্জাবায়ু সেই বৃক্ষের পত্র-পুষ্প বিনাশ করে, ক্ষুদ্রশাখা ভগ্ন করে, মহাশাখা ভগ্ন করে, বৃক্ষটিকে সমূলে উৎপতন পূর্বক ভূমিতে পাতিত করিয়া উদ্ধমূল ও অধোশাখা করিয়া যায় ; তদ্রূপ যে ভিক্ষু সৌন্দর্য্যাসক্ত, অসংযতেন্দ্রিয়, হীনবীর্য ও আলম্বপরায়ণ তাহার অন্তরে উৎপন্ন ক্লেশমার তাহাকে পরাভব করে, ঝঞ্জাবায়ু দুর্বল বৃক্ষের পত্র-পুষ্প ছিন্ন করার ঞায় ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র ‘আপত্তি’ প্রাপ্ত করায় ; ক্ষুদ্র শাখা ভগ্ন করার ঞায় “নিস্গিয়া”দি (নিঃসর্গীয়) আপত্তি প্রাপ্ত করায় ; মহাশাখা ভগ্ন করার ঞায় ত্রয়োদশ ‘সজ্জাদিশেষ’ আপত্তি প্রাপ্ত করায় । উদ্বর্তন করিয়া উদ্ধমূল অধোশির করিয়া পতন করার ঞায় ‘পারাজ্জিকা’ আপত্তি প্রাপ্তও করায় । সূ-আখ্যাত শাসন হইতে বহিষ্কৃত করাইয়া কিছুদিনের মধ্যে গৃহীভাব প্রাপ্ত করায় । এইরূপে ক্লেশমার এমনতর ব্যক্তিকে নিজের বসে প্রবর্তিত করে ।

১২ । “অনুভানুদর্শী”—দশবিধ অন্তরের মধ্যে অগ্রতর যে কোন অন্ত

পদ্মস্তং পটিকুলমনসিকারে যুক্তং, কেসে অশুভতো পদ্মস্তং লোমে
 নখে দন্তে তচং বর্ণং সঞ্ছানং অশুভতো পদ্মস্তং। “ইন্দ্রিয়েসু”তি
 চক্ষু ইন্দ্রিয়েসু। “সুসংবৃতং”তি নিমিত্তাদিগাহরহিতং পিহিতদ্বারং।
 অমস্ত্রশ্ৰুতাপটিপক্ষেণ ভোজনমিহ চ মস্ত্রশ্ৰুং। “সদ্ধা”তি—কস্যচ
 চেব ফলস্য চ সদহনলক্ষণায় লোকিকায় সদ্ধায় চেব তীসু বধুসু
 অবেষ্টসাদসংখাতায় লোকুত্তরসদ্ধায়চেব সমাগতং। “আরদ্ধ-
 বীরিয়ং”তি—প্রগাহিত বিরিয়ং পরিপূর্ণবিরিয়ং। “তং বে”তি—
 তং এবরূপং পুঙ্গলং যথা দুৰ্বলবাতো সনিকং পহরন্তো একঘনং
 সেলং চালেতুং ন স্কোতি, তথা অশুভে উৎপন্নমানোপি দুৰ্বল-
 কিলেসমারো নঙ্গসহতি, খোভেতুং চালেতুং নস্কোতীতি অথো।

দেখিয়া ঘৃণা মনসিকার যুক্ত হইয়া বিহরণ করা; কেশ, লোম, নখ, দন্ত,
 স্ত্রক, বর্ণ ও সংস্থান অশুভ মনে করিয়া বিহরণ করা।

“ইন্দ্রিয়সমূহে”—ছয় প্রকার ইন্দ্রিয়ে।

“সুসংবৃতং”—নিমিত্তাদি গ্রহণ রহিত, চক্ষুদ্বারা আবিষ্ট রাখা।

“ভোজনে মাত্রজ্ঞ”—ভোজনে অমাত্রজ্ঞ না হওয়া।

“শ্রদ্ধা”—কর্ম ও তাহার ফলে বিশ্বাসরূপ লৌকিক শ্রদ্ধাসম্পন্ন এক
 বস্তুদ্বয়ে অধিগত অটল প্রসাদরূপ লোকোত্তর শ্রদ্ধা সমন্বিত।

“আরদ্ধবীর্য”—প্রগৃহীত বীর্য, পরিপূর্ণ বীর্য।

“একান্তই তাহা”—যেমন মন্দবাসু শনৈঃ শনৈঃ আঘাত করিয়াও
 সঘন শিলাময় পর্ষতকে চালিত করিতে সক্ষম হয় না, সেইরূপ অশুভদর্শী,
 সংঘতেক্রিয়, ভোজনমাত্রজ্ঞ, শ্রদ্ধা ও আরদ্ধবীর্য ব্যক্তিকে দুর্বল কেশমার
 অভ্যন্তরে উৎপন্ন হইলেও অভিভূত করিতে পারে না, ক্ষোভিত ও বিচলিত
 করিতে পারে না।

১৩। তাপি খো ভজ পুরাণ ছুতিরিকায়ো খেরং পরিবারেহা
 “হং কং আপুচ্ছিত্বা পব্বজিতো, ইদামি গিহী ভবিমসী”তি আদীনি
 বহা কাষাৎ নীহরিতুক্ষায়া অহেহুং। খেরো তাসং আকারং
 সন্নক্খোহা নিসিমাঙ্গনা যুট্টায় ইচ্ছিয়া উদ্যতিহা কূটাগারকর্ণিকং
 ভিন্দিহা আকাসেনাগস্তা সখরি গাথা পরিয়োসাপেস্বেব সখুসুবধ-
 বণং সরীরং অভিক্ষবন্তো ওত্তরিহা তথাগতস্স পাদে বন্দি।

গাথা পরিয়োমানে সম্পত্তভিক্ষু সোতাপত্তি ফলাদীসু
 পতিট্ঠহিংসু’তি।



১৩। এদিকে তাঁহার ভাষ্যারা তাঁহাকে পরিবৃত করিয়া বলিতে
 লাগিল—“তুমি কাহাকে বলিয়া প্রব্রজিত হইয়াছ? এখন তোমাকে গৃহী
 হইতে হইবে।” এভাবে তাহার নানা কথা বলিয়া কাষায় বজ্র কাড়িয়া
 লইতে মনস্থ করিল। স্ববির তাহাদের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া ঋদ্ধি
 বলে আসন হইতে উর্দ্ধে উঠিয়া কূটাগার কর্ণিকা ভেদ করত আকাশপথে
 ছুটিয়া আসিয়া শাস্তা গাথা শেষ করিবা মাত্র তাঁহার সুবর্ণবর্ণ শরীরের
 স্তুতি করিতে করিতে অবতরণ করিয়া তথাগতের পদবন্দনা করিলেন।

গাথা অবসানে উপস্থিত ভিক্ষুগণ সোতাপত্তি ফলাদিতে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।



দেবদত্তস্ব-বধু । ৭

১ । “অনিক্সাবো”তি ইমং ধর্মদেসনং সখা জেতবনে বিহ-
রন্তো রাজগৃহে দেবদত্তস্য কাসাবলাভং আরবু কথেসি ।

২ । একস্মিং হি সময়ে ষে অগসাবকা পঞ্চসতে পঞ্চসতে
অন্তনো পরিবারে আদায় সখারং আপুচ্ছিহা জেতবনতো রাজগৃহং
অগমংসু, রাজগৃহবাসিনো ষেপি তয়োপি বহুপি একতো হহা আগন্তুক
দানং অদংসু । অথেক দিবসং আয়স্মা সারিপুত্তো অনুমোদনং
করোন্তো “উপাসকা, একো সয়ং দানং দেতি পরং ন সমাদপেতি,
সো নিব্বত্ত নিব্বত্তট্টানে ভোগসম্পদং লভতি, নো পরিবার সম্পদং ।

দেবদত্তের উপাখ্যান । ৭

১ । “অনিক্সাব”— এই ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে বাস করিবার
সময় রাজগৃহে দেবদত্তের কাষার লাভের কথাপ্রসঙ্গে কহিয়াছিলেন ।

২ । এক সময়ে অগ্রভ্রাবকঙ্কর আপনাদের পাঁচশত পাঁচশত ভিক্ষু
পরিজন লইয়া শাস্তার সন্নতি ক্রমে জেতবন হইতে রাজগৃহে গমন করিয়া-
ছিলেন । রাজগৃহবাসীরা হইজন, তিনজন বা বহুজন একত্র হইয়া তাঁহাদিগকে
আগন্তুক ভাবে ভিক্ষা দান করিয়াছিল । একদিন আয়ুস্থান সারিপুত্র
পুণ্যানুমোদন করিতে করিতে উপাসকদিগকে সোধোন করিয়া বলিয়া-
ছিলেন—“হে উপাসকগণ, কেহ নিজে দান দেয় কিন্তু পরকে দানে
উৎসাহিত করে না; সে যেখানে যেখানে জন্মগ্রহণ করে, সেখানে
সেখানে ভোগ-সম্পদ লাভ করে, কিন্তু পরিজন সম্পদ লাভ করে না ।

একো পরং সমাদপেতি সয়ং ন দেতি, সো নিব্বত্ত নিব্বত্ত-
 ট্টানে পরিবার সম্পদং লভতি, নো ভোগসম্পদং । একো
 সয়ম্পি ন দেতি পরম্পি ন সমাদপেতি সো নিব্বত্ত নিব্বত্তট্টানে
 কঙ্কিকমত্তম্পি কুচ্ছিপুরং ন লভতি ; অনাথো হোতি নিপ্পচ্চয়ো ।
 একো সয়ম্পি দেতি পরম্পি সমাদপেতি সো নিব্বত্ত নিব্বত্তট্টানে
 অন্তভাবসতেপি অন্তভাবসহস্মেপি অন্তভাব সত সহস্মেপি ভোগ-
 সম্পদং চেব পরিবারসম্পদঞ্চ লভতী”তি এবং ধম্মং দেসেসি ।

৩ । তমেকো পণ্ডিত পুরিসো স্তুত্বা “অচ্ছরিয়া বত ভো
 ধম্মদেসনা, স্তুকারণং কথিতং, ময়া ইমাসং দ্বিমং সম্পত্তীনং
 নিপ্পাদকং কম্মং কাভুং বট্টতী”তি চিন্তেত্বা “ভন্তে, স্বে মযহং ভিক্ষং
 গগহথা”তি খেরং নিমন্তেসি ।

কেহ পরকে দানে উৎসাহিত করে, কিন্তু নিজে দেয় না; সে যেখানে যেখানে
 জন্মগ্রহণ করে, সেখানে সেখানে পরিজন-সম্পদ লাভ করে, কিন্তু ভোগসম্পদ
 লাভ করে না। কেহ নিজেও দান দেয় না, পরকেও উৎসাহিত করে
 না, সে যেখানে যেখানে জন্মগ্রহণ করে সেখানে সেখানে উদরপূর্ণ কাঁড়ি
 মাত্রও পায় না, অনাথ ও মন্দভাগ্য হয়। আর কেহ নিজেও দান দেয়,
 পরকেও উৎসাহিত করে, সে যেখানে জন্মগ্রহণ করে সেখানে শতজন্মেও,
 সহস্র জন্মেও, শতসহস্র জন্মেও ভোগ-সম্পদ ও পরিজন-সম্পদ দুই লাভ
 করে।” তিনি এইরূপ ধর্মদেশনা করিলেন।

৩ । তাহা শুনিয়া একজন পণ্ডিত লোক ভাবিলেন—“আশ্চর্য্য এই
 ধর্মদেশনা, বেশ কারণ বলা হইয়াছে। এই দুই সম্পত্তি যাহাতে লাভ
 হয় আমাকে তেমন কর্ম করিতে হইবে।” ইহা চিন্তা করিয়া তিনি
 অগ্রশ্রাবককে কহিলেন—“ভন্তে, আগামী কল্য আমার ভিক্ষা গ্রহণ করুন।”
 এই বলিয়া স্থবিরকে নিমন্ত্রণ করিলেন।

“কিন্তুকেহি তে ভিক্ষুহি অথো উপাসকা”তি ?

“কিন্তুকা পন বো ভন্তে, পরিবারা”তি ?

“সহস্রমতা উপাসকা”তি ।

“সবেবহেব সন্ধিং স্বে ভিক্ষং গণহথ ভন্তে”তি ।

থেরো অধিবাসেসি, উপাসকো নগরবীথিয়ং চরন্তো—“অস্ম, তাত, ময়া ভিক্ষুসহস্রং নিমন্তিতং, তুমেহ কিন্তুকানং ভিক্ষুনং ভিক্ষং দাতুং সন্ধিস্থথ, তুমেহ কিন্তুকানং”তি সমাদপেসি । মনুস্মা অন্তনো অন্তনো পহোনকনিয়ামেন “ময়ং দসন্নং দস্মাম”—“ময়ং বীসত্তিয়া”—“ময়ং সতস্মা”তি আহংসু । উপাসকো—“তেন হি একস্মিং ঠানে সমাগমং কত্বা একতোব পচিস্মাম, সবেব তিল তপুল সন্ধি ফাণিতাদীনি সমাহরথা”তি একটঠানে সমাহরাপেসি ।

“উপাসক, তোমার কয়জন ভিক্ষু চাই ?”

“ভন্তে, আপনারা কতজন আছেন ?

“সহস্রজন উপাসক !”

“সকলকে নিয়া আগামী কল্য ভিক্ষা গ্রহণ করুন ভন্তে ।”

হৃবির সম্মত হইলেন । উপাসক নগরপথে বিচরণ করিয়া সকলকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিল—“বাবা গো, মা গো, আমি সহস্র ভিক্ষু নিমন্ত্রণ করিয়াছি, আপনারা কতজন ভিক্ষুকে ভিক্ষা দিতে পারিবেন ? আপনারা কতজনকে পারিবেন ?” এই বলিয়া সকলকে দান কার্যে উৎসাহিত করিলেন । লোকেরা যাহার যেমন সামর্থ্য, “আমরা দশজনকে দিব,” “আমরা বিশজনকে দিব,” “আমরা শতজনকে দিব,” এইরূপ বলিল । উপাসক বলিলেন—“তাহা হইলে এক জায়গায় মিলিত হইয়া একত্রে পাক করিব । সকলে ডাল, চাউল, তিল, সপি ও গুড়াদি নিয়া আন” এই বলিয়া সকলের জিনিষ একস্থানে আনয়ন করাইলেন ।

৪। অথচ একো কুটুম্বিকো শতসহস্রানিকং গন্ধকাসাব বথং
 দত্ত্বা “সচে তে দানবটুং পন নগ্নহোতি ইদং বিজ্ঞেজ্জ্বা যদুনং
 তং পুরেয়্যাসি। সচে পহোতি ষপিচ্ছসি তন্ন তিস্বুনো দদে-
 য্যাসী”তি আহ। তন্ন সৰং দানবটুং পহোসি, কিঞ্চি উনং
 নহোসি। সো মনুষ্বে পুচ্ছি “ইদং অয়্যা, কাসাবং একেন
 কুটুম্বিকেন এবং নাম বহা দিমং, অতিরেকং জাতং, কন্ন নং
 দেমা”তি ? একচে “সারিপুত্তথেরমা”তি আহঃসু। একচে
 “থেরো সন্নপাকসময়ে আগত্ত্বা গমনসীলো, দেবদত্তো অমহাকং
 মঙ্গলামঙ্গলেসু সহায়ো, উদকমণিকো বিয় নিচ্ছন্নতিট্ঠিতো, তন্ন
 তং দেমা”তি আহঃসু। সম্বাহলিকায় কথায়াপি “দেবদত্ত
 দাতবং”তি বত্তারো বহত্তরা অহেঃসু। অথ নং দেবদত্ত অদঃসু।

৪। অতঃপর একজন কুটুম্বিক শতসহস্র মূল্যের এক সুগন্ধ কাষায়-
 বস্ত্র দান করিয়া কহিলেন— “যদি আপনার দানীয় দ্রব্যের সঙ্কলান না হয়,
 তবে ইহা বিক্রয় করিয়া, বাহা কম পড়ে তাহা পূরণ করিবেন। যদি
 কুলায় যে ভিক্ষুকে ইচ্ছা তাঁহাকে দান করিবেন।” তাঁহার সব দান-
 সামগ্রী পর্যাপ্ত পরিমাণ হইল। কিছুই কম পড়িল না। তিনি উপস্থিত
 লোক দিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন— “মহাশয়েরা ! দেখুন, এই কাষায়বস্ত্র
 খানা একজন কুটুম্বিক এইরূপ বলিয়া দিয়াছেন, ইহা এখন অতিরিক্ত
 হইয়াছে, কাহাকে দিব ?” কেহ কেহ বলিল— “সারিপুত্র স্থবিরকে।”
 কেহ কেহ বলিল— “সারিপুত্র স্থবির শস্ত্র পাকিলে [সুখের সময়]
 আসিয়া চলিয়া যান ; দেবদত্ত আমাদের মঙ্গলামঙ্গলের সহায়, বৃহৎ
 উদক কুণ্ডের দ্বায় নিত্যপ্রতিষ্ঠিত, এইখানা তাঁহাকে দিব।” সকলের
 মত লইয়া দেখা গেল দেবদত্তকেই অধিক লোকের দিবার ইচ্ছা, কাজেই
 ইহা দেবদত্তকে দেওয়া হইল।

সো তং ছিন্দিহা সংবিদহিহা রজ্জিহা নিবাসেহা পারুপিহা বিচরতি ।
তং দিশ্বা “নয়িদং দেবদত্ত অমুচ্ছবিকং, সারিপুত্রের অমুচ্ছবিকং,
দেবদত্তো অন্তনো অনমুচ্ছবিকং নিবাসেহা পারুপিহা বিচরতী”তি
বদিংসু ।

৫ । অথকো দিসাবাসিকো ভিক্ষু রাজগহা সাবথিং গম্বা
সথারং বন্দিহা কতপটিসম্বারো সথারা ষ্মিন্নং অগাসাবকানং কাসু
বিহারং পুচ্ছিতো আদিতো পট্টায় সবং তং পবত্তিঃ আরোচেসি ।
সথা—“নখো ভিক্ষু, ইদানেবেসো অন্তনো অনমুচ্ছবিকং বথং
ধারেতি পুবেপি ধারেসি য়েবা”তি বহা অতীতং আহরি :—

৬ । অতীতে বারাণসিয়ং ব্রহ্মদত্তে রজ্জং কারেস্তু বারাণসী-
বাসী একো হস্তিমারকো হস্তী মারেহা মারেহা দন্তে চ নখে চ
অস্থানি চ ঘনমাংসঞ্চ আহরিহা বিক্রিণন্তো জীবিকং কপ্পেতি ।

তিনি তাহা ছিড়িয়া শেলাই ও রঞ্জিত করিয়া পরিধান পূর্বক
বিচরণ করিতে লাগিলেন । তাহা দেখিয়া কেহ কেহ বলিতে লাগিল—
“ইহা দেবদত্তের যোগ্য নয়, সারিপুত্র স্ববিরেরই যোগ্য, দেবদত্ত আপনার
অযোগ্য বস্ত্র পরিধান করিয়া বিচরণ করিতেছেন ।”

৫ । অনন্তর অন্তস্থানের একজন ভিক্ষু রাজগৃহ হইতে শ্রাবস্তীতে
গমন করিয়া শাস্তাকে বন্দনা করিলেন । শাস্তা তাঁহার কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা
করিয়া অগ্রশ্রাবকদ্বয় কেমন আছেন জানিতে চাহিয়া, তিনি প্রথম হইতে
সমস্ত বৃত্তান্ত তাঁহাকে বলিলেন । শাস্তা কহিলেন— “ভিক্ষু, সে বে
এখন তাহার অযোগ্য বস্ত্র ধারণ করিতেছে তাহা নয়, পূর্বেও করিয়া-
ছিল ।” ইহা বলিয়া অতীতের কথা বলিতে লাগিলেন :—

৬ । পূর্বকালে ব্রহ্মদত্ত যখন বারাণসীতে রাজত্ব করিতেছিলেন
বারাণসী বাসী জনৈক হস্তিমারক হস্তী মারিয়া দন্ত, নখ, অঙ্গ ও ঘনমাংস
লইয়া বিক্রয় করিত এবং বিক্রয় লব্ধ অর্থে জীবিকা নির্বাহ করিত ।

অথেকশ্মিং অরণ্যে অনেকসহস্রা হস্তী গোচরং গহেত্বা গচ্ছন্তা
 পচ্ছেকবুদ্ধে দিস্বা ততো পট্টায় গচ্ছমানা গমনাগমনকালে জল্পু-
 কেহি নিপতিত্বা বন্দিত্বা পকমস্তি । একদিবসং হস্তীমারকো তং
 কিরিয়ং দিস্বা “অহং ইমে কিচ্ছেন মারেমি, ইমে চ গমনাগমন-
 কালে পচ্ছেকবুদ্ধে বন্দন্তি, কিল্পুখো দিস্বা বন্দন্তী”তি চিন্তেস্তো
 কাসাবস্তি সল্লঙ্ঘেত্বা ময়াপিদানি কাসাবং লঙ্কুং বটুতী”তি চিন্তেত্বা
 একস্ম পচ্ছেকবুদ্ধস্ম জাতস্মরং ওরুযহ নহায়ন্তস্ম তীরে ঠপিতেসু
 কাসাবেসু চীবরং খেনেত্বা তেসং হস্তীনং গমনাগমনমগ্নে সন্তিঃ
 গহেত্বা সসীসং পারুপিত্বা নিসীদতি । হস্তী তং দিস্বা পচ্ছেক-
 বুদ্ধোতি সপ্রণয় বন্দিত্বা পকমস্তি । সো তেসং সৰ্বপচ্ছতো
 গচ্ছন্তং সন্তিয়া পহরিত্বা মারেত্বা দস্তাদীনি গহেত্বা সেসং ভূমিয়ং
 নিখনিত্বা গচ্ছতি ।

এক বনে বহু সহস্র হস্তী চরিতে যাইবার সময় এক পচ্ছেক বুদ্ধকে দেখিতে
 পাইল । সেদিন হইতে বরাবর গমনাগমনের সময় ভূমিতে জালু নত
 করিয়া তাহাকে বন্দনা করিত । একদিন হস্তীমারক সেই ব্যাপার দেখিয়া
 ভাবিল—“আমি অনেক কষ্ট করিয়া এদের মারি, এরা দেখিতেছি আসিতে
 যাইতে পচ্ছেক বুদ্ধকে বন্দনা করে, কি দেখিয়া বন্দনা করে ?” সে
 ভাবিয়া স্থির করিল—“কাষায় বসন দেখিয়াই বন্দনা করে, আমাকেও
 কাষায় বস্ত্র যোগার করিতে হইবে ।” একদিন সে দেখিল ভনৈক পচ্ছেক
 বুদ্ধ সরোবরের তীরে কাষায় বস্ত্র রাখিয়া জলে নামিয়া অবগাহন করি-
 তেছেন । সে স্বযোগ পাইয়া চীবর চুরি করিল । অতঃপর হস্তী সকলের
 গমনাগমন পথে কাষায়বস্ত্রে মস্তক আবৃত করিয়া অঙ্গহস্তে বসিয়া রহিল ।
 হস্তী তাহাকে দেখিয়া পচ্ছেক বুদ্ধ ভ্রমে বন্দনা করিয়া চলিতে লাগিল ।
 সে সেদলের সৰ্বপশ্চাৎ গমনকারী হস্তীকে অঙ্গের আঘাতে মারিয়া দস্তাদি
 গ্রহণ পূর্বক অবশিষ্ট ভূমিতে পুতিয়া চলিয়া যাইত ।

৭। অপরভাগে বোধিসত্তো হৃথিয়োনিয়ং পটিসন্ধিং গহেহা
হৃথিচ্ছেট্টকো যুথপতি অহোসি। তদাপি সো তথেন কেরোতি।
মহাপুরিসো অভনো পরিসায় পরিহানিং এহা “কুহিং ইমে হৃথী
গতা মন্দা জাতা”তি পুচ্ছিত্বা —

“ন জানাম সামী”তি বুত্তে—

“কুহিং গচ্ছন্তা মং অনাপুচ্ছা ন গমিসন্তি, পরিপশ্চেন
ভবিতব্বং”তি চিন্তেহা “একস্মিং ঠানে কাসাবং পারুপিহা নিসি-
ন্নম সন্তিকা পরিপশ্চেন ভবিতব্বং”তি পরিসন্ধিত্বা “তং পরিগণিতুং
বটুতী”তি সকে হৃথী পুরতো পেসেহা সয়ং পচ্ছতো বিলম্বমানো
আগচ্ছতি। সো সেসহৃথীসু বন্দিহা গতেসু মহাপুরিসং আগ-
চ্ছন্তং দিস্বা চীবরং সংহরিহা সত্তিং বিস্সঞ্জি। মহাপুরিসো

৭। পরে এক সময় বোধিসত্ত্ব হস্তীবোনিতে প্রতিসন্ধি গ্রহণ করিয়া
যুথপতি হস্তীশ্রেষ্ঠ হইল। সে তখনও তেমন ভাবে হস্তী মারিত। মহা-
পুরুষ আপনার দল কমিয়া যাইতেছে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—“এই সব
হাতী কোথায় গেল? কেন কম দেখাইতেছে?”

হাতীর বালি—“জানি না প্রভু!”

“কোথাও যাওয়ার সময় আমাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া যাইও না,
বিপদের সম্ভাবনা হইয়া থাকিবে।” এরূপ চিন্তা করিয়া—“ঐ একস্থানে
কাষায়বস্ত্র আবৃত উপবিষ্ট ব্যক্তির নিকট ভয়ের কারণ হইয়া থাকিবে!”
এই আশঙ্কায় যুথপতি স্থির করিল—“তাহাকে ধরিতে হইবে।” পরদিন
বোধিসত্ত্ব সমস্ত হস্তীকে আগে পাঠাইয়া নিজে বিলম্ব করিয়া পশ্চাৎ আসিতে-
ছিল। সকল হস্তী নমস্কার করিয়া চলিয়া গেলে হস্তীমারক যুথপতিকে
আসিতে দেখিয়া চীবর অপনয়ন করিয়া শক্তি নিক্ষেপ করিল। মহাপুরুষ

সতিং উপটপেষ্টো আগচ্ছন্তো পচ্ছতো পটিকমিত্বা সত্তিং বঞ্চেসি ।
অথ নং “ইমিনা ইমে হখী নাসিতা”তি গণিতুং পস্বন্দি । ইতরো
একং রুস্বং পুরতো কথা নিলীয়ি ।

৮ । অথ নং রুস্বেন সত্তিং সোণায় পরিস্বপিত্বা গহেত্বা
ভূমিয়ং পোথেজামী”তি তেন নীহরিত্বা দত্তিতং কাগাবং দিস্বা
“সচাহং ইমস্বিং দুস্বিআমি অনেকসহস্বেসু মে বুদ্ধ পচ্চেকবুদ্ধ
খীণাসবেসু লজ্জা চ নাম ভিন্না ভবিম্মতী”তি অধিবাসেত্বা “তয়া
মে এত্তকা এত্তকা নাসিতা”তি পুচ্ছি ।

“আম সামী”তি বুত্তে—

“কস্মা এবং ভারিয়ং কস্মমকাসি ? অন্তনো অননুচ্ছবিকং
বীতরাগানং অনুচ্ছবিকং বথং পরিদহিত্বা এবরূপং কস্মং করোন্তেন

সাবধানের সহিত আসিতেছিল, শক্তি নিক্ষেপ করিবার মাত্র পশ্চাৎ হটিয়া
শক্তি এড়াইল। অতঃপর “এ এসব হাতী নাশ করিয়াছে” বলিয়া ধরিবার
জন্ত অগ্রসর হইল। সে একটি বৃক্ষের অন্তরালে লুকায়িত হইল।

৮ । অতঃপর হস্তী বৃক্ষের সহিত তাহাকে শুণ্ডের দ্বারা জড়াইয়া ধরিয়া
ভূমিতে প্রোধিত করিতে উদ্ভূত হইল। সে কাষায় বাহির করিয়া দেখাইল।
তাহা দেখিয়া হস্তীরাজ ভাবিল—“যদি আমি ইহাকে দূষিত করি, হাজার
হাজার বুদ্ধ, পচ্চেকবুদ্ধ ও ক্ষীণাসবের প্রতি যে আমার লজ্জা-সম্মম আছে,
তাহা নষ্ট হইয়া যাইবে।” এই চিন্তা করিয়া নিজের ক্রোধ সংবরণ করিয়া
তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—“তুমি আমার এতগুলি জ্ঞাতি নাশ করিয়াছ ?”

“হাঁ প্রভু।”

“কেন তুমি এরূপ গুরুতর কার্য করিলে ? নিজের অযোগ্য
বীতরাগগণের পরিধান যোগ্য কাপড় পরিয়া এমন কাজ করিয়া

ভারিয়ং তয়া কতং”তি এবঞ্চ পন বহা উত্তরিম্পি নিগ্গহন্তো—
“অনিক্সাবো কাসাবং—পে—স বে কাসাবমরহতী”তি বহা “অয়ু-
ত্তন্তে কতং”তি আহ।

৯। সখা ইমং ধম্মদেসনং আহরিয়া—“তদা হস্তিমারকো দেব-
দত্তো অহোসি, তন্নি নিগ্গাহকো হস্তিনাগো অহমেবা”তি জাতকং
সমোধানেন্বা “ন ভিক্ষবে ইদানেব পুকেপি দেবদত্তো অন্তনো
অনমুচ্ছবিকং ব্ধং ধারেসিয়েবা”তি বহা ইমা গাথা অভাসি :—

“অনিক্সাবো কাসাবং যো ব্ধং পরিদহেত্ততি,

অপেতো দমসচ্চেন ন সো কাসাবমরহতি। ৯

যো চ বস্তুকসাবন্নি সীলেন্ন সুসমাহিতো,

উপেতো দমসচ্চেন স বে কাসাবমরহতী”তি। ১০

তুমি অত্যন্ত অশ্রদ্ধা করিয়াছ।” এইরূপ কহিয়া আরও উত্তরোত্তর
নিগ্ৰহীত করিবার জন্য—“সকসাব য়েবা বাসে কাষায় চাকিবে গাত্র” ইত্যাদি
বলিয়া কহিল—“তুমি অযৌক্তিক কাজ করিয়াছ।”

৯। শান্তা এই ধর্মদেশনা আহরণ করিয়া কহিলেন—“তখন দেবদত্ত
ছিল হস্তীমারক, তাহার নিগ্রহকারী হস্তীরাজ ছিলাম আমি।” এই
বলিয়া স্নাতক সমাপ্ত করিয়া কহিলেন—“ভিক্ষুগণ, দেবদত্ত কেবল এখন
নর পূর্বেও তাহার অযোগ্য বস্ত্রই ধারণ করিয়াছিল।”, এই বলিয়া এই
গাথাবয় ভাষণ করিলেন :—

“ ‘সকসাব’ য়েবা বাসে কাষায় চাকিবে গাত্র,

দম-সত্য-পরিহীন সে কাষায়াবোগ্য পাত্র। ৯

‘অ-কসাব’ য়েইজন সুষ্ঠুশীলে সমাহিত,

কাষায়ের যোগ্য সেই দম-সত্য সমন্বিত।” ১০

ছন্দস্তজাতকেনাপি চ অয়মথো দীপেতবেবাতি ।

১০ । তথ—“অনিক্সসাবো”তি কামরাগাদীহি কসাবেহি স্ক-
সাবো । “পরিদহেস্তী”তি—নিবাসন পারুপন অথরণবসেন পরি-
ভুঞ্জিঅতি, পরিদহিস্তীতি পি পাঠো ।

“অপেতো দমসচ্চেনা”তি—ইন্দ্রিয় দমনেন চেব পরমথসচ্চ-
পক্ষিকেন বচীসচ্চেন চ অপেতো বিয়ুত্তো পরিচ্ছন্তোতি অথো ।

“ন সো”তি—সো এবরূপো পুঙ্গলো কাসাবং পরিদহিতুং নারহতি ।

“বলুকসাবম্মা”তি—চতুহি মগ্গেহি বলুকসাবো ছড্ডিতকসাবো
পহীন কসাবো অম্ম ।

“সীলেসু”তি—চতুপারিসুচ্ছি সীলেসু ।

“সুসমাহিতো”তি—সুট্টু সমাহিতো সুট্ঠিতো ।

‘ছন্দস্ত’ জাতকের দ্বারা এই অর্থ আরও প্রকাশ করা উচিত ।

১০ । তথ— “সকসাব”— কামরাগাদি কসাবের দ্বারা বৃত্ত ।
“পরিধান করিবে”— নিবাসন ও পারুপনরূপে পরিধান করিবে ও আন্তরণ-
রূপে ব্যবহার করিবে ।

“দম-সত্য-পরিহীন”— ইন্দ্রিয় দমন ও পরমার্থসত্য পক্ষীয় সত্য বাক্
হইতে বিযুক্ত বা পরিত্যক্ত ।

“সে অযোগ্য”— এইরূপ পুঙ্গল কাষায় বস্ত্র পরিধান করিবার অযোগ্য ।

“অকসাব”— চতুর্থাং দ্বারা বাহার কসাব অপগত হইয়াছে, প্রহীন
কসাব [কামরাগাদি কসাবহীন] ।

“শীল সমূহে”— চারিপারিসুচ্ছি শীল সমূহে ।

“সুট্টু সমাহিত”— সুসমাহিত, সুস্থিত ।

“উপেতো”তি—ইন্দ্রিয়দমনেন চেব বৃত্তপ্ৰকারেন সচ্চেন চ উপগতো। “স বে”তি সো এবরূপো পুগলো, তং গন্ধকাসাববথং অরহতীতি।

গাথা পরিয়োসানে সো দিসাবাসিকো ভিক্ষু সোতাপন্নো জাতো। অশ্রেণপি বহু সোতাপত্তিফলাদীনি পাপুণিংসূতি। দেশনা মহাজনস্ সাথিকা অহোসী”তি।



“সমব্রিত”— ইন্দ্রিয় দমন ও চারি প্রকার সত্যের * দ্বারা উপগত।

“যোগ্য সেই”— সেই এইরূপ পুঙ্গল সেই সুগন্ধ কাসায় বস্ত্রের উপযুক্ত।

গাথা অবসানে আগন্তুক ভিক্ষু সোতাপন্ন হইয়াছিল। অপর বহু-জনও সোতাপত্তি ফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিল। দেশনা বহুজনের সার্থক হইয়াছিল।



অগ্গসাবক-বথু । ৮

১ । “অসারে সারমতিনো”তি ইমং ধম্মদেশনং সথা বেণুবনে বিহরন্তো অগ্গসাবকেহি নিবেদিতং সঞ্জয়স্স অনাগমনং আরত্তু কথেসি । তত্রায়ং আনুপূর্বীকথা :—

২ । অমহাকং হি সথা ইতো কল্পসতসহস্রাধিকানং ‘চতুস্সং অসম্ভেয়্যানং মথকে অমরবতীনগরে স্মমেধো নাম ব্রাহ্মণকুমারো হুত্বা সৰ্বসিগ্গেসু নিস্ফত্তিং পত্বা মাতাপিতৃস্সং অচ্চয়েন অনেক কোটিসম্ভং ধনং পরিচ্ছজিত্বা ইসিপববজ্জং পববজিত্বা হিমবন্তে বসন্তো

অগ্গসাবকের উপাখ্যান । ৮

১ । “অসারে সার মনে করে” এই ধর্মদেশনা শাস্তা বেণুবনে বাস করিবার সময় অগ্গসাবকদ্বয় কথিত সঞ্জয়ের অনাগমন-কথা-প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন । তথায় এই আনুপূর্বিক কথা :—

২ । আমাদের শাস্তা [গৌতম বুদ্ধ] লক্ষকল্পাধিক চারি অসংখ্য কল্প পূর্বে অমরবতী নগরে স্মমেধ নামক ব্রাহ্মণ কুমার হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । তিনি সর্বপ্রকার বিদ্যায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া মাতা পিতার যত্নের পর অনেক কোটি ধন পরিত্যাগ করত ঋষি প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়াছিলেন । তিনি হিমালয়ে বাস করিবার সময়

ঝানাভিপ্রঃ নিব্বন্তেহা আকাসেন গচ্ছন্তো দীপকর দশবলস্য সুদর্শন
বিহারতো রম্যানগরং পবিসনথায় মগ্গং সোধয়মানং জনং দিস্বা
সয়ম্পি একং পদেসং গহেহা তস্মিঃ অসোধিতে যের আগতস্য
সথুনো অন্তানং সেতুং কহা কললে অথরিহা “সথা সমাবকসজেহা
কললং অনকমিত্বা মং অকমন্তো গচ্ছতু”তি নিপম্নো । সথারা
তং দিস্বাব “বুদ্ধকুরো এস অনাগতে কল্পসতসহস্রাধিকানং চতুরং
অসংখ্য্যানং পরিয়োমানে গোতমো নাম বুদ্ধো ভবিষতী”তি
ব্যাকতো ।

৩ । তস্য সথুনো অপরভাগে কোণ্ডশ্রেণা, মঙ্গলো, সুমনো,
রেবতো, শোভিতো, অনোমদসী, পহুমো, নারদো, পহুমন্তরো,
সুমেধো, সুজাতো, পিয়দসী, অথদসী, ধম্মদসী, সিদ্ধথো, তিস্মো,
ফুম্মো, বিপসী, শিথী, বেস্শভু, ককুমক্কো, কোণাগমনো, কল্পপোতি

ধানাভিপ্রঃ উৎপন্ন করিয়াছিলেন । একদিন তিনি আকাশপথে যাইবার সময়
দেখিলেন লোকেরা সুদর্শন বিহার হইতে রমানগরে দীপকর দশবলের গমনো-
পলক্ষে পথ সংস্কার করিতেছে । তাহা দেখিয়া তিনি নিজেও একস্থানে
গিয়া সংস্কার কার্যে যোগদান করিলেন । তাঁহার পথ-সংস্কার কার্য
সমাপ্ত না হইতেই শাস্তা আসিয়া পড়িলেন । তিনি তৎক্ষণাৎ কর্দমের
উপর সেতু হইয়া পতিত হইলেন । তিনি ইচ্ছা করিলেন— “শাস্তা ও
তাঁহার শ্রাবকসজ্জ কর্দম মর্দিত না করিয়া আমার উপর দিয়াই অগ্রসর
হইতে থাকুন ।” শাস্তা তাঁহাকে দেখিয়া কহিলেন— “ইনি বুদ্ধকুর, শত
সহস্র কল্পাধিক চারি অসংখ্য কাল পরে ইনি গোতম নামক বুদ্ধ হইবেন ।”

৩ । সেই দীপকর বুদ্ধের পরে কোণ্ড্য, মঙ্গল, সুমন, রেবত, শোভিত, অনোম-
দসী, পহুম, নারদ, পহুমন্তর, সুমেধ, সুজাত, প্রিয়দর্শী, অর্থদর্শী, ধর্মদর্শী,
সিদ্ধার্থ, তিস্ম, ফুম্ম, বিপসী, শিথী, বেস্শভু, ককুমক্ক, কোণাগমন, কল্পপ

লোকং ওভাসেহা উগ্গমানং ইমেসম্পি তেবীসতিয়া বুদ্ধানং সন্তিকে
 লক্ষব্যাকরণো দশপারমিয়ো দশউপপারমিয়ো দশপরমথপারমিয়োতি
 সমত্তিংসপারমিয়ো পুরেহা বেসসস্তরত্তভাবে তিত্তো পঠবিকম্পনানি
 মহাদানানি দহা পুত্তদারং পরিচ্ছজিত্তা আয়ুপরিয়োসানে তুসিতপুরে
 নিব্বত্তিত্তা তথ যাবতায়ুকং ঠহা দশসহস্র চক্রবালদেবতাহি সন্নি-
 পত্তিত্তা—

“কালোয়ং তে মহাবীর উগ্গম্ভ মাতুকুচ্ছিয়ং,
 সদেবকং তারয়ন্তো বুদ্ধাসু অমতং পদং”তি ।

এই ত্রয়োবিংশতি বুদ্ধ ত্রিলোক উদ্ভাসিত করিয়া উৎপন্ন হইয়াছিলেন ।
 তাঁহারাও তাঁহার সম্পর্কে এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণী ব্যক্ত করিয়াছিলেন । তিনি
 দশপারমিতা †, দশ উপপারমিতা * ও দশ পরমার্থ পারমিতা ‡ এই ত্রিংশ
 পারমিতা সমভাবে পূর্ণ করিয়া ‘বেসসস্তর’ ভয়ে পৃথিবী-বিকম্পী মহাদান
 দিয়া, স্ত্রী-পুত্র পরিত্যাগ করিয়া আয়ুশেষে তুষিত পুরীতে উৎপন্ন হইয়া-
 ছিলেন । সেখানে আয়ুকাল থাকিবার পর দশসহস্র চক্রবাল দেবতা একত্রিত
 হইয়া তাঁহাকে কহিলেন—

“এই ত সময় হে মহাবীর, জননী জঠরে জনম নাও,
 স্বরায় সদেব ভুবন জনে সকলে অমৃত-পদ বুঝাও ।”

† দান, শীল, নৈকুমা, প্রজ্ঞা, বীৰ্য, ক্ষান্তি, সত্য, অধিষ্ঠান, মৈত্রী ও উপেক্ষা
 এই দশবিধ পারমিতা । ধন-সম্পত্তি দান করিয়া পূর্ণ করার নাম পারমিতা ।

* অন্ন-প্রত্যক্ষ দান করিয়া পূর্ণ করার নাম উপপারমিতা ।

‡ জীবন দান করিয়া পূর্ণ করার নাম পরমার্থ পারমিতা ।

৪। বৃহতে পঞ্চমহাবিলোকনানি বিলোকেহা ভতো চূতো সাক্যরাজ-
কুলে পটিসন্ধিং গহেহা তথ মহাসম্পত্তিমা পরিহরিষমানো অনু-
ক্রমেণ ভদ্রয়োবনং পহা তিগ্নং উতুনং অনুচ্ছবিকেশু তীসু পাসাদেশু
দেবলোকসিরিং বিয় রজ্জসিরিং অনুভবন্তো উয়্যানকীলায় গমন
সময়ে অনুক্রমেণ জিগ্ন ব্যাধি মত সজ্জাতে তয়ো দেবদূতে দিস্বা
সজ্জাতসংবেগো নিবন্তিহা চতুর্থবারে পব্বজিতরূপং দিস্বা “সাধু
পব্বজ্জা”তি পব্বজ্জায় রুচিং উপ্পাদেহা উয়্যানং গস্থা তথ দিবসং
খেপেহা মঙ্গলপোক্করনীতীরে নিসিম্নো কল্পকবেসং গহেহা আগতেন
বিপ্পকম্মুনা দেবপুন্তেন অলক্কতপটিয়ন্তো রাহুলকুমারস্স জাতসাসনং
সুহা পুন্তসিম্মেহস্স বলবভাবং এহা “যাব ইদং বন্ধনং ন বড্ধতি
তাবদেব’নং ছিন্দিস্সামী”তি চিন্তেহা সায়ং নগরং পব্বিসন্তো—

৪। দেবতার। এইরূপ বলিলে তিনি পঞ্চমহা বিলোকিতব্য অবলোকন
করিলেন। অতঃপর সেইখান হইতে চ্যুত হইয়া তিনি শাক্যরাজ্য কুলে
জন্ম নিলেন। তথায় তিনি মহাসম্পত্তির মধ্যে বদ্ধিত হইয়া ক্রমে ভদ্র-
যৌবন প্রাপ্ত হইলেন। তিন ঋতুর উপযুক্ত তিনখানা প্রাসাদে দেবলোক
শ্রীর গায় রাজ্যশ্রী ভোগ করিতে লাগিলেন। তিনি উদ্যান ক্রীড়ায় যাইবার
নয়ন অনুক্রমে জীর্ণ, পীড়িত ও মৃতরূপী তিনজন দেবদূত দেখিতে পাইয়া
সজ্জাত সংবেগ হইয়া প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন। চতুর্থবারে প্রব্রজিতরূপ
দেখিয়া “সাধু প্রব্রজ্যা” বলিয়া প্রব্রজ্যায় অভিরুচি উৎপন্ন করত উদ্যানে
প্রবেশ করিয়া সেখানে দিবাভাগ ক্ষেপণ করিলেন। নাপিতরূপী বিশ্বকর্মা
দেবপুত্র আসিয়া মঙ্গলপুষ্করিণীতীরে উপবিষ্ট বোধিসত্ত্বের দেহ অলক্কত করি-
লেন। এমন সময় রাহুল কুমারের জন্ম সংবাদ তাঁহার শ্রবণ গোচর
হইল। তিনি পুত্র-স্নেহের বলবস্তাব বৃদ্ধিতে পারিয়া চিন্তা করিলেন—
“এই বান্ধন শক্ত না হইতেই ছিঁড়িব।” এইরূপ চিন্তা করিয়া সন্ধ্যার
সময় নগরে প্রবেশ করিতেছেন এমন সময় শুনিতে পাইলেন—

“নিবৃত্তা নূন সা মাতা নিবৃত্তো নূন সো পিতা,
নিবৃত্তা নূন সা নারী যস্যায়ং ঈদিসো পতী”তি ।

৫। কিশাগোতমিয়া নাম পিতৃচ্ছাধীতায় ভাসিতং ঈমং
গাথং শ্রুত্বা “অহং ইমায় নিবৃত্তপদং সাবিতো”তি মুক্তাহারং ওমুক্তিত্বা
তন্মা পেসেত্বা অন্তনো ভবনং পবিসিত্বা সিরিসয়নে নিপন্নো নিদ্-
পগতানং নাটকিখীনং বিধ্বংসকারং দিশ্বা নিবিস্তহৃদয়ো ছন্নং উট্টাপেত্বা
কশ্বকং আহরাপেত্বা কশ্বকং আকুযচ্ ছন্ন সহায়ো দসসহস্রচক্রবাল
দেবতাহি পরিবৃত্তো মহাভিনিক্শমণং নিক্শমিত্বা অনোম্য নাম
নদীতীরে পব্বজিত্বা অনুক্রমেণ রাজ্জগহং গম্ব্বা তথ পিণ্ডায় চরিত্বা
পণ্ডবপর্বত পত্তারে নিসিন্নো মগধরাজ্ঞা রজ্জেন নিমন্তিয়মানো

“নিশ্চয় নিবৃত্তা সে মাতা,
নিশ্চয় নিবৃত্ত সে পিতা,
নিশ্চয় নিবৃত্তা সে নারী,
এমন (তনয়) পতি বা যাহারি ।”

৫। তাঁহার পিতৃত্বা ভগিনী কৃশাগোতমী তাঁহাকে দেখিয়া এই গাথা
ভাষণ করিয়াছিলেন। তিনি এই গাথা শুনিয়া বলিয়া উঠিলেন—“অহো,
ইনি আমাকে নিবৃত্তপদ শ্রবণ করাইলেন” এই বলিয়া নিজের মুক্তাহার
উন্মুক্ত করিয়া তাঁহার নিকট উপচোকন পাঠাইলেন। তিনি নিজের ভবনে
প্রবেশ করিয়া শ্রীশয়নে শয়ন করিয়া নিদ্রিতা নর্তকীগণের বিকৃতাকার
দেখিয়া সংসারের প্রতি বীতরাগ হইলেন। ছন্নকে ঘুম হইতে জাগরিত
করিয়া কণ্টক নামক অশ্বকে আনাইলেন এবং তাহাতে আরোহণ করত
দশ-সহস্র চক্রবাল-দেবতার দ্বারা পরিবৃত্ত হইয়া ছনের সাহায্যে মহা অভি-
নিক্রমণ করিলেন। অনোম্য নামক নদীতীরে প্রব্রজিত হইয়া অনুক্রমে
রাজ্জগ্ছে গমন করিলেন। সেখানে ভিক্ষা করিয়া পণ্ডব পর্বত-গহ্বরে
সমাসীন হইলে মগধরাজ গিয়া তাঁহাকে রাজ্য গ্রহণ করিতে নিমন্তণ

তং পটিক্খিপিহা সন্বত্রুতং পত্না অননো বিজিতং আগমনথায়
 তেন গহিতপটিক্খো আলারক উদকক উপসংকমিত্বা তেসং সস্তিকে
 অধিগত বিসেসং অদিস্বা অনলংকরিত্বা চব্বআনি মহাপধানং পদহিত্বা
 বিসাখ পুণ্নমদিবসে পাতোব স্ত্রজাতায় দিন্নপায়াসং পরিভুঞ্জিত্বা নেরঞ্জ-
 রায় নদিয়া স্ত্রবপাতিং পবাহেত্বা নেরঞ্জরায় নদিয়াতীরে মহাবনসণ্ডে
 নানাসমাপত্তীহি দিবসভাগং বীতিনামেত্বা সায়ণহসময়ে সোথিয়েম
 দিন্নং তিণং গহেত্বা কালেন নাগরাজেন অভিক্ষুতগুণো বোধিমণ্ডং
 আরুহ্য তিণানি সস্থরিত্বা “ন তাবিমং পল্লকং ভিন্দিগামি যাব মে
 অনুপাদায় আসবেহি চিত্তং বিমুক্ততী”তি পটিক্খং কত্বা পুরথা-
 ভিমুখো নিসীদিহা স্ত্রিয়ে অনথমিতে য়েব মারবলং বিধমিত্বা পঠম-
 য়ামে পুৰ্ব্বনিবাসঞাণং মচ্ছিন্নময়ামে চুতুপপাতঞাণং পত্না পচ্ছিম-

করিলেন। তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করিলেন। মগধরাজ তাঁহাকে সৰ্ব্বজ্ঞতা
 প্রাপ্তির পরে তাঁহার রাজ্যে আনিতে প্রতিশ্রুতি করাইলেন। অনন্তর তিনি
 আলার ও উদকের নিকট গেলেন। তাঁহাদের নিকট শিখিবার বিশেষ
 কিছু না দেখিয়া, তাঁহাদের জ্ঞান অপৰ্য্যাপ্ত মনে করিয়া ছয় বৎসরকাল ধরিয়া
 কঠোর তপশ্চর্যা করেন। অতঃপর বৈশাখী পূর্ণিমা দিবসে প্রভাতে স্ত্রজাতার
 প্রদত্ত পায়স ভোজন করিয়া নৈরঞ্জনা নদীতীরে মহাবনাংশে নানা ‘সমাপত্তি’
 দ্বারা দিব্যভাগ অতিক্রম করিলেন। সায়াহ্ন সময়ে সোথিয়ের প্রদত্ত তৃণ
 গ্রহণ করিয়া কাল নামক নাগরাজের দ্বারা অভিস্কৃত হইয়া, বোধিমণ্ডপে
 আরোহণ পূৰ্ব্বক তৃণ বিছাইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন—“আমাকে যাহাতে আর
 জন্ম নিতে না হয়, সেইরূপ ভাবে চিত্ত আশ্রব (তৃষ্ণা) হইতে মুক্ত না হওয়া
 পর্য্যন্ত আমি এই আসন ভাঙ্গিব না” সঙ্কল্প করিয়া তিনি পূৰ্ব্বাভিমুখী হইয়া
 উপবেশন করিলেন। সূর্য্য অন্তমিত হইতেই মারসৈন্ত বিধ্বস্ত করিয়া রাজ্যের
 প্রথম যামে পূৰ্ব্বনিবাস জ্ঞান, মধ্যম যামে চ্যুতি-উৎপত্তি জ্ঞান প্রাপ্ত হইলেন।

যামাবসানে পচয়াকারে এগাং ওতারেহা দশবল চতুবেসারজ্জাদি
 সর্বগুণ প্রতিমণ্ডিতং সর্বপ্রভূত এগাং পটিবিজ্জিত্বা সন্তসত্তাহং বোধি-
 মণ্ডে বীতিনামেহা অট্টমে সত্তাহে অজপালনিগ্রোধমূলে নিসিন্নো
 ধর্মগন্তীরতা পচবেক্ষণেন অপ্রোঙ্গু কতং আপজ্জমানো দশসহস্র
 চক্রবাল মহাব্রহ্মপরিবারেন সহস্পতি ব্রহ্মনা আয়াচিত ধর্মদেশনো
 বুদ্ধচক্ষুনা লোকং ওলোকেহা ব্রহ্মনো চ অঙ্কসনং অধিবাসেহা
 “কস্মনুখো অহং পঠমং ধর্মং দেশেয়্যং”তি ওলোকেন্তো আলা-
 রুদ্ধকানং কালকতভাবং এহা পঞ্চবঙ্গিয়ানং ভিক্ষুনাং বহুপকারতং
 অনুস্মরিহা উট্টায়াসনা কামিপুরং গচ্ছন্তো অন্তরামগ্গে উপকেন
 সন্ধিং মন্তেহা আনালহপুণ্ণমদিবসে ইসিপতনে মিগদায়ে পঞ্চবঙ্গিয়ানং

শেষ যামের অবসানে প্রত্যয়াকারে জ্ঞানের অবতারণা করিয়া দশবল-
 চতুর্বেশারজ্জাদি সর্বগুণ প্রতিমণ্ডিত সর্বজ্ঞতা জ্ঞান প্রাপ্ত হইলেন ।
 তৎপর সাত সপ্তাহকাল বোধিমণ্ডে অতিবাহিত করিলেন । অষ্টম
 সপ্তাহে অজপাল নিগ্রোধমূলে গমন করিলেন । সেখানে উপবেশন
 করিয়া ধর্মের গন্তীর ভাব প্রত্যবেক্ষণ করত প্রচারে মন্দোৎসাহ হইলেন ।
 ইহাতে দশসহস্র চক্রবালের মহাব্রহ্মাগণ দ্বারা পরিবৃত হইয়া ব্রহ্মা সহস্পতি
 আসিয়া তাঁহাকে ধর্মদেশনা করিতে প্রার্থনা করিলেন । অতঃপর তিনি
 বুদ্ধচক্ষুদ্বারা লোক অবলোকন করিয়া এবং ব্রহ্মার ইচ্ছায় সন্মত হইয়া—
 “আমি কাহারে প্রথম ধর্মদেশনা করিব” এইরূপ চিন্তা করিয়া জ্ঞানচক্ষু-
 দ্বারা অবলোকন করিলেন । দেখিলেন আবার ও উদ্রক কাল প্রাপ্ত
 হইয়াছেন । তাহার পর পঞ্চবঙ্গীয় ভিক্ষুদিগকে স্মরণ করিলেন । তাঁহা-
 দিগের বহু উপকারের কথা মনে করিয়া আসন হইতে উঠিয়া কাশীপুর
 অভিমুখে যাত্রা করিলেন । পথিমধ্যে উপকের সহিত তাঁহার আলাপ
 হইল । আষাঢ়ী পূর্ণিমা দিবসে ঋষিপতনে যুগদায়ে পঞ্চবঙ্গীয় ভিক্ষুর

বসনট্যানং পত্না তে অননুচ্ছবিকেন সমুদাচারেন সমুদাচরন্তে সশ্রী-
পেত্না অশ্রীকোওশ্রীপমুখে অর্টারস ব্রহ্মকোটিয়ো অমতং পায়েন্তো
ধর্মচক্রং পবন্তেত্বা পবন্তবর ধর্মচক্রে পঞ্চমিয়ং পঞ্চম সবেপি তে
ভিক্ষু অরহন্তে পতিট্টাপেত্না তং দিবসমেব যস্য কুলপুত্রস্য
উপনিষয় সম্পত্তিং দিস্বা তং রত্তিভাগে নিব্বিজ্জিত্বা গেহং পহায়
নিব্বন্তুং “এহি যসা”তি পকোসিত্বা তস্মিণ্ণেব রত্তিভাগে সোতাপত্তি
ফলং পাপেত্না পুন দিবসে অরহন্তুং পাপেসি । অপরেপি তস্য সহায়কে
চতুপপ্লাস জনে এহিভিক্ষু পবন্তভায় পবন্তেত্বা অরহন্তুং পাপেসি ।

৬ । এবং লোকে একসট্ঠিয়া অরহন্তেষু জাতেষু বুথবস্মো
পবারেত্বা “চরথ ভিক্ষবে, চারিকং”তি সট্ঠিভিক্ষু দিসাসু পেসেত্বা

বাসস্থানে গিয়া উপনীত হইলেন । তাঁহারা তাঁহার সহিত অযোগ্য ব্যবহার
করিলে তিনি তাহাদিগকে সংজ্ঞা প্রদান করিয়া “অশ্রী কোওশ্রী”
প্রমুখ করিয়া অষ্টাদশ কোটি ব্রহ্মকে অমৃত পান করাইয়া ধর্মচক্র প্রবর্তন
করিলেন । শ্রেষ্ঠ ধর্মচক্র প্রবর্তনের পর সেই পক্ষের পঞ্চমী তিথিতে সেই
ভিক্ষুদের সকলকে অরহন্তে প্রতিষ্ঠিত করিলেন । সেই দিবসই তিনি কুল-
পুত্র বশের হেতুদম্পত্তি দেখিলেন, সেই রাত্ৰিতে কুলপুত্র উদ্বিগ্ন হওত
গৃহ পরিত্যাগ করিয়া নিষ্কান্ত হইলেন “এস বশ” বলিয়া তাঁহাকে আহ্বান
করিলেন । সেই রাত্ৰিমধ্যে তাঁহাকে সোতাপত্তি ফল এবং পরদিবস
অরহন্ত ফল প্রাপ্ত করাইলেন । অনন্তর তাঁহার চুয়ারজন বন্ধুকেও ‘এস
ভিক্ষু’ প্রবক্ত্যায় প্রবজ্জিত করিয়া অরহন্ত প্রাপ্ত করাইলেন ।

৬ । এইরূপে জগতে একঘটি জন অরহৎ হইলে বর্ষাবাস করিয়া
প্রবারণার পর ভিক্ষুদিগকে সোধোদন করিয়া কহিলেন—“ভিক্ষুগণ, তোমরা
বিচরণ কর ।” এই বলিয়া ষাট্ঠজন ভিক্ষুকে দিগদিগন্তে পাঠাইয়া

স্বয়ং উরুবলং গচ্ছন্তো অশুরামগো কপ্লাসিকবনসেও ত্রিংশজনে
 ভদ্রবর্গীয়কুমারে বিনেসি । তেষু সর্বপচ্ছিমকো সোতাপন্নো
 সর্বভ্রমো অনাগামী অহোসি, তেপি সর্বে এহিভিক্সু ভাবেনেব
 পক্বাজ্জেত্বা দিসাসু পেসেত্বা স্বয়ং উরুবলং গন্ত্বা অদ্ভুত্যানি
 পাটিহারিয়সহস্রানি দম্বোত্বা উরুবলকল্পপাদয়ো সহস্রজটিলপরিবারে
 ভেভাতিকজটিলে বিনেত্বা এহিভিক্সু ভাবেনেব পক্বাজ্জেত্বা গয়াসীসে
 নিসীদাপেত্বা আদিস্তপরিয়ায়দেসনায় অরহন্তে পতিট্টাপেত্বা তেন
 অরহন্তসহস্রেন পরিবৃত্তো বিশ্বিসাররশ্রেণা দিব্বং পটিশ্রেণং মোচে-
 ত্বামীতি রাজগহনগরুপচারে লট্ঠিবনুয়্যানং গন্ত্বা সখা কিরু আগ-
 ত্তোতি স্ত্বা ষাদসনহুতেহি ব্রাহ্মণ গৃহপতিকেহি সন্ধিং আগতস
 রশ্রেণা মধুরধর্মকথং কথেষ্টো রাজানং একাদসহি নহুডেহি সন্ধিং

তিনি স্বয়ং উরুবলার দিকে অগ্রসর হইলেন । পশ্চিমধ্যে কপ্লাসিক বনভাগে
 ত্রিশজন ভদ্রবর্গীয় কুমারকে বিনীত করিলেন । তাঁহাদের মধ্যে সর্বোত্তম
 জন অনাগামী এবং সর্বশেষ জন সোতাপন্ন হইলেন । তাঁহাদের সকলকে
 'এস ভিক্সু' ভাবে প্রব্রজিত ও নানাদিকে প্রেরণ করিয়া স্বয়ং উরুবলার
 গমন করিলেন । সেখানে সার্ক তিন সহস্র প্রাতিহার্য বা অলৌকিক ক্ষমতা
 প্রদর্শন করিয়া উরুবল কল্পপ প্রভৃতি জটিল ব্রাহ্মণকে তাঁহাদের অনুচর
 সহস্র জটিলের সহিত বিনীত করিয়া 'এস ভিক্সু' ভাবে প্রব্রজিত করিলেন ।
 তাহাদিগকে গয়াশীর্ষে উপবেশন করাইয়া আদিত্য পর্যায় দেশনাবারা অরহন্তে
 প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন । অনন্তর সেই সহস্র অরহন্তের দ্বারা পরিবৃত্ত হইয়া
 বিশ্বিসার রাজার নিকট কৃত তাঁহার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে ইচ্ছুক হইয়া
 ব্রাহ্মগৃহ নগরের সমীপবর্তী তাল উদ্ভানে গমন করিলেন । শাস্ত্র আগমন
 করিয়াছেন শুনিয়া রাজা ষাদশ অযুত ব্রাহ্মণ গৃহপতির সহিত আগমন
 করিলেন । তাহাদিগকে মধুর ধর্মকথা কহিতে কহিতে একাদশ অযুতের সহিত

সোতাপত্তিকলে পতিষ্ঠাপেহা একনহতঃ সরণেসু পতিষ্ঠাপেহা
পুনদিবসে সকেন দেবরশ্মা মাণবকবল্লং গহেহা অভিক্ষুতশুগো
রাজগহনগরং পবিসিত্বা রাজনিবেসনে কতভক্তকিচ্চো বেলুবনারামং
পটিগাহেহা তথৈব বাসং কল্পেসি। তথ নং সারিপুত্র মোগালানা
উপসংকমিংসু।

৭। তত্রাপি অয়ং আনুপুৰ্বিকথা— অনুপ্লব্ধে য়েব হি বুদ্ধে
রাজগহতো অবিদূরে উপতিষ্ঠগামো কোলিতগামোতি ধে ব্রাহ্মণ
গামা অহেসুং। তেসু উপতিষ্ঠগামে রূপসারিয়া নাম ব্রাহ্মণিয়া
গবুজ + পতিষ্ঠিতদিবসে য়েব কোলিতগামে মোগালিয়া নাম
ব্রাহ্মণিয়াপি গন্তো পতিষ্ঠহি।

রাজাকে সোতাপত্তি কলে প্রতিষ্ঠিত করিলেন, অবশিষ্ট এক অযুতকে শরণে
প্রতিষ্ঠিত করিলেন। পরদিবস তিনি রাজগৃহ নগরে প্রবেশ করিলেন। নগরে
প্রবেশ করিবার সময়ে ব্রাহ্মণ নুবকরূপী দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার স্তুতিগান
করিতে লাগিলেন। রাজ-ভবনে ভোজন কৃত্য সমাপন করিয়া বেলুবনারামে
প্রবেশ করিয়া সেখানে বাস করিলেন। সেখানে সারিপুত্র ও মৌদগল্যায়ণ
তাঁহার নিকট আগমন করিয়াছিলেন।

৭। সারিপুত্র ও মৌদগল্যায়ণের আগমনের পূৰ্ব্বাপর কথা নিয়ে বর্ণিত
হইতেছে—বুদ্ধ উৎপন্ন হইবার পূৰ্বে রাজগৃহের অদূরে + উপতিষ্ঠ গ্রাম
ও কোলিত গ্রাম নামে দুইখানি ব্রাহ্মণ গ্রাম ছিল। তন্মধ্যে উপতিষ্ঠ
গ্রামে রূপসারি নামী ব্রাহ্মণীর গর্ভ প্রতিষ্ঠিত হইবার দিন কোলিত গ্রামে
মৌদগলী ব্রাহ্মণীর গর্ভও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

+ বর্তমান নালন্দার সমীপে উপতিষ্ঠ গ্রামের নাম সারীচক ও কোলিত গ্রামের
নাম কুজভাণ্ডারী।

৮। তানি কির ছেপি কুলানি যাব সন্তমা কুলপরিবট্টা আবদ্ধপটিবদ্ধ সহায়কানেব। তাসং ষ্মিন্ণপি একদিবসমেব গত্তু পরিহারং অদংসু। তা উত্তোপি দসমাসচ্চয়েন পুত্তে বিজ্জায়িংসু। নামগহণদিবসে সারিয়া ব্রাহ্মণিয়া পুত্তস্স উপতিস্সগামকে জেট্টকুলস্স পুত্তত্তা “উপতিস্সো”তি নামং করিংসু। ইত্তরস্স কোলিতগামে জেট্টকুলস্স পুত্তত্তা “কোলিতো”তি নামং করিংসু। তে উত্তো বুদ্ধিমস্সায় সস্বসিদ্ধানং পারং অগমংসু। উপতিস্সমাণবস্স কীলনথায় নদিং বা উয়্যানং বা গমনকালে পঞ্চ সুবর্ণ সিবিকা-সতানি পরিবারানি হোন্তি। কোলিত মাণবস্স পঞ্চ অজ্ঞপ্র-রথসতানি। ছেপি জনা পঞ্চ পঞ্চ মাণবকসত পরিবারা হোন্তি।

৯। রাজগৃহে চ অনুসংবচ্ছরং গিরগসমজ্জং নাম হোতি। তেসং

৮। সেই দুইটি পরিবার নাকি সপ্তম পুরুষ পর্যন্ত আত্মীয় ভাবের দ্বারা আবদ্ধ-পতিবদ্ধ। তাঁহাদের দুইজনকেই একদিনেই গর্ভ রক্ষার সুযোগ করিয়া দিল। তাঁহারা উভয়েই দশমাস পরে পুত্র প্রসব করিলেন। নাম করণ দিবসে, উপতিস্স গ্রামের প্রধান পরিবারের পুত্র বলিয়া সারি-ব্রাহ্মণীর পুত্রের নাম রাখা হইল উপতিস্স এবং কোলিত গ্রামের প্রধান পরিবারের পুত্র বলিয়া অপরের নাম রাখা হইল কোলিত। তাঁহারা উভয়েই বয়ো প্রাপ্তে সর্বপ্রকার বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিলেন। উপতিস্স ক্রীড়া করিবার জন্ত যখন নদী বা উদ্যানে যাইতেন পাঁচশত সুবর্ণ সিবিকা তাঁহার সঙ্গে যাইত। কোলিতের সঙ্গে পাঁচশত শ্রেষ্ঠ অশ্বরথ যাইত। দুই জনের পাঁচ পাঁচ শত মাণবক পরিজন ছিল।

৯। রাজগৃহে প্রতি বৎসর গীতাভিনয়োৎসব হইত। তাঁহারা

দ্বিম্বম্পি একট্যানে য়েব মঞ্চং বন্ধন্তি য়েপি একতোব
 নিসীদিহা সমজ্জং পম্বস্তা হসিতবট্ট্যানে হসন্তি, সংবেগট্ট্যানে
 সংবেগং জনয়ন্তি, দায়ং দাতুং যুত্তট্ট্যানে দায়ং দেন্তি । তেসং
 ইমিনাব নিয়ামেন একদিবসং সমজ্জং পম্বস্তানং পরিপাকগতত্তা
 এগণম্ম পুরিমেষু দিবসেষু বিয় হসিতবট্ট্যানে হাসো বা সংবেগ-
 ট্ট্যানে সংবেগজননং বা দাতুং যুত্তট্ট্যানে দানং বা নাহোসি ।
 য়েপি পন জনা এবং চিন্তয়িংসু—“কিং এথ ওলোকেতব্বং অপি,
 সবেবিমে অম্মন্তে বম্মসতে অপম্মত্তিকভাবং গমিম্মন্তি, অমেহহি
 পন একং মোক্ষধম্মং পরিয়েসিত্তুং বট্টতী”তি আরম্মণং গহেহা
 নিসীদিংসু । ততো কোলিতো উপতিম্মং আহ—“সম্ম উপতিম্ম,
 ন ত্বং অগ্গেষু দিবসেষু বিয় হট্টপহট্টো ; অনত্তমনধাতুকোসি,
 কিল্লেন্তে সল্লস্বিতং”তি ?

দুই জনেই একস্থানে মঞ্চ বাঁধিয়া বসিতেন, একত্রে বসিয়া তামাসা দেখিতে
 দেখিতে হাসিবার স্থানে হাসিতেন, সংবেগ স্থানে সংবিগ্ন হইতেন, মান
 (বাহাবা) দিবার স্থানে মান দিতেন । এই ভাবে তাঁহারা একদিন উৎসব
 দেখিতে দেখিতে জ্ঞান পরিপক হওয়ার পূর্ব পূর্ব দিনের ঞ্চার হস্ত স্থানে
 হাসিলেন না, সংবেগ স্থানে সংবিগ্নও হইলেন না এবং মান দিবার স্থানে
 মানও দিলেন না, দুইজনেই চিন্তা করিতে লাগিলেন— “ইহাতে কি
 দেখিবার আছে ? শত বৎসর না বাইতেই এই সব অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইবে ।
 কোন এক মোক্ষধর্ম্ম আমাদের খুঁজিতে হইবে ।” এই বিষয় ভাবিতে
 ভাবিতেই তাঁহারা বসিয়া রহিলেন । কোলিত উপতিম্মকে কহিলেন—
 বন্ধু উপতিম্ম, অন্তদিনের মত আজ তোমার হাসি-খুসী নাই কেন ? বিমর্ষ
 হইয়াছ কেন ? তোমার কি চিন্তা হইয়াছে ?”

“সম্ম কোলিত, এতেসং ওলোকনে সারো নাম নথি, নিরর্থকমেতং, অন্তনো মোক্ষধর্ম্যং গবেসিতুং বটুতীতি ইদং চিন্ত-
য়ন্তো নিসিমোমিহ । স্বং পন কস্মা অনন্তমনো”তি ? সোপি
তথৈব আহ ।

১০ । অথস্ম অর্ন্তনা সন্ধিং একস্মাসয়তং এত্বা উপতিস্মো
আহ— “অমহাকং উত্তিন্নম্পি স্মুচিস্তিতং, মোক্ষধর্ম্যং পন গবে-
সন্তেহি একা পবজ্জা লঙ্কুং বটুতি, কস্ম সন্তিকে পবজ্জামা”তি ?

১১ । তেন খো পন সময়েন সঞ্জয়ো পরিবাজকো রাজগহে
পটিবসতি, মহতিয়া পরিবাজকপরিসায় সন্ধিং । তে তস্ম সন্তিকে
পবজ্জিআমাতি পঞ্চ মাণবক সতানি সিবিকা চ রথে চ গহেত্বা গচ্ছ-
থাতি উয়েয়োজ্জেত্বা পঞ্চহিপি সতেহি সন্ধিং সঞ্জয়স্ম সন্তিকে পবজ্জিঃসু ।
তেসং পবজ্জিতকালতো পট্টায় সঞ্জয়ো অতিরেক লাভগায়সগাপত্তো

বস্তু কোলিত, এই সমস্ত দেখিয়া কল কিছুই নাই, ইহা নিরর্থক,
নিজের মোক্ষধর্ম খুঁজিলেই ভাল হয় । ইহা চিন্তা করিয়াই বদিয়া
আছি । তোমাকে বিমর্ষ দেখাইতেছে কেন ?” তিনিও সেইরূপ বলিলেন ।

১০ । উপতিষ্য নিজের সহিত উঁহার একমত জানিয়া কহিলেন—
“আমাদের উভয়ের ভাল চিন্তার উদ্বেক হইয়াছে । মোক্ষধর্মের গবেষণা
করিতে হইলে কোন একপ্রকার প্রব্রজ্যা নিতে হয়, কাহার ‘নিকট
প্রব্রজিত হইব ?

১১ । সে সময় সঞ্জয় পরিব্রাজক রাজগৃহে এক মহা পরিব্রাজক দলের
সহিত বাস করিতেন । তাঁহার নিকট প্রব্রজিত হইবার মানসে
পাঁচশত লোককে সিবিকা ও রথ লইয়া যাইবার জন্ত বিদায় দিলেন
এবং অপর পাঁচশত লোকের সহিত সঞ্জয়ের নিকট প্রব্রজিত
হইলেন । তাঁহাদের প্রব্রজ্যা অবধি সঞ্জয় খুব যশস্বী ও লাভবান

অহোসি । তে কতিপাহেনেব সৰ্বং সঞ্জয়স্ম সময়ং পরিমদ্দিহা
“আচরিয় তুমহাকং জ্ঞাননসময়ো এতুকোব উদাহ উত্তরিম্পি
অথী”তি পুচ্ছিংসু ।

“এতুকোব, সৰ্বং তুমেহি এণাতং”তি বুত্তে চিন্তয়িংসু—

“এবং সতি ইমস্ম সন্তিকে ব্রহ্মচরিয়বাসো নিরথকো,
ময়ং যং মোক্ষধম্মং গবেসিতুং নিব্বন্তা তং ইমস্ম সন্তিকে
উপাদেতুং ন স্কোম, মহা খো পন জম্বুদীপো, গামনিগমরাজধানিয়ো
চরন্তা অন্ধা মোক্ষধম্মাদেসকং কঞ্চি আচরিয়ং লভিআমা”তি
তত্তে পট্টায় যথ যথ পণ্ডিত সমণ ব্রাহ্মণা অথীতি বদন্তি তথ
তথ গন্তা সাকচ্ছং করোন্তি । তেহি পুট্টপঞহং অশ্রে কথেতুং
ন স্কোন্তি । তে পন তেসং পঞহং বিম্বজেন্তি ।

হইলেন । কয়েক দিবসের মধ্যে তাঁহারা উভয়ে সঞ্জয়ের পরিজ্ঞাত ধর্ম অবগত
হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“আচার্য্য, আপনার বিদিত ধর্ম কি এ
পর্য্যন্ত ? না, আরও অধিক কিছু আছে ?”

“এই পর্য্যন্ত, সমস্তই তোমরা জ্ঞাত হইয়াছ ।” আচার্য্য এই কথা
কহিলে তাঁহারা চিন্তা করিলেন—“এইরূপ হইলে ইনির নিকট ব্রহ্মচর্য্য
বাস, নিরর্থক । আমরা যে মোক্ষধর্ম অন্বেষণ করিতে নিষ্কাশ হইয়াছি
তাহা ইনির নিকট উৎপাদন করিতে পারিব না । এই জম্বুদীপ মহং,
গ্রাম, নিগম ও রাজধানীতে পর্য্যটন করিতে করিতে নিশ্চয়ই মোক্ষধর্মের
উপদেষ্টা কোন আচার্য্য লাভ করিব ।” ইহার পর হইতে তাঁহারা লোকে
যেখানে যেখানে পণ্ডিত শ্রমণ ব্রাহ্মণ আছেন বলিয়া বলে সেখানে সেখানে
গিয়া আলাপ করেন । তাঁহাদের পৃষ্ট প্রশ্ন অন্তেরা উত্তর করিতে পারে
না । তাঁহারা কিন্তু তাঁহাদের প্রশ্নের উত্তর করিতেন ।

১২ । এবং সকলজম্বুদীপং পরিগণিহ্বা নিবন্তিহ্বা সকট্টানমেব আগস্থা “সম্ম কোলিত, অমেহসু ষো পঠমং অমতং অধিগচ্ছতি সৌ ইতরঙ্গ আরোচেতু”তি কতিকং অকংসু । এবং তেসু কতিকং কত্বা বিহরন্তেসু সখা বুক্তানুক্রমেণ রাজগহং পত্বা বেলুবনং পটিগাহেত্বা বেলুবনে বিহরতি, তদা “চরথ ভিক্ষবে, চারিকং বহুজনহিতায়া”তি রতনস্তয়গুণপ্লাসনখং উয়োজিতানং একসট্টিয়া অরহস্তানং অন্তরে পঞ্চবঙ্গিয়ানং অন্তরে অঙ্গিমহাথেরো পটি নিবন্তিহ্বা রাজগহং আগতো পুন দিবসে পাতোব পত্রচীবরং আদায় রাজগহং পিণ্ডায় পাবিসি । তস্মিং সময়ে উপতিঙ্গ পরিক্বাজকে। পাতোব ভক্তকিচ্চং কত্বা পরিক্বাজকারামং গচ্ছন্তো” থেরং দিস্বা চিন্তেসি— “ময়া একরূপো নাম পক্বজিতো ন দিট্টপুকেষা য়েব,

১২ । এইরূপে তাঁহারা সমস্ত জম্বুদীপকে পরাস্ত করিয়া স্বস্থানে প্রত্যা-
গমন করিয়া উপতিষ্য কহিলেন— “বন্ধু কোলিত, আমাদের মধ্যে যে
প্রথমে অমৃত লাভ করিবে সে অপরকে জানাইবে ।” তাঁহাদের মধ্যে
এইরূপ কথা সাব্যস্ত হইল । তাঁহারা এইরূপ কথা করিয়া অবস্থান করি-
তেছেন এমন সময় শাস্তা উক্তানুক্রমে রাজগৃহে উপনীত হইয়া বেলুবন গ্রহণ
করিয়া সেখানে বাস করিতেছিলেন । সেই সময় “ভিক্ষুগণ, বহুজনের
হিতের জন্ত পর্যটন কর,” এই কথা বলিয়া রত্নত্রয়ের গুণকীৰ্ত্তনের জন্ত
যে ষাট জন, অর্হৎকে প্রেরণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যবর্তী পঞ্চবঙ্গীয়
ভিক্ষুগণের অন্ততম অঙ্গিমং মহাস্থবির প্রত্যাবর্তন করিয়া রাজগৃহে আসিয়া-
ছিলেন । তথায় আগমনের পরদিবস প্রাতেই পাত্রচীবর গ্রহণ করিয়া
ভিক্ষুর জন্ত রাজগৃহে প্রবেশ করিয়াছিলেন । সে সময়ে উপতিষ্য পরি-
ব্রাজক প্রভাতে ভোজনকৃত্য সমাপন করিয়া পরিব্রাজকারামে যাইবার সময়
স্থবিরকে দেখিয়া চিন্তা করিলেন— “আমি পূর্বে এরূপ প্রব্রজিত দেখি নাই ।

যে লোকে অরহন্তো বা অরহন্তুমগ্নং বা সমাপন্নো, অয়ং তেসং ভিক্ষুং অপ্রোতরো, যন্নুনাহং ইমং ভিক্ষুং উপসংকমিত্বা পুচ্ছে-
য়্যং “কংসি হং আবুসো উদ্দিম পব্বজিতো ? কো বা তে সখা ?
কম্ম বা হং ধম্মং রোচেসী”তি ? অথম্ম এতদহোসি—“অকালো
খো ইমং ভিক্ষুং পঞ্হং পুচ্ছিতুং, অন্তরঘরং পবিট্টো পিণ্ডায়
চরতি । যন্নুনাহং ইমং ভিক্ষুং পিট্ঠিতো পিট্ঠিতো অনুবন্ধেয়্যং,
অথিকেহি উপপ্রোতং মগ্গসিহি ।”

১৩ । সো খেরং লঙ্কপিণ্ডপাতং অপ্রোত্তরং ওকাসং গচ্ছন্তুং দিম্মা
নিসীদিতুকামতং চম্ম এত্বা অন্তনো পরিব্বাজকপীঠকং পপ্রোপেত্বা
অদাসি । ভুত্তকিচ্চপরিয়োসানে পিণ্ড অত্তনো কুণ্ডিকায় উদকং
অদাসি, 'এবং আচরিয়বত্তং কহা কত ভুত্তকিচ্চেন খেরেন সন্ধিং
মধুরপটিসম্মারং কহা এবমাহ— “বিম্মসন্নানি খো পন তে আবুসো

ঠাহারা জগতে অরহং বা অরহং মার্গ সমাপন্ন, ইনি ঠাহারের
একজন হইবেন । ইনির নিকট গিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিব— “বন্ধু,
আপনি কাহার উদ্দেশ্যে প্রব্রজিত হইয়াছেন ? কেই বা আপনার শাস্তা ?
কার ধর্ম্মে আপনার রুচি হইয়াছে ?” তৎপর ঠাহার মনে হইল, “এই
ভিক্ষুকে প্রশ্ন করার সময় এখন নয়, এখন তিনি লোকাবাসে পিণ্ডের জন্ত
বিচরণ করিতেছেন । আমি এই ভিক্ষুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুগমন করিব,
অর্থাৎ মার্গের উপায় জ্ঞাত হইব ।”

১৩ । তিনি স্থবিরকে পিণ্ডপাত লাভ করিয়া অগ্নতর অবকাশ বৃদ্ধ
স্থানে যাইতে দেখিয়া এবং ঠাহাকে বসিতে ইচ্ছুক জানিয়া নিজের পরি-
ব্রাজক পীড়ি পাতিয়া দিলেন । ভোজনকৃত্য সমাপ্ত হইলে ঠাহাকে
আপনার কুণ্ডিকাতে করিয়া জল দিলেন । এইরূপে আচার্য্যব্রত করিয়া
ভোজন শেষে মধুর সম্ভাষণ পূর্বক জিজ্ঞাসা করিলেন— “বন্ধু, আপনার

ইন্দ্রিয়ানি পরিশুদ্ধো চ্চবিবর্ণো পরিয়োদাতো, কংসি ত্বং আবুসো উদ্দিম্ম পক্কজিতো ? কোবা তে সথা ? কল্প বা ত্বং ধম্মং য়োচেসী”তি পুচ্ছি ।

১৪ । খেরো চিন্তেসি “ইমে পরিব্রাজকো নাম সাসনম্ম পটিপক্কভূতা, ইমম্ম সাসনে গন্তীরতং দম্মেআমী”তি অন্তনো নবক-
ভাবং দম্মেন্তো আহ—“অহং খো আবুসো নবো, অচিরপক্কজিতো, অধুনাগতো ইমং ধম্মবিনয়ং, ন তাবাহং সন্ধিম্মামি বিখারেণ ধম্মং দেসেতুং”তি । পরিব্রাজকো—“অহং উপতিম্মো নাম, ত্বং যথা-
সত্তিয়া অল্পং বা বল্লং বা বদতু, এতং নয়সতেন্ন নয়সহম্মেন পটিবিম্মিতুং ময়হং ভারো”তি চিন্তেত্বা আহ—

ইন্দ্রিয় সমূহ প্রশন্ন, প্রতিরুতি (চ্চবিবর্ণ) পরিশুদ্ধ, উজ্জল ; আপনি কাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া প্রব্রজিত হইয়াছেন ? আপনার শাস্তা কে ? কার বশে আপনি অভিরুচি সম্পন্ন ?”

১৪ । স্থবির চিন্তা করিলেন—“এ সকল পরিব্রাজক শাসনের প্রতি-
পক্কভূত, ইহাকে শাসনের গন্তীরতা প্রদর্শন করিব ।” এই সকল করিয়া
নিম্নের নবীনত্ব প্রদর্শন করিয়া কহিলেন—“বন্ধু, আমি নবীন, প্রব্রজিত
হইয়াছি বেশীদিন হয় নাই, সম্প্রতি এ ধর্ম-বিনয়ে আসিয়াছি, সবিস্তার
ধর্ম দেশনা করিতে আমি পারিব না ।”

পরিব্রাজক বলিলেন—“আমার নাম উপতিম্ম, আপনি যথা শক্তি অল্প
হউক বা বহু হউক বলুন, ইহাকে শত প্রকারে কি সহস্র প্রকারে বিশ্লে-
ষণ করিয়া বুঝিবার ভার আমার উপর ।” এই ভাবে চিন্তা করিয়া গাথায়
কহিলেন—

“অগ্নং বা বহুং বা ভাসন্নু অগ্নপ্রভব মে জিহি,
অগ্নেনেব মে অগ্নো কিং কাহসি ব্যঞ্জনং বহুং”তি ।

১৫ । এবং বুতে থেরো “যে ধম্মা হেতুপ্রভবা”তি গাথং আহ ।
পরিব্রাজকো পঠমপদবয়মেষ স্তুত্বা সহস্রানয়সম্পন্নে সোতাপত্তি কলে
পতির্টঠহি, ইতরং পদবয়ং সোতাপন্ন কালে নিটঠাপেসি । সোপি
সোতাপন্নো হুত্বা উপরিবিসেসে অগ্নবত্তেন্তে “ভবিজ্জতি এগ্ন
কারণং”তি সন্নক্খেত্বা থেরং আহ—“ভন্তে, মা উপরি ধম্মদেশনং
বডঢ়য়িথ, এত্তকমেব ছোতু, কুহিং অমহাকং সথা বসত্তী”তি ?

“বেল্লুবনে আবুসো”তি ।

“তেন হি ভন্তে, তুমেহ পুরতো যথ, ময়্ছং একো সহায়কো

“অগ্ন বা বহু বা কহ, অর্থ কহ আমারে

অর্থে মোর প্রয়োজন, বর্ণ বহু কি করে ?”

১৫ । তিনি ইহা বলিলে স্থবির “যে ধম্ম হেতুপ্রভব” ইত্যাদি গাথা
কহিলেন । পরিব্রাজক প্রথম পদবয় শুনিয়া সহস্র ত্রায় সম্পন্ন সোতাপত্তি
কলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন ; অপর পদবয় তাঁহার সোতাপত্তি কালে সমাপ্ত
হইল । তিনি সোতাপন্ন হইয়া উত্তরিতর মার্গ-ফলাদির, অপ্রাপ্তে চিন্তা
করিলেন— “ইহার কোন কারণ থাকিবে” এই চিন্তা করিয়া স্থবিরকে
কহিলেন—“ভন্তে, এত দূরই হোক, এর অধিক ধম্মদেশনা বাড়াইবেন
না ; আমাদের শাস্তা কোথায় বাস করেন ?”

“বেল্লুবনে আবুস ।”

“তবে ভন্তে, আপনি আগে ধান, আমার একজন বন্ধু আছেন,

অথি, অমেহি চ অপ্রমপ্রঃ কতিকা কতা—‘ষো পঠমং অমতং অধি-
গচ্ছতি সো আরোচেতু’তি ; অহং তং পটিপ্রঃ মোচেত্বা মম
সহায়কং গহেত্বা তুমহাকং গতমগেনেব সখু সস্তিকং আগমিআমী’তি
পঞ্চপতিটঠিতেন খেরঙ্গ পাদেসু নিপতিত্বা তিক্ততুং পদক্ষিণং কত্বা
খেরং উয়ে্যাজেত্বা পরিব্রাজকারামাভিমুখে অগমাসি ।

১৬ । কোলিতপরিব্রাজকো তং দূরতোবাগচ্ছন্তং দিস্বা “অজ্জ
“ময়হং সহায়কঙ্গ মুখবধো ন অপ্রদিবসেসু বিয়, অন্ধা নেন অমতং
অধিগতং ভবিঙ্গতী”তি অমতাধিগমং পুচ্ছি । সো পিঙ্গ “আমাবুসো
অমতমধিগতং”তি পটিজানিত্বা তমেব গাথং অভাসি । গাথা
পরিয়োসানে কোলিতো সোতাপত্তিফলে পতিটঠিত্বা আহ--
“কুহিং কির সয় অমহাকং সখা বসতী”তি ? “বেলুবনে কির
সয়, এবং নো আচরিষেন অঙ্গজিখেৱেন কথিতং”তি ।

আমাদের দুইজনের মধ্যে কথা হইয়াছে—‘যে প্রথমে অমৃত পার সে অপরকে
বলিবে ।’ আমি সেই প্রতিজ্ঞা মোচন করিয়া আমার বন্ধুকে লইয়া
আপনার গমন পথেই শাস্তার নিকট আসিব ।” ইহা বলিয়া স্থবিরের
পাদমূলে নিপতিত হওত পঞ্চাঙ্গ প্রণতি করিয়া তিনবার প্রদক্ষিণ করিলেন
এবং স্থবিরকে বিদায় দিয়া পরিব্রাজকারাম অভিমুখে গমন করিলেন ।

১৬ । কোলিত পরিব্রাজক তাঁহাকে দূর হইতে আসিতে দেখিয়া মনে
মনে কহিলেন—“আজ আমার বন্ধুর মুখবর্ণ অত্র দিবসের ত্রায় নহে,
নিশ্চয়ই ইনি অমৃত পাইয়া থাকিবেন ।” তিনি তাঁহাকে অমৃত প্রাপ্তির
কথা জিজ্ঞাসা করিলেন । তিনিও “ইহা আবুস, অমৃত পাইয়াছি ।”
বলিয়া প্রত্যুত্তর দিয়া সেই গাথাই কহিলেন । গাথা সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে
কোলিত সোতাপত্তি ফলে প্রতিষ্ঠিত হইয়া কহিলেন—“সৌম্য, আমাদের
শাস্তা কোথায় বাস করিতেছেন ?” “বেণু বনেই সৌম্য, আমাদের আচার্য্য
অঙ্কজিৎ স্থবির এরূপ কহিলেন ।”

“তেন হি সন্ম আয়াম সথারং পস্মিআমা”তি ।

১৭ । সারিপুত্রেরো চ নামেস সদাপি আচরিয়পূজকোষ, তস্মা সহায়কং এবমাহ— “সন্ম, অমেহি অমতং অধিগতং অমহাকং আচরিয়স সঞ্জয়পরিব্রাজকস্মাপি কথেস্মাম বুদ্ধমানো পটিবিজ্জিঅতি, অপটিবিজ্জাস্তো অমহাকং সদহিত্বা সথুসন্তিকে গমিঅতি, বুদ্ধানং দেসনং স্তুত্বা মগ্গফলপটিবেধং করিঅতী”তি । ততো ষেপি জনা সঞ্জয়স সন্তিকং অগমংসু । সঞ্জয়ো তে দিস্বাব “কিং তাতা ! কোচি বো অমতমগ্গদেসকো লক্কো ?”তি পুচ্ছি ।

“আম আচরিয়, লক্কো । বুদ্ধো লোকে উপ্পন্নো, ধম্মো উপ্পন্নো, সঞ্জ্যা উপ্পন্নো,” তুমেহ তুচ্ছ অসারে বিচরথ, এথ সথু সন্তিকং গমিআমা”তি ।

“গচ্ছথ তুমেহ অহং ন সস্মিআমী”তি ।

“তাহা হইলে সৌম্য, চল যাই, শাস্তাকে দেখিগে ।”

১৭ । এই সারিপুত্র স্থবির সৰ্বদা আচার্য্য পূজক ছিলেন, সেই কণ্ঠ বন্ধুকে এরূপ कहিলেন—“সৌম্য, আমরা অমৃত পাইয়াছি, আমাদের আচার্য্য সঞ্জয় পরিব্রাজককেও বলিব, বুদ্ধাইলে তিনি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন । না পারিলে আমাদের কথায় বিশ্বাস করিয়া শাস্তার নিকট যাইবেন । বুদ্ধের দেশনা শুনিয়া মার্গফল লাভ করিবেন ।” তাহার পর দুই জনেই সঞ্জয়ের নিকট গমন করিলেন । সঞ্জয় তাহাদিগকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“বৎসগণ, কোন অমৃতোপদেষ্টা পাইয়াছ কি ?”

“হঁা আচার্য্য, পাইয়াছি । জগতে বুদ্ধ উৎপন্ন হইয়াছেন, ধর্ম উৎপন্ন হইয়াছেন, সজ্ব উৎপন্ন হইয়াছেন । আপনি তুচ্ছ অসারে বিচরণ করিতেছেন ; আসুন, শাস্তার নিকট যাই ।”

“তোমরা যাও, আমি যাইতে পারিব না ।”

“কিং কারণা”তি ?

“অহং মহাজনম্ আচরিয়ে হুয়া বিচরিং, তম্ মে অন্তেবাসি
ভাবো চাটিয়া উদধনভাবম্ভি বিয় হোতি, ন সন্ধিআমহং অন্তে-
বাসিকবাসং বসিতুং”তি ।

১৮ । “মা এবং করিথ আচরিয়া”তি ।

“হোতু তাতা, গচ্ছথ তুমেহ নাহং সন্ধিআমী”তি ।

“আচরিয়, লোকে বুদ্ধম্ উদধনকালতো পট্টায় মহাজনেঃ
গন্ধমালাদিহণো গম্মা তমেব পূজেম্ভি, ময়ম্পি তথেব গমিআম
তুমেহ কিং করিঅথা”তি ?

“তাতা, কিমুখো ইমস্মিং লোকে দন্ধা বহু উদাহ পণ্ডিতা”তি ?

“দন্ধা আচরিয়, বহু, পণ্ডিতা নাম কতিপয়া এব হোন্তী”তি

“ভেনহি তাতা, পণ্ডিতা পণ্ডিতসমগম্ গৌতমম্ সন্তিকং গমি-

“কারণ কি ?”

“আমি বহুজনের আচার্যা হইয়া বিচরণ করিতেছি ; আমাকে তাঁহার
শিষ্য হইতে যাওয়া জালায় হাঁড়িকড়ি হওয়ার শ্রায় হয় । আমি শিষ্য
ভাবে থাকিতে পারিব না ।”

১৮ । “আচার্যা, এরূপ করিবেন না ।”

“থাক্ ! থাক্ ! বাছারা ! তোমরা যাও, আমি পারিব না ।”

“আচার্যা, সংসারে বুদ্ধোৎপত্তির কাল হইতে জনগণ গন্ধমালাদি হস্তে
যাইয়া তাঁহাকেই পূজা করিবে, আমরাও সেখানে যাইব, আপনি কি
করিবেন ?”

“প্রিয় বৎসগণ, এ সংসারে মূর্খ অধিক না পণ্ডিত অধিক ?”

“আচার্যা, মূর্খই অধিক, পণ্ডিত কয়েক জন মাত্রই ।”

“তবে পণ্ডিতেরা— পণ্ডিত-শ্রমণ গৌতমের নিকট যাইবে ;

অস্তি, দক্ষা দক্ষম মম সন্তিকং আগমিঅস্তি, গচ্ছথ তুমহে নাহং গমিআমী”তি ।

তে “পশ্চায়িঅথ তুমহে আচরিয়া”তি পকমিংসু ।

১৯ । তেষু গচ্ছন্তেষু সঞ্জয়সু পরিসা ভিজ্জি । তস্মিং খণে আরামো তুচ্ছো অহোসি । সো তুচ্ছং আরামং দিস্বা উণহং লোহিতং ছড্‌ডসি । তে হি পি সন্ধিং গচ্ছন্তেষু পঞ্চসু পরিব্বাজক-সন্তেষু সঞ্জয়্যানি অডতেয়্যসতানি নিবত্তিংসু । তে অন্তনো অন্তে-বাসিকেহি অডতেয়ে্যহি পরিব্বাজকসতেহি সন্ধিং বেলুবনং অগমংসু । সখা চতুপরিস মঞ্চে নিসিয়ো ধম্মং দেসেত্তো তে দূরতোব দিস্বা ভিক্খু আমন্তেসি “এতে ভিক্খবে, বে সহায়কা আগচ্ছন্তি কোলিতো চ উপতিআ চ, এতং মে সাবকয়ুগং ভবিঅতি অগ্গং ভদ্রয়ুগং”তি

মুর্খেঁরা—মুর্গ আমার নিকট আসিবে । তোমরা যাও, আমি যাইব না ।”

“আচার্য্য, আপনি বৃথািবেন ।” এই বলিয়া তাঁহারা চলিয়া গেলেন ।

১৯ । তাঁহারা চলিয়া গেলে সঞ্জয়ের দল ভাঙ্গিয়া গেল । সেই ক্ষণে আরাম শূন্য হইল । তিনি শূন্য আরাম দেখিয়া উত্তপ্ত বক্তৃ বমি করিলেন । তাঁহাদের সহিত যে পাঁচশত পরিব্রাজক যাইতেছিলেন তাঁহাদের মধ্যে সঞ্জয়ের নিজ শিষ্য আড়াই শত নিবৃত্ত হইলেন । তাঁহারা নিজেদের আড়াই শত পরিব্রাজক শিষ্যের সহিত বেণুবনে গমন করিলেন । শাস্তা পরিসদ চতুষ্ঠয়ের মধ্যে আসীন থাকিয়া ধর্ম দেশনা করিবার সময় তাঁহাদিগকে দূর হইতে দেখিয়া ভিক্খুদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—“ভিক্খুগণ, কোলিত ও উপতিয় নামক এই দুইজন বক্তৃ আসিতেছে, ইহারা আমার শ্রাবক যুগল হইবে, শ্রেষ্ঠ, ভদ্র শ্রাবক যুগল ।”

২০। তে সখারং বন্দিহা একমন্তুং নিসীদিংসু, তে ভগবন্তুং এতদ-
বোচুং—“লভেয়্যাম ময়ং ভন্তে, ভগবতো সন্তিকে পব্জ্জং লভে-
য়্যাম উপসম্পদং”তি ।

“এথ ভিক্ষবো”তি ভগবা অবোচ—“স্বাখাতো ধম্মো,
চরথ ব্রহ্মচরিয়ং সম্মা দুক্কখ অন্তুকিরিয়ায়া”তি । সবেষ ইন্ধি-
ময়ু পত্তচীবরধরা বস্তুপতিকথেরা বিয়ু অহেসুং ।

২১। অথ নেসং পরিসায় চরিতবসেন সখা ধম্মদেসনং বডেসি
ঠপেহা ধে অগ্গসাবকে অবসেসা অরহন্তুং পাপুণিংসু । অগ্গসাবকানং
পন উপরি মগ্গদয়কিচ্চং ন নিট্ঠাসি । কিং কারণা ? স্বাবক-
পারমীঞাগণ অ মহন্তুতায় । অথায়স্মা মহামোগ্গল্লাণো পব্জিত
দিবসতো সত্তমে দিবসে মগধরটেঠ কল্লবাল্ গামকং উপনিস্সায়
বিহরন্তো খীনমিদ্ধে ওক্কমন্তে সখারা সংবেজ্জিতো খীনমিদ্ধং বিনো-

২০। তাঁহারা ভগবানকে নন্দনা করিয়া একপ্রান্তে উপবেশন করি-
লেন । তাঁহারা ভগবানকে এইরূপ বলিলেন—“ভন্তে, আমরা ভগবানের
সমীপে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা নিব ।”

“এস ভিক্ষুগণ,” বলিয়া ভগবান কহিলেন—“ধর্ম সু-ব্যাখ্যাত,
চঃখের অন্ত করিবার জন্য সম্যকরূপে ব্রহ্মচর্য আচরণ কর ।” ইহা
বলিতেই সকলে ঋদ্ধিময় পাত্রেচীবর ধারী শতবর্ষ স্থবিরের ঞায় হইলেন ।

২১। অনন্তর তাঁহাদের পরিদর্শে শাস্তা শ্রোতাদের চরিতানুযায়ী
ধর্মদেশনা বাড়াইয়া বলিতে লাগিলেন । তাই অগ্রশ্রাবক ব্যতীত আর
সকলে অর্হৎ প্রাপ্ত হইলেন । অগ্রশ্রাবকদের উর্দ্ধতন মার্গত্রয়কৃত্য তখনও
শেষ হয় নাই । কারণ, শ্রাবক পারমী জ্ঞান মহত্তর । অনন্তর আয়ুমান
মহামৌদগল্যারণ প্রব্রজ্যার দিন হইতে সপ্তম দিবসে মগধরাজ্যে কল্লবাড়-
গ্রামের উপনিশ্রয়ে বাস করিবার কালে তাঁহাকে স্ত্যানমিদ্ধ আক্রমণ করিলে
শাস্তার দ্বারা সংবেগ প্রাপ্ত হইয়া স্ত্যানমিদ্ধ অপনোদন করিলেন ।

দেহা তথাগতেন দিন্নং ধাতুকস্মর্ট্যানং স্ত্ৰুগন্তোব উপরি মগ্গন্তয়-
কিচ্চং নিট্টাপেত্তা সাবকপারমীঞাণস্স মথকং পত্তো ।

২২ । সারিপুত্রথেরোপি পক্কজিতদিবসতো অন্ধমাসং অতিকমিত্তা
সখারা সন্ধিং তমেব রাজ্জগহং উপনিশ্চায় সূকরখতলেনে বিহরন্তো
অন্তনো ভাগিনেয়্যস্স দীঘনখ পরিক্কাজকস্স বেদনাপরিগ্গাহস্সত্তন্তে
দেসিয়মাণে স্ত্ৰুত্তানুসারেণ এগ্গং পেসেত্তা পরস্স বড্ঢিততং ভত্তং
ভুত্তন্তো বিয় সাবকপারমীঞাণস্স মথকং পত্তো । ননু চায়স্সা
মহাপপ্ৰেণা ? অথ কস্সা মহামোগ্গল্লানতো চিরতরেন সাবকপারমী
ঞাণং পাপুণীতি ? পরিকস্মমহত্তুতায় ।

২৩ । যথা হি দুগ্গতমনুস্সা যথ কথচি গম্ভুকামা খিপ্পমেব
নিক্কমস্সি, রাজ্জনং পন হথি বাহনকপ্পনাডি মহত্তুং পরিকস্মং

তাহার পর তথাগতের প্রদত্ত ধাতু-কর্মস্থান শুনিতে শুনিতেই উদ্ধতন মার্গত্রয়
কৃত্য সমাপন করিয়া তিনি শ্রাবক পারমীজ্ঞানের পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইলেন ।

২২ । সারিপুত্র স্ববিব্রণ্ড প্রব্রজ্যা দিবস হইতে অন্ধমাস অতিক্রম
করিয়া শান্তার সহিত সেই রাজ্জগহের উপনিশ্চয়ে শূকরকত লেনে যখন
বান করিতেছিলেন তখন তাহার ভাগিনেয় দীঘনখ পরিক্কাজককে “বেদনা
পরিগ্রহ সূত্র” দেশনা করিবার সময় স্ত্ৰুত্তানুযায়ী জ্ঞান বাড়াইয়া পরের
জন্ম বাড়া-ভাত খাওয়ার ঞায় শ্রাবক পারমীজ্ঞানের পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলেন ।
আরুমান সারিপুত্র না মহাপ্রাজ্ঞ ? তবে কেন মহামৌদল্যায়ণ হইতে
দীর্ঘতর কাল পরে শ্রাবক পারমী জ্ঞানের পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলেন ? পরিকস্ম-
মহত্তুহেতু ।

২৩ । যেমন দুর্গত মনুষ্যেরা কোথাও বাইতে হইলে শীঘ্র বাহির
হয়, রাজাকে কিন্তু হস্তী বাহনাদির সাজসজ্জা প্রভৃতি মহা আয়োজন

লক্ষ্যং বটুতীতি, এবং সম্পদমিদং বেদিতব্বং । তং দিবসমেব পন সথা
 বড্‌মানকচ্ছায়ায় বেলুবনে সাবক সন্নিপাতং কত্তা বিম্বং খেরানং
 অগ্গসাবকট্টানং দত্তা পাতিমোক্কং উদ্দিসি । ভিক্ষু উচ্ছাযিংসু—“সথা
 মুখোলোকেনে ভিক্ষং দেতি, অগ্গসাবকট্টানং দেন্তেন নাম পঠমং
 পব্বজিতানং পঞ্চবগ্গিয়ানং দাতুং বটুতি, এতে অনোলোকেনে যসথের
 -পমুখানং পঞ্চপণ্ণাসায় ভিক্ষুং দাতুং বটুতি, এতে অনোলোকেনে
 “যসথেরপমুখানং পঞ্চপণ্ণাসায় ভিক্ষুং দাতুং বটুতি, এতে অনো-
 লোকেনে ভদবগ্গিয়ানং, এতে অনোলোকেনে উরুবেল কল্পপাদীনং
 তেভাতিকানং দাতুং বটুতি ; এত্তকে পহায় সৰ্বপচ্ছা পব্বজিতানং
 অগ্গসাবকট্টানং দেন্তেন মুখং ওলোকেনে দিম্বং”তি বদিংসু । সথা “কিং
 কথেন ভিক্ষবে”তি পুচ্ছিত্বা ইদং নামাতি বুদ্ধে “নাহং ভিক্ষবে, মুখং
 ওলোকেনে ভিক্ষং দেমি, এতেসং পন অন্তনা অন্তনা পথিত পথিতমেব

করিতে হয়, ইহা তক্রপ জানিতে হইবে । শাস্তা সেই দিবসেই অপরাহ্নে
 বেণুবনে শ্রাবকগণকে একত্রিত করিয়া স্ববিষয়কে অগ্রশ্রাবক পদ দিয়া
 প্রাতিমোক্ক উদ্দেশ করিলেন । ভিক্ষুরা কাণাঘুমা করিতে লাগিলেন—
 “শাস্তা দেখিতেছি মুখ দেখিয়াই ভিক্ষা দেন ! অগ্রশ্রাবক স্থান দিলে পঞ্চ-
 বগীয়েরা আগে প্রব্রজিত হইয়াছেন তাঁহাদের দিতে হয়, তাঁহাদের বিষয়
 বিবেচনা না করিলে ষশস্বির প্রমুখ পঞ্চান জন ভিক্ষুকে দিতে হয়,
 তাঁহাদেরও বিবেচনা না করিলে ভদ্রবগীষদের, তাঁহাদিগকে না করিলে
 উরুবেলা কল্প প্রমুখ ভ্রাতৃগণকে দিতে হয় ; ইহাদিগকে বাদ দিয়া সর্ব-
 শেষ প্রব্রজিতদের অগ্রশ্রাবক স্থান দেওয়াতে মুখ দেখিয়া দিয়াছেন বলিতে
 হয় ।” শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন—“কি বলিতেছ ভিক্ষুগণ ?” ভিক্ষুরা
 তাঁহাদের অমুযোগের কথা বলিলে, শাস্তা কহিলেন—“ভিক্ষুগণ, আমি
 মুখ দেখিয়া ভিক্ষা দিই না, ইহাদের আপন আপন প্রার্থিত বিষয়ই

দেমি । অগ্রাকোণ্ড্রো হি একস্মিং সন্নে নব্বারে অগ্গসঙ্গ-
দানানি দেস্তো ন অগ্গসাবকট্টানং পথেহা অদাসি, অগ্গধম্মং
পন অরহত্তং সৰ্বপঠমং পটিবিক্কিত্তুং পথেহা অদাসী”তি ।

“কদা ভগবা”তি ?

“সুণিঅথ ভিক্খবে”তি ?

“আম ভন্সে”তি ।

২৪ । ভগবা অতীতং আহরি—“ভিক্খবে, ইতো একনবুতি-
কল্পে বিপস্নী ভগবা লোকে উদপাদি তদা মহাকালো চুল-
কালোতি হে ভাতিকা কুটুম্বিকা মহন্তং সালিক্কেত্তং বপাপেশুং ।
অথেকদিবসং চুলকালো সালিক্কেত্তং গম্বা একং সালিগবুং ফালেহা
খাদি, তং অতিমধুরং অহোসি । সো বুদ্ধপমুখস্স ভিক্খুসঙ্গস্স

দিয়াছি । অর্থাৎ কোণ্ড্রো এক ফসলের সময় নব্বার অগ্রশস্য দান দিবার
সময় অগ্রশ্রাবক স্থান প্রার্থনা করিয়া দেয় নাই, অগ্রধর্ম অর্থাৎ সর্বপ্রথম
বুঝিবার জন্য প্রার্থনা করিয়া দান দিয়াছিল ।”

“কখন ভগবান ?”

“ভূনিবে ভিক্খগণ ?”

“হাঁ ভন্সে ।”

২৪ । ভগবান অতীতের কথা বর্ণনা করিতে লাগিলেন— “হে ভিক্খু-
গণ, এখন হইতে একানব্বই কল্পে বিপস্নী ভগবান সংসারে উৎপন্ন
হইয়াছিলেন । তখন মহাকাল আর চুলকাল নামে দুই ভাই
কুটুম্বিক মহা এক ধাতুক্লেত্র বপন করিয়াছিল । একদিন চুলকাল
ধাতুক্লেত্রে গিয়া একটা ধান-ধোর চিরিয়া খাইল, তাহা খাইতে
খুব মিষ্টি লাগিল । তাহার ইচ্ছা হইল বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্খুসংঘকে

সালিগবুদানং দাতুকামো হুতা জেট্টকভাতিকং উপসংকমিত্বা
“ভাতিক, সালিগবুং ফালেহা বুদ্ধানং অনুচ্ছবিকং কহা পচাপেহা
দানং দেমা”তি আহ।

“কিং বদেসি তাত, সালিগবুং ফালেহা দানং নাম নেব
অতীতে ভূতপুস্বং, ন অনাগতে ভবিষ্যতি, মা সন্মং নাসয়ী”তি।
সো পুনঃপুনং যাচিয়েব।

২৫। অথ নং ভাতা “তেন হি খেত্তং ধে কোট্টাসে কহা
মম কোট্টাসং অনামসিত্বা অন্তনো খেত্তকোট্টাসে যং ইচ্ছসি তং
করোহী”তি আহ। সো “সাধু”তি খেত্তং বিভজিত্বা বহু মনুস্বে
হথকম্মং যাচিত্বা সালিগবুং ফালেহা নিকদকে খীরে পচাপেহা সন্নি-
মধুসক্করাহি যোজেহা বুদ্ধপমুখস্স ভিক্কুসজ্জস্স দানং দহা ভত্তকিচ্চ
পরিয়োসানে “ইদং ভন্তে, মম অগ্গদানং অগ্গধম্মস্স সৰ্বপঠমং

ধান-খোর দান করে। সে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকট যাইয়া বলিল— “দাদা,
ধান-খোর চিরিয়া বুদ্ধের যোগ্যমত পাক করাইয়া দান দিব।”

“কি বলিতেছ ভাই, ধান-খোর চিরিয়া দান অতীতেও কেহ
কখনও দেয়নাই, ভবিষ্যতেও কেহ দিবে না, ফসল নষ্ট করিওনা।” সে
বারবার দাদার মত চাহিল।

২৫। দাদা শেষকালে বলিল— “তাহা হইলে ধানের ক্ষেতকে দুই
ভাগ করিয়া আমার ভাগ না হুঁইয়া নিজের ভাগ যাহা ইচ্ছা তাহা
কর।” সে “উত্তম!” বলিয়া ক্ষেত বিভাগ করিল এবং বহু মজুর
ডাকিয়া আনিয়া ধান-খোর চিরিয়া জলছাড়া শুধু ছধ দিয়া পাক
করাইল। তাহাতে ঘৃত, মধু ও গুড় মিশাইয়া বুদ্ধকে আর
ভিক্কুসংঘকে দান দিল। ভোজন কার্য শেষ হইলে এই প্রার্থনা
করিল— “ভন্তে, আমার এই অগ্রদান আমার অগ্রধর্ম সর্বপ্রথম

পটবেধায় সংবহতু”তি আহ।

২৬। সখা “এবং হোতু”তি অনুমোদনং অকাসি। সো পচ্ছা খেত্তং গম্বা ওলোকেষ্টো সকলক্ষেত্তে কল্পিকবন্ধেহি বিয় সালিসীসেহি সঙ্করং দিস্বা পঞ্চবিধপীতিং পটিলভিত্বা “লাভা বত মেতি” চিন্তেহা পুথুককালে পুথুকগং নাম° অদাসি, গামবাসীহি সঙ্কিং অগসঅদানং নাম অদাসি, দায়নে দায়গং, বেণিকরণে বেণগং, কলাপাদীসু কলাপগং, খলগং, খলভগুগং, কোঠাগান্তি° এবং একসম্মে° নববারে অগদানং অদাসি। তস্য সৰ্বদারে গহিত গহিতট্টানং পরিপূরি। সস্মং অতিরেকং উট্টানসম্পন্নং অহোসি। ধম্মোহি নামেস অন্তানং রক্ষন্তং রক্ষতি। তেনাহ ভগবা—

জাত হইবার কারণ হউক।”

২৬। শাস্তা— “এইরূপই হউক” বলিয়া অনুমোদন করিলেন। পরে সে ক্ষেতে গিয়া দেখে কুণ্ডলী কৃত হইয়া ধানের শীষ সারাক্ষেত চাইয়া বাহির হইয়াছে। তাহা দেখিয়া পঞ্চ প্রীতি * লাভ করিয়া চিন্তা করিল— “অহো, আমার কি লাভ!” সে তাহার ভাগ্যের বিষয় চিন্তা করিয়া পুথুককালে বা চিড়ার উপযুক্ত সময়ে পুথুকাগ্রদান দিল, গ্রামবাসীদের সঙ্গে নবান্ন দান করিল, ধান কাটিবার সময় দায়নাগ্রদান, আঁটি ঝাড়িবার সময় বেণী-অগ্রদান, ‘পালা মারিবার’ সময় কলাপাগ্রদান, মাড়াইবার সময় খলাগ্রদান, মাড়াইয়া ধোলায় নিয়া খলভগুগ্রদান ও গোলায় তুলিবার সময় কোঠাগ্রদান এইরূপে এক কসলে নববার অগ্রদান দিয়াছিল। প্রত্যেক বারই তাহার গৃহীত স্থান পরিপূর্ণ হইয়াছিল। শস্য অতিমাত্রায় বাড়িয়া উঠিয়াছিল। ধর্মকে যে রক্ষা করে ধর্ম তাহাকে রক্ষা করে। তজ্জন্তু ভগবান বলিয়াছেন—

* কুট্রিকা, কণিকা, অবক্রান্তিকা, উজ্জ্বলিকা ও ক্ষুরগাপ্রীতি।

“ধর্মো হবে রক্ষতি ধর্মচারিঃ,
 ধর্মো সূচিনো সূখমাবহাতি,
 এসানিসংসো ধর্মো সূচিনে,
 ন দুর্গতিং গচ্ছতি ধর্মচারী”তি ।”

২৭ । এবমেস বিপঙ্গী সন্মাসষুক্রকালে অগ্নধর্ম্যং পঠমং পটিবিজ্জিতুং পথেন্তো নববারে অগ্নদানানি অদাসি । ইতো সতসহস্র-
 কল্পমথকে পন হংসবতী নগরে পদুমুত্তর বুদ্ধকালেপি সপ্তাহং মহা-
 দানং দত্ত্বা তন্ন ভগবতো পাদমূলে নিপঞ্জিত্বা অগ্নধর্ম্যং পঠমং
 পটিবিজ্জানথমেব পথনং ঠপেসি । ইতি ইমিনা পণ্ডিতমেধ ময়া
 দিল্লং, নাহং মুখং ওলোকেহা দস্মী”তি ।

২৮ । “যসকুলপুত্ৰপমুখা পঞ্চপত্রোত্রাসজনা কিং কস্ম্যং
 করিঃসু ভন্তে”তি ?

“ধর্মে রক্ষে যেনা ধর্ম করে আচরণ,
 ধর্ম-চারী যথা সূখে করে বিচরণ ।
 ধর্ম-চারী দুর্গতিতে কখন না যার,
 ধর্মাচরণে একল ভানিও সবার ॥”

২৭ । একপে সে বিপঙ্গী সন্মাসষুক্রের সময়ে অগ্নধর্ম্য প্রথম দুবিবার
 জন্ম প্রার্থনা করিয়া নববার অগ্নদান দিয়াছিল । এখন হইতে শতনহস্র
 কল্প পূর্বে হংসবতী নগরে পদুমুত্তর বুদ্ধের সময়েও সপ্তাহকাল মহাদান দিয়া
 সেই ভগবানের পাদমূলে পড়িয়া অগ্নধর্ম্য প্রথম দুবিবার জন্ম প্রার্থনা
 করিয়াছিল । কাজেই তাহার প্রার্থিত বস্তুই তাহাকে দিয়াছি, মুখ দেখিয়া
 দিই নাই ।”

২৮ । “যদি প্রমুখ পঞ্চাঙ্গ জন ভিক্ত কি কর্ম করিয়াছিলেন ভন্তে ?”

“এতেপি একম বুদ্ধম সন্তিকে অরহত্তং পথেন্তা বহুং
 পুত্রকন্মং কহা অপরাভাগে অনুপ্নয়ে বুদ্ধে সহায়কা হুহা বগ্গ-
 বন্ধনেন পুত্রানি করোন্তা অনাথমতসরীরানি পটিজ্জগান্তা বিচরিংসু ।
 তে একদিবসং সগত্তং ইথিং কালকত্তং দিস্বা “ঝাপেত্তামা”তি
 সুসানং হরিংসু । এতেসু পঞ্চজনে “তুমেহ ঝাপেথা”তি সুসানে
 ঠপেহা সেসা গামং পবিট্ঠা যসদারকো তং সরীরং সূলেহি
 বিদ্ধিত্বা পরিবন্তেহা পরিবন্তেহা ঝাপেত্তো অসুভসপ্পং পটিলতি ।
 ইতরেসম্পি চতুমং জনানং “পম্মথ ভো ইমং সরীরং তথ তথ
 বিদ্ধন্তচম্মং কবরগোরুপং বিয় অসুচিং দুগ্গক্কং পটিক্কলং”তি দম্মেসি ।
 তেপি তথ অসুভসপ্পং পটিলতিংসু তে পঞ্চপি জনা গামং গম্বা
 সেস সহায়কানং কথয়িংসু । যসো পন দারকো গেহং গম্বা

“তাহারাও একজন বুদ্ধের নিকট অরহত্ত প্রার্থনা করিয়া বহু পুণ্য
 কন্ম করিয়াছিল। এক সময় বুদ্ধোৎপত্তির পূর্বে সকলে বহু হইয়া জন্মিয়া-
 ছিল এবং তাহারা দল বাধিয়া নিরাশ্রয় লোকের শবদাহনাদি পুণ্য কাজে
 লাগিয়া গিয়াছিল। একদিন তাহারা এক গভিনী স্ত্রীলোকের মৃত্যু হইয়াছে
 দেখিয়া দাহ করিবার জন্ত শ্মশানে নিয়া গিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে
 পাঁচজনকে মরা পোড়ার জন্ত শ্মশানে রাখিয়া বাকী সব গ্রামে চলিয়া
 গিয়াছিল। যশকুমার সেই মৃত শরীর শূলদ্বারা বিদ্ধ করিয়া উন্টাইয়া
 পাণ্টাইয়া পোড়াইবার সময় ‘অসুভ সংজা’ লাভ করিল। অপর চারিজনকেও
 সে দেখে গো, এ শরীর স্থানে স্থানে বিদ্ধস্ত চর্ম হইয়া চিত্র-বিচিত্র
 পক্ষর ভায় হইয়াছে; দেখ, কি চূর্ণক! কি অসুচি! কি প্রতিকূল”
 ইত্যাদি বলিয়া দেখাইল। তাহারাও তাহাতে অসুভ-সংজা লাভ করিল।
 তাহারা পাঁচজনই গ্রামে গিয়া অন্যান্য বহুগণকে বলিল। যশকুমার ঘরে গিয়া

মাতাপিতৃমঞ্চ ভরিয়ায় চ কথেসি । তে সবেপি অশুভং ভাব-
য়িংসু । ইদমেতেসং পূৰ্বকন্মং । তেনেব যসন্ম ইথাগারে সুমান-
সংগ্ৰা উপঞ্জি । তায় চ উপনিশ্রয় সম্পত্তিয়া সবেসং বিসেসাধি-
গমো নিবত্তি । এবং ইমেপি অস্তনা পথিতমেব লভিংসু, নাহং
মুখং ওলোকেহা দম্মী”তি ।

২৯ । “ভদ্রবগ্নিয় সহায়কা পন কিং কন্মং করিংসু ভন্তে”তি ?

“এতেপি পূৰ্ববুদ্ধানং সন্তিকে অরহত্তং পথেহা পুঞ্জানি
কহা অপৰভাগে অনুপ্নমে বুদ্ধে তিংসধুত্তা হুহা তুণ্ডিলোবাদং স্তহা
সট্ঠিবস্ৰ সহস্ৰানি পঞ্চসীলানি রক্ষিংসু । এবং ইমেপি অস্তনা
পথিতমেব লভিংসু, নাহং মুখং ওলোকেহা দম্মী”তি ।

৩০ । “উরুবেলকঅপাদয়ো পন ভন্তে কিং করিংসু”তি ?

পিতা, মাতা ও স্ত্রীকে বলিল । তাহারা সকলেই অশুভ ভাবনা
ভাবিয়াছিল । এই হইল তাহাদের পূৰ্বকন্ম । সেই জন্তই স্ত্রী-আগারে
যশের গুণান জ্ঞান হইয়াছিল । সেই উপনিশ্রয় সম্পত্তির বলে সকলের
অরহত্ত লাভ হইয়াছে । এইরূপে ইহারাও নিজেদের প্রার্থিত বিষয়ই লাভ
করিয়াছে, আমি মুখ দেখিয়া দিই নাই ।”

২৯ । “ভদ্রবর্গীর বন্ধুরা কি কন্ম করিয়াছিলেন ভন্তে ?”

“ইহারাও পূৰ্ব বুদ্ধগণের নিকট অরহত্ত প্রার্থনা করিয়া পুণ্য কন্ম
করিয়াছিল ; পরে এক সময় বুদ্ধোৎপত্তির পূর্বে ত্রিশজন ধূর্ত (পাশা
খেলোয়ার) হইয়া জন্মিয়াছিল এবং তুণ্ডিল মুনির উপদেশ শুনিয়া যাঁটি
হাজার বৎসর পঞ্চলীল রক্ষা করিয়াছিল । কাজেই ইহারাও নিজেদের
প্রার্থিত বিষয়ই পাইয়াছে, আমি মুখ দেখিয়া দিই নাই ।”

৩০ । “উরুবেল কশ্যপ প্রভৃতি কি করিয়াছিলেন ভন্তে ?”

“তেপি অরহন্তমেব পথেহা পুত্রানি করিংশু । ইতো হি ধে
নবুতিকশ্চে তিস্মো ফুম্বোতি ধে বুদ্ধা উপঞ্জিংশু । ফুম্ব বুদ্ধস
মহিন্দো নাম রাজা পিতা অহোসি । তস্মিং পন সম্বোধিং পন্তে
রশ্ৰেণা কণিষ্ঠপুত্রো অগ্গসাবকো, পুরোহিতপুত্রো তৃতীয়সাবকো
অহোসি । রাজা সখুসম্বিকং গম্বা “ক্কেট্টপুত্রো মে বুদ্ধো, কণিষ্ঠ
পুত্রো অগ্গসাবকো, পুরোহিতপুত্রো তৃতীয়সাবকো”তি তে
ওলোকেহা “মমেব বুদ্ধো, মমেব ধম্মো, মমেব সম্বো”তি “নমো
তস্ম ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্মা”তি তিস্বত্তুঃ উদানং উদা-
নেহা সখুপাদমূলে নিপঞ্জিত্বা “ভন্তে, ইদানি মে নবুতিবস্মসহস্ম
পরিমাণস্ম আশুনো কোটিয়ং নিসৌদিহা নিদায়নকালো বিয় ;
অশ্ৰেণসং গেহদ্বারং অগম্বা যাবাহং জীবামি তাব মে চত্তারো পচ্চয়ে

“তাহারাও অরহন্ত প্রার্থনা করিয়া বহু পুণ্য কাজ করিয়াছিল । এখন
হইতে বিরানকই কল্প পূর্বে তিস্ম ও ফুম্ব নামক দুইজন বুদ্ধ জন্মিয়াছিলেন ।
ফুম্ব বুদ্ধের পিতা ছিলেন মহেন্দ্র নামে এক রাজা । তিনি সম্বোধি প্রাপ্ত
হইলে রাজার ছোট ছেলে হইল অগ্গসাবক, পুরোহিতের ছেলে হইল
দ্বিতীয় শ্রাবক । রাজা শান্তার নিকট যাইয়া চিন্তা করিল—“আমার ছোট
পুত্র বুদ্ধ, কনিষ্ঠ পুত্র অগ্গসাবক, পুরোহিত পুত্র দ্বিতীয় শ্রাবক,” এই
চিন্তা করিয়া তাহাদিগকে অবলোকন করিয়া “বুদ্ধ আমারই, ধর্ম আমারই,
সংঘ আমারই” এই ভাবে গদগদ হইয়া তিনবার উদান স্বরে “সেই ভগবান,
অরহৎ, সম্যকসম্বুদ্ধকে নমস্কার” বলিয়া শান্তার পায়ে পড়িয়া কহিল—
“ভন্তে, এখন আমার নকই হাজার বৎসর আয়ুকালের প্রান্ত সীমায় বসিয়া
নিদ্রা যাওয়ার সময়ের মতই হইয়াছে ; যতদিন আমি জীবিত থাকি ততদিন
অস্ত্রের গৃহ দ্বারে না যাইয়া আমার গৃহেই আপনার খাওয়া পরাদি চারি প্রত্যয়ের

অধিবাসেথা”তি পটিপ্রঃ গহেতা নিবন্ধঃ বৃকুপট্টানং কুরোতি ।

৩১ । রঞ্জেণ পন অপরেপি তয়ো পুত্রা অহেশ্বঃ । তেহু
 জেষ্ঠম পক্ষয়োধসতানি পরিবারা, মক্ষিমম তীনি, কণিষ্ঠম হে ।
 তে “ময়স্পি ভাতিকং ভোজ্জামা”তি পিতরং ওকাসং ষাচিহা
 অলভমানা পুনপ্লুনং” ষাচস্তাপি অলভিত্বা পচ্চন্তে কুপিতে তম
 কুপসমনথায় পেসিতা পচ্চন্তঃ বৃপসমেহা পিতুসন্তিকং আগমিংসু ।
 অথ তে পিতা আলিঙ্গিত্বা সীসে চুস্বিত্বা “বরং বো তাতা !
 দশ্মী”তি আহ । তে “সাধু দেবা”তি বরং গহিতকং কথা পুন
 কতিপাহচ্চয়েন পিতরা “গণহথ তাতা, বরং”তি বুভে—

“দেব, অমহাকং অঞ্চেণ কেনচি অথো নথি, ইতো পট্টায়

ব্যবস্থা হইবে, আপনি আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করুন । বৃকু রাজি হইলে
 তিনি নিত্যই বৃকুের সেবা করিতে লাগিলেন ।

৩২ । রাজার আরও তিন ছেলে ছিল । তাহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্রের
 পাঁচশত, মধ্যমের তিনশত, কনিষ্ঠের দুইশত করিয়া যোদ্ধা পরিজন ছিল ।
 তাহাদেরও ইচ্ছা হইল দাদাকে ভোজন করাইবে । পিতার নিকট গিয়া
 অনুমতি চাহিল কিন্তু পাওয়া গেল না । বারবার চাহিয়াও পাইল না ।
 এমন সময় সীমান্ত প্রদেশে অশান্তি হইল । শান্তি স্থাপনের জন্য তাহারা
 প্রেরিত হইল । সীমান্তে শান্তি স্থাপন করিয়া পিতার নিকট কিরিয়া
 আসিল । পিতা পুত্রদের আলিঙ্গন করত শির চুস্বন করিয়া বলিলেন—
 “বৎসগণ, তোমাদের বর দিব ।” তাহারা “সাধু দেব,” বলিয়া বর নিতে
 রাজি হইল । আর কিছু দিন পরে পিতা ছেলের বলিলেন—“বাবা,
 বর নাও ।”

তাহারা বলিল—“দেব, আমাদের অন্ত কিছুত দুরকার নাই, এই হইতে

ময়ং তাতিকং ভোজ্যম, ইমং নো বরং দেহী"তি আহংসু ।

"ন দেমি তাতা"তি ।

"নিচকামং অদেষ্টা সন্তসংবচ্ছরানি দেখা"তি ।

"ন দেমি তাতা"তি ।

"ভেনহি ছ, পঞ্চ, চত্বারি, তীণি, বে, একং সংবচ্ছরং,
সন্ত মাসে, ছমাসে, পঞ্চ মাসে, চত্বারো মাসে, তয়ো মাসেদেখা"তি ।

"ন দেমি তাতা"তি ।

"হোতু দেব, একেকম নো একেকং মাসং কড়া তয়ো-
মাসে দেখা"তি ।

"সাদু তাতা, ভেনহি তয়ো মাসে ভোজ্যেখা"তি ।

৩২ । তেসং পন তিগ্গম্পি একোব কোট্টাগারিকো, একো
আয়ুত্তকো, তম্ম দ্বাদস নহুতং পুরিসপরিবারো । তে তে পক্কোসাপেহা

আমরা দাদাকে ভোজন করাইব, আমাদিগকে এই বর দিন ।"

"না বাবা, তাহা দিব না ।"

"বরাবরের জন্তু না দেন ত সাত বছরের জন্তু দিন ।"

"না বাবা, দেব না ।"

"তাহা হইলে ছয়, পাঁচ, চারি, তিন, দুই, এক বৎসর, সাতমাস,
ছয় মাস, পাঁচ মাস, চারি মাস, তিন মাসের জন্তু দিন ।"

"না বাবা, দেব না ।"

"তবে বাবা, আমাদের এক এক জনকে এক এক মাস করিয়া তিন
মাস দিন ।"

"আচ্ছা বাবা, তাহা হইলে তিন মাস ভোজন করাও ।"

৩২ । তাহাদের তিন জনেরই এক ভাগ্যগারিক, এক কোষাধ্যক্ষ
এবং দ্বাদশ অযুত পরিবার। তাহারা তাহাদিগকে ডাকাইয়া বলিল—

“ময়ং ইমং তেমাসং দসসীলানি গহেহা কাসায়ানি নিবাসেহা
সথারা সহবাসং বসিআম । তুমেহ এত্তকং নাম দানবট্টং গহেহা
দেবসিকং মবুতি সহজানং ভিক্ষুং যোধসহজ্ঞ চ নো সৰ্বং
খাদনীয়ং ভোজনীয়ং সংবত্তেয়্যাথ । ময়ং হি ইতো পট্টায় ন
কিঞ্চি বন্ধামা”তি বদিংসু । তে তয়োপি জনা পরিবারক পুরিস
সহজং গহেহা দসসীলানি সমাদায় কাসাবনিবখা বিহারে য়েব
বসিংসু ।

৩৩ । কোট্টাগারিকো চ আয়ুত্তকো চ একতো হহা তিগ্নং
ভাতিকানং কোট্টাগারেহি বারেন বারেন দানবট্টং গহেহা দানং
দেস্তি । কস্মকরানং পন পুত্তা য়াণ্ডত্তাদীনং পন অর্থায় রোদস্তি,
তে তেসং ভিক্ষুসজেব অনাগতেয়েব য়াণ্ডত্তাদীনি দেস্তি ।
ভিক্ষুসজ্ঞেব তত্তকিচ্চাবসানে কিঞ্চি অতিরেকং ন ভুত্তপুৰ্বং ।
তে অপৰভাগে “দারকানং দেমা”তি অন্তনাপি গহেহা খাদিংসু ।

আমরা এই তিন মাস দশশীল নিয়া, কামায় বজ্র পরিয়া শাস্তার সঙ্গে থাকিব ।
তোমরা এ পরিমাণ দানসামগ্রী নিয়া নব্বইহাজার ভিক্ষুর ও হাজার
যোদ্ধার খাণ্ড-ভোজ্যের বন্দোবস্ত কর । আমরা ইহার পর আর কিছু
বলিব না ।” তাহারা তিনজনই হাজার পরিজনের সহিত দশশীল গ্রহণ
করিয়া, কামায়বজ্র পরিহিত হইয়া বিহারেই বাস করিতে লাগিল ।

৩৩ । ভাণ্ডারাদ্যক ও কোষাদ্যক একত্র হইয়া তিন ভ্রাতার ভাণ্ডাগার
হইতে বারে বারে দান-সামগ্রী নিয়া দান দিতে লাগিল । কার্য্য কারকদের
ছেলেরা য়াণ্ড-ভাতাদির জন্ত রোদন করিত ; তাহারা ভিক্ষুসংঘ না আসিতেই
তাহাদের খাওয়াইয়া দিত । ভিক্ষুসংঘের ভোজনের পর অতিরিক্ত কিছুই থাকিত
না । পরে পরে তাহারা ছেলেদের দিতে গিয়া নিজেদের নিয়া খাইতে লাগিল ।

মমুপ্রাং আহারং দিস্বা অধিবাসেতুং নামস্বিংসু । তে পন চতুরাসীতি সহস্রা অহেসুং । তে সঙ্ঘস্ব দিমদানবটুং খাদিস্বা কায়স্ব তেদা পরম্মরণা পেত্তিবিময়ে নিব্বত্তিংসু ।

৩৪ । তেভাতিকা পন পুরিসসহস্রেন সন্ধিং কালং কহা দেবলোকে নিব্বত্তিস্বা দেবলোকা দেবলোকং সংসরন্তা বে নবুত্তি কপ্পে খেপেসুং । এবং তে তয়ো ভাতরো অরহন্তং পথেস্তা তদা কল্যাণ কস্মং করিংসু । তে অন্তনা পথিতমেব লভিংসু, নাহং মুখং ওলোকেহা দস্মী”তি । তদা পন তেসং আয়ুত্তকো বিস্বিসারো অহোসি, কোট্টাগারিকে বিসাত্থো উপাসকো, তয়ো রাজকুমারা তয়ো জটিলা অহেসুং । তেসং কস্মকরা তদা পেতেসু নিব্বত্তিস্বা সুগতি দুগতিবসেন সংসরন্তা ইমস্বিং কপ্পে চত্তারি বুদ্ধান্তরানি পেতলোকেয়েব নিব্বত্তিংসু ।

ভাল ভাল আহার দেখিয়া লোভ সামলাইতে পারিল না । তাহারা সংখ্যার চুরাশী হাজার । তাহারা সংঘকে দেওয়া দানসামগ্রী খাইয়া মৃত্যুর পর প্রেতলোকে গিয়া উৎপন্ন হইল ।

৩৪ । তিন ভাই রাজপুত্র সঙ্গী সহস্রের সহিত কালপ্রাপ্ত হইয়া দেবলোকে গিয়া উৎপন্ন হইল । তাহারা দেবলোক হইতে দেবলোকে সঞ্চরণ করিতে করিতে বিরানকই করল ক্ষেপণ করিল । এইরূপে তাহারা তিন ভাই অরহন্ত প্রার্থনা করিয়া তখন কল্যাণ কৰ্ম করিয়াছিল । তাহারা নিজেদের প্রার্থিত বিষয়ই পাইয়াছে, আমি মুখ দেখিয়া দিই নাই । তখন তাহাদের কোষাধ্যক্ষ ছিলেন বিস্বিসার, ভাণ্ডাগারিক বিশাখ উপাসক, তিন রাজকুমার ছিলেন তিন জটিল । তাহাদের কর্মচারীরা তখন প্রেতলোকে উৎপন্ন হইয়া সুগতি দুর্গতি অনুসারে সঞ্চরণ করিয়া এই করে চারি বুদ্ধান্তর প্রেতলোকেই উৎপন্ন হইল ।

৩৫ । তে ইমন্সিং কণ্ঠে সবপঠমঃ উগ্নমঃ চত্বাৰীসসহস্রায়ুকঃ
ককুসন্ধঃ ভগবন্তঃ উপসংকমিত্বা “অম্হাকং আহাৰং লভনকালং
আচিক্খথা”তি পুচ্ছিংসু ।

সোপি— “মম তাব কালে ন লভিঅথ, মম পচ্ছতো
মহাপৃথিবীয়া যোজনমন্তঃ অভিরুল্লাহায় কোণাগমনবুদ্ধো নাম
উগ্নজ্জিঅতি, তং পুচ্ছিয়াথা”তি আহ । তে তত্তকং কালং
খেপেত্বা তন্সিং উগ্নম্ তং পুচ্ছিংসু ।

সোপিচ— “মম তাব কালে ন লভিঅথ, মম পন পচ্ছতো মহা-
পৃথিবীয়া যোজনমন্তঃ অভিরুল্লাহায় কল্পপবুদ্ধো উগ্নজ্জিঅতি, তং পুচ্ছিয়া-
থাতি আহ । তেন বুদ্ধকালং খেপেত্বা তন্সিং উগ্নম্ তং পুচ্ছিংসু ।

সোপি— “মম তাবকালে ন লভিঅথ, মম পন পচ্ছতো মহাপৃথিবীয়া
যোজনমন্তঃ অভিরুল্লাহায় গৌতমো নাম বুদ্ধো উগ্নজ্জিঅতি ।

৩৫ । তাহারা এই কল্পের সর্ব প্রথমে উৎপন্ন চল্লিশ হাজার বছর
আয়ুক ককুসন্ধ ভগবানের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিল—“আমাদের আহাৰ
লাভের সময় কবে বলুন ।”

তিনি বলিয়াছিলেন—“আমার সময়ে পাইবে না, আমার পরে যখন
মহাপৃথিবী যোজন মাত্র অভিবৃদ্ধি হইবে, তখন কোণাগমন বুদ্ধ জন্মিবেন,
তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিও ।” তাহারা ততদিন অতিবাহিত করিয়া কোণা-
গমন বুদ্ধ উৎপন্ন হইলে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল ।

তিনিও বলিলেন—“আমার সময়ে পাইবে না, আমার পরে যখন
মহাপৃথিবী যোজন মাত্র অভিবৃদ্ধি হইবে তখন কল্পপ বুদ্ধ জন্মিবেন, তাঁহাকে
জিজ্ঞাসা করিও ।” তাহারা ততকাল অতিবাহিত করিয়া তিনি উৎপন্ন
হইলে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল ।

তিনিও বলিলেন—“আমার সময়ে পাইবে না, আমার পরে যখন মহা-
পৃথিবী যোজন মাত্র অভিবৃদ্ধি হইবে তখন গৌতম নামক বুদ্ধ জন্ম হইবেন ।

তদা তুম্বাহকং ঞ্জাতকো বিশ্বিসারো নাম রাজা ভবিষ্যতি, সো সখু-
দানং দহা তুম্বাহকং পত্তিং পাপেজ্জতি, তদা লভিষথা”তি আহ ।

৩৬ । তেসং একং বুদ্ধান্তরং স্বে দিবসসদিসং অহোসি ।
তে তথাগতে উৎপন্নে বিশ্বিসাররঞা পঠমদিবসং দানে দিল্লৈ পত্তিং
অলভিত্বা রত্তিভাগে ভৈরবসদং কহ্বা রঞোঁ অন্তানং দস্সয়িংসু ।
সো পুনদিবসে বেণুবনং আগস্ত্বা তথাগতস্স তং পবত্তিং অরোচেসি ।
সথা— “মহারাজ, ইতো ঘেনবুত্তিকল্পমথকে ফুস্সবুদ্ধকালে এতে
তব ঞ্জাতকা, ভিক্ষু সংঘস্স দিল্লদানবট্টং খাদিত্বা পেতলোকে
নিব্বত্তিত্বা সংসরন্তা ককুসল্লাদয়ো বুদ্ধে পুচ্ছিত্বা তেহি ইদক্কিদঞ্চ
বুত্তা এত্তকং কালং তব দানং পচ্চাসিংসমানা হীয়েয়া তয়া
দানে দিল্লৈ পত্তিং অলভমানা এবমকংসু”তি আহ ।

তখন তোমাদের জ্ঞাতি বিশ্বিসার নামক রাজা হইবেন। তিনি শাস্তাকে দান
দিয়া পুণ্যফল তোমাদের প্রাপ্তি করাইবেন। তখন তোমরা আহাৰ পাইবে।

৩৬ । এক বুদ্ধান্তর তাহাদের পক্ষে আগামী কল্যের জায় হইল।
তথাগত উৎপন্ন হইলে বিশ্বিসার রাজা যখন প্রথম দিবস দান দিলেন,
সেই দিন পুণ্য প্রাপ্তি না হওয়ার রাত্রিভাগে তাহারা ভৈরব রব করিয়া
নিজকে রাজার নয়ন গোচর করাইল। তিনি পরদিবস বেণুবনে আসিয়া
তথাগতকে সেই বৃত্তান্ত শুনাইলেন। শাস্তা কহিলেন—“মহারাজ, এখন
হইতে বিরানন্দই কল্প পূর্বে ফুস্সবুদ্ধকালে ইহারা আপন্থর জ্ঞাতি ছিল।
ভিক্ষুসভ্যের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত দান-সামগ্রী খাইয়া প্রেতলোকে উৎপন্ন হইয়াছে।
সেখানে সঞ্চরণ করিতে করিতে ককুসল্লাদি বুদ্ধগণকে জিজ্ঞাসা করিয়া
তাহাদের মুখে এরূপ এরূপ শুনিয়া এতকাল আপনার দান প্রত্যাশার
ছিল। গতকল্য আপনি দান দিলেও তাহাদের পুণ্যফল প্রাপ্তি না হওয়ার
এইরূপ করিয়াছে।

“কিং পন ভন্তে, ইদানিপি দিমে লভিঅন্তী”তি ?

“আম মহারাজা”তি ।

৩৭ । রাজা বুদ্ধপমুখং ভিক্ষুসঙ্ঘং নিমন্তেত্বা পুন দিবসে মহাদানং দত্ত্বা “ভন্তে, ইতো তেসং পেতানং দিবসপানং সম্পজ্জতু”তি পত্তিঃ অদাসি । তেসং তথৈব নিবত্তি । পুন দিবসে নগ্গা হত্ত্বা অন্তানং দস্সেসুং । রাজা— “অজ্জ ভন্তে, নগ্গা হত্ত্বা অন্তানং দস্সেসুং”তি পুচ্ছি ।

“বথানি তে ন দিন্নানি মহারাজা”তি ।

পুন দিবসে বুদ্ধপমুখস্স সঙ্ঘস্স চীবরানি দত্ত্বা “ইতো তেসং দিবসবথানি হোন্তু”তি পাপেসি । তং খণ্ণেত্বৈব ভেসং দিবসবথানি উপ্পজ্জিৎসু । পেতত্তভাবং বিজ্জহিত্বা দিবসত্তভাবে স্ঠহিৎসু ।

“ভন্তে, এখন দিলে পাইবে কি ?”

“হাঁ মহারাজ !”

৩৭ । রাজা বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে নিমন্ত্রণ করিয়া পরদিবস মহাদান দিয়া কহিলেন—“ভন্তে, এই পুণ্যের ফলে সেই প্রেতগণ দিব্য অন্ন-পানীয় প্রাপ্ত হউক ।” এই বলিয়া পুণ্য প্রদান করিল । তাহাদের সেইরূপই লাভ হইল । পরদিবস নগ্নাবস্থায় নিজকে রাজার নয়ন গোচর করাইল । রাজা ভগবানের নিকট গিয়া কহিলেন—“ভন্তে, আচ্ছ নথ হইয়া দেখা দিয়াছিল ।”

“মহারাজ, আপনি বস্ত্র দেন নাই ।” পরদিবস বুদ্ধপ্রমুখ সংঘকে চীবর দান করিয়া কহিলেন—“ইহাতে তাহাদের দিব্য বস্ত্র লাভ হউক,” এই বলিয়া পুণ্য প্রদান করিল । সেইরূপেই তাহাদের দিব্য বস্ত্র উপন্ন হইল । তাহারা প্রেতাশ্রিত্য ত্যাগ করিয়া দিব্যাশ্রিত্যে সংস্থিত হইল ।

সখা অনুমোদনং করোন্তো “তিরোকুডেডসু তিট্টান্তী”তি আদিনা তিরোকুডডানুমোদনং অকাসি । অনুমোদনাবসানে চতুরাসীতিয়া পাণসহজ্ঞানং ধম্মাভিসময়ো অহোসি । ইতি সখা তেতাতিক-জটিলানং বখুং কথেন্না ইমম্পি ধম্মদেসনং আহরি ।

৩৮ । “অগ্নসাবকা পন ভন্তে, কিং করিংসু”তি ?

অগ্নসাবকভাবায় পথনং করিংসু । ইতো কল্পসতসহ-জ্ঞানিকস্ হি কল্পানং অসংখ্যেয়াস মথকে সারিপুত্তো ব্রাহ্মণ মহাসালকুলে নিব্বন্তি । নামেন সরদমানবো নাম অহোসি । মোগল্লানো গৃহপতি মহাসারকুলে নিব্বন্তি । নামেন সিব্বিন্জ কুটুম্বিকো, নাম অহোসি । তে উত্তোপি সহপংসুকীলায় সহায়কা অহেসুং । তেস্তু সরদমানবো পিতৃঅচ্চয়েন কুলসন্তুকং মহাধনং পটিপজ্জিহ্বা একদিবসং বহোগতো চিন্তেসি— “অহং

শাস্তা পুণ্যানুমোদন করিবার সময় “দেওয়ালের আড়ালে দাঁড়াইয়া থাকে” ইত্যাদি বাক্যে ‘তিরোকুড’ স্তত্র কহিয়া অনুমোদন করিলেন । অনুমোদনাবসানে চুরানী হাজার প্রাণীর ধর্মাববোধ হইল । শাস্তা জটিল ভ্রাতৃত্বের কাহিনী কহিয়া এই ধর্মবিশনাও (প্রেতগণের বর্ণনা) করিয়াছিলেন ।

৩৯ । “ভন্তে, অগ্নসাবকেরা কি করিয়াছিলেন ?”

“অগ্নসাবকসু প্রার্থনা করিয়াছিল । এই হইতে লক্ষাধিক এক অসংখ্য কল্প পূর্বে সারিপুত্র ব্রাহ্মণ মহাসাল কুলে উৎপন্ন হইয়াছিল । তাহার নাম ছিল শরদ মানব । মৌদগল্যায়ন গৃহপতি মহাসাল কুলে, তাহার নাম হইয়াছিল শ্রীবর্দ্ধ কুটুম্বিক । তাহারা দুইজনে খেলাধুলার সার্থী । তাহাদের মধ্যে শরদ মানব পিতার মৃত্যুর পর বহু পৈতৃক ধনের অধিকারী হইয়া একদিন নিব্বজনে চিন্তা করিতে লাগিল— “আমি

ইহলোকভাবমেব জানামি নো পরলোকভাবং, জাতসত্ত্বানং
চ মরণং নাম ধুবং । ময়া একং পবব্জ্জং পবব্জিত্বা মোক্ষধম্ম-
গবেসনং কাভুং বট্টতী”তি । সো সহায়কং উপসংকমিত্বা
আহ—“সম্ম সিরিবড্ঢক, অহং পবব্জিত্বা মোক্ষধম্মং গবেসিঙ্গামি,
ত্বং ময়া সন্ধিং পবব্জিতুং সন্ধিঙ্গসি ন সন্ধিঙ্গসী”তি ?

ন সন্ধিঙ্গামি সম্ম, ত্বং য়েব পবব্জ্জাহী”তি ।

৩৯ । সো চিন্তেসি—“পরলোকং গচ্ছন্তো, সহায়কে বা
প্রাতিমিত্তে বা গহেত্বা গতো নাম নখি; অন্তনা কতং অন্ত-
নোব হোতী”তি । ততো রতনকোটাগারং বিবরাপেত্বা কপণ-
দ্ধিক বণিবক যাচকানং মহাদানং দত্ত্বা পববতপাদং পবিসিত্বা
ইসিপবব্জ্জং পবব্জি । তন্ম একো দে তয়োতি এবং অনু-
পবব্জ্জং পবব্জিত্বা চতুসত্ত্বতিসহস্রমত্তা জটিল। অহেতুং ।

ইহলোকের কথা জানি, পর জন্মের কথা জানি না; যে সব প্রাণী জন্মগ্রহণ
করিয়াছে তাহাদের মরণ হবে । কোন রকমের প্রব্রজ্যা নিয়া আমার মোক্ষধর্ম
অন্বেষণ করাই শ্রেয়ঃ ।” সে সহায়কের কাছে গিয়া বলিল—“বন্ধু শ্রীবর্দ্ধক,
আমি প্রব্রজ্যা নিয়া মোক্ষধর্মের অন্বেষণ করিব, তুমি আমার সঙ্গে
প্রব্রজিত হইতে পারিবে কি-না ?”

“না বন্ধু, পারিব না; তুমিই প্রব্রজিত হও ।”

৩৯ । শরদ মানব চিন্তা করিল—“পরলোকে যাওয়ার সময় সহায়ক
বা জ্ঞাতি-মিত্র কাহাকেও কেহ নিয়া যায় না; নিজের কৃত কর্মই নিজের
হয় ।” তৎপর সে রত্ন কোষাগার খোলাইয়া দীন ভিক্ষারীদিগকে বহুদান
দিয়া পব্বত পাদমূলে গিয়া ঋষি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিল । অন্তঃপর একজন
হইজন করিয়া প্রব্রজ্যা নিয়া চ্যাত্তর হাজার জটিল হইল ।

সো পঞ্চ অভিজ্ঞা অষ্ট চ সমাপত্তিয়ো নিব্বত্তেহা তেষং জটিলানং
কসিনপরিবন্ধং আচিঞ্চি । তে সবে পঞ্চ অভিজ্ঞা অষ্টসমাপত্তিয়ো
নিব্বত্তেসুং ।

৪০ । তেন সময়েন অনোমদশী নাম বুদ্ধো লোকে উদপাদি ।
নগরং বন্ধুমতী নাম অহোসি, পিতা যশোবন্তো নাম খত্তিয়ো,
মাতা যশোধরা নাম দেবী, বোধি অর্জুনরুদ্ধো, নিসত্তো চ
অনোমো চ হে অগ্গসাবকা, বরুণো নাম উপট্টাকো, সুন্দরা চ সুমনা
চ হে অগ্গসাবিকা, আয়ু বসসত্তসহস্রং অহোসি, সরীরং অষ্ট-
পপ্রাসহস্রুবেধং, সরীরপ্ততা দ্বাদসয়োজনং ফরি, তিক্কুসত্তসহস্র-
পরিবারো ক্বাহোসি ।

সে পঞ্চ অভিজ্ঞা + ও অষ্ট সমাপত্তি * উৎপন্ন করিয়া সেই জটিলদের
'কুৎস্ন পরিবন্ধ' নামক ধ্যানাক্রম সম্বন্ধে উপদেশ দিল । তাহার সকলে
পঞ্চ অভিজ্ঞা ও অষ্ট সমাপত্তি লাভ করিল ।

৪০ । সেই সময় অনোমদশী নামক বুদ্ধ সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া-
ছিলেন । বন্ধুমতী নগর তাঁহার জন্ম স্থান, যশোবন্ত নামক ক্ষত্রিয় তাঁহার
পিতা, যশোধরাদেবী মাতা, অর্জুন বৃক্ষ বোধিদ্রুম, নিসত্ত ও অনোম দুই
অগ্রশ্রাবক, বরুণ উপস্থাপক, সুন্দরা ও সুমনা দুই অগ্রশ্রাবিকা, আয়ুপ্রমাণ
ছিল লক্ষ বৎসর, শরীর ছিল আটান্ন হস্ত দীর্ঘ, শরীরের প্রভা দ্বাদশ
যোজন ক্ষুরিত হইত । শতসহস্র তিক্কু তাঁহার পরিজন ছিল ।

+ ঋদ্ধি বিধ জ্ঞান, দিবা শ্রোত্র জ্ঞান, পরচিত্ত বিজ্ঞান জ্ঞান, পূর্বনিবাসানুস্মৃতি
জ্ঞান ও দিবাচক্ষু জ্ঞান ।

* রূপাবচর (১) প্রথম ধ্যান, (২) দ্বিতীয় ধ্যান, (৩) তৃতীয় ধ্যান,
ও (৪) চতুর্থ ধ্যান এবং (১) আকাশ অনন্ত (২) বিজ্ঞান অনন্ত, (৩)
আকিঞ্চন আয়তন, (৪) না সংজ্ঞা না অসংজ্ঞা আয়তন এই চারি অরূপাবচর ধ্যান ।
চারি রূপাবচর ধ্যান ও চারি অরূপাবচর ধ্যান এই দোটি অষ্টবিধ ধ্যানকে অষ্ট
সমাপত্তি বলে ।

৪১। সো একদিবসং পচ্চসকালে মহাকরণা সমাপত্তিতো
 বুট্ঠায় লোকং ওলোকেন্তো সরদ তাপসং দিষ্বা “অগ্গ মযহং
 সরদতাপসস্স সন্তিকং গতপচ্চয়েন ধন্যদেসনা চ মহতী ভবিম্মতি,
 সো চ অগ্গসাবকট্টানং পথেম্মতি, তস্স সহায়কো সিরিবজ্জক
 সেট্ঠিকুট্টম্বিকো দুত্তিয়সাবকট্টানং পথেম্মতি, দেসনাপরিয়োসানেব
 চস্স পরিবারা চতুসত্ততিসহস্সা জটিলা অরহত্তং পাপুণিস্সন্তি ।
 যয়া তথ গম্বুং বট্টতী”তি । অন্তনো পত্তচীবরং আদায় অগ্গং
 কিঞ্চি অনামস্তুত্বা সীহো বিয় একচরো হত্বা সরদতাপসস্স
 অস্তুবাসিকেস্স ফলাফলথায় গতেস্স “বুদ্ধভাবং জানাতু”তি
 অধিট্টাহিত্বা পস্সন্তুস্সেব সরদতাপসস্স আকাসতো ওত্তরিত্বা পঠবিয়ং
 পতিট্টাসি ।

৪১। তিনি একদিন প্রত্যুষে মহাকরণাসমাপত্তি ধ্যান হইতে উঠিয়া
 বুদ্ধ-চক্ষুতে ত্রিলোক অবলোকন করিতে করিতে শরদ তাপসকে দেখিতে
 পাইলেন। দেখিলেন—“অগ্গ আমি শরদ তাপসের নিকট গেলে মহাধর্ম
 দেশনা হইবে, সে অগ্গশ্রাবকের স্থান প্রার্থনা করিবে, তাহার বহু শ্রীবর্দ্ধক
 কুট্টম্বিক দ্বিতীয় শ্রাবকের স্থান প্রার্থনা করিবে, দেশনা অবসানে তাহার
 অশুচর চুম্বাস্তর হাজার জটিল অরহত্ত পাইবে। আমাকে তথায় যাইতে
 হইবে।” এই চিন্তা করিয়া নিজের পাত্র-চীবর নিলেন এবং অগ্গ আর
 কাহাকেও না ডাকিয়া সিংহের আঁর একাকী চলিলেন। শরদ তাপসের
 শিষ্যেরা ফল-মূল আহরণ করিতে গেলে “সে বুদ্ধভাব জানুক” এই অধিষ্ঠান
 করিয়া শরদ তাপসের নয়ন পঞ্চবর্তী হইয়া আকাশ হইতে নামিয়া ভূমিতে
 দাঁড়াইলেন।

৪২ । শরদতাপসো বুদ্ধানুভাবক্বেব শরীরনিষ্কৃতিঞ্চ দিম্বা
লক্ষণমন্তে সন্মমিত্বা ইমেহি লক্ষণেহি সমগ্নাগতো নাম অগার-
মন্তে বসন্তো রাজাহোতি চক্রবন্তি, পবনস্তো লোকে বিবস্তুচ্ছন্দো
সবপ্রু বুদ্ধো হোতি, অয়ং পুরিসো নিগ্নংসয়ং বুদ্ধোতি জানিত্বা
পচ্চুগমনং কত্বা পঞ্চপতিট্ঠিতেন বন্দিত্বা 'আসনং পঞ্জাপেত্বা
অদাসি । নিসীদি ভগবা পঞ্জাসনে । শরদ তাপসোপি অন্তনো
অনুচ্ছবিকং আসনং গহেত্বা একমন্তুং নিসীদি ।

৪৩ । তস্মিৎ সময়ে চতুসন্ততিমহজ্জা জটিল পণীতানি পণী-
তানি, ওজবন্তানি ফলাকলানি গহেত্বা আচরিয়ন্ত মন্তিকং সম্পত্তা
বুদ্ধানং চেব আচরিয়ন্ত চ নিসিগ্নাসনং ওলোকেত্বা আহংসু—
“আচরিয় ময়ং ইমস্মিৎ লোকে তুমেহি মহন্ততরো নখীতি
বিচরাম, অয়ং পন পুরিসো তুমেহি মহন্ততরো মঞ্চে”তি !

৪২ । শরদ তাপস বুদ্ধানুভাব ও শরীরের লক্ষণ দেখিয়া লক্ষণ শাস্ত্রের
মতে মিলাইয়া ঠিক করিল—এমন লক্ষণ বাহার তিনি গৃহবাসে থাকিলে
চক্রবর্তী রাজা হন, প্রব্রজিত হইলে তৃষ্ণাকর করিয়া সর্বজ্ঞ বুদ্ধ হন,
এই পুরুষ নিশ্চয়ই বুদ্ধ, সংশয় নাই; ইহা জানিয়া প্রত্যাগমন করিল
এবং পঞ্চাঙ্গ বন্দনা করিয়া আসন পাতিয়া দিল । ভগবান তাহার দেওয়া
আসনে বসিলে, শরদ তাপস ও আপনার যোগ্য আসন নিয়া এক পাশে
বসিল ।

৪৩ । সে সময়ে চুয়ান্তর হাজার জটিল সরস ওজগুণ বিশিষ্ট কল-মূল
আহার্য করিয়া আচার্যের নিকট উপস্থিত হইল । তাহারা বুদ্ধের ও আচার্যের
বসার আসন দেখিয়া বলিল—“আচার্য্য, আমরা মনে করিয়াছিলাম,
এই সংসারে আপনার চেয়ে বড় কেহই নাই, কিন্তু এই মহাপুরুষ আপ-
নার চেয়েও শ্রেষ্ঠতর বলিয়া মনে হয় !”

“তাতা, কিং বদেধ ? সাসপেন সন্ধিং অট্টসট্ঠিয়োজনসত-
সহস্রুব্বেধং সিনেকং সমং কাতুং ইচ্ছথ ? সৰ্বশ্ৰুবুদ্ধেন সন্ধিং
মমং উপমং মা করিথ পুত্ৰকা”তি ! অথ তে ভাপসা “সচায়ং
পুরিসো ইত্তরসত্তো অভবিম্ম ন অম্মহাকং আচরিয়ো এবরুপং উপমং
আহরিম্মতি, যাব মহা বতায়ং পুরিসো”তি, সৰ্ব্বেব পাদেষু
নিপতিহা সিরসা বন্ধিংসু ।

৪৪ । অথ তে আচরিয়ো আহ— “তাতা, অম্মহাকং বুদ্ধানং
অমুচ্ছবিকো দেয়্যধম্মো নথি, সথা চ ভিক্ষাচারবেলায়ং ইধাগতো,
ময়ং যথাবলং দেয়্যধম্মং দম্মাম, তুম্হে যং যং পণীতং ফলাফলং তং
তং আহরথা”তি । আহরাপেহা হথে ধোবিহা ময়ং তথাগতস্স পত্তে
পতিট্ঠাপেসি । সথারা ফলাফলং পটিগ্গাহিতমত্তেয়েব দেবতা দিব্বোজ্জং
পঙ্খিপিংসু । সো তাপসো উদকম্পি সয়মেব পরিম্মাবেহা অদাসি ।

“কি বলিতেছ বৎসগণ ! আটহট্ঠিশত যোজন উচ্চ সিনেকর সঙ্গে সরিধার
তুলনা করিতে ইচ্ছা কর ? বাছাগণ, সৰ্বজ্ঞ বুদ্ধের সঙ্গে আমার উপমা
করিও না ।” অতঃপর সেই তাপসেরা ভাবিল—“যদি এই লোকটি সামান্য
হইতেন আমাদের আচার্য্য এইরূপ উপমা সংগ্রহ করিতেন না ; ইনি
মহাপুরুষই হইবেন । তাহার সকলে তাঁহার পায়ে মাথা নত করিয়া
বন্দনা করিল ।

৪৪ । অতঃপর আচার্য্য তাহাদিগকে বলিল—“বৎসগণ, বুদ্ধের বোণা
আমাদের দেয় কিছু নাই, শাস্তাও ভিক্ষার সময় এখানে আসিয়াছেন,
আমরা যাহা পারি দিব, তোমরা যেসব ভাল ফল-মূল আনিয়াছ তাহা
নিয়া আস ।” তাহা আনাইয়া হাত ধুইয়া নিজে তথাগতের
পাত্রে রাখিল । শাস্তা ফল-মূল প্রতিগ্রহণ করিবা মাত্রই দেবতার
দ্বিবা ওজ প্রক্বেপ করিল । সে তাপস জলও নিজে ছাঁকিয়া দিল ।

সো ততো ভক্তকিচ্চং কথা নিসিন্বে সখরি সবে অশ্বেবাসিকে
পকোসিহা সখু সন্তিকে সারাণীয়কথং কথেষ্টো নিসীদি । সখা“বে
অগ্রসাবকা ভিক্সু সংঘেম সন্ধিং আগচ্ছন্তু”তি চিন্তেসি । তে
সখু চিত্তং ঐত্যা শতসহস্রাণামবপরিবারা আগন্তা সখারঃ বন্দিত্বা
একমন্তুঃ অর্টংসু ।

৪৫ । ততো সরদতাপসো অশ্বেবাসিকে আমশ্বেসি—
“তাতা, বুদ্ধানং নিসিন্নানস্পি নীচং, সমগসতসহস্রানস্পি
আসনং নথি, তুমেহি অজ্জ উলারং বুদ্ধসকারং কাতুং বটুতীতি ।
গব্বতপাদতো বগ্গসস্পন্নানি পুফ্ফানি আহরথা”তি । কখন-
কালো . পপকো বিয় হোতি, ইন্ধিমতো পন ইন্ধিবিসয়ো
অচিন্তেয়্যাতি । মুহুভেনেব তে তাপসা বগ্গসস্পন্নানি পুফ্ফানি
আহরিহা বুদ্ধানং যোজ্জনপ্রমাণং পুফ্ফাননং পঞাপেসুং ।

তৎপর শাস্তা ভোজন সমাপন করিয়া বসিলে শিষ্যগণকে ডাকিয়া শাস্তার নিকট
বসিয়া শ্রবণীয় (সারবান) কথা বলিতে লাগিল । শাস্তা মনে মনে চিন্তা করিলেন
—“অগ্রসাবক ছয় ভিক্ষুসভ্য সহ আসুক ।” তাহারা শাস্তার মনোভাব
জানিয়া শতসহস্র ক্ষীণানবে পরিবৃত হইয়া আসিয়া শাস্তাকে বন্দনা করতঃ
একপাশে দাঁড়াইল ।

৪৫ । অতঃপর শরদ তাপস শিষ্যদিগকে ডাকিয়া বলিল—“বাবারা !
বুদ্ধের বসিবার আসনও নীচ হইয়াছে, শতসহস্র শ্রমণদের বসিবার
আসনও নাই, তোমাদের আজ জাঁকালো রকনের বুদ্ধপূজা করিতে
হইবে । পাহাড়ের তলদেশ হইতে সুন্দর সুন্দর সুগন্ধ ফুল নিয়া আস ।”
বলিতে যাহা সময় লাগিল তাহা যেন বিলম্বই করা হইল, পশ্চিমানদের
শুদ্ধির বিষয় অচিন্তনীয় । মুহূর্ত্ত কাল মধ্যে তাপসেরা সুন্দর ও সুগন্ধ
পুষ্পরাশি আনিয়া বুদ্ধকে যোজন প্রমাণ পুষ্পাসন রচনা করিয়া দিল ।

উভিন্নং অগ্গসাবকানং তিগাবুতং, সেন্ভিক্কু নং অড্ঢয়োজনিকাদিভেদং,
সজ্জনবকস্স উসত্তমত্তং অহোসি। কথং একস্মিং অস্সমপদে তাব
মহন্তানি আসনানি পঞ্জহানীতি ন চিন্তেত্তব্বং, ইচ্ছিবিসয়ো হেস।

৪৬। এবং পঞ্জহেতুসু আসনেসু শরদতাপসো তথাগতস্স
পুরতো অঞ্জলিঃ পঙ্গয়হু চিত্তো “ভস্শে, ময়হং দীঘরত্তং হিতায়
সুখায় ইমং পুস্সাসনং অভিরুযহথা”তি আহ। তেন বুদ্ধং :—

“নানাপুস্সক্ক গন্ধক্ক সন্নিপাতেহা একত্তো,
পুস্সাসনং পঞ্জপেহা ইদং বচনমক্কবি।

ইদং মে আসনং বীর পঞ্জহত্তং তবসুচ্ছবিং,
মম চিত্তং পসাদেহেত্তো নিসীদ পুস্সাসনে।

অগ্রশ্রাবকস্বয়ের ত্রি-গব্যুতি * প্রমাণ, অবশিষ্ট ভিক্ষুদের অর্ধ বোজন হইতে
আরম্ভ করিয়া সজ্জনবকের উসত্ত † মাত্র পর্য্যন্ত আসন রচিত হইল।
এক আশ্রমে নেই মহা মহা আসন রচিত হইল কি করিয়া, তাহা চিন্তা
করিও না; এই সব ঋদ্ধির বিষয়।

৪৬। এইরূপে আসন রচিত হইলে শরদ তাপস তথাগতের সম্মুখে
কৃতাজলিপুটে দাঁড়াইয়া কহিল— “ভস্শে, আমার চিরদিনের হিতের
ও সুখের জন্য এই পুস্সাসনে উঠিয়া বসুন।” তাই বলা হইয়াছে—

“নানা গন্ধ পুস্প করি’ একস্থানে সমাবেশ,
পুস্সাসন রচি এই বাক্য বলিল বোগেশ,

‘ওহে বীর! রচিয়াছি তবযোগ্য এ আসন,
পুস্সাসনে বস মোর চিত্ত করি প্রসাদন।’

সত্তরস্তিন্দিবং বুদ্ধো নিসীদি পুষ্ফমাসনে,
মম চিত্তং পসাদেহা হাসয়িত্বা সদেবকে”তি ।

৪৭ । এবং নিসিয়ে সথরি বে অগ্ৰশ্রাবকা সেসভিক্কু চ
অত্তনো অত্তনো পত্তাসনে নিসীদিংসু । সরদতাপসো মহস্তুং
পুষ্ফচ্ছত্তং গহেহা তথাগতস্স মথকে ধারেস্তো অট্টাসি । সথা—
“জটিলানং অয়ং সকারো মহপ্ফলো হোতু”তি নিরোধসমাপত্তিঃ
সমাপত্তি । সথু সমাপত্তিঃ সমাপত্তভাবং এত্তা বে অগ্ৰশ্রাবকাপি
সেসভিক্কুপি সমাপত্তিঃ সমাপত্তিঃসু । তথাগতো সত্তাহং নিরোধ-
সমাপত্তিঃ সমাপত্তিত্তা নিসিয়ে অস্তেবাসিকা ভিক্খাচারকালে
সম্পত্তে বনমূলফলাফলং পরিভুঞ্জিত্বা সেসকালে বুদ্ধানং অঞ্জলিঃ
পগায়ত্ তিট্টাস্তি । সরদতাপসো পন ভিক্খাচারম্পি অগস্তা পুষ্ফ-
চ্ছত্তং ধারয়মানোব সত্তাহং পীতিসুথেন বীতিনামেসি ।

বুদ্ধ সপ্ত অহোরাত্রে চিত্ত আমার তুমিয়া,
পুষ্ফাসনে বসেছিল নর-দেবে উল্লাসিয়া ।”

৪৭ । এইরূপে শাস্তা বসিলে দুই অগ্ৰশ্রাবক ও অপর ভিক্ষুরা আপন
আপন আসনে গিয়া বসিল । শরদ তাপস এক খানা বড় ফুলের ছাতা
তথাগতের মাথার উপর ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল । শাস্তা— “জটিলদের
এই সংকার মহা ফল দায়ক হউক” এই মনে করিয়া নিরোধ সমাপত্তি
ধ্যানে মগ্ন হইলেন । শাস্তা সমাপত্তিতে নিবিষ্ট হইয়াছেন জানিয়া দুই
অগ্ৰশ্রাবক ও অপর ভিক্ষুরা সমাপত্তি ধ্যানে মগ্ন হইল । তথাগত সত্তাহ
নিরোধ সমাপত্তিতে নিবিষ্ট হইয়া থাকিলে শরদের শিষ্যেরা ভিক্ষার সময়
উপস্থিত হইলে বনের ফল মূল খাইয়া আর বাকী সময় বুদ্ধের সম্মুখে
কৃতাজলি হইয়া থাকিত । শরদ তাপস কিন্তু ভিক্ষায়ও না যাইয়া ফুলের
ছাতা ধরিয়াই সত্তাহ প্রীতি-সুখে অতিবাহিত করিল ।

৪৮ । সখা নিরোধা বৃষ্ঠায় দক্ষিণপঙ্গে নিসিন্ণং অগ্গশ্রাবকং
 নিসভথেরং আমন্তেসি— “নিসভ, সকারকারকানং তাপসানং
 পুক্ষাসনানুমোদনং করোহী”তি । থেরো চক্রবত্তিরণ্ণে সন্তিকা
 পটিলক মহালাভো মহায়োধো বিয় তুষ্ঠমাননো সাবকপারমীঞাণে
 ঠহা পুক্ষাসনানুমোদনং আরভি । তন্ম দেসনাবসানে তুত্তিয়-
 সাবকং আমন্তেসি— “তুম্পি ভিক্ষু, ধম্মং দেসেহী”তি । অনোম-
 থেরো তেপিটকং বুদ্ধবচনং সম্মসিত্বা ধম্মং কথেসি । বিয়ং
 সাবকানং দেসনায় একস্মাপি অভিসময়ো নাহোসি । অথ সখা
 অপরিমাণে বুদ্ধবিসয়ে ঠহা ধম্মদেসনং আরভি । দেসনাবসানে
 ঠপেত্বা সরদতাপসং সবেপি চতুসত্ততিসহস্র জটিল্য অরহত্তং
 পাপুণিংসু । সখা— “এথ ভিক্ষবে”তি তথং পসারেসি ।

৪৮ । শান্তা নিরোধ সমাপত্তি হইতে উঠিয়া দক্ষিণ পার্শ্বে উপবিষ্ট
 অগ্রশ্রাবক নিসভ স্থবিরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—“নিসভ, সকার-
 কারী তাপসদের পুক্ষাসন অনুমোদন কর ।” রাজচক্রবর্তী হইতে মহা-
 পুরস্কার লাভী মহাবোধের গায় স্থবির সন্তুষ্ট চিত্ত হইয়া শ্রাবক পারমী-
 জ্ঞানে স্থিত হইতঃ পুক্ষাসন অনুমোদন করিতে আরম্ভ করিল । তাহার
 দেশনা শেষ হইলে শান্তা দ্বিতীয় শ্রাবককে ডাকিয়া বলিলেন— “ভিক্ষু,
 তুমিও ধর্ম্মদেশনা কর ।” অনোম স্থবির ত্রিপিটক বুদ্ধবচন অবলম্বন করিয়া
 ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিল । শ্রাবকদ্বয়ের দেশনায় একজনেরও জনোন্মেষ হইল
 না । অতঃপর শান্তা অপরিমাণ বুদ্ধ বিষয়ে স্থিত হইয়া ধর্ম্ম দেশনা করিতে
 আরম্ভ করিলেন । দেশনা শেষ হইলে সরদ তাপস ছাড়া চুয়ত্তর হাজার জটি-
 লের সকলেই অর্হত্ত পাইল । “এস ভিক্ষুগণ !” বলিয়া শান্তা হাত বাড়াইলেন ।

ভেসং তাবদেব কেসমজ্জনি অন্তরধায়িংসু, অর্টপরিষ্কারা কারে
পটিমুকা চ অহেসুং ।

৪৯ । সরদতাপসো কস্মা অরহন্তং ন পঙোতি ? বিক্লিষ্ট-
চিন্তা । তস্ম কির বুদ্ধানং তুত্তিরাসনে নিসীদিহা সাবকপারমী
ঞাণে ঠহা ধম্মং দেসয়তো অগ্নসাবকস্ম ধম্মদেসনং সোতুং
আরহকালতো পট্টায় “অহো ! বতাহম্পি অনাগতে উপ্পজ্জনকস্ম
বুদ্ধস্ম সাসনে ইমিনা সাবকেন পটিলঙ্কং ধুরং পটিলভেয়্যন্তি”
চিন্তং উপ্পজ্জি । সো ভেন পরিবিতকেন মগ্গফলপটিবেধং কাতুং
নাসম্ভি । তথাগতং পন বন্দিহা সম্মুখে ঠহা আহ—“ভন্তে,
তুমহাকং অন্তরাসনে নিসিন্নো ভিক্কু তুমহাকং সাসনে কো নাম
হোতী”তি ?

তখনই তাহাদের কেশ-শাশ্রু অন্তর্হিত হইল, অষ্ট পরিষ্কার * শরীরে
আসিয়া লাগিল ।

৪৯ । শরদ তাপস কেন অর্হন্ত পাইল না ? তাহার মন বিক্লিষ্ট
হইয়াছিল বলিয়া । বুদ্ধের দ্বিতীয় আসনে বসিয়া শ্রাবকপারমী জ্ঞানে
স্থিত হইয়া অগ্রশ্রাবক যে ধর্ম দেশনা করিয়াছিল তাহা শুনিতে আরম্ভ
করিবার কাল হইতে তাহার মন হইল—“অহো ! নিশ্চয়ই আমি ভবিষ্যতে
যে বুদ্ধ হইবেন তাহার শাসনে এই শ্রাবকের প্রাপ্ত ধুর পাইতাম !” সে
এই পরিবিতকের জন্ত মার্গফল বুদ্ধিতে পারে নাই । সে তথাগতকে
বন্দনা করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল—“ভন্তে, আপনার নিকটবর্তী আসনে
ঐ যে ভিক্কু বসিয়া আছেন, উনি আপনার শাসনে কে হন ?

* ত্রিচীবর [(১) একখানি সংঘটি বা ছই পাটা চীবর, (২) একখানি উত্তরা-
সঙ্গ বা গায়ের একপাটা চীবর, (৩) একখানি পরিধানের চীবর], (৪) ভিক্কাপাত্র,
(৫) পুর বা ছুরি, (৬) সূচ, (৭) কোদর বকনী, (৮) জল ছাঁকিবার বস্ত্র বস্ত্র ।

“ময়া প্রবর্তিতং ধর্মচক্রং অনুপবর্তন্তো সোপি শ্রাবক-
পারমী এগণস্ব কোটিগন্তো সোলসপত্রা পটিবিজ্জিত্বা ঠিতো মংহং
সাসনে অগ্গসাবকো নাম এসো”তি ।

“ভন্তে, য্বায়ং ময়া সত্তাহং পুপ্পছত্তং ধারেন্তেন সক্রারো
কতো, অহং ইমস্ব ফলেন অপ্রং সক্রত্তং বা বুদ্ধত্তং বা ন
পথেমি, অনাগতে পন অয়ং নিসত্তথেরো বিয় একস্ব বুদ্ধস্ব
অগ্গসাবকো ভবেয়্যং”তি পথনং অকাসি ।

৫০ । সখা— “সমিঞ্জিত্তি নুথো ইমস্ব পুরিসস্ব পথনা”তি
অনাগতংসপ্রাণং পেসেহা ওলোকেষ্টো কল্পসত্তসহস্রাধিকং একং
অসংখ্য্যং অতিক্রমিত্বা সমিঞ্জানভাবং অদস । দিস্বা শরদ-
তাপসং আহ— “ন তে অয়ং পথনা মোঘা ভবিত্তি । অনাগতে
পন কল্পসত্তসহস্রাধিকং একং অসংখ্য্যং অতিক্রমিত্বা গোতমো নাম

“সে আমার শাসনে অগ্রশ্রাবক, সে আমার প্রবর্তিত ধর্মচক্রের অনু-
প্রবর্তক ও শ্রাবক পারমী জ্ঞানের চরম সীমা প্রাপ্ত, ষোড়শ প্রজ্ঞা
তাহার পরিজ্ঞাত হইয়াছে ।”

“ভন্তে, আমি যে সত্তাহ পুপ্পছত্র ধরিয়া সংকার করিয়াছি, আমি
ইহার ফলে ইন্দ্র বা ব্রহ্ম কিছুই চাহি না, এই নিসত্ত স্থবিরের গায়
ভবিষ্যতে কোন এক বুদ্ধের যেন অগ্রশ্রাবক হই ।” এই বলিয়া প্রার্থনা
করিল ।

৫০ । “শাস্তা ভবিষ্যৎ জ্ঞানের পরিচালনা করিয়া “এই ব্যক্তির
প্রার্থনা সফল হইবে কি-না দেখিতে লাগিলেন । দেখিলেন— শত
সহস্র কল্পাধিক এক অসংখ্য অতিক্রমের পর সফল হইবে । তাহা
দেখিয়া শরদ তাপসকে কহিলেন— “তোমার এই প্রার্থনা ব্যর্থ হইবে
না । ভবিষ্যতে লক্ষাধিক এক অসংখ্য কল্প পরে গোতম নামে

বুদ্ধো লোকে উল্লজ্জিঅতি, তন্ন মাতা মহামায়া নাম দেবী
ভবিঅতি, পিতা সুদ্ধোদনো নাম রাজা ভবিঅতি, পুত্তো রাহুলো
নাম, উপট্টাকো আনন্দো নাম, দুতীয়সাবকো যোগ্গল্লানো নাম,
ত্বং পনন্ন অগ্গসাবকো ধম্মসেনাপতি সারিপুত্তো নাম ভবি-
অতী”তি । এবং তাপসং ব্যাকরিয়া ধম্মকথং কথেন্না ভিক্ষুসঙ্ঘ-
পরিবুতো আকাসং পক্কন্দি ।

৫১ । শরদতাপসোপি অশ্বেবাসিকথেরানং সন্তিকং গত্ত্বা
সহায়কন্ন সিরিবড্ঢক কুটুম্বিকন্ন সাসনং পেসেসি— “ভন্তে,
ময়্হং সহায়কন্ন বদেথ, সহায়কেন তে শরদতাপসেন অনোমদশী
বুদ্ধন্ন ঞ্জাদমূলে অনাগতে উল্লজ্জনকন্ন গোত্তমবুদ্ধন্ন সাসনে
অগ্গসাবকট্টানং পথিতং, ত্বং দুতীয় সাবকট্টানং পথেহী”তি ।

এক বুদ্ধ জগতে উৎপন্ন হইবেন । তাঁহার মাতা হইবেন মহামায়া নামী দেবী,
পিতা হইবেন শুদ্ধোদন নামক রাজা, পুত্র হইবে রাহুল, সেবক আনন্দ
নামক ভিক্ষু, দ্বিতীয় শ্রাবক মহামৌদগল্যায়ণ, তুমি তাঁহার ধর্ম-সেনাপতি
সারিপুত্র নামক অগ্রশ্রাবক হইবে ।” শাস্তা তাপসকে এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণী
প্রকাশ করিয়া, ধর্ম কথা বলার পর ভিক্ষুসঙ্ঘ পরিবৃত হইয়া আকাশ
পথে গমন করিলেন ।

৫১ । শরদ তাপসও শিষ্য স্ববিরদের নিকট গিয়া বন্ধু শ্রীবর্দ্ধক
কুটুম্বিকের নিকট এই বলিয়া সংবাদ পাঠাইল—“ভন্তে, আপনারা আমার
বন্ধু শ্রীবর্দ্ধক কুটুম্বিককে বলুন যে—তোমার বন্ধু শরদ তাপস ভবিষ্যৎ
গোত্তমের শাসনে অগ্রশ্রাবক হইবার জন্ত অনোমদশী বুদ্ধের পাদ-
মূলে প্রার্থনা করিয়াছে, তুমি দ্বিতীয় শ্রাবকের স্থান প্রার্থনা কর ।”

এবং পন বহা খেরেহি পুরেতরমেব একপঙ্কেন গন্ধা 'সিরিবজ্জকল্প
নিবেসনধারে অট্টাসি । সিরিবজ্জকো— “চিরঙ্গং বত মে অয়ো
আগতো”তি আসনে নিসীদাপেহা অন্তনা নীচতরে আসনে
নিসিমো “অন্তেবাসিকপরিমা পন বো ভন্তে, ন পঞ্জায়ন্তী”তি
পুচ্ছি ।

“আম সন্ম, অমহাকং অঙ্গমং অনোমদঙ্গীবুদ্ধো আগতো,
ময়ং তঙ্গ অন্তনো বলেন সন্ধারে অকরিমহ । সখা সন্ধেসং
ধম্মং দেসেসি । দেসনা পরিয়োসানে ঠপেহা মং সেসা অরহত্তং
পহা পব্বজ্জিঃসু । অহং সখু অঙ্গসাবকং নিসভথেসং দিম্বা
অনাগতে উপ্পজ্জনকঙ্গ গোতমবুদ্ধঙ্গ নাম সাসনে অঙ্গসাবকট্টানং
পথেসিং । তুম্পি তঙ্গ সাসনে তুতিয়সাবকট্টানং পথেহী”তি ।
“ময়হং বুদ্ধেহি সন্ধিং পরিচয়ো নথি ভন্তে”তি ।

এইরূপ বলিয়া পাশ কাটিয়া স্থবিরদের আগে গিয়া শ্রীবর্দ্ধকের গৃহদ্বারে দাঁড়াইল ।
শ্রীবর্দ্ধক “বহুদিন পরে আমার আর্ধ্য আসিয়াছেন” বলিয়া আসনে বসাইয়া
স্থয়ং নীচতর আসনে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—“ভন্তে, আপনার শিষ্য-
দিগকে যে দেখা যাইতেছেনা ?”

“হাঁ বন্ধু, আমাদের আশ্রমে অনোমদর্শী বুদ্ধ আসিয়াছিলেন, আমরা
তাঁহাকে আমাদের যথাশক্তি সংকার করিয়াছিলাম । শাস্তা সকলকে
ধর্মোপদেশ দিয়াছিলেন । দেশনা অবসানে আমি ছাড়া অপর সকলে
অর্হিব পাইয়া প্রব্রজিত হইয়াছে । আমি শাস্তার অগ্রশ্রাবক নিসভ স্থবিরকে
দেখিয়া ভবিষ্যবুদ্ধ গোতমের শাসনে অগ্রশ্রাবক স্থান প্রার্থনা করিয়াছি ।
তুমিও তাঁহার শাসনে দ্বিতীয় শ্রাবক স্থান প্রার্থনা কর ।”

“বুদ্ধের সঙ্গে আমার পরিচয় নাই ভন্তে !”

• “বুদ্ধেহি সন্ধিং কথনং ময়হং ভারো হোতু, ত্বং মহন্তুঃ
অধিকারং সজ্জহী”তি ।

৫২ । সিরিবড্ভো তস্ম বচনং সূত্বা অন্তনো নিবেসনদ্বারে
রাজমানেন আটকরীসমন্তঃ ঠানং সমতলং কারেত্বা বালিকং
ওকিরাপেত্বা লাজপঞ্চমানি পুফানি বিকিরাপেত্বা নীলুপ্পলচ্ছদনং
মণ্ডপং কারেত্বা বুদ্ধাসনং পঞ্জাপেত্বা সেসভিক্ষুন্স্পি আসনানি
পটিয়াদেত্বা মহন্তুঃ সকারসম্মানং সজ্জত্বা বুদ্ধানং নিমন্তুগথাযু
সরদতাপসস্ম সঞ্জঃ অদাসি । তাপসো বুদ্ধপমুখং ভিক্ষুসংঘং
গহেত্বা তস্ম নিবেসনং অগমাসি । সিরিবড্ভোপি পচ্চুগমনং
কত্বা তথাগতস্ম হত্বতো পত্তং গহেত্বা মণ্ডপং পবেসেত্বা পঞ্জাতা-
সনেনসু নিসিন্নস্ম বুদ্ধপমুখস্ম ভিক্ষুসঙ্ঘস্ম দক্ষিণোদকং দত্বা
পণীতভোজনেন পরিবিসিত্বা ভত্তকিচ্চপরিয়োসানে বুদ্ধপমুখং

“বুদ্ধের সঙ্গে কথা বলার ভার আমার উপর রহিল, তুমি সংকার
কার্যের বিপুল আয়োজন কর ।”

৫২ । শ্রীবর্দ্ধ তাহার বচন শুনিয়া নিজের গৃহদ্বারে আট করীস পরি-
মাণ স্থান সমতল করাইল, বালি ছড়াইয়া দিল, থৈ সহ পঞ্চপুস্প ছড়াইয়া
দিল, নীল পদ্মে আচ্ছাদন করিয়া মণ্ডপ করিল, বুদ্ধাসন প্রস্তুত করত
অপর ভিক্ষুদেরও আসন দিয়া মহা সংকার-পূজা সাঙ্গাইল; তৎপর বুদ্ধকে
নিমন্তুণ করিবার জ্ঞা শব্দ তাপসকে ইঙ্গিত করিল । তাপস বুদ্ধ প্রমুখ
ভিক্ষু সঙ্ঘকে নিয়া তাহার বাড়ীতে উপস্থিত হইল । শ্রীবর্দ্ধকও আগু-
বাড়াইয়া তথাগতের হাত হইতে পাত্র নিয়া তাঁহাকে মণ্ডপে নিয়া
গেল । বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষু সংঘ নির্দিষ্ট আসনে বসিলে তাঁহাদের দক্ষিণো-
দক দিয়া উত্তম ভোজ্য পরিবেশন করিল । ভোজন শেষ হইলে বুদ্ধ প্রমুখ

ভিক্ষুসংঘং মহারহেহি বথ্বেহি অচ্ছাদেহা—“ভন্তে, নায়েং আরন্তো
অপ্নমত্তকট্টানথায়, ইমিনাব নিয়ামেন সপ্তাহং অনুকম্পং করোথা”তি
আহ । সথা অধিবাসেসি ।

৫৩ । সো তেনেব নিয়ামেন সপ্তাহং মহাদানং পবন্তেহা
ভগবন্তং বন্দিত্বা অঞ্জলিম্পগায়ুহ ঠিতো আহ— “ভন্তে, মম সহায়ো
সরদতাপসো যন্ন সখুন্ন অগ্গসাবকো ভবেয়্যংতি পথেসি, অহং
তস্মেব দুতীয়সাবকো ভবেয়্যংতি । সথা অনাগতং ওলোকেন্না
তন্ন পথনায় সমিচ্ছানভাবং দিম্বা ব্যাকাসি— “হুং ইতো কল্প-
সত্তসহস্রাধিকং অসম্ভেয়্যং অতিকমিত্বা গোতমবুদ্ধন্ন দুতীয়সাবকো
ভবিম্মসী”তি ।

বুদ্ধানং ব্যাকরণং স্তুহা সিরিবজ্জকো হট্টপহট্টো অহোসি । সথা
ভুত্তামুমোদনং কহা সপরিবারো বিহারমেব গতো “অয়ং ভিক্ষাবে,

ভিক্ষু সঙ্ঘকে মহার্ঘ বস্ত্র দান করিল এবং শাস্তাকে কহিল— “ভন্তে, এই
আয়োজন সামাগ্র স্থানের জগ্ন নহে, এই নিয়মে সপ্তাহ আমাকে অনুগ্রহ
করিবেন ।” শাস্তা সন্মত হইলেন ।

৫৩ । সে সেই নিয়মেই সপ্তাহ মহাদান দিয়া ভগবানকে বন্দনা করতঃ
কুতাজ্জলি পুটে বলিল— “ভন্তে, আমার বন্ধু শরদ তাপস যেই শাস্তার
অগ্রশ্রাবক হইবেন বলিয়া প্রার্থনা করিয়াছেন, আমি যেন তাঁহার দ্বিতীয়
শ্রাবক হই ।” শাস্তা ভবিষ্যৎ অবলোকন করিয়া তাহার প্রার্থনা সফল
হইবে দেখিয়া প্রকাশ করিলেন— “তুমি এখন হইতে এক অসংখ্য লক্ষাধিক
কল্প অতিক্রম করিয়া গোতম বুদ্ধের দ্বিতীয় শ্রাবক হইবে ।

বুদ্ধের ভবিষ্যদ্বাণী শুনিয়া শ্রীবর্দ্ধক হৃষ্টপ্রহৃষ্ট হইল । শাস্তা
ভুত্তামুমোদন করিয়া ভিক্ষুগণ সহ বিহারে গেলেন । “হে ভিক্ষুগণ, ইহা

ময় পুন্তেহি তদা পথিত পথনা, তে যথাপথিতমেব লভিংসু,
নাহং মুখং ওলোকেহা দেমী”তি ।

৫৪ । এবং বুভে ধ্ব অগ্গসাবকা ভগবন্তুং বন্দিত্বা— “ভন্তে,
ময়ং অগারিয়ভূতা সমানা গিরগ্গসমজ্জং দম্মনায় গতা”তি যাব
অম্মজ্জিথেরম্ম সন্তিকা সোতাপত্তিফলপটিবেধা সৰ্বং পচ্চুপ্পন্নবথুং
কথেন্না তে “ময়ং ভন্তে আচরিয়ম্ম সন্তিকং গত্ত্বা তং তুমহাকং
পাদমূলং আনেতুকামা তম্ম লন্ধিয়া নিম্মারভাবং কথেন্না ইধাগমনে
আনিসংসং কথায়িমহ । সো “ইদানি ময়হং অন্তেবাসিবাসো নাম
চাটিয়া, উদধ্বনভাবপ্পত্তিসদিসো, ন সন্ধিম্মামি অন্তেবাসিবাসং
বসিতুং”তি কথ্বা “আচরিয়, ইদানি মহাজ্জেনো গন্ধমালাদিহথো
গত্ত্বা সখারমেব পূজেম্মতি, তুমহে কথং ভবিম্মথা”তি বুভে—

আমার পুত্রদের প্রার্থিত পদ; তাহারা যেমন প্রার্থনা করিয়াছিল তেমনই
পাইয়াছে; আমি মুখ দেখিয়া দিই নাই ।”

৫৪ । শান্তা এইরূপ কহিলে অগ্গসাবকবর ভগবানকে বন্দনা করিয়া—
“ভন্তে, আমরা যখন গৃহী ছিলাম তখন গীতাভিনয় দেখিতে গিয়াছিলাম”
ইত্যাদিরূপে আরম্ভ করিয়া অম্বজিৎ স্ববিরের নিকট স্রোতাপত্তি ফল
লাভ করা পর্যন্ত তাহাদের জীবনের সমস্ত অতীত কথা কহিয়া ভগবানকে
বলিল— “ভন্তে, আমরা আচার্য্যের নিকট গিয়াছিলাম । তাঁহাকে আপ-
নার পাদমূলে আনিতে ইচ্ছুক হইয়া তাঁহার গতের অসারত্ব সম্বন্ধে বলিয়া-
ছিলাম এবং এখানে আসার উপকারিতা বুঝাইয়া দিয়াছিলাম । তিনি
বলিলেন— “এখন আমার পক্ষে শিষ্যরূপে থাকা জলের জালায় হাঁড়িকুড়ি
হওয়ার ঞ্চয় হইবে, শিষ্যভাবে থাকিতে পারিব না ।” আমরা বলিলাম—
“আচার্য্য, এখন দলে দলে সকলে গন্ধমালাদি হস্তে গিয়া শান্তাকে পূজা করিবে,
আপনি কেমন হইবেন ।” আমরা এই কথা বলিলে তিনি জবাব দিলেন—

“কিং পন ইমন্সিং লোকে পণ্ডিতা বহু উদাত্ত দক্ষা”তি ?

“দক্ষা আচরিয়, বহু, পণ্ডিতা কতিপয়া”তি কথিতে—

“তেনহি পণ্ডিতা পণ্ডিতম্ সমগম্ গৌতমম্ সন্তিকং
গমিষন্তি, দক্ষা দক্ষম্ মম সন্তিকং আগমিষন্তি, গচ্ছথ তুম্হে”তি
বহা আগন্তুং নয়িচ্ছি ভশ্বে”তি ।

৫৫ । তং সূত্রা সখা “ভিক্ষবে, সঞ্জয়ো অন্তনো মিচ্ছাদিট্ঠিতায়
অসারং সারোতি সারঞ্চ অসারোতি গণিহ । তুম্হে পন অন্তনো
পণ্ডিততায় সারং সারতো অসারং চ অসারতো এত্বা অসারং
পহায় সারমেব গণিহথা”তি বহা ইমা গাথা অভাসি — “

“অসারে সারমতিনো সারে চাসারদম্বিনো,

তে সারং নাধিগচ্ছন্তি মিচ্ছাসকল্পগোচরা । ১১

“এই সংসারে পণ্ডিত বেশী না মূর্খ বেশী ?”

“আচার্য্য, মূর্খ বেশী, পণ্ডিত কম ।” এইরূপ বলিলে তিনি
কহিলেন— “তাহা হইলে পণ্ডিতেরা পণ্ডিত শ্রমণ গৌতমের নিকট
যাইবে, মূর্খেরা আমি যে মূর্খ আমার নিকট আসিবে, তোমরা যাও ।”
এই বলিয়া তিনি আসিতে চাহিলেন না ।”

৫৫ । তাহা শুনিয়া শান্তা কহিলেন— “ভিক্ষুগণ, সঞ্জয় নিজে
মিথ্যা-দৃষ্টিতার জন্ত অসারকে সার আর সারকে অসার বলিয়া গ্রহণ করি-
য়াছে । তোমরা নিজের পণ্ডিত্যের কারণে সারকে সার এবং অসারকে
অসাররূপে জানিয়া অসার ছাড়িয়া সারই গ্রহণ করিয়াছ ।” এই বলিয়া
শান্তা এই গাথা-কয় কহিলেন :—

“অসারেতে সারজানী সারে ভাবে যে অসার,

সে মিথ্যা-সকল্পকারী পেতে নাহি পারে সার । ১১

সারক সারতো এত্বা অসারক অসারতো,
তে সারং অধিগচ্ছন্তি সম্মাসকল্পগোচরা”তি । ১২

৫৬ । তথ “অসারে সারমতিনো”তি— চন্দ্রারো পক্ষয়া, দস-
বথুকা মিচ্ছাদিট্ঠি, তন্মা উপনিশ্রভূতা ধ্মদেসনাতি, অয়ং অসারো
নাম, তস্মিং সারদিট্ঠিনোতি অথো ।

“সারে চাসারদস্মিনো”তি— দসবথুকা সম্মাদিট্ঠি, তন্মা
উপনিশ্রভূতা ধ্মদেসনাতি, অয়ং সারো নাম, তস্মিং নায়ং
সারোতি অসারদস্মিনো ।

“তে সারং”তি— তে পন তং মিচ্ছাদিট্ঠিগহণং গহেত্বা
ঠিতা কামবিতকাদীনং বসেন মিচ্ছাসকল্পগোচরা হত্বা সীলসারং,
সমাধিসারং, পঞ্জাসারং, বিমুক্তিসারং, বিমুক্তিঞাণদস্মনসারং, পরমথ-
সারং, নিব্বাণঞ্চ নাধিগচ্ছন্তি ।

সারে জেনে সার ব'লে অসারকে যে অসার,
সে সাধু-সকল্পকারী নিশ্চয় পাইবে সার ।” ১২

৫৬ । তথায় “অসারেতে সার-মতি”— চারি ‘প্রত্যয়’ * ও দশবিষয়িনী
মিথ্যাদৃষ্টির উপনিশ্রভূত ধ্মদেশনারূপ অসার বিষয়কে যে সার বলিয়া
মনে করে ।

“সারে যে অসারদর্শী”— দসবিষয়িনী সম্যক্‌দৃষ্টির উপনিশ্রভূত
ধ্মদেশনারূপ সারবিষয়কে যে অসার বলিয়া জ্ঞান করে ।

“সে মিথ্যা-সকল্পকারী পেতে নাহি পারে সার”— সে মিথ্যাদৃষ্টি
পরায়ণ হইয়া কামবিতকাদির বশে মিথ্যাসকল্প কারী হইয়া সীলসার,
সমাধিসার, প্রজ্ঞাসার, বিমুক্তিসার, বিমুক্তি জ্ঞান দর্শন সার ও পরমার্থসার
নিব্বাণ প্রাপ্ত হইতে পারে না ।

* (১) চীবর, (২) পিওপাত, (৩) রোগীর পথা, ও (৪) ঔষধ ।

“সারংচা”তি— তমেব সীলসারাদি সারং সারো নাম অয়ং
বুত্তপ্পকারং চ অসারং অসারো অয়ন্তি এত্ভা ।

“তে সারং”তি— তে পণ্ডিতা এবং সম্মাদজনং গহেত্বা
ঠিত্তা নেক্কম্মসঙ্কপ্পাদীনং বসেন সম্মাসঙ্কপ্পগোচরা হত্বা তং বুত্তপ্প-
কারং সারং অধিগচ্ছন্তীতি ।

গাথাপরিয়োমানে বহু সোতাপত্তিকলাদীনি পাপুণিংসু ।
‘সম্মিপত্তিত্তানং সাপ্পিকা ধম্মদেসনা অহোসী’তি ।



“সারে জেনে সার ব’লে অসারকে বে অসার”—শীল সারাাদিকে সার,
উক্ত প্রকার মিথ্যাট্টিকে অসার বলিয়া জানিয়া ।

“সে সাধু-সঙ্কল্পকারী নিশ্চয় পাইবে সার”—সেই পণ্ডিত ব্যক্তি
সম্যক দর্শন পরায়ণ হইয়া নৈজ্জম্ম্য সঙ্কল্পাদির বশে সম্যক-সঙ্কল্পকারী হইয়া
উক্ত প্রকার সার প্রাপ্ত হয় ।

গাথা অবসানে বহুলোক স্রোতাপত্তি কলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিল ।
সমবেত জনগণের পক্ষে ধর্ম্য দেশনা সার্থক হইয়াছিল ।



নন্দথের বথু । ৯

১ । “যথাগারং”তি ইমং ধর্মদেমনং সখা জেতবনে বিহ-
রন্তো আয়স্মন্তং নন্দং আরবু কথেসি ।

সখা হি পবন্তিত বরধম্মচক্কো রাজগহং গত্ত্বা বেণুবনে
বিহরন্তো “পুত্তং মে আনেহা দম্মেথা”তি শুদ্ধোদন মহারাজেন
পেনিতানং সহস্র সহস্র পরিবারানং দসন্নং দূতানং সৰ্ব্বপচ্ছতো
গত্ত্বা অরহত্তপ্পত্তেন কালুদায়িথেৱেন গমনকালং এত্বা মগ্গবগ্গনং

নন্দ স্থবিরের উপাখ্যান । ৯

১ । “যথাগার” এই ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে বাস করিবার সময়
আয়ুগ্গান নন্দের কথা প্রসঙ্গে কহিয়াছিলেন ।

শাস্তা শ্রেষ্ঠ ধর্মচক্র প্রবর্তন করিবার পর রাজগৃহে গিয়া বেণুবনে
বাস করিতেছিলেন । শুদ্ধোদন মহারাজা সে সংবাদ শুনিয়া “আমার
ছেলেকে আনিয়া আমাকে দেখাও” এই বলিয়া দশজন দূত পাঠাইয়া-
ছিলেন । প্রত্যেক দূত হাজার জন অমুচরের দ্বারা পরিবৃত হইয়া গিয়া-
ছিল । কিন্তু তাহারা কেহ ফিরিয়া না আসাতে সর্বশেষে কালুদায়ী গেলেন ।
তিনিও প্রব্রজিত হইয়া অর্হর প্রাপ্ত হইলেন । অনন্তর তিনি সময় বুঝিয়া
শাস্তার কপিলপুরে গমনের প্রবৃত্তি জন্মাইবার জন্য কপিলবাস্তুর মার্গশোভা

বলেহা বীমতিসহস্র খীণাসবপরিবৃত্তো কপিলপুরং নীতো ঐতি-
সমাগমে পোন্ধরবম্বঃ অর্টুপ্তিঃ কথা বেঙ্গসুরজাতকং কথোহা
পুনদিবসে পিণ্ডায় পবির্টো “উক্তির্টো নম্নমজ্জয়্যা”তি গাথায়
পিতরং সোতাপত্তিকলে পতির্টোপেহা “ধম্মং চরে”তি গাথায়
মহাপজাপতিং সোতাপত্তিকলে রাজানঞ্চ সকদাগামিকলে পতির্টো-
পেসি । ভক্তকিচ্চাবসানে পন রাহুল-মাতৃগুণকথং নিশায় চন্দকিন্নর-
জাতকং কথোহা ততো তৃতীয়দিবসে নন্দকুমারঞ্চ অভিসেক-
গেহপ্নবেসন বিবাহমঙ্গলেসু বত্তমানেসু পিণ্ডায় পবিসিত্বা নন্দকুমারঞ্চ
হথে পত্তং দহ্বা মঙ্গলং বহ্বা উর্টোয়াসনা পক্কমন্তো কুমারঞ্চ
হথতো পত্তং নগগিহ ।

বর্ণনা করিতে লাগিলেন । তাঁহার চেষ্টায় ভগবান বিংশতি সহস্র অর্হং পরিবৃত
হইয়া কপিলপুরে গমন করিলেন । তথায় জ্ঞাতি সমাগমে ভগবান পুঙ্কর বৃষ্টি *
সম্বন্ধে কথা উত্থাপন করিয়া ‘বেঙ্গসুর’ জাতক কহিলেন । পরদিবস ভিক্ষার
জন্তু কপিল নগরে প্রবেশ করিয়া “উঠ, প্রমত্ত হওয়া অকর্তব্য” ইত্যাদি গাথায়
পিতাকে সোতাপত্তি ফলে প্রতিষ্ঠিত করিলেন । “ধম্মাচরণ করিবে” ইত্যাদি
গাথায় মহাপ্রজাপতি গৌতমীকে সোতাপত্তি ফলে এবং রাজাকে সকদাগামী
ফলে প্রতিষ্ঠিত করিলেন । ভোজন সমাপন করিয়া ভগবান রাহুল-মাতার গুণ-
কথা প্রসঙ্গে ‘চন্দকিন্নর জাতক’ বলিলেন । ইহার পর দিবস রাক্ককুমার
নন্দের অভিষেক, গৃহপ্রবেশ ও বিবাহ মঙ্গল ছিল । সে দিন ভগবান
ভিক্ষার জন্তু রাজপুরীতে গমন করিয়াছিলেন । তিনি মঙ্গল সম্বন্ধে বলিয়া
কুমার নন্দের হস্তে পাত্র দিয়া আসন হইতে উঠিয়া প্রস্থান করিলেন ।
তিনি কুমারের হস্ত হইতে পাত্র গ্রহণ করিলেন না ।

* বোধিসত্ত্ব অথবা বুদ্ধের কোন বিশেষ কারণ বশতঃ এই পুঙ্কর বৃষ্টি হইয়া থাকে ;
এই বৃষ্টিতে যে ইচ্ছা করে সে সিদ্ধ হয়, যে ইচ্ছা না করে সে সিদ্ধ হয় না ।

২ । সোপি তথাগতে গারবেন পত্নং বো ভন্তে, গণহথাতি বত্বুং নাসন্ধি, এবং পন চিন্তেসি— “সোপানসীসে পত্নং গণিহ-স্রতী”তি । সখা তস্মিন্পি ঠানে ন গণিহ । ইতরো— “সোপান-পাদমূলে গণিহস্রতী”তি চিন্তেসি, সখা তথাপি ন গণিহ । ইতরো— “রাজ্ঞনে গণিহস্রতী”তি চিন্তেসি, সখা তথাপি ন গণিহ । কুমারো নিবত্তিতুকামো অরুচিয়া গচ্ছন্তো সখুগারবেন “পত্নং গণহথা”তি বত্বুং ন সন্ধোতি । “ইধ গণিহস্রতি, এথ গণিহস্রতী”তি চিন্তেস্তো গচ্ছতি । তস্মিং খণে জনপদকল্যাণিয়া আচিক্খিংসু— “অয়ো, ভগবা নন্দরাজ্ঞানং গহেহা গতো, তুমহেহি তং বিনা করি-স্রতী”তি । স্মা উদকবিন্দু হি পম্বরশ্চেষেব অডুল্লিখিতেহি কেসেহি বেগেন গস্তা— “তুবটং খো অয়্যপুত্র, আগচ্ছয়্যাসী”তি আহ ।

২ । কুমারও তথাগতের প্রতি গোরব করিয়া “ভন্তে, আপনার পাত্র গ্রহণ করুন” এই কথা বলিতে পারিলেন না । তিনি ভাবিয়াছিলেন— “সোপান শীর্ষে গিয়া ভগবান পাত্র গ্রহণ করিবেন ।” কিন্তু ভগবান সেখানেও তাহা গ্রহণ করিলেন না । কুমার অতঃপর ভাবিলেন— “সোপান পাদমূলে গ্রহণ করিবেন, শাস্তা সেখানেও নিলেন না । কুমার ভাবিলেন— “রাজ্ঞ-নে নিবেন, শাস্তা সেখানেও নিলেন না । কুমার গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতে ইচ্ছুক হইয়া, অনিচ্ছাসহেও বাইতে লাগিলেন, কিন্তু শাস্তার প্রতি গোরব ভাব প্রযুক্ত “পাত্র গ্রহণ করুন” এই কথা বলিতে পারিলেন না । “এখানে নিবেন, ওখানে নিবেন” এরূপ ভাবিতে ভাবিতে চলিলেন । সে সময়ে জনপদ কল্যাণীকে কে একজন গিয়া বলিল— “আর্য্যো, ভগ-বান নন্দরাজ্ঞাকে নিয়া গেলেন, আপনা হইতে তাহাকে বিক্রিয় করিবেন ।” তিনি অর্ধ আঁচড়ান বা আলুনারিত কেশে ছুটিলেন, সিক্তচুল হইতে জলবিন্দু পতিত হইতে লাগিল, বেগে গিয়া বলিলেন— “আর্য্য পুত্র, ত্বরায় আসিবেন ।”

তং তস্মা বচনং তস্মা হৃদয়ে তিরিয়ং পতিত্বা বিয় চিতং ।

৩। সখাপি তস্মা হৃথতো পদং অগণিহ্বাব তং বিহারং নেহা
— “পব্বজিঙ্গসি নন্দা”তি আহ । সো বুদ্ধগারবেন “ন
পব্বজিঙ্গামী”তি অবহা “আম পব্বজিঙ্গামী”তি আহ । সখা—
“তেন হি নন্দং পব্বাজ্জেথা”তি আহ । সখা কপিলপুরং গম্বা
ততিয়দিবসে নন্দং পব্বাজ্জেসি । সপ্তমে দিবসে রাহুলমাতা
কুমারং অলঙ্করিহ্বা ভগবতো সন্তুকং পেসেসি, “পস্ম তাত এতং
বীসতিনহস্ম সমণপরিবুতং সুবল্লবল্লং বুদ্ধরূপিবল্লং সমণং, অয়ং
তে পিতা, এতস্ম মহন্তা নিধয়ো অহেসুং, ত্যস্ম নিস্কামণতো
পট্টায় ন পস্মাম । গচ্ছ, তং দায়জ্জং যাচ”—“অহং তাত,
কুমারো অভিসেকং পহ্বা চক্রবত্তি ভবিঙ্গামি, ধনেন মে অথো,

তাঁহার সে বচন তাঁহার হৃদয়ে যেন প্রস্থাকারে পতিত হইয়া রহিল ।

৩। এদিকে ভগবানও তাঁহার হস্ত হইতে পাত্র গ্রহণ না করিয়া ক্রমে
তাঁহাকে বিহারে নিয়া গেলেন । বিহারে নিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন— “নন্দ,
প্রব্রজিত হইবে ?” তিনি বুদ্ধের প্রতি গৌরব ভাব প্রযুক্ত “প্রব্রজিত
হইব না” না বলিয়া কহিলেন— “হাঁ, প্রব্রজিত হইব ।” ভগবান ভিক্ষু-
দিগকে কহিলেন— “তাহা হইলে নন্দকে প্রব্রজিত কর ।” ভগবান কপিল-
পুরে গমনের তৃতীয় দিবসে নন্দকে প্রব্রজিত করিয়াছিলেন । সপ্তম দিবসে
রাহুলমাতা রহুলকুমারকে অলঙ্কৃত করিয়া ভগবানের নিকট পাঠাইয়া
দিলেন, বলিয়া দিলেন— “বৎস দেখ, বিশ হাজার শ্রমণের মধ্যে সুবর্ণ-
বর্ণ, ব্রহ্মরূপী-বর্ণ ঐ শ্রমণ তোমার পিতা, তাঁহার যে বৃহৎ নিধিকুস্ত
সকল ছিল, তাঁহার সংসার ত্যাগ করার পর ওসব আর দেখিতেছি না ।
যাও, এই বলিয়া তোমার সেই পৈতৃক ধনের উত্তরাধিকারী হইতে চাও—
পিতা, আমি এখন কুমার, অভিবিক্ত হইয়া চক্রবর্তী হইব, আমার ধনের দরকার,

ধনং মে দেহি, সামিকো হি পুত্রো পিতৃসন্তুকমা"তি ।

৪ । কুমারো ভগবতো সন্তুকং গম্ভাব পিতৃসিনেহং পটি-
লতিভা হঠচিভো—“সুখা তে সমগ ছায়া”তি বভা অপ্রম্পি বহুং
অন্তনো অনুরূপং বদন্তো অট্টাসি । ভগবা কতভতকিচো
অনুমোদনং কভা উট্টায়াসনা পকামি । কুমারোপি—“দায়জ্জং
সমগ, মে দেহি ; দায়জ্জং সমগ, মে দেহী”তি ভগবন্তুং অনুবন্ধি ।
ভগবা কুমারং ন নিবত্তাপেসি, পরিজনোপি ভগবতা সন্ধিং গচ্ছন্তুং
নিবত্তেতুং নাসন্ধি । ইতি সো ভগবতা সন্ধিং আরামমেব
অগমাসি । ততো ভগবা চিন্তেসি—“যং অয়ং পিতৃসন্তুকং ধনং
ইচ্ছতি তং বট্টানুগতং, সবিঘাতং । হন্দঅ বোধিতলে পটিলক্কং
সত্তবিধং অরিয়ধনং দেমি, লোকুত্তর দায়জ্জঅ নং সামিকং করোমী”তি ।

আমাকে ধন দাও, পুত্র পিতার সম্পত্তির অধিকারী ।”

৪ । কুমার ভগবানের নিকট গিয়াই পিতৃস্নেহে হঠচিভ হইয়া কহি-
লেন—“শ্রমণ, আপনার ছায়া সুখস্পর্শ !” আরও তদনুরূপ বালক-মূলভ
আলাপ করিয়া কুমার ভগবানের নিকট রহিয়া গেলেন । আহার কার্য
শেষ হইলে ভগবান দানানুমোদন পূর্বক আসন ত্যাগ করিয়া প্রস্থান
করিলেন । “শ্রমণ, আমাকে পৈতৃক সম্পত্তি দিন ,” (শ্রমণ, আমাকে
পৈতৃক সম্পত্তি দিন)” বলিতে বলিতে কুমার ভগবানের পশ্চাৎ পশ্চাৎ
গমন করিতে লাগিলেন । ভগবান কুমারকে নিবৃত্ত করিলেন না । পরিজনেরাও
তাঁহাকে ভগবানের সঙ্গে বাইতে নিবৃত্ত করিতে পারিল না । তিনি
ভগবানের সঙ্গে বিহারেই গমন করিলেন । তৎপর ভগবান চিন্তা
করিলেন—“এ’ বালক পিতার নিকট বেই পৈতৃক ধন যাক্কা করিতেছে,
তাহা আবর্তাবহ ও দুঃখদায়ক । বোধিতলে প্রাপ্ত সত্তবিধ আর্ধ্যধনই
ওকে দিব, লোকোত্তর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করিব ।”

আয়স্মন্তঃ সারিপুত্রঃ আমন্তেসি— “তেন হি হং সারিপুত্র, রাহুল
কুমারঃ পৰ্বাজেহী”তি । খেরো কুমারঃ পৰ্বাজেসি ।

৫ । পৰ্বাজিতে চ পন কুমারে রশ্ৰেণা অধিমন্তঃ দুৰ্ব্বঃ
উপ্লজ্জি, তং অধিবাসেভুঃ অসক্কোন্তো ভগবতো নিবেদেহা— “সাধু
ভন্তে অয়্যা, মাতাপিতৃহি অনমুশ্ৰেণাতং পুত্রং ন পৰ্বাজেয়ুঃ”তি
বরং যাচি । ভগবা তস্ম তং বরং দহা পুনেকদিবসং রাজ-
নিবেসনে কতপাতরাসো একমন্তুঃ নিসিয়েন রশ্ৰেণা— “ভন্তে,
তুমহাকং দুষ্করকারিককালে একা দেবতা মং উপসংকমিত্বা ‘পুন্তো
তে কালকতো’তি আহ । অহং তস্মা বচনং অসদহন্তো—
‘ন ময়হং পুন্তো বোধিঃ অগ্নহা কালং করোতী’তি পটিম্বি-
পিং”তি বুন্তে—

তিনি আয়ুয়ান সারিপুত্রকে আহ্বান করিয়া বলিলেন— “তাছা হইলে সারিপুত্র,
তুমি রাহুল কুমারকে প্রব্রজিত কর ।” সারিপুত্র স্ববির কুমারকে প্রব্রজ্যা
প্রদান করিলেন ।

৫ । রাহুল কুমার প্রব্রজিত হইলে রাজা অতীব হঃখতি হইলেন ।
রাজা তাছা সহ্য করিতে অক্ষম হইয়া ভগবানের নিকট তাঁহার মৰ্ণাস্তিক
হঃখের কথা বলিয়া বর প্রার্থনা করিলেন— “ভন্তে অর্গা, পিতা-মাতার
অশ্রুমতি জ্ঞাত না হইয়া পুত্রকে প্রব্রজিত করাইবেন না ।” ভগবান
তাঁহাকে সেই বর দিলেন । অতঃ একদিন রাজ-প্রাসাদে তাঁহার প্রাতঃরাশ
ভোজনের পর রাজা একপার্শ্বে উপবেশন করিয়া কহিলেন— “ভন্তে, আপনি
যখন দুষ্কর তপশ্চর্যায় রত ছিলেন, তখন একজন দেবতা আমার নিকট
আসিয়া বলিয়াছিলেন— ‘আপনার পুত্র কাল প্রাপ্ত হইয়াছে ।’ আমি
তাঁহার কথা বিশ্বাস না করিয়া বলিয়াছিলাম— ‘আমার পুত্র বোধি না
পাইয়া মরিতে পারে না ।’ এই বলিয়া তাঁহার বাক্য অগ্রাহ্য করিয়াছিলাম ।”
রাজা এইরূপ বলিলে ভগবান কহিলেন—

“ইদানি কিং সন্দহিঅথ, পুবেপি অট্টিকানি দম্বেহা
‘পুত্তো তে মতো’ তি বুদ্ধে ন সন্দহিথা”তি । ইমিআ অট্টপ্তিয়া
মহাধম্মপাল জাতকং কথেসি । কথা পরিয়োসানে রাজা অনাগামি-
কলে পতিট্ঠহি ।

৬ । ইতি ভগবা পিতরং তীসু কলেসু পতিট্ঠাপেহা ভিক্ষু-
সম্ভবপরিবৃত্তো পুনদেব রাজগহং গম্বা ততো অনাথপিণ্ডিকেণ
সাবথিং আগমনথায় গহিতপটিশ্ৰেণা নিট্ঠিতে জেতবন মহাবিহারে
তথ গম্বা বাসং কল্পেসি । এবং সথরি জেতবনে বিহরন্তে
আয়স্মা নন্দো উক্খতিহা ভিক্ষুনং এতমথং আরোচেসি—
“অনভিরতো অহং আবুসো, বুদ্ধচরিয়ং চরামি, ন সন্ধোমি
বুদ্ধচরিয়ং সন্ধারেতুং, সিদ্ধং পচ্চক্ষায় হীনায়াবত্তিআমী”তি ।

“এখন কি বিশ্বাস করিবেন ? পূর্বে একজন অস্থি দেখাইয়া
যখন বলিয়াছিল— “আপনার পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে, তখনও আপনি বিশ্বাস
করেন নাই ।” এই কথার অর্থ বুঝাইতে গিয়া তিনি মহাধম্মপাল
জাতক कहিলেন । কথা শেষ হইলে রাজা অনাগামী কলে প্রতিষ্ঠিত
হইলেন ।

৬ । এই প্রকারে ভগবান পিতাকে ‘ফলত্রয়ে’ প্রতিষ্ঠিত করিয়া
ভিক্ষুসম্ভব-পরিবৃত্ত হইয়া পুনরায় রাজগৃহনগরে গমন করিলেন । ইতিমধ্যে
জেতবন বিহারের নির্মাণ কাৰ্য শেষ হইল । অনাথপিণ্ডিক তাঁহাকে
শ্রাবস্তীতে যাইতে নিমন্ত্রণ করিলেন । তিনি তাঁহার পূৰ্বপ্রতিশ্রুতি অনু-
সারে রাজগৃহ হইতে জেতবন মহা বিহারে গমন করিয়া গন্ধকুটিতে বাস
করিতে লাগিলেন । এইরূপে ভগবান যখন জেতবনে বাস করিতেছিলেন তখন
আয়স্মান নন্দ উৎকণ্ঠিত হইয়া ভিক্ষুদিগকে এইরূপ कहিলেন— “বুদ্ধগণ, আমি
অনিচ্ছায় ব্রহ্মচর্য পালন করিতেছি, ব্রহ্মচর্য পালন করিতে আমি পারিব না,
শিক্ষা ছাড়িয়া দিয়া আমি হীন গৃহবাসেই আবার প্রত্যাবর্তন করিব ।”

ভগবা তং পবন্তিঃ স্তুত্বা আয়স্বস্তুং নন্দং পকোসাপেত্বা এতদবোচ—
 “সচ্চং কিম্ব ত্বং নন্দ, সম্বহমানং ভিক্ষুং নং এতমথং আরোচেসি—
 ‘অনভিরতো অহং আবুসো, বৃক্ষচরিয়ং চরামি, নসকোমি বৃক্ষ-
 চরিয়ং সঙ্কারেতুং, সিদ্ধং পচ্চক্ষায় হীনায়াবন্তিআমী”তি ?

“এবং ভন্তে”তি ।

“কিঞ্চ পন ত্বং নন্দ, অনভিরতো বৃক্ষচরিয়ং চরসি,
 ন সকোসি বৃক্ষচরিয়ং সঙ্কারেতুং, সিদ্ধং পচ্চক্ষায় হীনায়া বন্তি-
 অসী”তি ?

“সাকিয়ানী মং ভন্তে, জনপদকল্যাণী ঘরা নিচ্ছমস্তুঅ অড্রুপ্লি-
 খিতেহি কেসেহি অপলোকেত্বা এতদবোচ— “তুবটং খো অয়াপুত,
 আগচ্ছেয়্যাসী”তি । সো খো অহং ভন্তে, তদনুসরমানো অনভি-
 রতো বৃক্ষচরিয়ং চরামি, ন সকোমি বৃক্ষচরিয়ং সঙ্কারেতুং,

ভগবান সে বৃত্তান্ত শুনিয়া আয়ুস্বান নন্দকে ডাকাইয়া এইরূপ বলিলেন—
 “সত্য নাকি নন্দ ! তুমি ভিক্ষুদিগকে বলিয়াছ— “বৃক্ষগণ, আমি অনিচ্ছায়
 ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতেছি, বরাবর পালন করিতে পারিব না, শিক্ষা ছাড়িয়া
 দিয়া হীন গৃহবাসে প্রত্যাবর্তন করিব ?”

“হঁ। ভন্তে ।”

“কি জ্ঞাত্ব নন্দ, তুমি অনিচ্ছুক হইয়া ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতেছ,
 ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকিতে পারিবে না, শিক্ষা ছাড়িয়া দিয়া হীন
 গৃহবাসে ফিরিয়া বাইবে ?”

“ভন্তে, আমি যখন গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিতেছিলাম,
 তখন শাক্যকুমারী জনপদকল্যাণী অর্ধ আলুলায়িত কেশে আসিয়া
 আমার দিকে ডাকাইয়া এইরূপ বলিয়াছিল— “অর্থাপুত্র, ত্বরায় আসিবেন ।”
 সে কথা ভন্তে, আমার মনে সব সময় জাগিতেছে । তাই আমি অনিচ্ছায়
 ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতেছি, ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকিতে পারিব না ।

সিদ্ধং পচক্ষায় হীনায়া বন্তিআমী”তি ।

৭ । অথ খো ভগবা আয়স্মন্তুঃ নন্দঃ বাহায় গহেহা ইন্ধি-
বলেন তাবতিংসদেবলোকঃ নেন্তো অন্তুরামগে একস্মিং ঝামক্খেভে
ঝামখাগুকে নিসিন্নঃ ছিন্নকল্পনাসানকুট্টং একং পলুট্টমকটিং
দম্মেহা তাবতিংসভবনে সকল দেবরঞ্জে উপট্টানং আগতানি
ককুটপাদানি পঞ্চ অচ্ছরাসতানি দম্মেসি ।

ককুটপাদানীতি রতুবল্লতায় পারাপতপাদসদিস পাদানি ।
দম্মেহা চ পনাহ— “তং কিং মঞ্জেসি নন্দ, কত্তমা মুখো অভিরূপ-
তরা চ দর্শনীয়তুরা চ প্রাসাদিকতরা চ সাকিয়ানী বা জনপদকল্যাণী
ইমানি বা পঞ্চ অচ্ছরাসতানি ককুটপাদানী”তি ?

শিক্ষা পরিত্যাগ করিয়া হীন গৃহবাসে কিরিয়া যাইব ।”

৭ । অনন্তর ভগবান আয়ুস্মান নন্দকে বাহতে ধরিয়া ঋদ্ধিবলে ত্রয়ো-
ত্রিংশৎ দেবলোকের দিকে নিয়া গেলেন । পথিমধ্যে কোন এক দৃশ্য ক্ষেত্রে
দক্ষীভূত বৃক্ষকাণ্ডের ধ্বংসাবশেষে উপবিষ্ট ছিন্ন কর্ণ-নাসা-লাঙ্গুল বিশিষ্টা
এক জীর্ণ বানরীকে দেখাইয়া ত্রয়োত্রিংশৎ দেবভবনে উপনীত হইলেন
এবং সেখানে দেবরাজ ইন্দ্রের পরিচর্য্যার জন্য আগত পঞ্চশত কপোত
চরণা অপ্সরাকে দেখাইলেন ।

কপোত চরণা অর্থ— পারাবতের পায়েৰ গায় রক্তিমবর্ণ বিশিষ্টা ।
অপ্সরাদিগকে দেখাইয়া ভগবান নন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন— “নন্দ, কাহাকে
তুমি অভিরূপতরা, দর্শনীয়তরা, প্রাসাদিকতরা মনে কর ? শাক্যুমারী
জনপদ কল্যাণীকে, না এই পঞ্চশত কপোত চরণা অপ্সরাকে ?

“সেয়্যথাপি সা ভস্তু, ছিন্নকর্ণাসানঙ্গুট্টা পলুট্টমকটী, এবমেব খো ভস্তু, সাকিয়ানী জনপদকল্যাণী ইমেসং পঞ্চম্নঃ অচ্ছরাসতানং উপনিধায় সম্বম্পি ন উপেতি কলম্পি ন উপেতি কলভাগম্পি ন উপেতি । অথ খো ইমান্বেব পঞ্চ অচ্ছরা সতানি অভিরূপতরানি চেব দমনীয়তরানি চ পাসাদিকতরানি চা”তি ।

“অতিরম নন্দ, অহং তে পাটিভোগো পঞ্চম্নঃ অচ্ছরা সতানং পটিলাভায় ককুটপাদীনং”তি ।

“সচে মে ভস্তু ভগবা, পাটিভোগো পঞ্চম্নঃ অচ্ছরাসতানং পটিলাভায় ককুটপাদীনং, অভিরমিআমি অহং ভস্তু, ভগবা বুদ্ধ-চরিয়ে”তি ।

৮ । অথ খো ভগবা আয়স্মন্তুং নন্দং গহেহা তথ অন্তরহিতো

“ভস্তু, শাক্যকুমারী জনপদ কল্যাণীর কাছে কাণ কাটা, নাক কাটা, ল্যাজ ছেঁড়া, সেই জীর্ণ বানরী যেমন, এই পাঁচশত পায়রা-পাদ অঙ্গরাদের কাছে জনপদকল্যাণীও তেমন । ইহাদের কাছে তাহার উপমা করা হয় না, সে ইহাদের এক আনাও হয় না, এক আনার ভগাংশও না । এই পাঁচশত অঙ্গরাই নিশ্চয় সুন্দরতরা, দর্শনীয় তরা, প্রানাদিক তরা ।”

“নন্দ, তুমি ব্রহ্মচর্য্যে রত হও, পাঁচশত পায়রা-পা অঙ্গরা পাইবে, তজ্জন্তু আমি প্রতিভূ থাকিলাম ।”

“ভস্তু ভগবন, আপনি যদি পাঁচশত পায়রা-পাদ অঙ্গরা লাভে আমার জামিন হন, তাহা হইলে ভস্তু, আমি ভগবানের বিধান অনুসারে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিব ।”

৮ । অতঃপর ভগবান আয়ুস্মান নন্দকে লইয়া সেখান হইতে অন্তর্হিত হইয়া

জেতবনে য়েব পাতুরহোসি । অশ্নোশ্চ খো ভিক্ষু “আয়স্মা
কির নন্দো ভগবতো ভাতা মাতৃচ্ছাপুত্তো অচ্ছরানং হেতু
বুদ্ধচরিয়ং চরতি, ভগবা কিরস্স পাটিভোগো পঞ্চস্স অচ্ছরাসতানং
পটিলাভায় ককুটপাদীনং”তি । অথ খো আয়স্মতো নন্দস্স
সহায়কা ভিক্ষু আয়স্মস্তুং নন্দং ভুতকবাদেন চ উপক্কিতকবাদেন
চ সমুদাচরন্তি— “ভুতকো কিরায়স্মা নন্দো, উপক্কিতকো কিরা-
য়স্মা নন্দো, অচ্ছরানং হেতু বুদ্ধচরিয়ং চরতি, ভগবা কিরস্স
পাটিভোগো পঞ্চস্স অচ্ছরাসতানং পটিলাভায় ককুটপাদীনং”তি ।

৯ । অথ খো আয়স্মা নন্দো সহায়কানং ভিক্ষুনাং
ভুতকবাদেন চ উপক্কিতকবাদেন চ অট্টিয়মানো হরায়মানো
জিগুচ্ছমানো একো বৃপকট্টো অশ্লমত্তো আতাপী পহিতত্তো

জেতবনে প্রাহুভূত হইলেন । ভিক্ষুরা ঔনিতে পাইলেন যে—
“ভগবানের ভ্রাতা মাতৃশ্বনাপুত্র আয়ুস্মান্ নন্দ কপোত-চরণা অপ্সরা লাভের
জগ্গ ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতেছেন; ভগবান নাকি তাঁহার পাঁচশত কপোত-
চরণা অপ্সরা লাভের প্রতিভূ হইয়াছেন ।” অতঃপর আয়ুস্মান্ নন্দের
সহায়ক ভিক্ষুরা বেতনভোগী ও উপক্রীতবাদে তাঁহার সহিত আলাপ
করিতে লাগিলেন । তাঁহারা বলিতে লাগিলেন—“ও ! ও ! আয়ুস্মান্
নন্দ মজুর ! আয়ুস্মান্ নন্দ ভাড়াটে ! তাঁহার ব্রহ্মচর্য্য দেখিতেছি অপ্সরার
জগ্গ, ভগবান তাঁহার পাঁচশত পায়রা-পাদ অপ্সরা পাওয়ার পক্ষে প্রতিভূ
হইয়াছেন ।”

১০ । অনন্তর আয়ুস্মান্ নন্দ ভিক্ষু বন্ধুদের ভূতাবাদে ও উপক্রীতবাদে
নিজকে নিন্দিত, অবজ্ঞাত ও ঘৃণিত মনে করিয়া বস্তুকাম ও ক্লেশকাম
হইতে পৃথক হইয়া একাকী অপ্রমত্ত ভাবে, উত্তমের সহিত, তন্ময় চিত্তে

বিহরন্তো ন চিরজ্জৈব যমথায় কুলপুত্রা সন্মদেব অগারস্মা
 অনগারিয়ং পবজ্জস্তি তদনুত্তরং ব্রহ্মচারিয়পরিয়োমানং দিটেঠবধম্মে
 সয়ং অভিপ্রাণা সচ্ছিক্তা উপসম্পজ্জ বিহাসি, খীণা জ্জাতি, ব্বসিতং
 ব্রহ্মচারিয়ং, কতং করণীয়ং. নাপরং ইথস্তায়াতি অল্পপ্রাণাসি, অপ্র-
 তরো চ খো পনায়স্মা অরহতং অহোসি ।

১০ । অথেকা দেবতা রত্তিভাগে সকলং জ্জৈতবনং ওভাসেহা
 সখারং উপসংকমিত্তা বন্দিত্তা আরোচেসি— “আয়স্মা. ভস্তু, নন্দো
 ভগবতো মাতুচ্ছাপুত্তো আসবানং খয়া অনাসবং চেতোবিমুক্তিং পপ্রাণা-
 বিমুক্তিং দিটেঠব ধম্মে সয়ং অভিপ্রাণা সচ্ছিক্তা উপসম্পজ্জ বিহরতী”তি ।
 ভগবতো পি খো এণাণং উদপাদি— নন্দো আসবানং খয়া অনাসবং

শ্রমণ-ধর্ম পালনে নিরত হওত অচিরেই, যাহার জন্ম কুলপুত্রেরা আগার
 ত্যাগ করিয়া সম্যক্রূপে অনাগারিক ভাবে প্রব্রজিত হয়, সেই ব্রহ্মচার্যের
 অনুত্তর পর্য্যাবসান বর্তমান শরীরে স্বয়ং অভিজ্ঞার দ্বারা সাক্ষাৎ করিয়া
 ও সম্প্রাপ্ত হইয়া বাস করিতে লাগিলেন । তাঁহার জন্ম ক্ষয় হইয়াছে,
 ব্রহ্মচার্য্য পরিপূর্ণ হইয়াছে, করণীয় কৃত হইয়াছে, পুনর্জন্ম গ্রহণের জন্ম
 আর যে কিছু বাকী রহিল না তাহা বিশিষ্টরূপে জ্ঞাত হইলেন । ভগ-
 বানের অর্হৎ শ্রাবকদের মধ্যে আয়ুস্থান নন্দও একজন অর্হৎ হইলেন ।

১০ । অতঃপর এক দেবতা রাত্তিভাগে সকল জ্জৈতবন আলোকিত
 করিয়া ভগবানের নিকট গমন পূর্বক তাঁহাকে বন্দনা করিয়া কহিলেন—
 “ভস্তু ! ভগবানের মাতুতো ভাই আয়ুস্থান নন্দ আস্রবের [তৃষ্ণার]
 ক্ষয় হেতু অনাস্রব ভাব, মুক্ত-চিত্ততা ও মুক্ত-প্রজ্ঞা বর্তমান-শরীরে স্বয়ং
 অভিজ্ঞার দ্বারা সাক্ষাৎ করিয়া, সম্প্রাপ্ত হইয়া বাস করিতেছেন ।”
 ভগবানও জ্ঞানচক্ষে দেখিলেন— নন্দ আস্রবের ক্ষয় হেতু অনাস্রব ভাব,

চেতৌবিমুক্তিঃ পশ্চাৎবিমুক্তিঃ দিষ্টৈব ধন্যে সয়ং অভিশ্রুণা সচ্ছিক্ত্বা
উপসম্পজ্জ বিহরতী”তি ।

১১। সোপায়স্মা নন্দো তস্মা রক্তিয়া অক্ষয়েন ভগবন্তুঃ উপ-
সংকমিত্বা বন্দিত্বা এতদবোচ— “যঃ মে ভন্তে, ভগবা পাটিভোগো
পঞ্চমঃ অচ্ছরাসতানং পটিলাভায় ককুটপাদীনং, মুঞ্চামহং ভন্তে,
ভগবন্তুঃ এতস্মা পটিস্ববা”তি ।

“ময়াপি খো নন্দ, চেতসা চেতো পটিচ্চ বিদিত্তো— ‘নন্দো
আসবানং খয়া অনাসবং চেতো বিমুক্তিঃ পশ্চাৎ বিমুক্তিঃ দিষ্টৈব
ধন্যে সয়ং অভিশ্রুণা সচ্ছিক্ত্বা উপসম্পজ্জ বিহরতী’তি ; দেবতাপি
মে এতমথং স্মারোচেসি— ‘আয়স্মা ভন্তে, নন্দো---পে—বিহরতীতি ।’
ষদেব খো তে নন্দ, অনুপাদায় আসবেহি চিত্তং বিমুক্তং, অথাহং
মুক্তো এতস্মা পটিস্ববা”তি । অথ খো ভগবা এতমথং বিদিত্ত্বা

মুক্ত-চিত্ততা মুক্ত-প্রজ্ঞা বর্তমান শরীরে স্বয়ং অভিজ্ঞার দ্বারা সাক্ষাৎ করিয়া,
সম্প্রাপ্ত হইয়া বাস করিতেছে ।”

১১। আয়ুস্মান নন্দও রাত্রিশেষে ভগবানের নিকট গিয়া তাঁহাকে
বন্দনা করিয়া কহিলেন— “ভন্তে, ভগবান যে পাঁচশত কপোত চরণা
অপ্সরা লাভের জন্ত আমার প্রতিভূ হইয়াছেন, ভগবানকে আমি সে
প্রতিশ্রুতি হইতে মুক্তি দিলাম ।”

• “নন্দ, আমিও [আমার] চিত্তের দ্বারা [তোমার] চিত্ত অবলম্বন
করিয়া জানিয়াছি— ‘নন্দ আশ্রবের ক্ষয় হেতু অনাস্রব ভাব, মুক্তচিত্ততা,
মুক্তপ্রজ্ঞা বর্তমান শরীরে স্বয়ং অভিজ্ঞার দ্বারা সাক্ষাৎ করিয়া, সম্পন্ন
করিয়া বিহরণ করিতেছে ।’ দেবতাও আমাকে তাহা বলিয়া গিয়াছে ।
নন্দ, [তুমি আসক্তি বশে কিছু] গ্রহণ না করাতে আশ্রব হইতে যে
তোমার চিত্ত বিমুক্ত হইয়াছে, তাতেই আমি জামিনের দাবী হইতে মুক্ত
হইয়াছি ।” অতঃপর ভগবান নন্দের অর্হক প্রাপ্তির বিষয় জানিয়া

ভায়ং বেলায়ং ইমং উদানং উদানেসি—

“যত্র নিস্ত্রিণো পক্ষো চ মদিতো কামকণ্টকো,
মোহকায়ং অনুপ্ততো সুখদুশ্চে ন বেদতী”তি ।

১২ । অথেক দিবসং ভিক্ষু তং আয়স্মন্তং নন্দং পুচ্ছংসু—
“আবুসো নন্দ, ত্বং উক্ঠিতোমহীতি পবেদেসি, ইদানি তে
'কথং'তি ?

“নথি মে আবুসো, গিহীভাবায় আলয়ো”তি । তং
সুত্বা ভিক্ষু— “অভূতং আয়স্মা নন্দো কথতি, অপ্রং ব্যাক-
রোতি, অতীতদিবসেসু উক্ঠিতোমহীতি বত্বা ইদানি নথি মে
গিহীভাবায় আলয়োতি কথতী”তি । গস্ত্বা তে ভগবতো তমথং
আরোচেসুং ।

সেই সময় এই প্রীতি গাথা উচ্চারণ করিলেন—

“অতিক্রান্ত-পক্ষনয় মদিত কাম-কণ্টক যার,
সুখে দুঃখে সে জন অচল কর প্রাপ্ত মোহ তার ।”

১২ । অনন্তর একদিন ভিক্ষুরা আয়ুস্মান্ নন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন—
“বন্ধু নন্দ, তুমি উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলে বলিয়া বলিয়াছিলে, এখন তুমি
কেমন আছ ?”

“বন্ধু, গৃহী হইবার জন্ত আমার আর ইচ্ছা নাই ।” তাহা শুনিয়া
ভিক্ষুরা কহিলেন—“আয়ুস্মান্ নন্দ অভূত কথাই বলিতেছে, অর্হস্ব তাবের
কথাই প্রকাশ করিতেছে । পূর্বে মন ছটফট করিতেছে বলিয়া এখন
বলিতেছে গৃহী হইবার জন্ত আমার ইচ্ছা নাই ।” তাহার গিয়া ভগবানকে
সে কথা কহিলেন ।

ভগবা—“ভিক্ষবে, অতীত দিবসেষু নন্দস্য অভাবো দুচ্ছন্ন
গেহসদিসো অহোসি, ইদানি সুচ্ছন্নগেহ সদিসো জাতো । অয়ং
দিবচ্ছন্নানং দিষ্টকালতো পঠায় পবজিতকিচ্ছন্ন মথকং পাপেতুং
বায়মন্তো তং কিচ্ছং পন্তো”তি বহা ইমা গাথা অভাসি :—

“যথাগারং দুচ্ছন্নং বুট্ঠি সমতিবিজ্জতি,
এবং অভাবিতং চিত্তং রাগো সমতিবিজ্জতি । ১৩
যথাগারং সুচ্ছন্নং বুট্ঠি ন সমতিবিজ্জতি,
এবং সুভাবিতং চিত্তং রাগো ন সমতিবিজ্জতী”তি । ১৪

• ১৩ । তথ—“অগারং”তি— যং কিঞ্চি গেহং । “দুচ্ছ-
ন্নং”তি— বিরলচ্ছন্নং, ছিদ্রাবছিদ্রং । “সমতিবিজ্জতী”তি—
বস্তবুট্ঠি বিনিবিজ্জতি । “অভাবিতং”তি— তং অগারং বুট্ঠি বিষয়
ভাবনারহিতত্তা অভাবিতং চিত্তম্পি রাগো সমতিবিজ্জতি ;

ভগবান কহিলেন—“ভিক্ষুগণ, পূর্বে নন্দের আশ্রমভাব দুচ্ছন্ন গৃহের
দ্বায় ছিল, এখন সুচ্ছন্ন গৃহের দ্বায় হইয়াছে । সে দিব্য অঙ্গরাদিগকে
দেখিয়া অর্থাৎ প্রব্রজিত কার্যের সাফল্যের জন্য যত্নপর হইয়া তাহা পাই-
য়াছে ।” এই কথা বলার পর ভগবান এই গাথাধর ভাষণ করিলেন—

“যথা বৃষ্টি বিঁধে অতি দুরাচ্ছন্ন আগারে,
তথা রাগ বিঁধে অতি অভাবিত মনেরে । ১৩
যথা বৃষ্টি বিঁধে নাক সু-আচ্ছন্ন আগারে,
তথা রাগ বিঁধে নাক সুভাবিত মনেরে ।” • ১৪

১৩ । তথ—“আগারং”—বে কোন গৃহ । “দুরাচ্ছন্নং”—বিরল আচ্ছন্ন,
ছিদ্র বিছিদ্র । “বিঁধে অতি”—বৃষ্টির জলে অত্যন্ত বিদ্ধ করে [বৃষ্টির জল পড়ে] ।
“অভাবিতং”—দুচ্ছন্ন গৃহকে বিদ্ধ করিয়া যেমন বৃষ্টির জল পড়ে, তদ্রূপ
ভাবনা বিরহিত হেতু অভাবিত চিত্তকে কামরাগে বিশিষ্টরূপে বিদ্ধ করে ;

ন কেবলং রাগেব দোস মোহ মানাদয়ো সন্ধকিলেসা তথাক্রপং চিত্তং অতিবিয় বিদ্ধস্তিয়েব । “সুভাবিতং”তি—সমথ-বিপজনা ভাবনাহি সুভাবিতং ; এবরুপং চিত্তং সুচ্ছন্নগেহং বুট্টি বিয় রাগাদয়ো কিলেসা অতিবিদ্ধিতুং ন সন্ধোস্তী”তি ।

গাথা পরিয়োসানে বহু সোতাপত্তিকলাদীনি পাপুণিংসু । মহাজনম সাথিকা দেসনা অহোসি ।

১৪ । অথ ভিক্ষু ধর্মসভায়ং কথং সমুট্টাপেসুং— “আবুসো, বুদ্ধা নাম অচ্ছরিয়া, জনপদকল্যাণীং নিজায় উদ্ধতিতো নামায়স্যা নন্দো সথারা দেবচ্ছরা আমিসং কত্তা বিনীতো”তি ।

সথা আগস্তা—“কায়মুথ ভিক্ষবে, এতরহি কথায় সন্নিসিন্না”তি পুচ্ছিত্বা ইমায় নামাতি বুত্তে—“ন ভিক্ষবে, ইদানেব পুবেপেস ময়া মাতুগামেন পলোভেহা বিনীতো য়েবা”তি বহা অতীতং আহরি :—

কেবল রাগ নহে, ঘেব, মোহ ও মানাদি সকল ক্লেশ তক্রপ চিত্তকে অতীত বিদ্ধ করে । “সুভাবিত”— সমথ-বিদর্শন ভাবনাদ্বারা সুভাবিত ; সু-আচ্ছন্ন গৃহকে বিদ্ধ করিয়া যেমন বৃষ্টির জল পড়িতে পারে না, তক্রপ সুভাবিত চিত্তকে রাগাদি ক্লেশ অতি বিদ্ধ করিতে সক্ষম হয় না ।

গাথা অবসানে বহুলোক সোতাপত্তি কলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিল । সমবেত জনগণের পক্ষে ধর্মদেশনা সার্থক হইয়াছিল ।

১৪ । অনন্তর ভিক্ষুরা ধর্মসভায় কথা তুলিলেন— “বহু, বুদ্ধের আশ্চর্য্য ক্ষমতা, আয়ুস্মান্, নন্দ জনপদ কল্যাণীর জন্ত ব্যাকুল হইয়াছিলেন, শাস্তা তাঁহাকে দেবপ্সরার প্রলোভন দেখাইয়া সংযত করিলেন ।”

ভগবান আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন— “ভিক্ষুগণ, কি কথার জন্ত তোমরা এখানে সমাসীন হইয়াছ ?” তাঁহারা তাঁহাদের আলোচনার বিষয় বলিলে তিনি কহিলেন— “ভিক্ষুগণ, শুধু এখন নয়, পূর্বেও একে জ্ঞার প্রলোভন দেখাইয়া সংযত করিয়াছি ।” ইহা বলিয়া অতীতের কথা কহিলেন—

১৫। “অতীতে বারাগসিয়ং ব্রহ্মদন্তে রজ্জং কারেন্তে বারাগসিবাসি কপ্পটো নাম বাণিজ্যে অহোসি। তন্মেকো গদ্রভো কুস্তভারং বহতি, একদিবসেন সন্তয়োজনানি গচ্ছতি। সো একস্মিং সময়ে গদ্রভ ভারকেহি সন্ধিং তকসিলং গজ্জা যাব ভণ্ডম বিম্বজ্জনং গদ্রভং চরিতুং বিম্বজ্জসি। অথম্ম সো গদ্রভো পরিখাপিঠে চরমানো একং গদ্রভিং দিম্বা উপসংকমি। সা তেন সন্ধিং পটিসম্ভারং করোন্তি আহ— “কুতো আগতোসী”তি?”

“বারাগসিতো”তি।

• “কেন কস্মেনা”তি ?

“বাণিজ্জকস্মেনা”তি।

“কিস্তকং ভারং বহসী”তি ?

১৫। “পুরাকালে বারাগসীতে যখন ব্রহ্মদন্ত রাজা রাজ্য শাসন করিতেছিলেন তখন সে নগরে ‘কপ্পট’ নামে এক বণিক্ বাস করিত। তাহার এক গাধা ছিল। সে তাহার মাটির কলনী হাঁড়িকুঁড়ি বহিয়া নিয়া যাইত। গাধাটি একদিনে সাত যোজন যাইত। বণিক্ একদিন গাধার পিঠে মাল বোঝাই করিয়া দিয়া তকশিলায় গেল। ভাষায় গিয়া মাল বিক্রী না হওয়া পর্য্যন্ত গাধাটিকে চরিবার জন্তু ছাড়িয়া দিল। অতঃপর গাধা পরিখা পার্শ্বে চরিতে চরিতে এক গাধী দেখিল। দেখিয়া সে তাহার কাছে গেল। গাধী তাহাকে সাদর সস্তাষণ করিয়া বলিল—

“কোথায় হইতে আসিয়াছ ?”

“বারাগসী হইতে।”

“কি কাজে আসা হইয়াছে ?”

“ব্যবসা উপলক্ষে।”

“কি বোঝা বহ গা ?”

“কুন্তভারং”তি ।

“এসকং ভারং বহন্তো কতিয়োজনানি গচ্ছসী”তি ?

“সন্তয়োজনানী”তি ।”

“গতটানে কাচি তে পাদপরিকম্ম পিট্ঠিপরিবকম্ম করা
অখী”তি ?

“নখী”তি ।”

“এবং সন্তো মহাদুস্কং নাম অনুতোসী”তি ।

১৬ । কিঞ্চাপি হি তিরচ্ছানপতানং পাদপরিকম্মাদিকারকো
নাম নখি, কামসংযোজনঘটনখং এবরুপং কথতি । সো তস্মা
কথায় উক্ঠি । কল্পটোপি ভণ্ডং বিপ্সজ্জ্বা তস্ম সন্তিকং আগম্মা—
“এহি তাত, গমিগ্গামা”তি আহ ।

“গচ্ছথ তুমেহ, নাহং গমিগ্গামী”তি ।

“হাঁড়িকুঁড়ির বোঝাই ।

“এই ভার নিয়া কত যোজন যাও ?”

“সাত যোজন ।”

“যেখানে যাও সেখানে পা-পিট্ঠ টিপিকার কোন দরদী আছে কি ?”

“না ।”

“তাহা হইলে বড়ই কষ্ট পাইতে হয় !”

১৬ । তিব্বত প্রাণীর আকার পাদসেবাদি করিবার কেহ থাকে না,
কাম-সন্তোগ ঘটাইবার জন্য এরূপ বলিতেছে । গাধা গাধীর কথা
কামাকুল চিত্ত হইল । কল্পট পণ্য বিক্রয় করিয়া তাহার কাছে আসিয়া
বলিল—“এস কাছা, এখন যাই ।”

“তুমি যাও, আমি যাব না ।”

অথ নং পুনঃ পুনঃ যাচিত্বা অনিচ্ছন্তঃ ‘ভায়েহা নং নেদ্রামী’তি
চিস্তেহা ইমং গাথমাহ :—

“পতোদং তে করিঙ্গামি সোলসঙ্গুল কণ্টকং,
সঞ্জিন্দ্রিঙ্গামি তে কায়ং এবং জানাহি গদ্রভা”তি ।

১৭। তং স্ত্রী গদ্রভো— “এবং সন্তে অহম্পি তে কন্তকং
জানিঙ্গামী”তি বদ্বা ইমং গাথমাহ :—

“পতোদং মে করিঙ্গসি সোলসঙ্গুল কণ্টকং,
পুরতো পতিট্টহিহান উকরিহান পচ্ছতো ;
দন্তং তে সাবয়িঙ্গামি এবং জানাহি কপ্পটা”তি ।

তং স্ত্রী বাণিজ্জো “কেন মুখো কারণেন এস এবং বদত্তী”তি
চিস্তেহা ইতো চিতো চ ওলোকেন্তো তং গদ্রভিং দিস্বা “ইমায়েস

অতঃপর তাহাকে বার বার বলিলেও যখন সে যাইতে রাজি হইল
না, তখন তাহাকে ‘ভয় দেখাইয়া নিয়া যাইব’ ভাবিয়া বলিল—

“মোল আঙ্গুল কাঁটা দিবে করব রে তোর পাচন বারি,
জানরে গাথা একপেতে লইব গো তোর চামড়া ছিঁড়ি।”

১৭। তাহা শুনিয়া গাথা বলিল— “তাহা যদি হয়, আমিও তোমার
কর্তব্য জানিব।” এই বলিয়া এই গাথাটি ভাষণ করিল—

“মোল আঙ্গুলকাঁটা দিবে পাচন আমার করবে ?
সামনের পায়ে ভর করিয়ে
পিছনের ছই পা উত্তোলিয়ে
ঝাড়ব তোমার দাঁত ক’পাটি এ’ কপ্পট, জান্বে।”

তাহা শুনিয়া বেপারী ভাবিল— “কেন সে এমন বলিতেছে ?”
এদিক সেদিক দেখিতে দেখিতে সে গাধীকে দেখিতে পাইল। সে মনে

এবং সিদ্ধাপিতো ভবিষ্যতি, ‘এবরুপিং নাম তে গদ্রভিঃ আনে-
আমী’তি মাতুগামেন নং পলোভেহা নেআমী’তি ইমং গাথমাহ—

“চতুশ্চিৎ সন্ধ্যমুখিঃ নারিঃ সৰ্বঙ্গ সোভিনিং,

ভরিয়ং তে আনয়িআমি এবং জানাহি গদ্রভা”তি ।

তং সূহা তুট্টচিত্তো গদ্রভো ইমং গাথমাহ—

“চতুশ্চিৎ সন্ধ্যমুখিঃ নারিঃ সৰ্বঙ্গ সোভিনিং,

ভরিয়ন্তে আনয়িআসি কপ্পট ভিয়ো ঞ্চিমিআমি—

যোজনানি চতুদসা”তি ।

১৮ । অথ নং কপ্পটো—“তেন হি এহী”তি গহেহা সৰ্বকটানং
অগমাসি । সো কতিপাহচ্চয়েন তং আহ—“ননু মং তুম্হে ‘ভরিয়ন্তে
আনয়িআমী’তি অবোচুখা”তি ?

করিল—“এই গাথীই তাহাকে এমন বলিতে শিখাইয়া থাকিবে । সে
বুদ্ধি আটিল—‘তোমার জন্ত এইরূপ একটি গাথী আনিব’ এইরূপে স্ত্রী-
লোভ দেখাইয়া তাহাকে নিয়া যাইব ।” এই ভাবিয়া এই গাথাটি বলিল—

“চার পেয়ে এক শন্ধ্যমুখী ফিট্‌ফিটে-গা বৌ চেয়ে,

এনে গাথা বে দিব তোর জানিসরে তা’ আর ধেরে ।”

তাহা শুনিয়া গাথা সন্তুষ্ট চিত্তে এই গাথা বলিল—

“চার পেয়ে এক শন্ধ্যমুখী ফিট্‌ফিটে-গা বৌ চেয়ে,

এনে আমার বে দিবে, হ্যাঁ ! চল কপ্পট, যাই ধেরে ;

যেতাম সাত যোজন, এখন যাব চৌদ্দ যোজন ।”

১৮ । অতঃপর কপ্পট তাহাকে বলিল—“তাহা হইলে আস ।” তাহাকে
নিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল । গাথা কিছুদিন পরে তাহাকে বলিল—
“তুমি না আমার জন্ত বৌ আনিবে বলিয়াছিলে ?”

“আম বুদ্ধং, নাহং অন্তনো কথং ভিন্দিমামি, ভরিয়ন্তে
আনেমামি, বট্টং পন তুযহং এককজেব দম্মামি, তুযহং পন
অন্তুতুতিয়জ পহোতু বা মা বা ইমেব জানেয়্যাসি, উত্তিমং বো
সংবাসমম্বায় পুত্তাপি জায়িসন্তি, তেহি বহুহি সন্ধিং তুযহং তং
পহোতু বা মা বা ইমেব জানেয়্যাসী”তি । গদ্রভো তন্নিং কথেষু
কথেষু য়েব অনপেক্ষো অহোসি ।

সখা ইমং দেসনং আহরিয়া— “তদা ভিক্ষবে, গদ্রভী
জনপদকল্যাণী অহোসি, গদ্রভো নন্দো, বানিজ্জো অহমেব । এবং
পুৰ্ব্বেন্বেস ময়া মাতুগামেন পমোভেহা বিনীতো”তি জাতকং নিট্টা-
পেসী”তি ।



“ই। বলিয়াছিলাম, আমি প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিব না, তোমার জন্ত বৌ
আনিব, কিন্তু তোমাকে খোরাক দিব একজনের, ইহাতে তোমাদের কুলাইবে
কি না তাহা তুমিই জানিবে । তোমাদের উভয়ের সংসর্গে ছেলে মেরেও
হবে, তাহাদের শুদ্ধ এতগুলির ঐ এক খোরাকে হইবে কি না তাহা
তুমিই বুঝিবে ।” সে তাহা বলিতে বলিতেই গাধা বিয়ের ইচ্ছা ত্যাগ
করিল ।

ভগবান এই দেশনা আহরণ করিয়া কহিলেন— “ভিক্ষুগণ, তখন
গাধী ছিল জনপদকল্যাণী, গাধা নন্দ, বেপারী ছিলাম আমি । এইরূপে
পূর্বেও আমি ইহাকে জীর প্রলোভন দেখাইয়া সংঘত করিয়াছিলাম ।”
এই বলিয়া জাতক শেষ করিলেন ।



চুন্দসুকরিক বণ্ড ১১০

১। “ইধ সোচতী”তি ইমং ধম্মদেসনং সথা বেলুবনে
বিহরন্তো চুন্দসুকরিকং নাম আরত্তু কথেসি।

সো কির পঞ্চপন্নাস বঙ্গানি সুকরে বধিহা খাদন্তো চ
বিকিণন্তো চ জীবিকং কপ্পেসি। জাতকালে সকটেন বীতিং
আদায় জনপদং গত্ত্বা নালিঘেনালিমন্তেন গামসুকরপোতকে^১ কিণিহা
সকটং পূরেহা আগত্ত্বা পচ্ছানিবেসনে বজ্জং বিয় একং ঠানং পরি-
চ্ছিন্দিহা তথৈব তেসং নিবাপং রোপেহা তেষু নানাগচ্ছে চ সরীর-
মলঞ্চ খাদিহা বজ্জিতেসু। যং যং মাৰেতুকামো হোতি তং তং

শৌকরিক চুন্দের উপাখ্যান ১১০

১। “ইহলোকে করে শোক” এই ধর্মদেশনা ভগবান বেণুবনে
বাস করিবার সময় শৌকরিক চুন্দের কথা প্রসঙ্গে কহিয়াছিলেন।

চুন্দ পঞ্চাশ বৎসর যাবৎ শূকর হত্যা করিয়া মাংস বিক্রয় করত
জীবিকা নির্বাহ করিত। শূকরদের বাচ্চাদেওয়ার সময় সে গাড়ী করিয়া
ধান লইয়া গ্রামে যাইত এবং সেসে দুইসের হিসাবে ধান দিয়া গ্রাম্য
শূকরের ছানা কিনিয়া গাড়ী ভরিয়া লইয়া আসিত। বাড়ীর পিছনে
একটা স্থান ঠিক করিয়া ব্রজের মত করিয়া সে শূকরের তক্ষ্য [কচু ইত্যাদি
গাছ-গুল্ম] লাগাইয়া রাখিত। শূকর শাবকেরা তাহা ও মলমূত্র পাইয়া
বাড়িয়া উঠিত। যেটা যেটা মারিতে তাহার ইচ্ছা হইত সেটা সেটা

আলাইনে নিচ্চলং বন্ধিত্বা সরীরমংসস্ত উকুমায়িত্বা বহলভাবথং
চতুরঙ্গরমুগারেন পোথেত্বা বহলমংসো জাতোতি এত্বা মুখং বিব-
রিত্বা অস্তুরে দণ্ডকং দত্বা লোহথালিয়া পকট্ঠিতং উণেহাদকং
মুখে আসিক্ণতি ।

২ । তং কুচ্ছিং পবিসিত্বা পকট্ঠিতং করীসং আদায় অধো-
ভাগেন নিচ্ছমতি । যাব থোকম্পি করীসং অথি তাব আবিলং
ভুত্বা নিচ্ছমতি, স্ত্বে উদরে অচ্ছং অনাবিলং নিচ্ছমতি । অথস্
অবসেসং উদকং পিট্ঠিয়ং আসিক্ণতি । তং কালচন্মং উপ্পাটেত্বা
গচ্ছতি । ততো তিগুকায় লোমানি কাপেত্বা তিণেহন অসিনা
সীসং চিন্দতি । পগ্বরগকং লোহিতং ভাজনেন পটিগাহেত্বা মংসং
লোহিতেন বড্ঢ়েত্বা পটিত্বা পুত্ভদারমন্ডে নিসিন্নো খাদিত্বা সেসং
বিক্ণিণতি ।

শ্মশানে নিয়াগিয়া বাহাতে নড়িতে চড়িতে না পারে এমন ভাবে
বাধিত । শরীরমাংস ফুলিয়া বন্ধি পাইবার জন্য চৌপাট মুণ্ডর দিয়া প্রহার
করিত । মাংসের বন্ধিভাব ছানিয়া মুখ মেগিয়া মুখের তিতরে এক খানা কাঠ
লাগাইয়া দিত । উত্তপ্ত গরম জল লোহথালিয়ায় করিয়া মুখে ঢালিয়া দিত ।

২ । তাহা পেটের ভিতর গিয়া পরিপক মল সহ গুহপথে বাহির হইত ।
পেটের সামান্য মল থাকিলেও জল মলিন হইয়া বাহির হইত, পেটের
সব পদ্বিশুদ্ধ হইয়া গেলে পরিষ্কার নিশ্চল জল বাহির হইত । অতঃপর
অবশিষ্ট গরমজল পিঠে ঢালিয়া দিত । তাহাতে কালচন্ম উঠিয়া বাইত ।
তারপর খড়ের মশাল জালিয়া লোমগুলি পুড়িয়া ফেলিত । পোড়া হইলে
ধারাল অস্ত্র দিয়া মাথা কাটিয়া ফেলিত । ধারা বহিয়া যে রক্ত পড়িতে
পাকিত তাহা সে একটা পাত্রে ধরিয়া রাখিত । তাহা মাখাইয়া মাংস
বাড়াইয়া লইত, কতক পাক করিয়া স্ত্রী-পুত্র লইয়া ভোজন করিত, বাকী
বাহা বিক্রয় করিত ।

৩। উন্ন ইমিমান নিয়ামেন জীবিকং কল্পেস্তু পঞ্চপাশ
 বস্তানি অতিকল্পানি, তথাগতে ধুরবিহারে বসন্তে একদিবসম্পি
 পুষ্কমুট্ঠিমন্তেন পূজা বা কটচ্ছমন্তং ভিক্ষাদানং বা অপ্রঃ বা কিঞ্চি
 পুত্রঃ নাম নাহোসি। অথচ সরীরে রোগো উল্লঙ্ঘি, জীবন্তু-
 স্তেব অবীচি মহানিরয়সস্তাপো উর্ট্ঠহি। অবীচিসস্তাপো নাম
 যোজনসতে ঠুঁড়া ওলোকেষু অক্ষীনঃ ভিজ্জনসমথো পরিলাহো।
 বৃত্তম্পিচেতং—“সমস্তা যোজনসতং করিত্বা তির্ট্ঠতি সর্বদা”তি।
 নাগসেনথেরেন পনচ পাকতিকগিসস্তাপতো অধিমত্তায় অয়ং
 উপমা বৃত্তা—“যথা মহারাজ কূটাগারমন্তো পাসাগোপি নৈরয়ি-
 কগিমিহ খণেন বিলয়ং গচ্ছতি, নিব্বত্ত সস্তা পনেথঃ কন্মবলেন
 মাতুকুচ্ছিগতা বিয়ন বিলীয়ন্তী”তি।

৩। সে এভাবে জীবিকা নির্বাহ করিয়া পঞ্চাশ বৎসর কাটাইয়াছিল।
 ভগবান তথাগত তাহার পথের ধারের বিহারে থাকিলেও সে কোন দিন
 তাঁহাকে এক মুষ্টি পুষ্প দেয় নাই, এবং এক চামচ ভাত দান করে নাই,
 কিংবা আর কিছু পুণ্যকাজ করে নাই। অনন্তর তাহার শরীরে রোগ
 হইল। জীবিতাবস্থাতেই সে অবীচি মহানরকের জালা অনুভব করিতে
 লাগিল। অবীচি নরকের নাকি এমনি দাহিকা শক্তি, শতযোজন দূরে
 থাকিয়া যদি কেহ ইহার দিকে দৃষ্টিপাত করে, তাহা হইলে তাহার চক্ষু
 জলিয়া যায়। ইহার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—“চারিদিকে শত যোজন বিস্তৃত
 হইয়া ইহা সর্বদা অবস্থিত। নাগসেন স্ববির সাধারণ অগ্নি হইতে ইহার
 তাপাধিক্য বুঝাইবার জন্ত এই উপমা দিয়াছেন—“যথা, মহারাজ! কূটা-
 গার প্রমাণ পাবাণ ও নৈরয়িক অগ্নিতে কণকাল মধ্যে বিলীন হয়, কিন্তু
 ইহাতে ভাত প্রাণী কন্মবলে মাতৃ জঠরের গ্নায় অবস্থান করে; বিলীন
 হয় না।”

৪। তন্ন তন্নিং সস্তাপে উপট্ঠিতে কন্মসরিঙ্খকো আকারো উৎপন্ন। গেহমঙ্কেয়েব সুকররবং রবিহা জন্মুকেহি বিচরন্তো পুন্নখিমবথুন্পি পচ্ছিমবথুন্পি গচ্ছতি। অথন্ন গেহমানুসকা তং দল্লং গহেহা মুখং পিদহন্তি। কন্মবিপাকো নাম ন সকা কেনচি পটিবাহিতুং। সো বিরবতেব, সমস্তা সত্তনু ঘরেন্ন মনুজ্জা নিদ্দং ন লভন্তি। মরণভয়েন তজ্জিতন্ন তন্ন বহি নিঙ্খমনং বারেতুং সবেহা গেহপরিজ্ঞনো যথা অন্তো ঠিতো বিচরিতুং ন সকেতি, তথা গহেহা ধারানি থকেহা বহি গেহং পরিবারেহা রঙ্খন্তো অচ্ছতি।

৫। ইতরো অন্তো গেহেয়েব নিরয়সস্তাপেন বিরবন্তো ইতো চিতো চ বিচরতি। এবং সত্তদিবসানি বিচরিহা সত্তমে দিবসে

৪। সেই সস্তাপ উপস্থিত হইলে তাহার কন্মামুরূপ আকার উৎপন্ন হইল। সে বাড়ীর মধ্যেই শূকরের স্থায় রব করিয়া হাঁটুতে হামাগুড়ি দিয়া পূর্ব পশ্চিমে যাতায়াত করিতে লাগিল। বাড়ীর লোকেরা শঙ্ক করিয়া মুখ বাঁধিয়া দিল [বাহাতে শক না হইতে পারে]। কন্মের বিপাক কেহ রোধ করিতে পারে না। সে শূকরের স্থায় শক করিতেই লাগিল। তাহার শকে চারিদিকে সাত বাড়ীর লোক ঘূমাইতে পারিত না। সে মরণ ভয়ে ভীত হইয়াছিল। গৃহপরিজ্ঞনেরা সে বাহাতে বাহিরে আসিতে ও শক করিতে না পারে, সে ভাবে তাহাকে ঘরের মাঝে পুরিয়া, দরজা বন্ধ করিয়া ঘরের চারিদিক ঘিরিয়া চৌকী দিতে লাগিল।

৫। সে ঘরের মাঝেই নরকের সস্তাপে তপ্ত হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিল। একপে সাতদিন বিচরণ করার পর সপ্তম দিবসে

কালং কহা অবীচি মহানিরয়ে নিব্বত্তি । অবীচিমহানিরয়ো
 দেবদূতসুত্তন্তেন বপ্পেতকো । ভিক্ষু তস্ম ঘরঘারেণ গচ্ছন্তা তং
 সন্দং সুত্বা সুকরসন্দোতি সঞ্জিনো হুত্বা বিহারং গন্ত্বা সখু সন্তিকে
 নিসিন্না এবমাহংসু— “ভন্তে, চুন্দসুকরিকস্ম গেহঘারং পিদহিহা
 সুকরানং মারিয়মানানং অজ্জ সত্তমো দিবসো, গেহে কাচি
 মঙ্গলকিরিয়া ভবিষতি মণ্ণে । এত্তকে নাম ভন্তে, সুকরে মারেত্তস্ম
 একম্পি মেত্তচিহং বা কারুণ্ণং বা নগ্গি, ন বত এবরূপো
 কচ্ছলো ফরুসো সত্তো দিট্টপুকেবা”তি ।

৬ । সখা— “ন ভিক্ষবে, সো ইমে সত্তদিবসে সুকরে
 মারেতি, কস্মসরিক্ককং পনস্ম বিপাকং উদপাদি, জীবন্তুস্বেব অবীচি
 মহানিরয়সত্তাপো উপট্টাসি । সো তেন সত্তাপেন সত্তদিবসানি
 সুকররবং রবন্তো অন্তোনিবেসনে বিচরিত্বা অজ্জ কালং কহা

প্রাণত্যাগ করিয়া অবীচি মহানরকে জন্মগ্রহণ করিল । অবীচি মহা-
 নিরয় 'দেবদূত সুত্রান্ত' অনুসারে বর্ণিতব্য । ভিক্ষুগণ তাহার ঘরের দুয়ার
 দিয়া যাইতে তাহার সেই শব্দকে শূকর-শব্দ মনে করিয়া বিহারে গিয়া
 ভগবানের নিকট বসিয়া কহিলেন— “ভন্তে, আজ সাতদিন যাবৎ
 শূকর ওয়ালা চুন্দ ঘরের দুয়ার বাঁধিয়া শূকর মারিতেই আছে ; তাহার
 বাড়ীতে বোধ হয় কোন মঙ্গল উৎসব আছে । ভন্তে, এতগুলি শূকর
 মারিতেছে তবু তাহার একটুও মৈত্রী চিন্তা বা করুণার সঞ্চায় হইল না !
 এমনতর কঠোর, নিষ্ঠুর লোক ত আর কখনও দেখি নাই !”

৬ । ভগবান কহিলেন— “ভিক্ষুগণ, সে সাতদিন ধরিয়া শূকর মারে
 নাই । তাহার কৰ্ম্মামুরূপ অবস্থা হইয়াছে, জীবিতাবস্থাতেই অবীচি মহা-
 নরকের সত্তাপ অনুভব করিয়াছে । সে সেই সত্তাপের দ্বারা সাতদিন
 যাবৎ শূকরের দ্বারা শব্দ করিতে করিতে ঘরের মধ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া আজ মরিয়া

অবীচিমিহ্ নিব্বত্তো”তি বহা—

“ভন্তে, ইধ লোকে এবং সোচিহা পুন গত্ত্বা সোচনট্টা-
নেয়েষ নিব্বত্তো ?”তি বুত্তে—

“আম ভিক্খবে, পমত্তো নাম গহট্টো বা হোতু পব্বজিতো
বা উত্তয়থ সোচতি য়েবা”তি বহা ইমং গাথমাহ :—

“ইধ সোচতি পেচ্চ সোচতি পাপকারী উত্তয়থ সোচতি, .

“সো সোচতি সো বিহুত্ততি দিম্বা কস্মকিলিট্টনন্তনো”তি । ১৫

৭। তথ “পাপকারী”তি—নানগ্নকারয় পাপকস্ময় কারকো
পুঙ্গলো—‘অকতং বত মে কল্যাণং, কতং পাপং’তি একংসেনেব
মরণসময়ে ইধ সোচতি, ইদময় কস্মসোচনং । বিপাকং অনুভোত্তো

অবীচি নরকে জন্ম নিয়াছে ।”

ভিক্ষুরা বলিলেন—“ভন্তে, ইহলোকে সে এত অনুশোচনা করিয়া
আবার গিয়া অনুশোচনার স্থানেই জন্ম লইল ?”

“হাঁ ভিক্ষুগণ, যে প্রমত্ত সে গৃহস্থই হউক আর প্রব্রজিতই হউক
উত্তর স্থানেই শোক করে ।” ইহা বলিয়া ভগবান এই গাথাটি বলিলেন—

“ইহলোকে করে শোক, শোক পরলোকে,

পাপকারী করে শোক এ’উত্তর লোকে ;

কলুষিত কস্মই সে দেখি আপনার,

করে শোক, হত হয়, [করে হাহাকার] । ১৫

৭। তথায় “পাপকারী”—নানা প্রকার পাপকর্মকারী ব্যক্তি— ‘কল্যাণ
কর্ম করি নাই, পাপ কর্ম করিয়াছি’ বলিয়া একান্তই মরণ-সময়ে ইহলোকে
শোক করে, ইহা তাহার কর্মশোচনা । পরে পাপকর্মের বিপাক অনুভব

পন পেচ সোচতি, ইদমজ পরলোকে বিপাকসোচনং । এবং
সো উভয়খ সোচতি য়েব । তেনেব কারণে জীবমানো য়েব
সো চুন্দসুকরিকোপি “দিস্বা কন্মকিলিট্টং”তি—অন্তনো কিলিট্টকন্মং
পন্নিহা সোচতি, নানপ্ধকারকং বিলপন্তো বিহপ্ধতী,তি ।

গাথাপরিয়োসানে বহু সোতাপন্নাদয়ো অহেস্তুং । মহাজনজ
সাথিকা দেশনা জাতা’তি ।



করিতে করিতে শোক করে, টহা তাহার পরলোকে বিপাক শোচনা । এই-
রূপে সে উভয় স্থানেই শোক করে । সেই কারণে শৌকরিক চুন্দও
জীবন্ত থাকিতেই “কলুণিত কন্ম দেখি”— আপনার কলুণিত কন্ম দেখিয়া
শোক করিতেছে, নানা প্রকার বিলাপ করিতে করিতে হঃখ পাইতেছে ।

গাথা অবসানে অনেকে স্রোতাপন্নাদি হইল । দেশনা জনগণের
সাথক হইয়াছিল ।



ধর্মিক উপাসকস্ব বন্ধু । ১১

১ । “ইধ মৌদতী”তি ইমং ধর্মদেসনং সখা জেতবনে বিহ-
রন্তে। ধর্মিকং উপাসকং আরবু কথেসি ।

সাবখিয়ং কির পঞ্চসতা ধর্মিকউপাসকা নাম অহেসুং ।
তেসু একেকস পঞ্চ পঞ্চ উপাসক সতানি পরিবারা । যো
তেসং জেট্টকো তস্স সত্তু পুত্তা সত্তু ধীতরো । তেসু একেকস একেকা
সলাকয়াগু সলাকভত্তং পাক্কিকভত্তং নবচন্দভত্তং বঙ্গাবাসিকং ।

ধার্মিক উপাসকের উপাখ্যান । ১১

১ । “ইহ লোকে প্রমোদিত হয়” ভগবান জেতবনে বাস করিবার
সময় ধার্মিক উপাসকের কথা প্রসঙ্গে এই ধর্মদেশনা করিয়াছিলেন ।

শ্রাবস্তীতে পাঁচশত ধার্মিক উপাসক ছিলেন । তাঁহাদের প্রত্যেকের
আবার পাঁচশত পাঁচশত উপাসক লইয়া এক একটি দল ছিল । তাঁহাদের
মধ্যে যিনি প্রধান, তাঁহার সাতপুত্র ও সাতকন্যা । তাহাদের প্রত্যেকের
এক এক বার পালানুক্রমে যাগু, পালানুক্রমে ভাত, পার্শ্বিক ভাত,
[নুতন চন্দ্র উদ্ভিত হইলে] নবচন্দ্র ভাত ও বর্ষাবাসিক ভাত দিত ।

তেপি সবেব অনুজাতপুত্রা নাম অহেসুং । ইতি চুদসন্নং
পুত্রানং ভরিয়ায় উপাসকস্মাতি সোলস সলাকয়াণ্ড আদীনি
পবন্তুন্তি । ইতি সো সপুত্রদারো সীলবা কল্যাণধম্মো দানসংবি-
ভাগরতো অহোসি ।

২ । অথচ অপরভাগে রোগো উল্লজ্জি, আয়ুসস্কারো পরি-
হারি । সো ধম্মং সোতুকামো অট্ট বা সোলস বা ভিক্কু পেসে-
স্মাতি সখু সন্তিকং পহিণি । সখা পেসেনি । তে গস্তা তস্স মঞ্চং
পরিবারেহা পপ্রভেত্তু আসনেসু নিসিন্না । “ভন্তে, অয়্যানং মে
দস্সনং দুন্নভং ভবিম্মতি, দুব্বলোমিহ, একং মে স্তুতং সস্কাযথা”তি
বুত্তে—

“কত্তরং স্তুতং সোতুকামো উপাসকা”তি ?

“সব্ববুদ্ধানং অবিক্কহিতং সতিপট্টান স্তুতং”তি বুত্তে—

তাহারা সকলেই অনুজাত পুত্র [বাপ্কা বেটা] হইয়াছিল । উপাসকের
নিজের, জীর ও ছেলে মেয়ে চৌদ্দটির দান লইয়া ষোলটি পালানুক্রমে
বাণ্ডদান ইত্যাদির অনুষ্ঠান হইত । এইরূপে জী-পুত্র-কল্যাণগণ সহ তিনি
শীলবান, কল্যাণধর্ম ও দাননিরত হইয়াছিলেন ।

২ । অনন্তর এক সময় তাহার রোগ হইল, আয়ু ফুরাইয়া আদিল ।
তিনি ধর্ম শুনিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া ভগবানের নিকট আটজন কি
ষোলজন ভিক্কু চাহিয়া পাঠাইলেন । ভগবান ভিক্কু পাঠাইলেন । তাহার
গিয়া তাহার মঞ্চ ঘিরিয়া প্রদত্ত আসনে বসিলেন ।

উপাসক বলিলেন— “ভন্তে, আপনাদের ধর্ম আমার পক্ষে দুন্নভ
হইবে, দুব্বল হইয়া পড়িয়াছি, একটি স্তুত পাঠ করিয়া আমাকে শুনান ।”

“কোন্ স্তুত শুনিতে ইচ্ছা করেন উপাসক ?”

“সব্বা বুত্তের অপরিহার্য্য ‘সতিপট্টান’ স্তুত ।”

বুঝে “একায়নো অয়ং ভিক্ষাবে, মগ্গো সন্তানং বিস্তুক্ষিয়া”তি
সুত্তস্তং পঠিপেশুং ।

৩ । তন্নিং খণে ছহি দেবলোকেহি সর্বালঙ্কারপতিমণ্ডিতা
সহস্রসিদ্ধবয়ুস্তা দিয়ড্রয়োজনসতিকা ছ রথা আপমিংসু । ভেহু তিতা
দেবতা আমহাকং দেবলোকং নেআম অমহাকং দেবলোকং নেআমাতি
— “অন্তো, মত্তিকভাজনং ভিন্দিহা সুবল্লভাজনং গণহন্তো বিয়
অমহাকং দেবলোকে অভিরমিতুং ইধ নিবত্তাহী”তি বদিংসু । উপা-
সকো ধম্মসবণন্তুরায়ং অনিচ্ছন্তো— “আগমেথ, আগমেথা”তি আহ ।
ভিক্ষু ‘অমেহ বারেতী’তি সংএণায় ভুণ্ণিহ অহেসুং । অথস্স পুত্তধীতরো—
“অমহাকং পিতা ধম্মসবণেন অতিন্তো অহোসি, ইদানি পন ভিক্ষু
পক্কোসাপেহা সঙ্কারং কারেহা সয়মেব বারেতি । মরণস্স অভায়ন্তো

ভিক্ষুরা— “এই এক অয়ন ভিক্ষুগণ, এই এক মার্গ, সত্বদিগের বিস্তুক্ষির”
ইত্যাদি বলিয়া ‘সতিপট্টান’ সূত্রান্ত পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন ।

৩ । সে সময় ছয় দেবলোক হইতে সর্বালঙ্কার-প্রতিমণ্ডিত, সতস্র
অশ্বযুক্ত, দেড়শত যোজন প্রমাণ ছয় ধানি রথ আসিল । রথে স্থিত
ধাকিয়া দেবতারা নিজ নিজ দেবলোকে নিয়া যাইবার জন্ত তাঁহাকে ডাকিতে
লাগিলেন । তাঁহারা কহিলেন— “ওহে, মাটির পাত্র ভাকিয়া সোণার পাত্র
গ্রহণের ঞ্চার আমাদের দেবলোক উপভোগ করিতে এখানে আস ।” উপা-
সক ধর্মশ্রবণ কালীন তাঁহাদের এভাবে বাধা দেওয়া পছন্দ না করিয়া
কহিলেন— “আপনারা এখন অপেক্ষা করুন, এখন অপেক্ষা করুন ।”
ভিক্ষুরা “আমাদিগকে বারণ করা হইতেছে” এই মনে করিয়া নীরব হইলেন ।
তাঁহার পুত্রকন্তারা এই বলিয়া কাঁদিতে লাগিল— “আমাদের পিতা ধর্ম
শ্রবণ করিয়া কোন দিন তৃপ্তি হয় নাই [অর্থাৎ ধর্ম যত শুনিতেন, তত
শুনিবার ইচ্ছা করিতেন], এখন ভিক্ষুদিগকে ডাকিয়া সূত্র পাঠে
প্রবৃত্ত করাইয়া আবার নিজেই বারণ করিতেছেন, মরণকে ভয় করে না

নাম নথী”তি বিরবিংসু। ভিক্ষু ইদানি অনোকাসোতি উট্টায় পকমিংসু।

৪। উপাসকো খোকং বীতিনামেহা সতিং লভিত্বা পুন্তে পুচ্ছি—“কস্মা কন্দথা”তি ?

“তাত, তুম্হে ভিক্ষু পকোসাপেহা ধন্যং স্তুগন্তো সয়মেব বারয়িত্ব, অথ নয়ং মরণম অভায়নকসন্তো নাম নথী”তি কন্দিমহা”তি।

“অয়্যা পন কুহিং”তি ?

“অনোকাসোতি উট্টায়াসনা পকন্তা”তি।

“তাতা, নাহং অয়োহি সন্ধিং কথেমী”তি।

“অথ কেন সন্ধিং কথেসি তাতা”তি ?

“ছহি দেবলোকেহি দেবতা ছ রথে অলঙ্করিত্বা আদায় আকাসে ঠত্বা ‘অমহাকং দেবলোকে অভিরম, অমহাকং দেবলোকে

এমন কেহই নাই।” ভিক্ষুগণ অসময় মনে করিয়া উঠিয়া চলিয়া গেলেন।

৪। উপাসক অলঙ্কণ পরে সজাগ হইয়া ছেলেদের জিজ্ঞাসা করিলেন—
তোমরা কাঁদিতেছ কেন ?”

“বাবা, আপনি ভিক্ষুদিগকে ডাকাইয়া আনিয়া ধর্ম শুনিতো শুনিতো নিজেই আবার তাহাদিগকে বারণ করিলেন, মরণকে ভয় করে না এমন কেহ নাই, এই মনে করিয়া আমরা কাঁদিতেছি।”

“আর্য্যো, কোথায় ?”

“অসময় বুঝিয়া তাঁহারা উঠিয়া চলিয়া গিয়াছেন।”

“বাবারা, আমি ত আর্য্যদের সঙ্গে কথা কহি নাই !”

“তব্ব বাবা, কাহার সঙ্গে কহিয়াছেন ?”

“ছর দেবলোক হইতে অলঙ্কৃত ছরখানি রথে দেবতারা আসিয়া আকাশে থাকিয়া ‘আমাদের দেবলোকে অভিরমিত হও, আমাদের দেবলোকে

অতিরম্য”তি সদং করোস্তি, তাহি সন্ধিঃ কথেমী”তি ।

“কুহিং তাত, রথা, ন ময়ং পশ্যামা”তি বুত্তে—

“অথি পন ময়হং গস্থিতানি পুশ্ফানী”তি ?

“অথি তাতা”তি ।

“কত্তর দেবলোকো রমণীয়ো”তি ?

“সব্ববোধিসত্তানং বুদ্ধমাতাপিতুম্বক্ব দসিতট্ট্যানং তুসিতভবনং
রমণীয়ং তাতা”তি ।

“তেনহি ‘তুসিতভবনতো আগত্তরথে লগত্তু’তি পুশ্ফদামং
খিপথা”তি ।

৫ । তে খিপিংসু । তং রথধুরে লগিত্বা আকাসে ওলম্বি ।
মহাক্কনো তদেব পশ্চতি, রথং ন পশ্চতি ।

উপাসকো—“পশ্চথেতং পুশ্ফদামং”তি বহা—

অতিরমিত হও ।’ এই বলিয়া শব্দ করিতেছেন, তাহাদের সঙ্গে কহিয়াছি ।”

“রথ কোথায় বাবা, আমরা ত দেখিতেছি না !”

“আমার অঙ্গ ফুলের মালা গাঁথিয়াছিলে, তাহা আছে ?”

“আছে বাবা !”

“কোন দেবলোক রমণীয় ?”

“বাবা, তুষিত দেবলোকই সুন্দর, সেখানে সকল বোধিসত্ত্ব আর
বোধিসত্ত্বের পিতামাতা বাস করেন ।”

তাহা হইলে ‘তুষিত স্বর্ণ হইতে যেই রথ আসিয়াছে তাহাতে লগ্ন
হউক’ এই বলিয়া ফুলের মালা ছোড় ।”

৫ । তাহারা ছুড়িল । মালা রথের চাকার লাগিয়া আকাশে ঝুলিতে
লাগিল । সমবেত লোকেরা মালাটিই দেখিতে পাইল, রথ দেখিতে পাইল না ।

উপাসক বিজ্ঞানা করিলেন—“তোমরা ফুলের মালা দেখিতেছ কি ?”

“আম পঙ্গামা”তি বুন্তে—

“এতং তুসিতভবনতো আগতরথে ওলম্বতি, অহং তুসিতভবনং গচ্ছামি, তুমেহ না চিন্তয়িথ, মম সন্তিকে নিকবত্তিতুকামা হুত্বা ময়া কতনিয়ামেনেব পুঞ্জানি করোথা”তি বহা কালং কত্বা রথে পতিট্টাসি । তাবদেবম্ তিগাবুতপ্নমাণো সটিষ্ঠসকটভারালকার পতিমণ্ডিতো অন্তভাবো নিকবত্তি । অচ্ছরা সহস্রং পরিবারেসি, পঞ্চ-বীসতি যোজনিকং কনকবিমানং পাতুরহোসি ।

৬ । তে ভিক্ষু বিহারং অনুপ্তভে সখা পুচ্ছি—“নুতা ভিক্ষবে, উপাসকেন ধর্মদেসনা”তি ?

“আম ভন্তে, অন্তরায়েব পন আগমেথাতি বারেসি । অথম্ পুন্তধীতরো কন্দিংসু । ময়ং ইদানি অনোকাসোতি

“ই। দেখিতেছি ।”

“ইহা তুসিত ভবন হইতে যেই রথ আসিয়াছে, তাহাতেই ঝুলিতেছে, আমি তুসিত ভবনে যাইব, তোমরা চিন্তা করিও না, তোমরা আমার নিকট উৎপন্ন হইবার সঙ্কল্প করিয়া আমি যেই ভাবে পুণ্যকার্য সমূহ করিয়াছি সেই ভাবে পুণ্যকার্য করিতে থাক ।” উপাসক এই বলিয়া কাল প্রাপ্ত হইলেন এবং তুসিত দেবলোকের রথে প্রতিষ্ঠিত হইলেন । তখনই তাঁহার ষাট গাড়ীর বোঝাই অলঙ্কারে প্রতিমণ্ডিত ত্রি-গবুতি প্রমাণ শরীর উৎপন্ন হইল । তিনি সহস্র অঙ্গুরা পরিবৃত্ত হইলেন । তাঁহার জন্ম পঁচিশ যোজন প্রমাণ এক কনক বিমান প্রোচ্ছভূত হইল ।

৬ । এদিকে ভিক্ষুগণ, বিহারে প্রত্যাবর্তন করিলে শাস্তা ভিজ্জাসা করিলেন—“ভিক্ষুগণ, উপাসক ধর্মদেশনা অনিয়াছে ত ?”

“ই” ভন্তে, অনিয়াছেন কিন্তু অনিতে অনিতে যাবথানে ‘আপ-নারা অপেক্ষা করুন’ বলিয়া, বারণ করিলেন । তারপর তাঁহার ছেলে-মেয়েরা কাঁদিতে লাগিল । আমরা তখন অসমর্থ বুঝিয়া

উঠায়াসনা নিব্বত্তা”তি ।

“ন সো ভিক্ষবে, তুম্হেহি সন্ধিঃ কথেসি, ছহি পন দেব-
লোকেহি দেবতা হ রথে অলকরিয়া আহরিয়া তং উপাসকং
পকোসিংসু, সো ধম্মদেশনায় অন্তুরায়ং অনিচ্ছন্তো তেহি সন্ধিঃ
কথেসী”তি ।

“এবং ভন্তে”তি ?

“এবং ভিক্ষবে”তি ।

“ইদানি ভন্তে, সো কুহিং নিব্বত্তো”তি ?

“তুসিত ভবনে ভিক্ষবে”তি ।

“ভন্তে, ইদানি ইধ ঞ্জাতিমঞ্জে মোদমানো বিচারিয়া
ইদানেব গত্তা পুন মোদনট্টানে য়েব নিব্বত্তো”তি ?

“আম ভিক্ষবে, অপ্রমত্তা হি গহট্টা বা পরবজিতা বা সব্বথ

আসন হইতে উঠিয়া চলিয়া আসিয়াছি ।”

“ভিক্ষুগণ, সে তোমাদের সঙ্গে কথা কহে নাই । ছয় দেবলোক
হইতে দেবতারা ছয়খানি রথ সাঁজাইয়া নিয়া আসিয়াছে, তাঁহারা উপা-
সককে ডাকিতেছিল, সে ধর্মদেশনায় দাখা দেওয়া পছন্দ না করিয়া দেব-
তাদের সঙ্গেই কথা কহিয়াছিল ।”

“তাই নাকি ভন্তে ?”

“তাই ভিক্ষুগণ !”

“ভন্তে, এখন তিনি কোথায় জন্মিলেন ?”

“তুসিত ভবনে ভিক্ষুগণ !”

“এখনি ভন্তে, জ্ঞাতিগণ মাঝে আমাদের সহিত থাকিল, আবার
এখনি গিয়া পুনঃ আমোদ স্থানেই জন্মিলেন ?”

“হাঁ ভিক্ষুগণ, অপ্রমত্তেরা গৃহস্থই হউক বা ভিক্ষুই হউক সব্বহানেই

মোদন্তি য়েবা”তি বহা ইমং গাথমাহ :—

“ইধ মোদতি পেচ্চ মোদতি কতপুঞ্জো উভয়থ মোদতি,
সো মোদতি সো পমোদতি দিস্বা কস্মবিস্কিমত্তনো”তি । ১৬

৭। তথ “কতপুঞ্জো”তি— নান্দকারজ কুসলজ কারকো
পুঞ্জো, ‘অকতং বত মে পাপং কতং কল্যাণং’তি ইধ কস্ম-
মোদনেন পেচ্চ বিপাক মোদনেন মোদতি, এবং উভয়থ মোদতি
নাম ।

“কস্মবিস্কিমঃ”তি— ধর্মিক উপাসকোপি অন্তো কস্মবিস্কিমঃ
পুঞ্জকস্ম সম্পত্তিঃ দিস্বা কালকিরিয়তো পুবে ইধ লোকেপি মোদতি,

তাহারা আমোদিত হয়। এই বলিয়া এই গাথাটি কহিলেন—

“ইহলোকে পরলোকে কৃতপুণ্য জন,
উভয় লোকেতে হয় প্রমোদিত মন ।
বিশুদ্ধি দেখিয়া নিজ কর্ম অতিশয়;
আমোদিত হয় রে সে প্রমোদিত হয় ।” ১৬

৭। তথ “কৃতপুণ্য”— নানাপ্রকার কুশল কর্মের কারক । কৃতপুণ্য
ব্যক্তি ‘আমি পাপ করি নাই, পুণ্যই করিয়াছি’ বলিয়া ইহলোকে কর্মের
আনন্দ এবং পরলোকে পুণ্যকর্মের ফলভোগের আনন্দ পায় ; এইরূপে
সে উভয়তঃ আনন্দিত হয় ।

“কর্ম-বিশুদ্ধি”— ধর্মিক উপাসক আপনার কর্ম-বিশুদ্ধি পুণ্য-
কর্ম সম্পত্তি দেখিয়া মৃত্যুর পূর্বে ইহলোকে আনন্দিত হইয়াছে,

কালং কল্প ইদানি পরলোকেপি অতিমোদতি য়েবাতি ।

গাথাপরিয়োসানে বহু সোতাপন্নাদয়ো অহেস্বং, মহাজনজ
সাথিকা ধম্মদেসনা জাতাতি ।



মৃত্যুর পর এখন পরলোকেও অতীব আনন্দ পাইতেছে ।

গাথা অঙ্গসানে বহুলোক স্রোতাপন্ন ইত্যাদি হইয়াছিলেন, দেশনা
জনগণের সার্থক হইয়াছিল ।



দেবদত্তস্য বথু । ১২

১ । “ইধ তন্নতী”তি ইমং ধম্মদেসনং সথা জেতবনে বিহ-
রন্তো দেবদত্তং আরবু কথেসি ।

দেবদত্তস্য বথু পৰ্বজিতকালতো পট্টায় যাব পঠবিম্ববেসনা
দেবদত্তং আরবু ভাসিতানি সন্ধানি জাতকানি বিখারেহা কথি-
তং, অয়ং পনেথ সংখেপো । সথরি অনুপিয়ং নাম মল্লানং
নিগমো তং নিম্মায় অনুপিয়ম্ববনে বিহরন্তে য়েব তথাগত্তস্য লক্ষণ-
পটিগ্গহণ দিবসে য়েব অসীতি সহজেহি ঞ্ণাতিকুলেহি রাজা বা
হোতু বুদ্ধো বা, খত্তিয়পরিবারোব বিচরিমতীতি অসীতি সহস্সপুত্তা
পটিঞাতা । তেসু য়েভুয়েন পৰ্বজিতেসু ভদ্বিয় রাজানং

দেবদত্তের উপাখ্যান । ১২

১ । “ইহ লোকে পায় তাপ” এই ধর্মদেশনা ভগবান জেতবনে বাস
করিবার সময় দেবদত্তের কথা প্রসঙ্গে কহিয়াছিলেন ।

দেবদত্তের প্রব্রজ্যাকাল হইতে পৃথিবী প্রবেশ পর্য্যন্ত তাহার জীবনের
ঘটনাবলীর প্রসঙ্গে বর্ণিত সমস্ত জাতক বিস্তৃতরূপে কথিত হইয়াছে ।
তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই— অনুপ্রিয় ছিল মল্লদের নগর । ভগবান
সেই অনুপ্রিয় নগর আশ্রয় করিয়া অনুপ্রিয় আশ্রয় বনে বাস করিতেছিলেন ।
তথাগতের জন্মের পর তাহার শরীর-লক্ষণ বিচারের দিন তাহার আশি
হাজার জাতিরা চিন্তা করিলেন— “ইনি রাজা হউন অথবা বুদ্ধই হউন,
কত্রিয় পরিহৃত হইয়াই বিচরণ করিবেন ।” এই চিন্তা করিয়া তাহাদের
আশি হাজার কত্রিয় কুমার দিব্যর প্রস্তাব করিলেন । যথা সময়ে সেই
কত্রিয় কুমারদের অনেকে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন । কিন্তু ভদ্রিয় রাজাদের মধ্যে

অনুরুদ্ধং, আনন্দং, ভগুং, কিঞ্চিলং, দেবদত্তস্তি ইমে ছ সকে অপক-
জন্তে দিস্বা “ময়ং অন্তনো পুন্তে পকাজেম, ইমে ছ সকা ন
ঞাতকা মপ্রে, তস্মা ন পকজন্তী”তি কথং সমুর্টাপেশুং ।

২ । অথ খো মহানাযো সকে অনুরুদ্ধং উপসঙ্কমিস্বা—
“তাত, অমহাকং কুলে পকজিতো নথি, হং বা পকজ অহং বা
পকজিস্বামী”তি আহ ।

সো পন সুকুমালো হোতি সম্পন্নভোগো, নথীতি বচনস্পি
তেন ন স্তপুস্বং । এক দিবসং হি তেস্তু ছস্তু খত্রিয়েস্তু গুল-
কীলং কীলন্তেষু অনুরুদ্ধো পূবেন পরাজিতো, পূবথায় পহিণি ।
অথস্স মাতা পূবে সঞ্জ্জহা পহিণি । তে খাদিত্বা পুন কীলিংস্তু ।

অনুরুদ্ধ, আনন্দ, ভগু, কিঞ্চিল ও দেবদত্ত এই ছয়জন শাক্যপুত্র তখনও
প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন নাই । তাঁহারা প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতেছেন না দেখিয়া
লোকেরা বলাবলি করিতে লাগিল— “আমরা আপন পুত্রদের প্রব্রজ্যা
দিয়া দিলাম, এই ছয়জন শাক্য-ত দেখিতেছি এখনও প্রব্রজ্যা নিল না,
বোধ হয় তাহারা বুদ্ধের জাতি নয় ।”

২ । অনন্তর মহানায শাক্য অনুরুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন—
“ভাই, আমাদের কুলের মধ্যে কেহই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে নাই ; হয়
তুমি, প্রব্রজ্যা নাও, না হয় আমি নিই ।”

অনুরুদ্ধ ছিলেন সুকোমল, ভোগ বিলাসী । ‘নাই’ এই শব্দও কোন
দিন শুনে নাই । এক দিবস তাঁহাদের ছয় কত্রিয়ের মধ্যে গুটিখেলা
হইতেছিল । খেলার সময় অনুরুদ্ধ পিঠার দ্বারা বাকী রাখিল, সে পরাজয়
হইলে পিঠা খাওয়াইবে । খেলা করিতে করিতে অনুরুদ্ধের পরাজয় হইল ।
তিনি পিঠার জন্ত পাঠাইয়া দিলেন । তাঁহার মাতা পিঠা পাঠাইয়া
পাঠাইলেন । তাঁহারা তাহা খাইয়া পুনরায় খেলিতে আরম্ভ করিলেন ।

পুনঃপুনঃ তন্মৈব পরাজয়ো হোতি । মাতা পনম্ম পহিতে তিক্তত্বং
পূবে পহিণিত্বা চতুথে বারে পূবং নখীতি পহিণি । সো নখীতি
বচনম্ম অস্তুতপুৰত্তা “এসাপেকা পূববিকতি ভবিষ্যতী”তি মশ্রুমানো
“নখিপূবং মে আহরথা”তি পেসেসি ।

৩ । মাতা পনম্ম “নখিপূবং পন অর্যো, দেখা”তি বুত্তে
“মম পুত্তেন নখীতি পদং ন স্তুতপুৰ্বং, ইমিনা পন উপায়েন
“এতমখং জানাপেয়ামী”তি তুচ্ছং সুবগ্নপাতিং অশ্রুয় সুবগ্নপাতিয়া
পটিকুঞ্জিত্বা পেসেসি । নগর পরিগমাহিকা দেবতা চিন্তেস্তুং
“অনুরুদ্ধসকেন অন্নভার কালে অভনো ভাগভত্তং উপরিট্টপচ্চেক
বুদ্ধম্ম দত্ত্বা ‘নখীতি মে বচনম্ম সবগং মা হোত্তুতি, ভোজনুপ্ততিয়া

বার বার তাঁহারই পরাজয় । তিনিও পুনঃপুন মাতার নিকট পিঠার ভগ্ন
শ্রেরণ করিলেন । মাতাও নাকি তিনবার পাঠাইয়া, চতুর্থ বারে পিসা
নাই বলিয়াই ফিরাইয়া দিলেন । সে ফিরিয়া আসিয়া বলিল ‘পিঠা নাই ।’
তিনি যে ‘নাই’ শব্দ কোন দিন শুনে নাই, তাই তাহাও একপ্রকার
পিঠা বিশেষ মনে করিলেন । তাহাকে পুনরায় এই বলিয়া পাঠাইয়া
দিলেন— “যাও, আমার ভগ্ন ‘নাইপিঠা’ নিয়া আস ।”

৩ । সেও যাইয়া বলিল— “আর্যো, ‘নাইপিঠা’ দেন ।” অনুরুদ্ধের
মাতা এই কথা শুনিয়া চিন্তা করিলেন— “আমার ছেলে ‘নাই’ শব্দ কোন
দিন শুনে নাই, তাহাকে এই উপায়ে ‘নাই’ শব্দের অর্থ বুঝাইয়া দিব”
এই চিন্তা করিয়া, শূন্য এক সোণার ভাজন অন্য এক সোণার ভাজনের
দ্বারা ঢাকিয়া পাঠাইয়া দিলেন । তখন নগর রক্ষক দেবতা চিন্তা করি-
লেন— “অনুরুদ্ধ শাক্য পূৰ্ব্বজন্মে অন্নভার নাম ধারণ করিয়া বধন জন্ম-
গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন নিজের অংশের ভাত উপরিট্ট নামক ‘পচ্চেক’
বুদ্ধকে দান দিয়াছিলেন । দান দিয়া এই প্রার্থনা করিয়াছিলেন—
‘কখনও ‘নাই’ শব্দ যেন আমি না শুনি, আর আহার উৎপন্নের

জাননং মা হোতু'তি পথনা কতা ; সচায়ং তুচ্ছপাতিং পঞ্জিঅতি
দেবসমাগমং পবিসিতুং ন লভিআম ; সীসম্পি নো সত্তধা ফলেয়্যাতি ।

৪ । অথ নং পাতিং দিব্বপূবেহি পুণ্ণং অকংসু । তস্মা গুল-
মণ্ডলে ঠপেহা উগ্ঘাটিত মত্তায় পূবগম্মো সকল নগরে ছাদেহা
ঠিতো, পূবখণ্ডং মুখে ঠপিতমত্তমেব সত্ত রসহরণীসহআনি অমু-
ফরি । সো চিন্তেসি— “নাহং মাতু পিয়ো, এস্ককং মে কালং
ইমং নখিপূবং নাম ন পচি । ইতো পট্টায় অপ্রং পূবং নাম
ন খাদিআমী”তি । গেহং গম্মাপি মাতরং পুচ্ছি— “অস্ম, তুমহাকং
অহং পিয়ো অপিয়ো”তি ?

“তাভ, একস্মিনো অস্মি বিয় চ হৃদয়ং বিয় চ অতিপিয়ো
মে”তি ।

কারণও যেন আমাকে জানিতে না হয় ।” তিনি যদি এই শূন্য পাত্র দেখেন,
তাহা হইলে আমি আর দেব সমাগমে প্রবেশ করিতে পারিব না ; মাথাও
আমার সাতভাগে ফাটিয়া যাইবে ।”

৪ । অতঃপর দেবতা সেই পাত্রটি দিব্য পিঠার পরিপূর্ণ করিয়া দিলেন ।
পাত্রটি গুলি-মণ্ডলে রাখিয়া চাকনি উন্টাইবামাত্রই পিঠার স্মৃগন্ধে সমস্ত
নগর স্মৃগন্ধময় হইল । পিঠাখণ্ড মুখে দেওয়া মাত্রই সাতহাজার রস-
হরণীতে বিস্তার লাভ করিল । তখন অনুরুদ্ধ চিন্তা করিলেন— “আমি
মাতার প্রিয় নহি, এতদিন যাবৎ আমার জন্য এই ‘নাইপিঠা’ পাক
করে নাই । এই হইতে আমি আর অন্য পিঠা খাইব না ।” তিনি
গৃহে বাইয়াও মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন— “মা, আমি কি তোমার প্রিয়,
না অপ্রিয় ?”

“বাবা, একচক্ষু বিশিষ্ট লোকের পক্ষে তাহার একচক্ষু যেমন প্রিয়,
হৃদয় যেমন প্রিয়, সেইরূপ তুমিও আমার অতি প্রিয় ।”

“অথ কন্যা এককং কালং মযহং নথিপূবং ন পাচিথ
অন্যা”তি ?

সা চুল্লপট্টাকং পুচ্ছি— “অথি কিঞ্চি পাতিয়ং তাতা”তি ?

“পরিপুণা অয়ো, পাতি পূবেহি, এবরূপং পূবং নাম মে
ন দিট্টপূবং”তি ।

সা চিন্তেসি— “মযহং পুত্তো পুত্রবা কতাভিনীহারো ভবি-
ঈতি, দেবতাহি পাতিং পূরেহা পূবা পহিতা ভবিঅন্তী”তি ।

অথ নং পুত্তো— “অন্য, ইতো পট্টায়াহং অপ্রঃ পূবং
নাম ন খাদিআমি, নথিপূবমেব পচেয়্যাসী”তি ।

৫ । সাপিঅ ততো পট্টায় “পূবং খাদিতুকামোঃহী”তি বুত্তে
তুচ্ছপাতিমেব অপ্রায় পাতিয়া পটিকুজ্জিহ্বা পেসেতি ।

“তাহা হইলে কেন মা, এতদিন যাবৎ তুমি আমার জন্য এই
‘নাইপিঠা’ পাক কর নাই ?”

তিনি সেই ছোট চাকরটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন— “বাবা, পাত্রে
কিছু ছিল কি ?

“আরো, পাত্র পিঠার পরিপূর্ণ ছিল, এমন পিঠা আমি পূর্বে
দেখি নাই ।”

ইহা শুনিয়া তিনি চিন্তা করিলেন— “আমার ছেলে পুণ্যান, পূর্ব-
কৃত প্রার্থনা থাকিতে পারে, বোধ হয় দেবতারাই পাত্র পূর্ণ করিয়া পিঠা
পাঠাইয়া থাকিবেন ।”

অতঃপর অমুরুদ্ধ মাতাকে কহিলেন— “মা, এই হইতে আমি আর
অন্য পিঠা খাইব না ; এই ‘নাইপিঠা’ই আমার জন্য পাক করিও ।”

৫ । সেই হইতে অমুরুদ্ধ পিঠা খাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তিনিও
এক শূন্য পাত্র অন্য এক পাত্রের দ্বারা ঢাকিয়া পাঠাইয়া দিতেন ।

যাব অগারমণ্ডে বসি ভাবন দেবতা দিকপূবে পহিগিঃস্থ । সো
এতকম্পি অজানন্তোব পবজ্জঃ নাম কিং জানিঅতি, তস্মা
“কা এসা পবজ্জা নামা”তি ভাতরং পুচ্ছিহা “ওহারিত কেস-
মজ্জনা কামাব নিবঞ্ছেন কট্টথরকে বা বিদলমকে বা নিপ-
জ্জিহা পিণ্ডায় চরন্তেন বিহাতকং, এসা পবজ্জা নামা”তি বুত্তে—

“ভাতিক, অহং সুকুমালো, নাহং সন্ধিআমি পবজ্জিতুং”
তি আহ ।

“তেনহি তাত, কস্মন্তুং উগ্গহেহা ঘরাবাসং বস, ন হি সকা
অমেহসু একেন অপবজ্জিতুং”তি ।

অথ মং—“কো এস কস্মন্তো নামা ?”তি পুচ্ছি ।

ভত্তুট্টানট্টানম্পি অজানন্তো কুলপুত্তো কস্মন্তুং নাম কিং
জানিঅতি ?

অনুরুদ্ধ যতদিন গৃহবাসে ছিলেন ততদিন দেবতা তাঁহার জন্ম দিব্য পিঠা
পাঠাইয়াছিলেন । তিনি এতদূরও জানেন না, প্রব্রজ্যার বিষয় আর কি
জানিবেন ! তাই ভ্রাতার নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন— “এই প্রব্রজ্যা কি ?”
তদ্বত্তরে তিনি বলিলেন— “চুল ও গোপদাড়ী ছেদন করিতে হয়, কামার
বস্ত্র পরিধান করিতে হয়, কাষ্ঠাস্তরণে অথবা বেত্রমণ্ডে শুইতে হয়, পিণ্ডা-
চরণ করিয়া জীবিকা নিষ্কাহ করিতে হয়, এই হইল প্রব্রজ্যা ।”

তিনি এইরূপ বলিলে অনুরুদ্ধ কহিলেন— “দাদা, আমি সুকোমল,
আমি প্রব্রজ্যা নিতে পারিব না ।”

“তাহা হইলে তাই, কাজকর্ম শিখিয়া গৃহবাসে থাক, আমাদের
একজনও প্রব্রজ্যা না নিয়া পারিব না ।”

অতঃপর অনুরুদ্ধ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন— “এই কাজকর্ম কেমন ?”

যেই কুলপুত্র ভাত উৎপন্নের স্থানও জানেন না, তিনি আবার কাজ-
কর্মের বিষয় কি জানিবেন ?

৬। একদিবসং হি তিগ্নং খন্ডিয়ানং কথা উদপাদি—“ভক্তং নাম কুহিং উট্টহতী”তি ?

কিঞ্চিলো আহ—“কোট্টকে উট্টহতী”তি ।

অথ নং ভদ্রিয়ো—“অং ভদ্রুট্টানট্টানং ন জানাসি, ভক্তং নাম উচ্ছলিয়ং উট্টহতী”তি আহ ।

অনুরুদ্ধো—তুমহে ধেপি ন জানাথ, ভক্তং নাম রতন মকুলায় সুবর্ণপাতিয়ং উট্টহতী”তি আহ ।

তেসু কিয় কিঞ্চিলো এক দিবসং কোট্টকতো বীহিং ওতরিয়মানে দিস্বা ‘এতে কোট্টকেব জাতা’তি সপ্রিঃ অহোসি । ভদ্রিয়ো একদিবসং উচ্ছলিতো ভক্তং বড্রিয়মানং দিস্বা ‘উচ্ছলিয়প্রেব উপ্নমন্তি’ সপ্রিঃ অহোসি । অনুরুদ্ধেন পন নেব বীহিং কোটেষ্ঠা,

৬। এক দিবস তিন ক্ষত্রিয়ের মধ্যে কথা উত্থাপিত হইল—“ভাত কোথায় উৎপন্ন হয় ?”

“কিঞ্চিল কহিলেন—“গোলায় উৎপন্ন হয় ।”

ভদ্রিয় কহিলেন—“তুমি-ত ভাত উৎপন্নের স্থান জান না, ভাত উৎপন্ন হয় পাত্রে ।”

অনুরুদ্ধ কহিলেন—“তোমরা দুই জনেই জান না, ভাত উৎপন্ন হয় রক্ত মুকুল সদৃশ সোণার থালায় ।”

ঊহাদের মধ্যে কিঞ্চিল একদিন দেখিয়াছিলেন— গোলা হইতে খান পাড়িতেছে, তাহা দেখিয়া তিনি মনে করিলেন— ইহা গোলা-তেই উৎপন্ন হইয়াছে । ভদ্রিয় একদিন দেখিয়াছিলেন— পাতিল হইতে ভাত ঢালিয়া লইতেছে, তাহা দেখিয়া তিনি মনে করিলেন— ‘ভাত পাতিলাতেই উৎপন্ন হয় । অনুরুদ্ধ কিঞ্চি খান ভানিতে,

ন ভক্তং পচন্তা, ন বজেস্তা দির্ঘপুষ্ণা, বজেস্তা পন পুরতো
ঠপিতমেব পশতি ; সো 'ভুঞ্জিতুকামকালে ভক্তং পাতিয়ং
উর্টহতীতি সপ্রমকাসি ।'

৭। এবং তয়োপি ভক্তুর্টানট্যানং ন জানন্তি । ভেনায়ং
কো এস কস্মন্তো নামাতি পুচ্ছিত্বা পঠমং খেত্বং কসাপেত-
বন্তি । আদিকং সংবচ্ছরে সংবচ্ছরে কন্তবকিচ্চং স্তুত্বা "কদা
কস্মন্তানং অন্তো পপ্রায়িত্তি, কদা ময়ং অপ্পোত্থুকা ভোগে
ভুঞ্জিআমা"তি বহ্বা কস্মন্তানং অপরিয়ন্তুতায় অক্সাতায় "ভেন হি
অপ্রেষ ঘরাবাসং বস, ন ময়ং এতেনথো"তি মাতরং
উপসংকমিত্বা "অনুজানাহি অস্ম মং পবজিআমী"তি বহ্বা
তায় তিচ্ছত্বং পটিক্ষিপিত্বা "সচে তে সহায়কো ভদ্রিয় রাজা

ভাত রাধিতে অথবা ভাত ঢালিতে কোনদিন দেখেন নাই; কেবল
দেখিয়াছেন—ভাত ঢালিয়া সম্মুখে স্থাপন মাত্রই, ইহাতে তিনি মনে
করিলেন—'ভোজনের ইচ্ছা উৎপন্ন হইলে, ভাত পাত্রে উৎপন্ন হয় ।'

৭। এইরূপ তিন জনেই ভাত উৎপনের কারণ জানেন না। তাই
অনুরুদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন—'কাজকর্ম কেমন?' তদন্তরে 'প্রথম ক্ষেত্র
কর্ষণ করিতে হইবে' ইত্যাদিরূপে বৎসরে বৎসরে কর্তব্য কর্মের কথা
উনিয়া কহিলেন—'কখন এইসব কাজের অন্ত দেখা যাইবে? আর
কখন বা আমরা কাজ হইতে অবসর লাভ করিয়া স্মৃণে ভোগ সম্পত্তি
পরিভোগ করিব।' এই বলিয়া কর্মান্তের অসমাপ্তি ও অক্ষয়তা ভাব
দেখিয়া জ্যেষ্ঠ ভাইকে বলিলেন—'তাহা হইলে আপনিই ধরে থাকুন,
আমার ইহাতে প্রয়োজন নাই।' এই বলিয়া তিনি মাতার নিকট
উপস্থিত হইয়া কহিলেন—'মা, অমুমতি দাও, আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিষ্য।'
মাতা তিনবার অস্বীকার করিয়া অবশেষে কহিলেন—'তোমার বহু ভদ্রিয় রাজা

পৰৱৰ্ত্তিত তেন সন্ধিঃ পৰবজাহী”তি বুভে তং উপসংকমিত্বা “মম
খো সন্ম পৰবজ্জা ত্ব পটিবদ্ধা”তি বদ্বা তং নানন্নকায়েহি সপ্ৰাপেদ্বা
সপ্তমে দিবসে অন্তনা সন্ধিঃ পৰবজনথায় পটিশ্ৰং গণিহ ।

৮। ততো ভদ্রিয়ো শাক্যরাজা অনুরুদ্ধো, আনন্দো, ভণ্ড, কিঞ্চিলো, দেবদত্তো ইমে চ খতিয়া উপালিকল্পকসত্তমা দেবা
বিয় দিবসসম্পত্তিঃ সত্তাহং অনুভবিত্বা উয়্যানং গচ্ছন্তা বিয়
‘চতুরঙ্গিণিয়া সেনায় নিদ্ধমিত্বা পরবিসয়ং পদ্বা রাজাণায়
সেনং নিবন্তেদ্বা পরবিসয়ং ওকমিংসু । তথ চ খতিয়া অন্তনো
অন্তনো আভরণানি ওমুঞ্চিত্বা ভণ্ডিকং কহ্বা “হদ্দ ভনে উপালি
নিবন্তসু, অসং তে এত্তকং জীবিকায়া”তি তন্ন অদংসু ।

সৰ্বি প্রব্রজিত হই, তবে তাহার সহিত প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিও ।”
মাতা এইরূপ বলিলে তিনি তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন—
“বন্ধু, আমার প্রব্রজ্যা তোমার সহিত প্রতিবদ্ধ” এই বলিয়া তাহাকে
নানা প্রকারে বুঝাইয়া সপ্তম দিবসে তাহার সহিত প্রব্রজ্যা গ্রহণের জন্ত
প্রতিজ্ঞা করাইলেন ।

৮। তৎপর শাক্যরাজ-কুলের ভদ্রিয়, অনুরুদ্ধ, আনন্দ, ভণ্ড, কিঞ্চিল
ও দেবদত্ত এই ছয় ক্ষত্রিয় এবং নাপিতপুত্র উপালি সহ এই সাতজন
সপ্তাহ কাল দেবতার ন্যায় দিব্য সম্পত্তি অনুভব করিলেন । সপ্তম
দিবসে উদ্ধানে যাওয়ার জায় চতুরঙ্গিনী সেনার সহিত বাহির হইলেন ।
তাঁহারা অপররাজ্য সম্প্রাপ্ত হইলে সত্তগণকে নিবৃত্ত করিয়া পররাজ্যে
প্রস্থান করিলেন । তথায় ছয় ক্ষত্রিয় আপন আপন আভরণ সমূহ
খুলিয়া লইয়া পুটলি বাধিলেন এবং তাহা উপালিকে দিয়া কহিলেন—
“ওহে উপালি, তুমি বিরত হও, ইহাতেই তোমার জীবিকার জন্ত বধেট হইবে।”

সো তেনং পাদমূলে পবট্টেখা পরিদেবিহা আগং অতিকমিতুং অসকোন্তো উট্টায় নিবত্তি । তেসং দ্বিধা জাতকালে বনং আরোদনপ্লভং বিয় পঠবী কম্পমানাকারপ্লভা বিয় অহোসি । উপালি খোকং নিবত্তিহা “চণ্ডা খো সাকিয়া, ইমিনা কুমারা নিপ্পাতিতা”তি ঘাতেয়্যাপ্পি মং, ইমে হি নাম সাক্যকুমারা এবরুপং সম্পত্তিং পহায় ইমানি অনগ্ঘানি আভরণানি খেমপিণ্ডং বিয় ছুডেহা পবজিঅন্তি, কিমঙ্গপনাহং”তি ভণ্ডিকং ওমুঞ্চিহা তানি আভরণানি রুক্ষে লগেহা “অথিকা গণহন্তু”তি বহা তেসং সত্তিকং গম্বা তেহি “কম্মা ন নিবত্তোসী”তি পুটেটা তমপং আরোচেসি ।

এই কথা শুনিয়া উপালি তাঁহাদের পারের উপর পড়িয়া গড়াগড়ি দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন এবং তাঁহাদের আদেশ অতিক্রম করিতে অসমর্থ হইয়া উঠিয়া নিবৃত্ত হইলেন । তাঁহাদের বিদায় কালীন বন যেন রোদন করিতেছে, পৃথিবী যেন কম্পিত হইতেছে এইরূপ মনে হইল । উপালি অল্পক্ষণ নিবৃত্ত থাকিয়া চিন্তা করিলেন—“শাক্যগণ উগ্র, হস্তঃ তাঁহারা উহাও মনে করিতে পারেন—‘ইহা দ্বারা কুমারগণ বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে।’ এই মনে করিয়া আমাকে বধও করিতে পারেন । এই শাক্য-কুমারেরা যদি এমনতর সম্পত্তি ত্যাগ করিতে পারেন, আর এই সমস্ত বহুমূল্য আভরণ সমূহ খুথুর ঞ্চায় ছাড়িয়া প্রব্রজিত হইতে পারেন, আমার আর কথাই বা কি !” এই মনে করিয়া পুটলি খুলিয়া “যাহাদের প্রয়োজন তাহারা গ্রহণ করুক” এই বলিয়া আভরণ সমূহ বৃক্ষে লাগাইয়া রাখিলেন । অতঃপর তিনি যাইয়া তাঁহাদের সহিত একত্রিত হইলেন । তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন—“কি হে, ফিরিয়া আসিলে যে ?” এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি সেই বিষয় প্রকাশ করিয়া কহিলেন ।

৯। অথ নং তে আদায় সখু সস্তিকং গস্থা “ময়ং ভন্তে, সাকিয়া নাম মাননিষ্ঠিতা, অয়ং অম্বাহকং দীঘরত্তং পরিচারকো, ইমং পঠমত্তরং পব্বাজেথ, ময়মম্ম পঠমত্তরং অভিবাদনাদীনি করি-
আম ; এবং নো মানো নিম্মানয়িঅতী”তি বহা তং পঠমত্তরং পব্বা-
জেহা পচ্ছা সয়ং পব্বজিঃসু ।

১০। তেসু আয়স্মা ভদ্বিয়ো তেনেব অন্তুরবজেন তেবিজেহা
অহোসি ; আয়স্মা অনুরুদ্ধো দিব্বচক্ষুকো হহা পচ্ছা মহাপুরিস
বিতকসুত্তং সুহা অরহত্তং পাপুণি, আয়স্মা আনন্দো সোতাপত্তি
ফলে পত্তিট্ঠহি ; ভগুথেরো চ কিম্বিলথেরো চ অপরভাগে বিপঅনং
বজেহা অরহত্তং পাপুণিঃসু, দেবদত্তো পোথু জ্জনিকং ইন্ধিঃ পত্তো ।

৯। অতঃপর তাঁহারা উপালিকে লইয়া ভগবান সমীপে উপস্থিত
হইলেন । বাইয়া ভগবানকে কহিলেন— “ভন্তে, আমরা শাক্য মাত্রই
অভিমানী, এ আমাদের বহুদিনের পরিচারক, প্রথমতর ইহাকে প্রত্ৰজ্যা
প্রদান করুন, আমরা প্রথমেই ইহাকে অভিবাদনাদি করিব; এইরূপ হই-
লেই আমাদের অভিমান ধ্বংস হইবে ।” এই বলিয়া প্রথমতর তাঁহাকে
প্রত্ৰজ্যা দেওয়াইয়া পরে নিজেরা প্রত্ৰজিত হইলেন ।

১০। তাঁহাদের মধ্যে আয়ুস্মান ভদ্বিয় সেই বর্ষাবাসের মধ্যেই ত্রিবিদ্ধা
লাভী হইলেন ; আয়ুস্মান অনুরুদ্ধ দিব্যচক্ষু লাভ করিয়া পরে ‘মহাপুরুষ
বিতর্ক সূত্র’ গুনিয়া অর্হত্ত লাভ করিলেন ; আয়ুস্মান্ আনন্দ স্রোতাপত্তি
ফল লাভ করিলেন ; অন্ত সময় ভগু স্ববির ও কিম্বিল স্ববির বিদর্শন
ভাবনা বন্ধিত করিয়া অর্হত্ত লাভ করিলেন ; দেবদত্ত পৃথগ্জন ঋদ্ধি
পাইলেন ।

১১। অপরভাগে সখরি কোসস্থিয়ং বিহরন্তে সমাবক-
সজ্জা তথাগতজ মহন্তো লাভসঙ্কারো নিবন্তি—বখভৈসজ্জাদি-
হথা মনুজা বিহারং পবিসিত্বা “কুহিং সখা, কুহিং সারিপুত্তথেরো,
কুহিং মোগলানথেরো, কুহিং মহাকল্পপথেরো, কুহিং ভদ্রিয়থেরো,
কুহিং অনুরুদ্ধথেরো, কুহিং আনন্দথেরো, কুহিং ভগুথেরো, কুহিং
কিম্বিলথেরো”তি অসীতি মহাসাবকানং নিসিন্ঠানং ওলোকেহা
বিচরন্তি । “দেবদত্তথেরো কুহিং নিসিন্ঠো বা ঠিত্তো বা”তি
বস্তাপি নথি । সো চিন্তেসি—“অহং এতেহি সন্ধিং য়েব পবজিত্তো,
এতেপি খত্তিয়পবজিত্তো, অহম্পি খত্তিয়পবজিত্তো, লাভসঙ্কারহথা
মনুজা এতে পরিয়েসন্তি, মম নামং গহেতাপি নথি ; কেন নুখো
সন্ধিং একতো হুহা কং পসাদেহা মম লাভসঙ্কারং নিবন্তেয়্যন্তি ।”

১১। অনন্তর ভগবান যখন কৌশস্থিতে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন
ভগবান ও তাঁহার শ্রাবক সংঘের মহা লাভ সংকার উৎপন্ন হইয়াছিল ।
লোকেরা বজ্র-ভৈষজ্যাদি হস্তে বিহারে যাইতেন । তাঁহারা বিহারে প্রবেশ
করিয়া — “ভগবান কোথায়, শারিপুত্র স্থবির কোথায়, মোদ্গল্যায়ন স্থবির
কোথায়, মহাকল্প স্থবির কোথায়, ভদ্রিয় স্থবির কোথায়, অনুরুদ্ধ স্থবির
কোথায়, আনন্দ স্থবির কোথায়, ভগু স্থবির কোথায়, কিম্বিল স্থবির কোথায় ?”
এইরূপ বলিতে বলিতে অশীতি মহাশ্রাবক দিগের বাসস্থান সমূহ দেখিতে
দেখিতে বিচরণ করিতেন । “দেবদত্ত স্থবির কোথায় উপবিষ্ট বা স্থিত ”
এই কথা বলিবারও কেহ ছিল না । তিনি চিন্তা করিলেন— “আমি ইহাদের
সঙ্গেই প্রব্রজিত হইয়াছি ; ইহারাও ক্ষত্রিয় প্রব্রজিত, আমিও ক্ষত্রিয় প্রব্র-
জিত । মনুষ্যেরা দানীয় বস্তু হাতে করিয়া ইহাদিগকে ভাঙন করে,
আমার নাম মুখে লইবারও কেহ নাই; আমি কাহার সহিত একত্র হইয়া,
কাহাকে সন্তুষ্ট করিয়া আমার লাভ সংকার উৎপাদন করি ।”

১২ । অথচ এতদহোসি— “অয়ং খো রাজা বিশ্বিসারো পঠম দজনেবে একাদসহি নহতেহি সন্ধিং সোতাপত্তিকলে পতিট্টিতো, ন সকা এতেন সন্ধিং একতো ভবিতুং । কোসলরপ্রো চ সন্ধিং ন সকা । অয়ং খো পন রপ্রো পুত্তো অজাতসত্তু কুমারো কজ্জি শুণদোসে ন জানাতি, এতেন সন্ধিং একতো ভবিম্মামী”তি ।

১৩ । সো কোসম্বিতো রাজগহং গত্ত্বা কুমারবধং অভিনিম্মি-
‘গিত্বা চত্তারো আসিবিসে চতুসু হথপাদেসু, একং গীবায় পিলন্ধিত্বা,
একং সীসে চুম্বটকং কত্ত্বা, একং একংসং করিত্বা ইমায় অহি-
মেথলায় আকাসতো ওরুযহ অজাতসত্তুসু উচ্ছঙ্গে নিসীদিত্ত্বা
তেন ভীতেন “কোসি ত্বং”তি বৃত্তে “অহং দেবদত্তো”তি বত্ত্বা
তসু ভয়বিনোদনথায় তং অন্তভাবং পটিসংহরিত্বা সজ্জাটিপত্ত-
চীবরধরো পুরতো ঠত্ত্বা তং পসাদেত্ত্বা লাভসকারং নিব্বত্তেসি ।

১২ । অতঃপর তিনি এই চিন্তা করিলেন— “এই বিশ্বিসার রাজা ভগবানের প্রথম দর্শনেই এগার অবুত লোকের সহিত স্রোতাপত্তি ফল লাভ করিয়াছেন, ইনির সহিত মিলিতে পারিব না । কোশলরাজের সহিতও পারিব না । এই রাজপুত্র কুমার অজাতশত্রু কাহারও দোষগুণ সম্বন্ধে জানেন না, তাঁহার সহিত একত্র হইব ।”

১৩ । এই মনে করিয়া দেবদত্ত কোশম্বি হইতে রাজগৃহে গমন করিলেন । তথায় যাইয়া কুমার-বর্ণ ধারণ করিলেন, চারিটি বিষধর সর্প চারি হস্ত-পদে ও একটি গ্রীবাতে বেষ্টন করিলেন, একটি মস্তকে পাগড়ীর স্তায় বেষ্টন করিলেন, একটি শরীরে একাংশ করিলেন । এইরূপে তিনি সর্পের দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়া আকাশ পথে গমন করতঃ অজাতশত্রুর কোলের উপর গিয়া বসিলেন । অজাতশত্রু ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন— “আপনি কে ?” “আমি দেবদত্ত” এই বলিয়া তাঁহার ভয়বিনোদনের জন্ত সেই বেশ পরিবর্তন করিয়া সংঘটি পাত্র চীবর ধারী ভিক্ষুরূপে কুমারের পুরোভাগে স্থিত হইলেন । এইরূপে তাঁহাকে প্রসাদিত করিয়া লাভ সংকার উৎপাদন করাইলেন ।

সো লাভসকারাভিত্তো “অহং ভিক্ষুসঙ্ঘং পরিহরিমামী”তি পাপকং
চিন্তং উৎপাদেহা সহ চিন্তুগ্নাদেন ইচ্ছিতো পরিহায়িত্বা সখারং
বেণুবনবিহারে সরাজিকায় পরিসায় ধম্মং দেসেন্তুং বন্দিত্বা
উট্ঠায়ামনা অঞ্জলিং পগ্গয়্হ— “ভগবা ভন্তে, এতরহি জিন্নো বুদ্ধো
মহল্লকো অগ্নোঙ্গুক্কো দিট্ঠধম্মসুখবিহারং অনুয়ুগ্গতু, অহং ভিক্ষু-
সঙ্ঘং পরিহরিমামি, নীয়াদেথ মে ভিক্ষুসঙ্ঘং”তি বত্তা সখারা
খেলাসিকাবাদেন অপসাদেহা পটিক্খিত্তো অনত্তমনো ইমং পঠমং
তথাগতে আঘাতং বন্ধিত্বা পক্কমি ।

১৪ । অথস্ম ভগবা রাজগহে পকাসনীয়কম্মং
কারেসি । * সো “পরিচ্ছতোদানি অহং সমণেন গোতমেন,

দেবদত্ত লাভ সংকার দ্বারা অভিভূত হইয়া চিন্তা করিলেন— “আমি
ভিক্ষুসংঘ পরিচালনা করিব ।” এই পাপ-চিন্তা উৎপাদনের সঙ্গে
সঙ্গেই তাঁহার ঋদ্ধি পরিহীন হইল । অনন্তর একদিবস ভগবান
বেণুবন বিহারে পৃথগ্জন পরিসদের মধ্যে বসিয়া ধর্ম দেশনা করিতে-
ছিলেন । সেই ধর্মদেশনার সময় দেবদত্ত ভগবানকে বন্দনা করিয়া
আসন হইতে উঠিলেন এবং অঞ্জলি বদ্ধ হইয়া কহিলেন— “ভন্তে ভগবন,
আপনি এখন জীর্ণ, বৃদ্ধ ও বয়সাধিকা হইয়াছেন ; এই হইতে আপনি
নিবিবিধি চিন্তে অবশিষ্ট জীবন সুখে বাস করুন, আমি ভিক্ষুসংঘ পরি-
চালনা করিব, ভিক্ষুসংঘের ভার আমাকে প্রদান করুন । ভগবান তাঁহাকে
শ্লেষ বাক্যে তিরস্কার করিয়া তাঁহার কথা প্রতিক্ষেপ করিলেন । দেবদত্ত
তিরস্কৃত হইয়া দুঃখিত মনে ভগবানের প্রতি এই প্রথম শক্রতা পোষণ
করিয়া প্রস্থান করিলেন ।

১৪ । অতঃপর ভগবান রাজগৃহে তাঁহাকে ‘প্রকাশনীয়’ নামক দণ্ডকর্ম প্রদান
করিলেন । তিনি ভাবিলেন— “শ্রমণ গোতম আমাকে পরিত্যাগ করিলেন,

ইদানিঞ্চ অনথং করিষ্যামী”তি অজাতশত্রুঃ উপসংকমিত্বা আহ--“পূর্বে
 খো কুমার, মনুষ্যা দীর্ঘায়ুকা, এতরহি অন্নায়ুকা, ঠানং খো পনেতং
 বিজ্জতি যং ত্বং কুমারোব সমানো কালং করেয়্যাসি, তেন হি ত্বং
 কুমার পিতরং হস্তা রাজা হোহি, অহং ভগবন্তং হস্তা বুদ্ধো ভবি-
 ষ্যামী”তি বদ্বা তস্মিৎ রজ্জ পতিট্ঠিতে তথাগতঞ্চ বধায় পুরিসে
 পয়োজ্জেত্বা তেহু সোতাপত্তিকলং পত্বা নিবতেহু সয়ং গিঞ্চকূটং অভি-
 ক্লেহিত্বা “অহমেব সমগং গোতমং জীবিতা বোরোপেষ্যামী”তি সিলং
 পবিঞ্জিত্বা কুধিকল্পাদকম্মং কহ্বা ইমিনাপি উপায়েন মারেতুং
 অসকোন্তো পুন নালাগিরিং বিসজ্জাপেসি । তস্মিৎ আগচ্ছন্তে
 আনন্দথেরো অন্তনো জীবিতং সখু পরিচ্ছজিত্বা পুরতো অট্ঠাসি ।

এখন তাঁহার অনর্থ করিব ।” এই চিন্তা করিয়া দেবদত্ত অজাতশত্রুর
 নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন— “কুমার, পূর্বে ছিল মানুষের
 দীর্ঘায়ু, এখন হইয়াছে অন্নায়ু, হয়তঃ এমন কোন কারণও বিদ্যমান থাকিতে
 পারে, যে হেতু নাকি আপনার কুমার অবস্থাতেই মৃত্যু ঘটিতে পারে ।
 তাই বলিতেছি কুমার, আপনার পিতাকে বধ করিয়া আপনি রাজা
 হউন, আর আমি বুদ্ধকে হত্যা করিয়া বুদ্ধ হইব ।” অজাতশত্রু
 রাজা হওয়ার পর তথাগতকে বধ করিবার জন্য দেবদত্ত কয়েকজন লোক
 নিযুক্ত করিলেন । তাঁহারা সকলেই স্রোতাপত্তিকল প্রাপ্ত হইয়া সেই হত্যা
 কাণ্ড হইতে বিরত হইলেন । দেবদত্ত “আমিই শ্রমণ গোতমের জীবন
 নাশ করিব” এই মনে করিয়া স্বয়ং গৃধকূট পর্বতে আরোহণ পূর্বক শিলা
 নিক্ষেপ করিলেন । [শিলার ক্ষুদ্র কণার আঘাতে] ভগবানের পা হইতে
 [একবিন্দু] রক্ত বিগলিত হইল । এই উপায়েও বুদ্ধকে বধ করিতে না
 পারিয়া পুনরায় নালাগিরি হস্তী ছাড়িয়া দেওয়াইলেন । হস্তী আসিবার
 কালীন আনন্দ স্ববির নিজের জীবন বুদ্ধের জন্য বিসর্জন দিয়া বুদ্ধের
 পুরোভাগে স্থিত হইলেন ।

১৫। সখা নাগং দমেত্বা নগরা নিষ্কমিত্বা বিহারং আগস্ত্বা
 অনেকসহস্রেহি উপাসকেহি অভিহট মহাদানং পরিভূঞ্জিত্বা তস্মিং
 দিবসে সন্নিপতিতানং অর্টারসকোটিসম্ভাতানং রাজগৃহবাসীনং আনু-
 পুঙ্কিকথং কথিত্বা চতুরাসীতিয়া পাণসহস্রানং ধম্মাভিসময়ে জাতে,
 “অহো, মহাগুণো আয়স্মা আনন্দো তথারূপে নাম হিথিনাগে
 আগচ্ছন্তে অন্তনো জীবিতং পরিচজ্জিত্বা সখু পুরতো অর্টাসী”তি
 থেরস্স গুণকথং সূত্বা “ন ভিক্ষবে, ইদানেব পুন্বেপেস মমথায়
 জীবিতং পরিচজ্জিয়েবা”তি বত্বা ভিক্ষুহি যাচিতো চুলহংস মহা-
 হংস ককটকজাতকানি কথেসি।

১৫। বুদ্ধ হস্তীকে দমন করিলেন এবং নগর হইতে বাহির হইয়া
 বিহারে চলিয়া আসিলেন। বিহারে বহু সহস্র উপাসকেরা যে সমস্ত দানীয়
 বস্তু নিয়া আসিয়াছেন, ভগবান সেই মহাদান পরিভোগ করিলেন।
 সেই দিবসে রাজগৃহবাসী আঠার কোটি লোক সমবেত হইয়াছিলেন।
 ভগবান তাঁহাদিগকে আনুপুঙ্কিক ভাবে ধর্মদেশনা করিলেন। ধর্ম শুনিয়া
 চুরাশি হাজার প্রাণীর ধর্মজ্ঞান হইয়াছিল। ভিক্ষুরা আনন্দ স্ববিরের গুণ
 কীর্তন করিতে লাগিলেন— “অহো, আয়ুস্মান্ আনন্দ মহাগুণ সম্পন্ন, এমনতর
 প্রকাণ্ড হাতী আদিবার কালীন নিজের জীবন পরিত্যাগ করিয়া
 ভগবানের পুরোভাগে স্থিত হইলেন!” স্ববিরের এই গুণ-কথা শুনিয়া
 ভগবান কহিলেন— “হে ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নয়, পূর্বেও সে আমার
 জন্ত জীবন ত্যাগ করিয়াছিল।” সেই অতীত কাহিনী প্রকাশ করিয়া
 বলিবার জন্ত ভিক্ষুগণ প্রার্থনা করাতে ভগবান চুলহংস, মহাহংস ও ককট
 জাতকাদি কহিলেন।

১৬। দেবদন্তুআপি কস্যং নেব পাকটং অহোসি তথা রূপেণ
 মারাপিতত্তা, ন বধকানং পয়োজিতত্তা, ন সিলায় পবিদ্ধতা ;
 পাকটং অহোসি যথা নালাগিরি হৃথিনো বিম্বজ্জিতত্তা, তদা হি
 মহাজনো— “রাজাপি দেবদন্তেনেব মারাপিতো, বধকা পয়োজিতা,
 সিলাপি অপবিদ্ধা । ইদানি পন তেন নালাগিরি বিম্বজ্জাপিতো
 এবরূপং নাম পাপকং গহেত্তা রাজা বিচরতী”তি কোলাহলমকাসি ।
 রাজা মহাজনস্য কথং শ্রুত্বা পঞ্চথালিপাকসতানি নীহরাপেত্তা ন
 পুন তস্মুপট্টানং অগমাসি । নাগরাপিম্ব কুলং উপগতস্য ভিক্ষা-
 মন্তুস্পি ন অদংসু ।

১৭। সো পরিহীন লাভসংকারো কোহপ্ৰেণ জীবিতুকামো

১৬। দেবদন্তু রাজার প্রাণবধ করাইল, ভগবানের প্রাণ নাশের জন্তু
 বধক নিয়োজিত করিল, শিলা ক্ষেপণ করিল ; এইসব করাতেও জন-সমাজে
 তাহার কৰ্ম্ম সম্বন্ধে তত প্রকাশ পায় নাই ; কিন্তু যখন নালাগিরি হস্তী
 ছাড়িয়া দেওয়াইল, তখনই তাহার কৰ্ম্ম সমূহ বিশেষ ভাবে প্রকাশ হইয়া
 পড়িল । তখন সকলেই এই বলিয়া কোলাহল করিতে লাগিল—
 “দেবদন্তু রাজাকেও বধ করিয়াছে, ভগবানের জন্তু বধক নিয়োজিত করি-
 য়াছে, শিলাও ক্ষেপণ করিয়াছে, এখন আবার নালাগিরি ছাড়িয়া দিয়াছে,
 এরূপ পাপীকে লইয়াও নাকি রাজা বিচরণ করে !” রাজা লোকজনের
 এইসব কথা শুনিয়া, মঙ্গলাদি দিবসে দেবদন্তুর জন্তু যেই পাঁচশত পাতিল
 ভাত দেওয়া হইত, তাহা বন্ধ করিয়া দিলেন । পুনরায় তিনি আর
 তাহার সেবার্থ আসিলেন না । ভিক্ষার জন্তু উপস্থিত হইলেও নগরবাসীরা
 তাহাকে ভিক্ষা দিলেন না ।

১৭। দেবদন্তুর লাভ সংকার পরিহীন হইল । অগত্যা কুহক
 ভানের দ্বারা [বক-ধাঙ্গিকের দ্বারা] জীবিকা নিৰ্ব্বাহ করিবার মানসে

সংসার উপসংকমিত্বা পঞ্চবখুনি যাচিহ্না ভগবতা—“অলং দেবদত্ত, যো ইচ্ছতি সো আরণ্যকো হোতু”তি পটিক্ষিত্তো । “কআবুসো বচনং সোভনং, কিং তথাগতস্ত উদাহ মম বাতি ? অহং হি উক্কট্টবসেন এবং বদামি—‘সাধু ভন্তে, ভিক্ষু যাবজ্জীবং আরণ্যকা অঙ্গু, পিণ্ডপাতিকা, পংসুকুলিকা, রুক্ষমূলিকা, মচ্ছ-মংসং ন খাদেয়ুস্তি’ যো দুস্বা মুঞ্চিতুকামো সো ময়া সন্ধিং আগচ্ছতু”তি বহ্না পক্কামি । তস্ত বচনং স্ত্বহ্না একচ্চে নবক-পক্কজিতা মন্দবুদ্ধিনো—“কল্যাণং দেবদত্তো আহ, এতেন সন্ধিং বিচরিস্সামা”তি তেন সন্ধিং একতো অহেসুং ।

ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া পঞ্চ বিষয় যাক্ষা করিলেন । ভগবান কহিলেন—“দেবদত্ত, নিপ্রয়োজন, যে ইচ্ছা করে সে অরণ্যবাসী হউক ।” এই বলিয়া প্রতিক্ষেপ করিলেন । তখন দেবদত্ত ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—“আবুস, কাহার কথা মনোজ্ঞ, কি তথাগতের, না আমার ? আমি উৎকৃষ্ট বশে এরূপ বলিতেছি—‘ভাল ভন্তে, (১) ভিক্ষুগণ যাবজ্জীবন অরণ্যে বাস করিবেন, (২) ভিক্ষা করিয়া খাইবেন ; (৩) পাংসুকুল বা ধূলা মাটিতে যেই কাপড় কুড়াইয়া পাইবেন কেবল তাহাই পরিধান করিবেন ; (৪) বৃক্ষমূলে বাস করিবেন ; (৫) কখনও মাছ-মাংস খাইবেন না ।’ যে দুঃখ হইতে মুক্ত হইতে ইচ্ছা কর, সে আমার সঙ্গে আস ।” এই বলিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন । দেবদত্তের কথা শুনিয়া নূতন প্রব্রজ্যা লব্ধ কোন কোন মন্দবুদ্ধি সম্পন্ন ভিক্ষুরা এইরূপ চিন্তা করিলেন—“দেবদত্ত, ভালইত বলিতেছেন, আমরা ইনির সহিত বিচরণ করিব ।” এই বলিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন ।

১৮। ইতি সো পঞ্চসতেহি ভিক্ষুহি সচ্চিঃ তেহি পঞ্চহি
 বঞ্চুহি লুখণসন্নং জনং সপ্রাপেস্তো কুলেস্থু বিপ্রাপেস্তা বিপ্রা-
 পেস্তা ভুঞ্জস্তো সজ্জভেদায় পরকমি । সো ভগবতা—“সচ্চং কির
 ঙ্গং দেবদত্ত, সজ্জভেদায় পরকমসি চক্রভেদায়া”তি পুটেটা “সচ্চং”তি
 বহ্বা “গরুকো খো দেবদত্ত, সজ্জভেদো”তি আদীহি ওবদিতোপি
 সঞ্চু বচনং অনাদিয়িত্বা পঞ্চস্তো আয়স্মন্তুঃ আনন্দং রাজগৃহে পিণ্ডায়
 চরন্তুঃ দিস্বা—“অজ্জতগ্গে জানাহং আবুসো আনন্দ অপ্রত্নেব
 ভগবতা অপ্রত্ন ভিক্ষুসজ্জেন উপোসথং করিমামি সজ্জকম্মং করি-
 মামী”তি আহ ।

১৯। থেরো তমথং ভগবন্তুঃ আরোচেসি । তং বিদিত্বা
 সথা উগ্গন্ন ধম্মসংবেগো হুত্বা “দেবদত্তো সদেবকম্ম লোকম্ম অনথ-

১৮। এইরূপে দেবদত্তের পাঁচশত ভিক্ষু জুটিয়া গেল । তিনি সেই
 পাঁচশত ভিক্ষুর সহিত সেই পাঁচটি বিষয় সম্বন্ধে মননবুদ্ধি সম্পন্ন লোক
 গুলাকে বুঝাইয়া তাহাদের হইতে যাক্সা করিয়া করিয়া খাইতে লাগিলেন ।
 সেই সঙ্গে সঙ্গে তিনি সংঘ-ভেদের জ্ঞাণ ও পরাক্রম করিলেন । ভগবান
 জিজ্ঞাসা করিলেন— “সত্য নাকি দেবদত্ত, তুমি সংঘভেদ, চক্রভেদের
 জ্ঞাণ পরাক্রম করিতেছ ?” দেবদত্ত উত্তর দিলেন— “হাঁ, সত্য ।” ভগবান
 কহিলেন— “দেবদত্ত, সংঘভেদ গুরুতর কাজ ।” ইত্যাদিরূপে উপদেশ
 দিলেও ভগবানের বাক্য অগ্রাহ্য করিয়া চলিয়া গেলেন । যাইবার সময়
 রাজগৃহে আয়ুয়ান্ আনন্দকে পিণ্ডাচরণে দেখিতে পাইয়া কহিলেন— “আবুস
 আনন্দ, অণু হইতে জানিয়া রাখ ভগবান ও ভিক্ষুসংঘকে বাদ দিয়া উপো-
 সথ করিব ও সংঘকর্ম করিব ।”

১৯। স্থবির সেই কথা ভগবানকে জানাইলেন । তাহা জ্ঞাত হইয়া
 ভগবানের ধর্ম সংবেগ উৎপন্ন হইল । “দেবদত্ত দেব-মনুষ্যলোকের এই অনর্থ

নিম্নিতং অন্তনো অবীচিমিহ পচনক কস্যং করোতী”তি পরিবিত্তকেন্দ্রা—

“সুকরানি অসাধুনি অন্তনো অহিতানি চ,

যং চে হিতঞ্চ সাধুঞ্চ তং বে পরমদুষ্করং”তি ।

ইমং গাথং বহা পুন ইমং উদানং উদানেসি :—

“সুকরং সাধুনা সাধু সাধু পাপেন দুষ্করং,

পাপং পাপেন সুকরং পাপমরিয়েহি দুষ্করং”তি ।

২০ । অথ খো দেবদত্তো উপোসথদিবসে অন্তনো
পরিসাম্য সঙ্ঘিঃ একমন্তুঃ নিসীদিহা— “যস্মিনানি পঞ্চবথ নি

করার দরুণ নিজকে অবীচিত্তে পক্ষ করার কারণ করিতেছে ।” এই চিন্তা
করিয়া ভগবান সংবেগ চিন্তে এই উদান গাথা ভাষণ করিলেন :—

“আপন অহিত অন্ত যাহা

করম করিতে সুকর তাহা ;

মঙ্গল কুশল করম যাহা

সাধিতে পরম দুষ্কর তাহা ।”

এই গাথা কহিয়া পুনরায় এই উদান গাথা ভাষণ করিলেন :—

“সাধুজনে সাধুকাজ করিতে সুকর,

পাপীজনে সাধুকাজ করিতে দুষ্কর ;

পাপীজনে পাপকাজ করিতে সুকর,

আর্ধ্যগণে পাপকাজ করিতে দুষ্কর ।”

২০ । অতঃপর দেবদত্ত উপোসথ দিবসে আপন পরিষদের সহিত কোনও
এক স্থানে উপবেশন করিয়া কহিলেন— “যাহার এই পাঁচটি বিষয়

ধমন্তি সো সলাকং গণহতু”তি বহা পঞ্চসতেহি বর্জিপুত্রকেহি নবকেহি
 অগ্নকতপ্রুহি সলাকায় গহিতায় সজ্জং ভিন্দিহা তে ভিক্ষু আদায়
 গয়াসীসং অগমাসি । তত্র তথ গতভাবং সূত্রা সখা তেসং ভিক্ষুনাং
 আনয়নথায় ষে অগ্নসানকে পেসেসি । তে তথ গন্তা
 আদেসনা পাটিহারিয়ানুসাসনিয়া চ ইন্ধি পাটিহারিয়ানুসাসনিয়া
 চ অনুসাসস্তা তে অমতং পায়েহা আদায় আকাসেনাগমিংসু ।

২১ । কোকালিকো পি খো—“উঠেইহি আবুসো দেবদত্ত, নীতা
 তে ভিক্ষু সারিপুত্রমোগল্লানেহি, ননু ত্বং ময়া বুত্তো ‘মা আবুসো,
 সারিপুত্রমোগল্লানে বিজ্ঞাসী’তি । পাপিচ্ছা সারিপুত্রমোগল্লানা
 পাপিকানং ইচ্ছানং বসং গতা”তি বহা জন্মুকেন হৃদয়মঙ্কে পহরি ।

মনোনীত হয় সে শলাকা [টিকেট] গ্রহণ কর।” নূতন প্রব্রজিত অন্নবুদ্ধি
 সম্পন্ন পাঁচশত বর্জিপুত্র শলাকা গ্রহণ করিলেন । দেবদত্ত সেই ভিক্ষু-
 গণকে লইয়া সংঘভেদ করিয়া গয়াশিরে আগমন করিলেন । তিনি তথায়
 গিয়াছেন শুনিয়া সেই ভিক্ষুগণকে আনিবার জন্ত ভগবান অগ্রশ্রাবকদ্বয়কে
 পাঠাইয়া দিলেন । তাঁহারা তথায় যাইয়া প্রাতিহার্য্য বৃত্ত দেশনা অনুশাসন
 দ্বারা ও ঋদ্ধি প্রাতিহার্য্য অনুশাসন দ্বারা অনুশাসন করতঃ ভিক্ষুগণকে
 অর্হকপদ প্রাপ্তি করাইলেন এবং তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া আকাশ মার্গে
 আগমন করিলেন ।

২১ । তখন কোকালিক * যাইয়া দেবদত্তকে সংবাদ দিল—“আবুস
 দেবদত্ত, শয্যা ত্যাগ কর, শারিপুত্র-মৌদগল্যায়ন তোমার ভিক্ষুগণকে লইয়া
 যাইতেছে ; আমি নাকি তোমাকে বলিয়াছিলাম—‘আবুস, শারিপুত্র-মৌদগ-
 ল্যায়নকে বিশ্বাস করিও না ; তাহারা পাপ ইচ্ছা পরায়ণ, পাপ ইচ্ছার
 বশীভূত ।’ এই বলিয়া সে জানুরদ্বারা দেবদত্তের হৃদয়ে প্রহার করিল ।

* দেবদত্তের অগ্রশ্রাবক ।

তন্ন তথৈব উগ্ৰং লোহিতং মুখতো উগ্গচ্ছি । অয়ম্মন্তুঃ পন
সারিপুত্রং ভিক্ষুসঙ্ঘপরিবৃতং আকাসেনাগচ্ছন্তুঃ দিস্বা ভিক্ষু
আহংসু— “ভন্তে, আয়স্মা সারিপুত্রো গমনকালে অভূতুতিয়ো
গতো, ইদানি মহাপরিবারো আগচ্ছন্তো সোভতী”তি ।

সখা— “ন ভিক্ষবে, ইদানেব, তিরচ্ছানয়োনিয়ং নিব্বত্ত-
কালেপি মম পুত্রো মম সন্তিকং আগচ্ছন্তো সোভতি য়েবা”তি
বহা—

“হোতি সীলবতং অখো পটিসম্ভারবুদ্ধিনং.

লক্ষণং পন্ন আয়স্তুং এগাতিসঙ্ঘ পুরক্কতং ;

অথ পন্নসিমং কালং সুবিহীনং ব এগাতিহী”তি ।

সেখানেই দেবদত্তের মুখ দিয়া গরম রক্ত বমি হইল । ভিক্ষুসংঘ পরিবৃত
হইয়া আয়ুস্মান্ শারিপুত্রকে আকাশ মার্গে আসিতে দেখিয়া ভিক্ষুগণ
ভগবানকে কহিলেন— “ভন্তে, আয়ুস্মান্ শারিপুত্র যাইবার সময় সঙ্গে
করিয়া একজন মাত্র নিষাচ্ছিলেন, কিন্তু এখন বহুজন পরিবৃত হইয়া আসি-
বার কালীন শোভা পাইতেছে ।”

ভগবান কহিলেন— “ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নয়, পশুকুলে উৎপন্ন
হইয়াও আমার পুত্র আমার নিকট আসিবার কালীন শোভা পাইয়াছিল ।”
এই বলিয়া লক্ষণমুগ জাতক বর্ণনার পর এই গাথাটি কহিলেন :—

“সদাচারী সদালাপী উপদেষ্টা জন,

ইহ-পর লোকে হয় কল্যাণ ভাজন ।

লক্ষণ ফিরিছে, হের, জ্ঞাতিগণ সাথে,

হয়নি বিনষ্ট কেহ পথে যাতায়াতে ।

কিন্তু কালমুগে সবে কর ধরশন,

আসিতেছে পরিহীন হয়ে জ্ঞাতিগণ ।”

ইদং জাতকং কথেসি ।

২২ । পুন ভিক্ষুহি— “ভন্তে, দেবদত্তো কির ধ্বে অগ্গসাবকে উত্তোশু পশ্বেশু নিসীদাপেত্তা ‘বুদ্ধলীলায় ধন্যং দেসিআমী’তি তুমহাকং অনুকিরিয়ং করী”তি বুত্তে—

“ন ভিক্ষবে, ইদানেব, পুবেপেস মম অনুকিরিয়ং কাতুং বায়মি, ন পন সঙ্খী”তি বত্তা—

“অপি বীরক পশ্বেসি সকুনং মঞ্জুভাগকং,
ময়ুরগীবসংকাসং পতিং ময়হং সবিট্ঠকং ।”

“উদক থল চরশ পঙ্খিনো নিচ্চং আমক মচ্ছ ভোজিনো,
তআশুকরং সবিট্ঠকো সেবালে পলিগুত্তিতো মত্তো”তি ।

২২ । পুনরায় ভিক্ষুগণ কহিলেন— “ভন্তে, দেবদত্ত ‘বুদ্ধলীলায় ধন্য-
দেশনা করিব’ এই মনে করিয়া অগ্রশ্রাবকদ্বয়কে তাহার উত্তর পাশ্বে
বসাইয়া আপনার অনুকরণ করিয়াছিল ।” ভিক্ষুরা এইরূপ বলিলে ভগবান
বলিলেন :—

“ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে, পূর্বেও সে আমার অনুকরণ করি-
বার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু পারে নাই ।” এই বলিয়া সেই পুরাতন
কাহিনী বীরক জাতক কহিলেন এবং অবসানে এই গাথা দুইটি কহিলেন :—

“মধুর ভাষী ময়ুর-গ্রীব পতি মম সবিট্ঠক,
নেখেছ যদি, বলগো মোরে, কোথা তিনি হে বীরক !”

বীরক কহিল :— “ভলে স্থলে বিচরে পাখী,

সর্বদা কাঁচা মৎস্ত ভোজী ।

সবিট্ঠক অনুকরণ করিয়া তাহার মতন,

শৈবালে জড়িয়া তার ঘটিল মরণ ।”

আদিনা জাতিকং কথেন্না অপরাপরেসুপি দিবসেসু তথাকুপি-
মেব কথং আরবু :—

“অচরি বতায়ং বিতুদং বনানি
কট্টঙ্গকঙ্কেষু অসারকেষু,
অথাসদা খদিরং জাতসারং
যথাবুদা গরুলো উত্তমঙ্গং”তি ।

“লসী চ তে নিফলিতা মথকো চ বিদালিতো,

সব্বা তে কামুকা ভগ্গা অঙ্গু খো হং বিরোচসী”তি চ ।

এবমাদীনি জাতকানি কথেসি ।

২৩ । পুন অকতঞ্জু দেবদত্তোতি কথং আরবু :—

এই জাতক কথিয়া পরে পরে অন্যান্য দিবসেও সেইরূপ কথা
প্রসঙ্গেই কন্দগলক জাতক ও বিরোচন জাতক বর্ণনা করিয়া এই গাথাটির
কথিলেন :—

“অসার কাঠের বনে করি বিচরণ,
চঞ্চুদিয়া করিয়াছে তাহা বিদারণ;
কিছু যবে সারবান খদিরে ঘা দিল,
গরুড়ের তুণ্ড-শির বিচূর্ণ হইল ।”

“মস্তক তব বিদলিত, মস্তিষ্ক হল বিগলিত,
সকল অস্থি চূর্ণীকৃত, আজ হলেরে বিরোচিত ।”

২৩ । পুনরায় দেবদত্তের অকৃতজ্ঞতা সম্বন্ধে জব্বশকুন জাতকটি কথিয়া
এই গাথাটির ভাষণ করিলেন :—

“অকরমহস তে কিচ্চং যং বলং অহবমহসে,
মিগরাজ নমোত্যথু অপি কিঞ্চি লভামসে।”

“মম লোহিত ভক্ষয় নিচ্চং লুদানি কুব্বতো,
দন্তস্তুরগতো সন্তো তং বহুং যমিহ জীবসী”তি।

আদীনি জাতকানি কথেসি। পুন বধায় পরিসকনং পনজ
আরহু :—

“এগাতমেতং কুরঙ্গয় যং ত্বং সেপল্লি সেয়াসি,
অপ্রং সেপল্লিং গচ্ছামি ন মে তে কচ্চতে ফলং”তি।

আদীনি জাতকানি কথেসি।

“নমস্কার মৃগরাজ, যথাশক্তি তবকাজ
করেছিগু, হয় কি স্বরণ ?

প্রতিদান কিছুতার ভাগ্যে আছে কি আমার
জ্ঞানিতে উৎসুক বড় মন।”

মৃগরাজ কহিল :— “নিত্য করি পশুবধ রক্তপান তরে,
প্রবেশিয়া তুই মম দন্তের ভিতরে ;
তবুও তুই যে গুহে, আছিস্ বাচিয়া,
এই বহু প্রতিদান, ঠাখরে ভাবিয়া।”

পুনরায় বধের উপক্রম করার কথা শ্রবণে কুরঙ্গমৃগ জাতক কহিয়া
এই গাথাটি বলিলেন :—

“গুহে সপ্তপর্নী, আজি কেলিতেছ কল যাহা,
কুরঙ্গ মৃগের কাছে অবিদিত নছে তাহা ;
সেই হেতু চলিলাম অন্ত সপ্তপর্নী তলে,
কিছু মাত্র কচি মম নাছি তব এই ফলে।”

২৪ । এবং রাজগৃহে বিহরন্তো পুন উভতো পরিহীনো
দেবদত্তো লাভসকারতো চ সামপ্রতো চাতি কথাসু পবন্তমানাসু—
“ন ভিক্ষবে, ইদানেব পুৰ্ব্বপেস পরিহীনো য়েবা”তি বহা—

“অস্মি ভিন্না পটো নটেটা সখীগেহে চ ভগুনং,
উভতো পদুট্টকস্মন্তো উদকমিহ খলমিহ চা”তি ।

আদীনি জাতকানি কথেসি । এবং রাজগৃহে বিহরন্তো
দেবদত্তং আরবু বহুনি জাতকানি কথেক্বা রাজগৃহতো সাবখিং
গম্বা, জেতবনবিহারে বাসং কপ্পেসি ।

২৪ । এইরূপে ভগবান রাজগৃহে অবস্থান কালীন দেবদত্তের লাভ-
সংকার ও শ্রামণ্যধর্ম এই উভয়ের পরিহীন হওয়াতে সেই কথা লইয়া
ভিক্ষুদের মধ্যে আলোচনা হইতে লাগিল । তখন ভগবান কহিলেন—
“ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে পূর্বেও তাহার এইরূপ পরিহীন হইয়াছিল ।”
এই বলিয়া সেই পূর্ব কাহিনী উভতোত্রষ্ট জাতক কহিলেন । জাতক
বলার পর এই গাথাটি কহিলেন :—

“পতির গেল চক্ষুগল, বন্ধুচুরী আর,
সখীর ঘরে বিবাদ করি পত্নী খায় মার;
বড়শী জীবী প্রদুষ্ট মনে অগ্নায় আচারী;
জলে স্থলে দুই দিকেতে বিপত্তি হল ভারি ।

ভগবান রাজগৃহে অবস্থান কালীন দেবদত্ত সপক্ষে এইরূপ অনেক-
গুলি জাতক কহিয়া রাজগৃহ হইতে শ্রাবস্তীতে গেলেন । তথায় তিনি
জেতবন বিহারে বাস করিতে লাগিলেন ।

২৫ । দেবদত্তোপি খো নবমাসে গিলানো, পচ্ছিনে কালে
সথারং দট্টুকামো ছহা অন্তনো সাবকে আহ— ‘অহং সথারং
দট্টুকামো, তং মে দন্তেথা”তি বুত্তে—

“বং সমথকালে সথারা সন্ধিং বেরী ছহা অচরি, ন ময়ং
তং তথ নেদ্রামা”তি বুত্তে—

“মা মং নাসেথ, ময়া সথরি আঘাতো কতো সথু পন
ময়ি কেসঙ্গমত্তোপি আঘাতো নথি । সো হি ভগবা—

“বধকে দেবদত্তমিহ চোরে অঙ্গুলি মালকে,
ধনপালে রাহুলে চেব সবথ সম মানসো”তি ।

২৫ । দেবদত্তও নাকি নয়মাস যাবৎ পীড়িত অবস্থায় থাকিয়া অন্তিম
কালে ভগবানকে তাঁহার দেখিবার ইচ্ছা উৎপন্ন হইল । তিনি তাঁহার
শ্রাবকগণকে কহিলেন— “আমি ভগবানকে দেখিতে ইচ্ছা করি, তাঁহাকে
আমায় দেখাও ।”

তাঁহার কথা শুনিয়া শ্রাবকেরা কহিল— “তোমার যখন শক্তি ছিল,
তখন ভগবানের সহিত শক্রতা আচরণ করিয়াছ ; আমরা তোমাকে তথায়
নিবনা ।”

“আমাকে নাশ করিও না, আমি ভগবানের প্রতি শক্রতা পোষণ
করিলেও, ভগবান্ কিঙ্ক আমার প্রতি কেশাগ্রমাত্রও শক্রতা পোষণ করেন
নাই । সেই ভগবানই একসময় বলিয়াছিলেন :—

“বধক দেবদত্ত যেমন,
চোর অঙ্গুলীমালা তেমন ;
ধনপাল, রাহুলও আর,
সর্বত্র সম চিত্ত আমার ।”

“দম্বেথ মে তং ভগবন্তুঃ”তি পুনঃপুনঃ যাচি ।

২৬ । অথং নং তে মঞ্চকেনাদায় নিব্বমিঃসু । তস্ম আগ-
মনং সুহা ভিক্ষু সখু আরোচেসুঃ— “ভস্তু, দেবদত্তো কির
তুমহাকং দম্মনথায় আগচ্ছতী”তি ।

“ন ভিক্ষবে, সো তেনত্তভাবেন মং পম্মিতুং লভিম্মতী”তি ।

ভিক্ষু কির পঞ্চমং বখু নং আয়াচিতকালতো পট্টায় পুন
বুদ্ধে দট্টুং ন লভম্মি, অয়ং ধম্মতা ।

“অম্মকট্টানং চ অম্মকট্টানং চ আগতো ভস্তু”তি ।

“যং ইচ্ছতি তং করোতু ; ন সো মং ভিক্ষবে, পম্মিতুং
লভিম্মতী”তি ।

“ভস্তু, ইতো বোজনমত্তং আগতো, অড্ঢয়োজনং,

“আমায় সেই ভগবানকে দেখাও ।” এই বলিয়া তিনি পুনঃপুন
যাক্কা করিতে লাগিলেন ।

২৬ । অতঃপর তাহারা তাঁহাকে মঞ্চকের উপর লইয়া বাহির হইল ।
দেবদত্ত আসিতেছেন, এই সংবাদ শুনিয়া ভিক্ষুগণ ভগবানকে কহিলেন—
“ভস্তু, দেবদত্ত না-কি আপনাকে দেখিবার জন্ত আসিতেছে ।”

“ভিক্ষুগণ, তাহার এ জীবনে আমাকে দেখিতে পাইবে না ।”

ভিক্ষুরা পাঁচটি বিষয় যাক্কা করা অবধি পুনঃ আর বুদ্ধের দর্শন
পায় না ; এইটা ধম্মতঃ নিয়ম ।

“ভস্তু, সে অম্মক অম্মক স্থানে আসিয়াছে ।”

“ভিক্ষুগণ, ওর যাহা ইচ্ছা তাহা করুক ; সে কির আমার দর্শন
লাভ পাইবে না ।”

“ভস্তু, সে জেতবন হইতে এক বোজন ব্যবধানে আসিয়াছে, অর্কি বোজন,

গাবুতং, জেতবন পোক্করনী সমীপং আগতো”তি ।

“সচে অন্তো জেতবনংপি পবিসত্তি নেব মং পল্লিতুং
লভিসত্তী”তি ।

২৭ । দেবদত্তং গহেহা আগতা জেতবনপোক্করনীতীরে
মঞ্চং ওতারেহা পোক্করনিং নহায়িতুং ওতরিংসু । দেবদত্তোপি
খো মঞ্চতো বুট্টায় উভো পাদে ভূমিয়ং ঠপেহা নিসীদি । পাদা
পঠবিং পবিসিংসু । সো অনুকমেন যাব গোপ্ফকা, যাব জন্নুকা,
যাব কটতো, যাব খনতো, যাব গীবতো পবিসিত্তা হনুকট্টিকম্ম
ভূমিয়ং পতিট্টিত কালে :—

এক গব্যুতি *, জেতবন পুক্করিনীর সমীপে আসিয়াছে ।”

যদিও বা সে জেতবন অভ্যন্তরেও প্রবেশ করে, তথাপি সে আমার
দর্শন লাভ পাইবে না ।”

২৭ । দেবদত্তকে লইয়া যাহারা আসিয়াছে, তাহারা জেতবন পুক্করিনীর
তীরে মঞ্চ নামাইয়া রাখিয়া স্নান করিবার জন্য পুক্করিনীতে অবতরণ
করিল । দেবদত্তও নাকি মঞ্চ হইতে উঠিয়া পাদদ্বয় ভূমিতে রাখিয়া
বসিলেন । তখন তাহার পাদদ্বয় পৃথিবীতে প্রবেশ করিল । অনুক্ৰমে
তাহার পায়ের গোড়ালি, জাঙ্গ, কটি, স্তন ও গ্রীবা পর্য্যন্ত প্রবেশ করিয়া
যখন হনুকাস্থি ভূমিতে সংলগ্ন হইল তখন এই গাথাটি বলিয়া বুকের
শরণাপন্ন হইলেন :—

“ইমেহি অট্ঠীহি তমগাপুঙ্গলঃ
 দেবাতিদেবঃ নরদম্ম সারথিঃ,
 সমস্তচক্ষুঃ সতপুঞ্জলক্ষণঃ
 পাণেহি বুদ্ধঃ সরণং গতোস্মী”তি ।

উমং গাথমাহ ।

২৮ । উদং কির ঠানং দিস্বা তথাগতো দেবদত্তং পব্বাজেসি ।
 সচে হি সো ন পব্বজিঅ গিহী হুত্বা কস্মঞ্চ ভারিয়ং অকরিঅ,
 আয়তিভবঅ চ পচ্চয়ং কাতুং ন সঙ্খিঅ । পব্বজিহা পন কিঞ্চাপি
 কস্মং ভারিয়ং করিঅতি, আয়তিভবঅ পচ্চয়ং কাতুং সঙ্খিঅ-
 তীতি । তেন তং সখা পব্বাজেসি । সো হি ইতো সতসহঅ-
 কপ্পমথকে অট্ঠিসরো নাম পচ্চেক বুদ্ধো ভবিঅতি ।
 সো পঠবিং পবিসিহা অবীচিমিহ নিব্বত্তি । নিচ্চলে বুদ্ধে

“দেবাতিদেব, সমস্তচক্ষু, নরদম্ম সারথি,
 এই ককালে শ্রীপদে তব করিতেছি প্রণতি;
 অগ্রপুঙ্গল ওহে বুদ্ধ, শত পুণ্য লক্ষণ,
 জীবন ব্যাপী শরণে তব করিতেছি গমন ।”

২৮ । এই কারণ দেখিয়া তথাগত দেবদত্তকে প্রব্রজ্যা দিয়াছিলেন ।
 যদি সে প্রব্রজ্যা গ্রহণ না করিত, তবে সে গৃহী হইয়াও গুরুতর কৰ্ম
 করিত, আর ভবিষ্যৎ জন্মেরও উদ্ধারের কোন কারণ করিতে পারিত না ।
 কিন্তু প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া গুরুকৰ্ম করিলেও ভবিষ্যৎ জন্মে উদ্ধারের
 কারণ করিতে পারিবে । তাই ভগবান তাঁহাকে প্রব্রজ্যা দিয়াছিলেন ।
 তিনি এই হইতে লক্ষকল্প পরে ‘অট্ঠিসূর’ নামক ‘পচ্চেক’ বুদ্ধ হইবেন ।
 তিনি পৃথিবীতে প্রবেশ করিয়া অবীচি নরকে উৎপন্ন হইলেন । নিচ্চল বুদ্ধের প্রতি

অপরকভাবে পন নিচলো হুয়া পচতুতি যোজনসতিকে অস্তো
অবীচিমিহ যোজন সতুবোধমেবম্ন সরীরং নিব্বত্তি । সীসং ষাব কল্প-
সঙ্ঘলিতো উপরি অয়কপালং পাবিসি, পাদা ষাব গোক্ষকা
হেট্টা অয়পঠবিয়ং পবিট্টা । মহাতালবৃক্ষ পরিমাণং অয়সূলং
পচ্ছিমভিত্তিতো নিব্বমিত্তা পিট্ঠিমক্কং ভিন্দিহা উরেন নিব্বমিত্তা
পূরথিমং ভিত্তিং পাবিসি । অপরং দক্ষিণ ভিত্তিতো নিব্বমিত্তা
দক্ষিণপম্নং ভিন্দিহা উত্তরপম্নেন নিব্বমিত্তা উত্তর ভিত্তিং পাবিসি ।
অপরং উপরি কপল্লতো নিব্বমিত্তা মথকং ভিন্দিহা অধোভাগেন
নিব্বমিত্তা অয়পঠবিং পাবিসি । এবং সো তথ নিচলো হুয়া
পচততি ।

২৯ । ভিক্ষু— “এতুকং ঠানং আগস্তা দেবদত্তো সখারং
দট্টুং অলভিত্তাব পঠবিং পবিট্টো”তি কথং সমুট্টাপেশুং ।

অপরাধ করার দরুণ নিশ্চল ভাবে পরিপক হইবার জন্ম শত যোজন
উচ্চতা সম্পন্ন অবীচি অভ্যন্তরে তাঁহার শত যোজন উচ্চ শরীর উপর
হইল । তাঁহার মস্তক কর্ণের উপরিভাগ পর্যন্ত উপরের লৌহপাটে
প্রবেশ করিল, পায়ের গুল্ক পর্যন্ত নীচের লৌহপাটে প্রবেশ করিল,
মহাতাল বৃক্ষ প্রমাণ লৌহশূল পশ্চিম ভিত্তি হইতে বাহির হইয়া পৃষ্ঠের
মধ্যদেশ ভেদ করিয়া বকঃস্থল দিয়া বাহির হওতঃ পূর্বাধিকের ভিত্তিতে
প্রবেশ করিল । অন্য একটি দক্ষিণ ভিত্তি হইতে বাহির হইয়া তাঁহার
দক্ষিণ পার্শ্ব ভেদ করিয়া উত্তর পার্শ্বে বাহির হওতঃ উত্তর ভিত্তিতে
প্রবেশ করিল । অন্য একটি উপরের লৌহপাট হইতে বাহির হইয়া মস্তক
ভেদ করিয়া অধঃভাগে বাহির হওতঃ লৌহ পৃথিবীতে প্রবেশ করিল ।
এইরূপে তিনি তথায় নিশ্চল হইয়া পরিপক হইতে লাগিলেন ।

২৯ । ভিক্ষুগণ কথা উত্থাপন করিলেন— “দেবদত্ত এতদূর আসিয়া
ভগবানের দর্শন লাভ না পাইয়াই পৃথিবীতে প্রবেশ করিল ।”

সখা— “ন ভিক্ষবে, দেবদত্তো ইদানেব ময়ি অপরঙ্ঘিত্বা
পঠবিং পাবিসি, পুৰ্বোপি পবির্টেঠা য়েবা”তি বহা হস্তীরাজ কালে
মঙ্গমূলহঃ পুরিসং সমআসেহা অন্তনো পিট্টিং আরোপেহা খেমন্তঃ
পাপিতেন তেন পুন ভিক্ষন্তুং আগস্তা অগাট্টানে, মঙ্ঘিমট্টানে,
মুলেতি এবং দন্তে চিন্দিহা ততীয়বারে মহাপুরিসম্ চক্ষুপথং
অতিকমন্তু পঠবিং পবির্টেঠাবং দীপেতুং—

“অকতশ্ৰুত পোসম নিচ্চং বিবরদামিনো,

সবং চে পঠবিং দজ্জা নেব নং অভিরাধয়ে”তি ।

৩০ । ইমং জাতকং কথহা পুনপি পুনপি তথৈব কথায়
সমুট্ঠিতায় খন্ডিবাদীভূতে অন্তনি অপরঙ্ঘিত্বা কলাবুরাজভূতস্ তস্

ভগবান কহিলেন— “ভিক্ষুগণ, দেবদত্ত যে কেবল এখন আমার
প্রতি অপরাধ করিয়া পৃথিবীতে প্রবেশ করিয়াছে তাহা নয়, পূর্বেও সে
এইরূপ প্রবেশ করিয়াছে ।” এই বলিয়া শীলব হস্তীরাজকালে পথলষ্ট পুরুষকে
আখ্যান দিয়া নিজের পৃষ্ঠদেশে বসাইয়া নিরাশঙ্ক স্থানে পৌছাইয়া দিল ;
সে পুনঃপুন তিনবার আসিয়া হস্তীরাজের দন্তের অগ্রভাগ, মধ্যম ভাগ
ও মূলভাগ ছেদন করিয়াছিল । তৃতীয় বারে মহাপুরুষের চক্ষুপথ অতি-
ক্রম করা মাত্রই পৃথিবীতে প্রবেশ করিল । তাহা বর্ণনা করিবার জন্য
এই গাথাটি কহিলেন :—

“অকৃতজ্ঞ জন, সনা করে চিত্ত অব্বেষণ,

দিলেও সবপৃথী, তার হয় না তৃপ্ত মন ।”

৩০ । এই শীলব নাগরাজ জাতক কহিয়া, পূর্বেও সেইরূপ কথা
পুনঃপুন উত্থাপিত হওয়াতে, ক্ষান্তিবাদী হওয়ার দরুণ কলাবুরাজ নিজে

পৃথবিং পবির্টভাবং দীপেতুং খন্তিবাদীজাতকং, চুলধর্মপালভূতে
অন্তনি অপরিষ্কিতা মহাপ্রতাপরাজভূতস্য তস্য পৃথবিং পবির্টভাবং
দীপেতুং চুলধর্মপালজাতকঞ্চ কথেসি ।

৩১ । পৃথবিং পবির্টে পন দেবদন্তে মহাজনো হর্টভূটে
ধর্মপটাকা কদলিয়ো উদ্ভাপেত্বা পূর্ণঘটে ঠপেত্বা “লাভা বত নো *”
তি মহন্তুং ছনং অনুভোতি, তমখং ভগবতো আরোচেশুং ।
ভগবা— “ন ভিক্ষবে, ইদানেব দেবদন্তে মতে মহাজনো ভুঞ্জতি,
পূর্বেপি ভুঞ্জিষেবা”তি বহা সর্বজনস্য অগ্নিয়ে, চণ্ডে, ফরুসে
বারাণসিয়ং পিঙ্গলরাজে নাম মতে মহাজনস্য ভূর্টভাবং দীপেতুং—

অপরাধ করিয়া তাহার পৃথিবী প্রবেশ সম্বন্ধে বর্ণনা করিবার জন্য ক্ষান্তি
বাদী জাতক कहিলেন । বোধিসত্ত্ব চুলধর্মপাল হইয়া জন্মগ্রহণ করিলে
তাহার প্রতি মহাপ্রতাপরাজা নিজে অপরাধ করিয়া পৃথিবীতে প্রবেশ
করিয়াছিল ; সেই সম্বন্ধে বর্ণনা করিতে যাইয়া চুলধর্মপাল জাতক
কহিলেন ।

৩১ । দেবদন্ত যখন পৃথিবীতে প্রবেশ করিলেন, তখন মনুষ্যেরা সন্তুষ্ট
হইয়া ধর্ম-পটাকা উড়াইল, কদলীবৃক্ষ গাড়িয়া দিল, পূর্ণঘট স্থাপন করিল ।
“আমাদের লাভ হইয়াছে” এই বলিয়া মহাউৎসব করিতে লাগিল ।
ভিক্ষুরা এই কথা ভগবানকে কহিলেন । ভগবান বলিলেন— “ভিক্ষুগণ,
দেবদন্তের মৃত্যুতে লোকেরা এখন যে কেবল উৎসব করিতেছে তাহা
নহে, পূর্বেও উৎসব করিয়াছিল ।” এই বলিয়া সকলের অপ্রিয়, উদ্ধত,
নিষ্ঠুর বারানসীরাজ পিঙ্গলের মৃত্যুতে জনগণের সন্তুষ্টিভাব বর্ণনা করিবার
জন্য ভগবান এই গাথা দুইটি কহিলেন —

“সবো জনো হিংসিতো পিঙ্গলেন,
তস্মিং মতে পচয়া বেদীয়ন্তি ;
পিয়ো নু তে আসি অকণহনেত্তো,
কস্মা নু হং রোদসি ষারপাল ।”

“ন মে পিয়ো আসি অকণহনেত্তো,
ভায়ামি পচাগমনায় তপ্ত ;
ইতো গতো হিংসেয়া মচ্চুরাজং,
সো হিংসিতো আনয়েয়া পুন ইধা”তি ।

ইদং • পিঙ্গলজাতকং কথেসি ।

৩২ । ভিক্ষু সখারং পুচ্ছিংসু— “ইদানি ভন্তে, দেবদত্তো
কুহিং নিবন্তো”তি ।

“পিঙ্গলের উৎপীড়িত সকল মানব,
মরিলে সে, করে সবে আনন্দ উৎসব ;
প্রিয় তব ছিল বৃষি পিঙ্গল নয়ন !
কেন তুমি ষারপাল ! করিছ ক্রন্দন ?”

“ছিল না গো প্রিয় মম পিঙ্গল নয়ন,
ভয় হয়, পরে তার হয় আগমন ;
এখান হতে যেয়ে সে, মৃত্যু রাজে যদি হিংসে,
মৃত্যু রাজ উৎপীড়িত হয়ে সেইখানে,
নিশ্চয় আনিয়া দিবে পুনঃ এই স্থানে ।

এইরূপে ভগবান এই পিঙ্গলজাতক কহিলেন ।

৩২ । ভিক্ষুরা ভগবানকে জিজ্ঞাসা করিলেন— “ভন্তে, এখন দেবদত্ত
কোথায় উৎপন্ন হইয়াছে ?”

“অবীচি মহানিরয়ে ভিক্ষবে”তি ।

“ভস্তু, ইধ তপ্পন্তো বিচরিষা পুন গত্ত্বা তপ্পনট্টানে য়েব
নিব্বত্তো”তি ?

“আম ভিক্ষবে, পব্বজিতা বা হোন্তু গহট্টা বা পমাদ-
বিহারিনো উভয়থ তপ্পন্তি য়েবা”তি বহা ইমং গাথমাহ :—

“ইধ তপ্পতি পেচ্চ তপ্পতি
পাপকারী উভয়থ তপ্পতি,
পাপং মে কতন্তি তপ্পতি
ভীয়ো তপ্পতি দুগ্গতিং গতো”তি । ১৭

৩৩ । তথ— “ইধ তপ্পতী”তি—ইধ কস্মতপ্পনেন দোমনস-
মন্তেন তপ্পতি ।

“অবীচি মহানরকে ভিক্ষুগণ !”

“ভস্তু, সে ইহলোকে অন্ততপ্ত হইয়া বিচরণ করিয়াছে, পুনঃও কি
অবার অন্ততপ্তস্থানেই যাইয়া উৎপন্ন হইল ?”

“হাঁ ভিক্ষুগণ, যাহারা প্রেমভ হইয়া বাস করে, তাহারা প্রব্রজিত
হউক অথবা গৃহী হউক, উভয় স্থানেই তাহারা অন্ততপ্ত হয় ।” এই
বলিয়া এই গাথাটি কহিলেন :—

“ইহলোকে পায় তাপ, তাপ পর লোকে,
পাপকারী পায় তাপ এ’উভয় লোকে ;
‘করিয়াছি পাপ’ ব’লে তাপ পায় মনে,
ততোধিক পায় তাপ দুর্গতি গমনে ।” ১৭

৩৩ । তথ— “ইহলোকে তাপ পায়”— ইহলোকে পাপকর্ম করিবার
সময় দোষনশের দ্বারা তাপ পায় ।

“পেচা”তি—পরলোকে পন বিপাক তপ্নেন অতি দারুণেন
অপায়দুশ্চেন তপ্নতি ।

“পাপকারী”তি—নানপ্কারপ পাপপ কস্তা ।

“উভয়থা”তি—ইমিনা বৃন্তপ্কারেন তপ্নেন উভয়থ তপ্নতি
নাম ।

“পাপশ্চৈ”তি—সো হি কশ্চ তপ্নেন তপ্নন্তো পাপশ্চৈ কতন্তি
তপ্নতি তং অপ্নমন্তকং তপ্ননং, বিপাকতপ্নেন পন তপ্নন্তো ।

“ভীয়ো তপ্নতি দুগ্গতিং গতৌ”তি—অতি করুসেন তপ্নেন
অতিশ্চিয় তপ্নতি ।

গাথাপরিষোসানে বহু সোতাপন্নাদয়ো অহেসুং, দেসনা
মহাজনপ্ সাখিকা জাতাতি ।

“তাপ পরলোকে”—পরলোকে বিপাকতাপে, অতি দারুণ অপায়
দুঃখে তপ্ত হয় ।

“পাপকারী”—নানা প্রকার পাপ কর্মের কর্তা ।

“উভয়লোকে”—ইহ-পর-লোকে, উক্তপ্রকার তাপের দ্বারা তপ্ত হয় ।

“করিয়াছি পাপ’ ব’লে তাপ পায় মনে”—সে ‘পাপ কর্ম করিয়াছি’
বলিয়া পাপকর্মের তাপে তপ্ত হয় । সে তাপ কিন্তু অতঃপ্ মাত্র ।

“ততোধিক পায় তাপ দুর্গতি গমনে”—দুর্গতি স্থানে গমন করিয়া
অধিকতর নিদারুণ বিপাক-দুঃখ ভোগ করে ।

গাথা অবসানে বহুলোক শ্রোতাপন্ন ইত্যাদি হইয়াছিলেন; দেশনা
জনগণের সার্থক হইয়াছিল ।

সুমনাদেবিতা বথু । ১৩

“ইধ নন্দতী”তি ইমং ধম্মদেসনং সখা জেতবনে বিহবন্তো
সুমনাদেবিং আরত্তু কথেসি ।

১ । সাবথিয়ং হি দেবসিকং অনাথপিণ্ডিকস্স গেহে ষে ভিক্ষু
সহস্সানি ভুঞ্জন্তি । তথা বিশাখায় মহাউপাসিকায় । সাবথিয়ং চ যো
যো দানং দাতুকামো হোতি সো সো তেসং উভিন্নং ওকাসং লভিত্বাব
করোতি । কিং কারণা ? তুম্মহাকং দানগং অনাথপিণ্ডিকো বা
বিশাখা বা আগত্তা”তি পুচ্ছিত্বা “নাগত্তা”তি বুত্তে সতসহস্সং বিস্সজ্জত্বা
কত্তদানম্পি “কিং দানং নামেত্তং”তি গরহন্তি । উত্তোপি তে
ভিক্ষুসস্সস্স রুচিং চ অনুচ্ছবিককিচ্ছানি চ অতিবিয় জানন্তি ।

সুমনাদেবীর উপাখ্যান । ১৩

“ইহলোকে নন্দিত হয়” এই ধর্ম দেশনা ভগবান জেতবনে অবস্থান
করিবার সময় সুমনাদেবীর কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন ।

১ । শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের গৃহে প্রতিদিন দুই হাজার ভিক্ষু
ভোজন করেন । সেইরূপ মহাউপাসিকা বিশাখার গৃহেও । শ্রাবস্তীতে
না-কি যাহারা দান দিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা অনাথ পিণ্ডিক ও বিশাখা
এই দুই জনের ‘অবকাশ লইয়াই দানকার্য্য আরম্ভ করেন । কেন না,
লোকেরা জিজ্ঞাসা করেন — “তোমাদের দানকার্য্যে অনাথপিণ্ডিক অথবা
বিশাখা আসিয়াছেন কি না ?” যদি আসেন নাই” বলিয়া বলেন, তাহা-
হইলে শতসহস্র টাকা ব্যয় করিয়া দান করিলেও “সেই আবার একটা
কি দান !” বলিয়া উপহাস করেন । তাঁহারা উপাসক উপাসিকা দুইজনেই
ভিক্ষুসংঘের অতিক্রিচি ও অনুরূপ কাজ সম্বন্ধে খুব ভাল জানেন ।

তেষু বিচারশেষে ভিক্ষু চিত্তরূপং ভুঞ্জন্তি, তস্মা সৰ্বৈ দানং দাতু-
কামা তে গৃহেহাব গচ্ছন্তি । ইতি তে অন্তনো ঘরে ভিক্ষু
পরিবিসিতুং ন লভন্তি । ততো বিসাখা—“কো নু খো মম ঠানে
ঠদ্বা ভিক্ষুসঙ্ঘং পরিবিসিঅতী”তি উপধারেন্তি পুত্রো ধীতরং দিস্বা
তং অন্তনো ঠানে ঠপেসি । সা তস্মা নিবেসনে ভিক্ষুসঙ্ঘং
পরিবিসতি । অনাথপিণ্ডিকোপি মহাসুভদং নাম জেট্ঠধীতরং
ঠপেসি । সা, ভিক্ষুং বেয়্যাবচ্চং কেরোন্তি, ধম্মং সুগন্তি,
সোতাপন্নো হুত্বা পতিকুলং অগমাসি । ততো চুল্লসুভদং ঠপেসি ।
সাপি, তথৈব কেরোন্তি, সোতাপন্নো হুত্বা পতিকুলং গতা ।

২ । অথ সুমনাদেবিং নাম কণিচ্চ ধীতরং ঠপেসি ।

ভিক্ষুদের খাবার সময় সেখানে যদি তাঁহারা বিচরণ করেন, তাহা হইলে ভিক্ষুরা
যথাক্রমে আহাৰ করিতে পারেন । তাই সকলে দান দিবার ইচ্ছায়
তাঁহাদিগকে লইয়া যান । এই হেতু তাঁহারা নিজের ঘরে ভিক্ষুদের পরি-
বেশন করিতে পারেন না । তাই বিসাখা চিন্তা করিলেন—“আমার স্থানে
কে থাকিয়া ভিক্ষুগণকে পরিবেশন করিবে ।” এই চিন্তা করতঃ তাঁহার
পুত্রের কণ্ঠকে উপযুক্ত মনে করিয়া তাঁহাকে নিজের কাজে নিযুক্ত করি-
লেন । তিনি তাঁহার ঘরে ভিক্ষুসংঘকে পরিবেশন করিতে লাগিলেন ।
অন্যথপিণ্ডিকও তাঁহার মেয়ে মহাসুভদ্রাকে তাঁহার কাজের ভার অর্পণ করিলেন ।
এই অবসরে মহাসুভদ্রা ধর্মকথা শুনিয়া শ্রোতাপত্তি যশু লাভ করিলেন ।
অনন্তর তিনি স্বামীর ঘরে চলিয়া আসিলেন । তৎপর তাঁহার কণ্ঠা ছোট
সুভদ্রার উপর এই কাজের ভার অর্পণ করিলেন । তিনিও সেইরূপ ভাবে
ভিক্ষুদের পরিচর্যা করিতে করিতে শ্রোতাপন্ন হইয়া পতিকুলে চলিয়া
গেলেন ।

২ । অতঃপর তাঁহার ছোট মেয়ে সুমনাদেবীকে এই কাজে নিযুক্ত করিলেন ।

স্বা পন স্কদাগামিকলং পত্বা কুমারিকাব হত্বা তথারূপেন অকা-
স্বুকেন আতুরা আহারূপচ্ছেদং কত্বা পিতরং দট্টুকানা হত্বা
পক্কোসাপেসি । সো একস্মিং দানগ্গে তজ্জা সাসনং সুত্বাব আগত্বা—
“কিং অস্ম সুমনে ?”তি আহ ।

সাগি নং আহ—“কিং তাত কণিট্টভাতিকা”তি ?

“বিপ্ললপসি অস্মা”তি ?

“ন বিপ্ললপামি কণিট্টভাতিকা”তি ।

“ভায়সি অস্মা”তি ?

“ন ভায়ামি কণিট্টভাতিকা”তি ।

৩ । এতকং বত্বায়েব পন সা কালমকাসি । সো সোতাপন্নোপি
সমানো সেট্ঠিধীতরি উপ্পন্নসোকং অধিবাসেতুং তসক্কোস্তো ধীতু
সরীরকিচ্চং কারেত্বা রোদন্তো সথু সন্তিকং গত্বা “কিং গহপতি,

ইনি স্কদাগামী ফল লাভ করিলেন । ইনি না-কি কুমারী অবস্থাতেই
ছিলেন । এসময় তাঁহার রোগ হর ; রোগাবস্থায় আহারে অনিচ্ছা
প্রকাশ করিলেন । মৃত্যুর আসন্ন কাল বুঝিয়া পিতাকে দেখিবার ইচ্ছায়
ডাকাইয়া পাঠাইলেন । তখন অনাথপিণ্ডিক ছিলেন এক নিমন্ত্রণ গৃহে ।
তিনি মেয়ের রোগসংবাদ শুনিয়াই চলিয়া আসিলেন । আসিয়া মেয়েকে
জিজ্ঞাসা করিলেন—“মা সুমনে, তুমি কি বলিতে চাও ?”

মেয়েও তাঁহাকে কহিলেন—“কি বলিতেছ কনিষ্ঠভ্রাতা ?”

“মা, প্রলাপ বকিতেছ ?”

“না, প্রলাপ বকিতেছি না কনিষ্ঠভ্রাতা ?”

“ভয় পাইতেছ মা ?”

“না, ভয় পাইতেছি না কনিষ্ঠভ্রাতা ?”

৩ । এতদূর বলিয়াই তাঁহার মৃত্যু হইল । শ্রেষ্ঠী স্রোতাপন্ন হইলেও
মেয়ের মৃত্যুতে শোক সঞ্চরণ করিতে পারিলেন না । মেয়ের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া
সম্পাদন করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন ।

দুষ্টি দুঃমনো অশ্রু মুখো রুদমানো উপাগতোসী”তি বুস্তে—

“ধীতা মে ভস্তে, সুমনাদেবী কালকতা”তি আহ ।

“অথ কস্মা সোচসি ? ননু সবেসং একংসিকং মরণং”তি ?

“জানামেতং ভস্তে, এবরুপা পন মে হিরোস্তপ্নসম্পন্না ধীতা, সা মরণকালে সতিং পচুপট্টাপেতুং অসকোস্তি বিপ্ললপমানা মতাতি মে অনপ্নকং দোমনপ্নং উপ্নজ্জতী”তি ।

“কিং পন তায় কথিতং মহাসেট্টী”তি ?

“অহং তং ভস্তে, ‘অস্ম সুমনে’তি আমস্তেসিং, অথ মং আহ ‘কিং তাত কণিট্ট ভাতিকা’তি ? ততো ‘বিপ্ললপসি অস্মা’তি ? ‘ন বিপ্ললশামি কণিট্টভাতিকা’তি । ‘ভায়সি অস্মা’তি ?

ভগবান তাহাকে কহিলেন— “কি গৃহপতি, তুমি যে দুঃখিত মনে, অশ্রু-মুখে কাঁদিতে কাঁদিতে আসিতেছ ?” এইরূপ বলিলে শ্রেষ্ঠী কহিলেন— “আমার মেয়ে ভস্তে, সুমনাদেবী মারা গিয়াছে ।”

“তবে সেই জন্তু এত অনুশোচনা কেন ? তুমি কি জান না, সকলেরই মৃত্যু একান্ত অনিবার্য ?”

“তাহা-ত জানি ভস্তে, আমার মেয়ে যে ছিল লজ্জাশীলা. পাপকে বড় ভয় করিত ; আমার এরূপ মেয়ে না-কি মরণকালে স্মৃতি ঠিক রাখিতে পারিল না, প্রলাপ বকিতে বকিতেই মারা গেল, তাই আমার অন্তরে বড় দুঃখ উৎপন্ন হইতেছে ।”

“তোমার মেয়ে কি বলিয়াছিল মহাশ্রেষ্ঠী ?”

“আমি ভস্তে, তাহাকে ‘মা সুমনে’ বলিয়া ডাকিতাম ; সে, আমাকে জবাব দিল— ‘কি কনিষ্ঠ ভ্রাতা ।’ তৎপর আমি বলিলাম— ‘প্রলাপ বকিতেছ মা ?’ ‘না, প্রলাপ বকিতেছি না কনিষ্ঠভ্রাতা ।’ ‘ভয় পাইতেছ মা ?’

“ন ভায়ামি কণিষ্ঠ ভাতিকা”তি । এতকং বহা কালমকাসী”তি ।

৪ । অথ নং ভগবা আহ— “ন তে মহাসেট্ঠি ধীতা বিপ্লল-
পতী”তি ।

“অথ কস্মা এবমাহা”তি ?

“কণিষ্ঠতায়েব, ধীতা হি তে গহপতি মগ্গফলেহি তয়া
মহল্লিকা, হং হি সোতাপন্নো, ধীতা পন তে সৰুদাগামিনী ; সা
মগ্গফলেহি মহল্লিকতা এবমাহা”তি ।

“এবং ভস্তু”তি ?

“এবং গহপতী”তি ।

“ইদানি কুহিং নিব্বত্তা ভস্তু”তি ?

“তুসিতভবনে গহপতী”তি বুত্তে—

“ভস্তু, মম ধীতা ইধ ঞ্জাতকানং অন্তরে নন্দমানা বিচরিত্বা

‘না, তয় পাইতেহি না কনিষ্ঠ ভাতা ।’ এতদূর বলিয়া সে মারা গেল ।”

৪ । অতঃপর ভগবান তাঁহাকে কহিলেন— “মহাশ্রেষ্ঠি, তোমার মেয়ে
প্রলাপ বকে নাই ।”

“তবে একরূপ বলিল কেন ?”

“তুমি কনিষ্ঠ বলিয়াই ; তোমার কন্যা মার্গফল হিনাবে তোমা হইতে
বড় । তুমি নাকি সোতাপন্ন, তোমার মেয়ে হইল সৰুদাগামিনী, সে মার্গ-
ফলের দ্বারা তোমার বড় বলিয়াই এইরূপ কহিয়াছে ।”

“তাই নাকি ভস্তু ?”

“হাঁ, গৃহপতি ! তাই আর কি ।”

“ভস্তু, এখন সে কোথায় উৎপন্ন হইয়াছে ?”

“তুসিত ভবনে গৃহপতি ।”

“ভস্তু, আমার মেয়ে এখানে জ্ঞাতি গণের মধ্যে আনন্দ মনে বিচরণ করিয়া,

ইতো গস্তাপি নন্দনর্টানেয়েব নিব্বতা”তি ?

অথ নং সখা—“আম গহপতি, অপ্রমত্তা নাম গহট্টা বা পব্বজিতা বা ইধলোকে চ পরলোকে চ নন্দন্তি য়েবা”তি বহা ইমং গাথমাহ :—

“ইধনন্দতি পেচ্চ নন্দতি কত্তপুঞ্জো উভয়থ নন্দতি,
পুঞ্জস্যে কত্তন্তি নন্দতি ভিয়্যা নন্দতি সুগ্গতিং গতো”তি । ১৮,

৫ । তথ—“ইধা”তি—ইধলোকে কস্মনন্দনেন নন্দতি ।

“পেচ্চা”তি—পরলোকে বিপাক নন্দনেন নন্দতি ।

“কত্তপুঞ্জো”তি—নানপ্ধকারস্স পুঞ্জস্য কত্তা ।

পুনঃ এখান হইতে যাইয়াও আনন্দময় স্থানেই উৎপন্ন হইল ?”

অতঃপর ভগবান তাঁহাকে কহিলেন—“হাঁ গৃহপতি, যাইারা অপ্রমত্ত হইয়া বাস করে তাহারা গৃহী হউক অথবা প্রবজিত হউক, তাহারা ইহলোকেও আনন্দিত হয় পরলোকেও আনন্দিত হয় ।” এই বলিয়া ভগবান এই গাথাটি কহিলেন :—

“ইহলোকে পরলোকে কত্তপুণ্যবান,
উভয় লোকেতে হয় আনন্দিত প্রাণ ;
ভুলোকে নন্দিত হয় কুশল করিয়া,
অধিক নন্দিত হয় ছালোকে যাইয়া ।”

৫ । তথায় “ইহলোকে”—ইহলোকে কস্মানন্দে আনন্দিত হয় ।

“পরলোকে”—পরলোকে বিপাক আনন্দে আনন্দিত হয় ।

“কত্তপুণ্যবান”—নানা প্রকার পুণ্যকর্মের কর্তা ।

“উভয়থা”তি—ইধ কতং মে কুসলং, অকতং পাপস্তি নন্দতি ;
পরথ বিপাকং অনুভবন্তো নন্দতি ।

“পুত্রশ্চে”তি—ইধ নন্দন্তো পন পুত্রশ্চে কতস্তি সোম-
নন্মমন্তকেন বা কন্মনন্দনং উপাদায় নন্দতি ।

“ভীয়ো”তি—বিপাক নন্দনেন পন স্তুগতিং গতো সন্ত-
পপ্রাণম বহুকোটিয়ো সট্ঠিক বহুসতসহস্রানি দিবসম্পত্তিঃ অনুভ-
বন্তো তুমিতপুরে অতিবিয় নন্দতী”তি ।

গাথাপরিয়োসানে বহু সোতাপন্নাদয়ো অহেস্থং । মহাজ-
নন্ম সাথিকা ধর্মদেসনা জাতা’তি ।



“উভয় লোকে”—ইহলোকে কুশল করিয়াছি, অকুশল করি নাই,
এই মনে করিয়া আনন্দিত হয় ; পরলোকে কুশল কর্মের ফল অনুভব
করিয়া আনন্দিত হয় ।

“আমি পুণ্য করিয়াছি”—ইহলোকে আনন্দিত হইবার কারণ হই-
তেছে—‘আমি পুণ্যকাজ করিয়াছি’ এই সৌমনশ্চের দ্বারা অথবা কন্ম
আনন্দের দ্বারা আনন্দিত হয় ।

“অধিক”—বিপাক নন্দন হইল—দেবলোকে যাইয়া সাতপঞ্চাশ কোটি
ষাট লক্ষ বৎসর যাবৎ দিব্য সম্পত্তি অনুভব করত তুমিত পুরে অধিকতর
আনন্দ পায় ।

গাথা শেষ হইলে বহুজন সোতাপন্নাদি ফল প্রাপ্ত হইলেন । সম-
বেত মনুষ্যগণের পক্ষে ধর্মদেশনা সার্থক হইয়াছিল ।



দে সহায়ক ভিক্খুনং বণ্ণু । ১৪

“বহুস্পি চে”তি ইমং ধম্মদেসনং সখা জেতবনে বিহরন্তো
দে সহায়কে আরব্বু কথেসি ।

১ । সাবথি বাসিনো হি দে কুলপুত্তা সহায়কা বিহারং
গত্ত্বা সণ্ণু ধম্মদেসনং সূত্বা কামে পহায় সাসনে উরং দহ্বু
পব্বজিতা পঞ্চ বজ্জানি আচরিয়ুপজ্জায়ানং সন্তিকে বসিত্বা সথারং
উপসংকমিত্বা সাসনে ধুরং পুচ্ছিত্বা বিপজ্জনাধুরঞ্চ গম্বুধুরঞ্চ বিথারতো
সূত্বা ঐকোত্তাব “অহন্তন্তে, মহল্লককালে পব্বজিতো, ন সন্ধিআমি
গম্বুধুরং পূরেতুং, বিপজ্জনাধুরং পন পূরেআমী”তি যাব অরহত্তা

দুই বন্ধু ভিক্ষুর উপাখ্যান । ১৪

“বহুও” এই ধর্মদেশনা ভগবান জেতবনে অবস্থান করিবার সময়
দুই বন্ধুর কথা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন ।

১ । শ্রাবস্তীবাসী দুইজন কুলপুত্র বন্ধুতাস্ত্রে আবদ্ধ ছিলেন । একদিন
উভয়ে বিহারে যাইয়া ভগবানের মুখে ধর্মকথা শুনিলেন । তাঁহারা
ধর্ম শুনিয়া কামলালসা বর্জন দিয়া অতি শ্রদ্ধার সহিত বুদ্ধ শাসনে প্রব্রজ্যা
গ্রহণ করিলেন । পাঁচ বৎসর যাবৎ তাঁহারা আচার্য্য উপাধ্যায়ের নিকট
বাস করার পর একদিন ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া বুদ্ধ শাসনে
কয়টি ধূর তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন । বিদর্শন ধূর ও গ্রন্থধূরের কথা বিস্তারিত
ভাবে শুনিয়া প্রথমত একজন কহিলেন— “ভক্তে, আমি অধিক বয়সে
প্রব্রজ্যা নিয়াছি ; তাই গ্রন্থধূর পূর্ণ করিতে পারিব না, বিদর্শন ধূরই পূর্ণ
করিব । বিদর্শন সম্বন্ধে বর্ণনা করিবার জন্য তিনি ভগবানের নিকট
প্রার্থনা করিলেন । ভগবানও তিনি যাহাতে অর্হব লাভ করিতে পারেন,

বিপন্নং কথাপেত্রা ঘটেস্তো বায়মস্তো সহ পটিস্তুদাহি অরহন্তং
পাপুণি ।

২ । ইতরো পন “অহং গম্বধুরং পুরেআমী”তি অনুক্রমেন
তেপিটকং বুদ্ধবচনং উগ্গনিহ্বা গতগতট্টানে ধম্মং দেসেতি, সর-
ভঞং ভগতি, পঞ্চমং ভিক্ষুসতানং ধম্মং বাচেস্তো বিচরতি,
অট্টারসন্নং মহাগগানং আচরিয়ো অহোসি । ভিক্ষু সখু সন্তিকে
কম্মট্টানং গহেত্তা ইতরস্স খেরস্স বসনট্টানং গম্বা তম্মোবাদে ঠহ্বা
অরহন্তং পহ্বা খেরং বন্দিহ্বা— “সখারং দট্টু কামমহা”তি বদন্তি ।

খেরো— “গচ্ছথাবুসো, মম বচনেন সখারং বন্দিহ্বা অসীতি
মহাখেরে বন্দথ, সহায়কখেরস্পি মে ‘অমহাকং আচরিয়ো তুমহ
বন্দতী’তি বন্দথা”তি ।

ততদূর বর্ণনা করিয়া কহিলেন । তিনিও বিশেষ ভাবে চেষ্টা করিয়া প্রতি-
স্তুতির সহিত অর্হন্ত লাভ করিলেন ।

২ । অপর ভিক্ষু চিন্তা করিলেন— “আমি গ্রম্বধুর পূর্ণ করিব ।”
অনুক্রমে তিনি ত্রিপিটক বুদ্ধবচন শিক্ষা করিলেন । তিনি যেখানে
যান মধুর স্বরে ধর্মদেশনা করেন । পাঁচশত ভিক্ষুকে তিনি ধর্ম শিক্ষা
দেন ; আঠারটি মহাগণের (পরিষদের) আচার্য্য ছিলেন । ভিক্ষুরা ভগ-
বানের নিকট কর্মস্থান গ্রহণ করিয়া অপর অর্হন্ত-স্ববিরের নিকট যাইতেন
এবং তাঁহার উপদেশ মত চলিয়া অর্হন্ত প্রাপ্ত হইতেন । অতঃপর তাঁহারা
স্ববিরকে বন্দনা করিয়া বলিতেন— “ভগবানকে আমরা দেখিতে ইচ্ছা করি ।”

স্ববির তাঁহাদিগকে কহিতেন— “বাও আবুস, তোমরা আমার হইয়া
ভগবানকে বন্দনা করিও, তৎপর আশিজন মহাশ্রাবককে বন্দনা করিও ।
আমার বন্ধু স্ববিরের নিকট যাইয়াও “আমাদের আচার্য্য আপনাকে বন্দনা
করিতেছেন” এই বলিয়া বন্দনা করিও ।”

৩। তে বিহারঃ গম্বা সখারঞ্চ খেরে চ বন্দিত্বা “ভন্তে, অমহাকং আচারিয়ো তুম্হে বন্দতী”তি বুন্তে ইতরেন চ “কো নাম এসো”তি বুন্তে “তুম্হাকং সহায়কভিক্ষু ভন্তে”তি বদন্তি । এবং খেরে পুনঃপুনঃ সাসনং পহিনন্তে সো ভিক্ষু খোকং কালং সহিত্বা অপরাভাগে সহিতুং অসকোন্তো “অমহাকং আচারিয়ো তুম্হে বন্দতী”তি বুন্তে “কো এসো”তি বহ্বা “তুম্হাকং সহায়কভিক্ষু”তি বুন্তে “কিম্পন তুম্হেহি তস্ম সন্তিকে গহিতং, কিং দীঘনিকায়াদিশু অপ্রতরো নিকায়া, তীশু পিটকেশু একং পিটকং”তি বহ্বা “চতুশ্লদিকম্পি গাথং ন জানাতি, পংসুকুলং গহেত্বা পব্বজিতকালে- য়েব অরঞং পবিট্টো, বহু বত অন্তেবাসিকে লভি, তস্ম আগত- কালে ময়া পঞং পুচ্ছিতুং বট্টতী”তি চিন্তেসি ।

৩। তাহার বিহারে ষাইয়া ভগবান ও শ্ববিরদিগকে বন্দনা করিয়া কহিলেন— “ভন্তে, আমাদের আচার্য্য আপনাদিগকে বন্দনা করিতেছেন ।” ভিক্ষুরা এইরূপ বলিলে শ্ববিরের বহুভিক্ষু জিজ্ঞাসা করিলেন— “সে কে ?” শ্ববির এইরূপ বলিলে ভিক্ষুরা কহিলেন— “আপনার বহু ভিক্ষু ভন্তে !” এইরূপে শ্ববির পুনঃপুনঃ সংবাদ পাঠাইলে সেই ভিক্ষু দীর্ঘ- দিন এই সংবাদ সহ্য করিতে পারিলেন না । পুনরায় “আমাদের আচার্য্য আপনাকে বন্দনা করিতেছেন” এই কথা বলিলে, তিনি কহিলেন— “সে কে ?” “আপনার বহু ভিক্ষু ।” “তোমরা তাহার নিকট হইতে কি শিক্ষা করিয়াছ ? দীর্ঘনিকায়াদির মধ্যে কোন্ নিকায় ? ত্রিপিটকের মধ্যে কোন্ পিটক ?” ইত্যাদি বলিয়া চিন্তা করিলেন— “সে চারি পদ যুক্ত একটা গাথাও জানেনা, পংসুকুল অঙ্গ লইয়া প্রব্রজিত কাল হইতেই অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছে, এখন ত দেখিতেছি বহুশিষ্য জুটাইয়া ফেলিয়াছে । সে আসিলে আমি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব ।”

৪ । অথাপরভাগে ধেরো সখারং দর্শুমাগতো সহায়কধেরস
সন্তিকে পশুচীবরং ঠপেত্বা গস্তা সখারং চেব অসীতিমহাধেরে চ
বন্দিত্বা সহায়কস বসনর্টানং পচাগমি । অথস সো বক্তং কারেত্বা
সমপ্লমাণং আসনং গহেত্বা পশ্রুং পুচ্ছিছামী'তি নিসীদি । তন্মিঃ
ধণে সখা—“এস এবরূপং মম পুত্ৰং বিহেঠেত্বা নিরয়ে নিব-
ভেয়্যা”তি তন্মিঃ অনুকম্পায় বিহারচারিকং চরন্তো বিয় তেসং
নিসিরটানং গস্তা পশ্রুভে বুদ্ধাসনে নিসীদি ।

তথ তথ নিসীদন্তা হি ভিক্ষু বুদ্ধাসনং পশ্রুপেত্বাব
নিসীদন্তি । তেন সখা পকতিপশ্রুভে য়েব আসনে নিসীদি ।

৪ । অনন্তর একদিন শ্রীকৃষ্ণ ভগবানকে দেখিবার জন্য আসিলেন ।
বল্লভবিরের নিকট পাত্ৰচীবর রাখিয়া, যাইয়া ভগবানকে বন্দনা করিলেন ।
পরে আশিঙ্কন মহাশ্রীকৃষ্ণকে বন্দনা করিয়া বল্লভ আবারে ফিরিয়া আসি-
লেন । অতঃপর আবাসিক ভিক্ষু আগন্তুক-ব্রত সম্পাদনের পর সমান
আসন লইয়া “প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব” এই মনে করিয়া বসিলেন । তখন
ভগবান তাহা জানিতে পারিয়া চিন্তা করিলেন—“এই ভিক্ষু আমার এই-
রূপ পুত্রকে তুচ্ছ তাচ্ছল্য করিয়া নরকে উৎপন্ন হইবে ।” এই ভাবিয়া
ভগবান তাঁহার প্রতি অনুকম্পা পরবশ হইয়া যেন বিহার চারিকার
বিচরণ করিতেছেন এইরূপ ভাবে যাইয়া তাঁহাদের উপবিষ্ট স্থানে উপস্থিত
হইলেন এবং প্রজ্ঞাপ্ত বুদ্ধাসনে উপবেশন করিলেন ।

যে কোন স্থানে ভিক্ষুরা বসিবার সময় বুদ্ধের জন্য স্বতন্ত্র আসন
একখানা প্রস্তুত করিয়াই বসেন । তাই ভগবান আসিয়া তাঁহার জন্য
স্থাপিত নির্দিষ্ট আসনেই বসিলেন ।

৫। নিমজ্জ খো পন গম্বিকভিক্ষুঃ পঠমস্থানে পঞহং
পুচ্ছিত্বা তস্মিং কথিতে দুতীয়স্থানং আদিং কহ্বা অট্টমুপি
সমাপত্তীসু রূপারূপে চ পঞহং পুচ্ছি, ইতরো সৰ্বং কথেসি।

অথ নং সোতাপত্তিমগ্গে পঞহং পুচ্ছি। ইতরো কথেতুং
নাসম্বি। ততো খীণাসবথেরং পুচ্ছি। থেরো কথেসি। সখা
“সাধু সাধু ভিক্ষু”তি অভিনন্দিত্বা সেসমগ্গেসুপি পটিপাটিয়া
পঞহং পুচ্ছি, গম্বিকো একম্পি কথেতুং নাসম্বি, খীণাসযো
পুচ্ছিতং পুচ্ছিতং কথেসি। সখা চতুসু ঠানেসু তস্ম সাধুকারং
অদাসি। তং সুহ্মা ভুম্মদেবে আদিং কহ্বা যাব বুদ্ধলোকা
সৰ্বদেবতা^১ চেব নাগসুপপ্পা চ সাধুকারমদংসু।

৫। ভগবান বসিয়াই নাকি ত্রিপিটকধারী ভিক্ষুকে প্রথম ধ্যান
সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহার উত্তর প্রদান করিলে, দ্বিতীয়
ধ্যানাদি অষ্ট সমাপত্তি ও রূপারূপ ধ্যান সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন।
ইনি সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিলেন।

অতঃপর ভগবান তাঁহাকে সোতাপত্তি মার্গ সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা
করিলেন। ইনি উত্তর দিতে পারিলেন না। তৎপর অহঁত স্থবিরকে
জিজ্ঞাসা করিলেন। স্থবির উত্তর দিলেন। ভগবান “সাধু! সাধু!! ভিক্ষু”
বলিয়া তাঁহাকে অভিনন্দিত করিলেন। তৎপর অন্যান্য মার্গ সম্বন্ধে ও
পাটিপাট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। গ্রহধারী ভিক্ষু একটি প্রশ্নেরও উত্তর
দিতে পারিলেন না। কিন্তু খীণাসব ভিক্ষু জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন সকলের উত্তর
প্রদান করিলেন। ভগবান চারি স্থানেই তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান করিলেন।
তাহা শুনিয়া ভূমিবাসী দেবতা হইতে, আরম্ভ করিয়া বুদ্ধলোক পর্য্যন্ত সমস্ত
দেবগণ এবং নাগ-সুপর্ণেরাও সাধুবাদ প্রদান করিলেন।

৬। তং সাধুকারং স্তুত্বা তন্ম অশ্বেবাসিকা চেব সন্ধিবিশায়িনো
চ সখারং উচ্ছায়িঃসু—“কিং নামেতং সখারা কতং, কিঞ্চি অজ্ঞানস্তম
মহল্লকপেরম্ চতুসু ঠানেসু সাধুকারং অদাসি, অমহাকং পনাচরিয়ম্
সক্ৰপরিয়তিধরম্ পঞ্চমঃ ভিক্ষুসতানং পামোক্শম্ পসংসামভুস্পি ন
করী”তি ।

অথ নে সখা—“কিং নামেতং ভিক্ষবে, কথথা”তি পুচ্ছিত্বা
তস্মিঃ অথে আরোচিত্তে ভিক্ষবে, তুমহাকং আচরিয়ো মম সাসনে
ভতিয়া গাবো রক্ষণক সদিসো । মযহং পন পুত্তো যথা রুচিয়া
পঞ্চগোরসে পরিভুঞ্জনক সামিসদিসো”তি বত্বা ইমা “গাথা
অভাসি—

৬। সেই সাধুবাদ শুনিয়া গ্রন্থধারী ভিক্ষুর শিষ্য ও তাঁহার সঙ্গী
ভিক্ষুরা ভগবান সহক্রে কাণাঘুমা করিতে লাগিলেন—“ভগবান একি
করিলেন ; এই বৃদ্ধ হুবির কিছুই জানেন না, অথচ তাঁহাকে চারিবার
সাধুবাদ দিলেন ; আর আমাদের আচার্য্য যিনি নাকি সমস্ত ত্রিপিটক
ধারণ করেন, পাঁচশত ভিক্ষুর প্রমোক্ষ, তাঁহাকে প্রশংসা মাত্রও করি-
লেন না ।”

অতঃপর ভগবান তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“ভিক্ষুগণ, তোমরা
কি বলিতেছ ?” ভিক্ষুরা সেই কথা বলিলে ভগবান কহিলেন—“ভিক্ষুগণ,
তোমাদের আচার্য্য আমার শাসনে বেতন ভোগী গোপালকের মত । আমার পুত্র
কিন্তু যথাক্রমে পঞ্চ গোরস পরিভোগকারী স্বামী সদৃশ ।” এই বলিয়া এই
গাথা দুইটি বলিলেন —

“বহুস্পি চে সহিতং ভাসমানো
ন তকরো হোতি নরো পমন্তো,
গোপোব গাবো গণয়ং পরেসং
ন ভাগবা সামপ্রস্স হোতি ।” ১৯

“অস্পি চে সহিতং ভাসমানো
ধম্মস্স হোতি অনুধম্মচারী,
রাগঞ্চ দোসঞ্চ পহায় মোহং
সম্মপ্রজ্ঞানো সুবিমুক্তচিত্তো ;
ইত্থানুপাদিয়ানো ইথ বা চরং বা
স ভাগবা সামপ্রস্স হোতী”তি । ২০

৭ । তথ—“সহিতং”তি—তেপিটকস্স বুদ্ধবচনস্সেতং নামং ।
তং আচারিয়ে উপসংকমিত্বা উগ্গাণিহিত্বা বহুস্পি পরেসং “ভাসমানো”

“প্রমত্ত নরের তাহা কাজে নাহি আসে,
ত্রিপিটক বুদ্ধবাণী যদি বহু ভানে ।
গোপালক বখা গণে গাভী অপরের,
কভু সে হয় না ভাগী সেই গোরসের ।” ১৯

“ধম্ম-অনুধম্ম মেনা করে আচরণ,
ধম্মকথা শ্রল যদি সে করে ভাষণ ।
রাগ ঘেন মোহ ধম্ম প্রহীণ করিয়া,
সুবিদিত্ত সুবিমুক্ত চিত্ত সে হইয়া ।
ইত্থ-পরলোকে কভু উৎপন্ন না হয়,
শ্রামণ্য ফলের ভাগী সে হয় নিশ্চয় ।” ২০

৭ । তথায়—“সহিতং”— ইহা ত্রিপিটক বুদ্ধ বচনের নাম । আচার্যের
নিকট উপস্থিত হইয়া তাহা শিক্ষা করতঃ অধিকতররূপে পরকে বলিলেও

বাচেন্তো, তং ধর্ম্যং সূত্বা যং কারকেন পুগালেন কত্বং
 তং করো ন হোতি । কুক্কুটস্য পঞ্চপহরণমন্ত্ৰস্পি অনিচ্ছাদি বসেন
 যোনিসোমনসিকারং নপ্লবন্তেতি ; এসো যথা নাম দিবসং ভতিয়া
 গাবো রক্ষন্তো গোপো পাতোব পটিচ্ছিত্বা সায়ং গণেত্বা সামি-
 কানং নিয়্যাদেত্বা দিবসভতিমন্তং গণহতি, যথাকুচিয়া পন পঞ্চ-
 গোরসে পরিভুঞ্জিতুং ন লভতি, এবমেব কেবলং অন্তেবাসিকানং
 সন্তিকা বহুপটিবহু করণমন্ত্ৰ ভাগী হোতি, সামগ্র্য পন ভাগী
 ন হোতি । যথা পন গোপালকেন নিয়্যাদিতানং গুন্নং গোরসং
 সামিকাব পরিভুঞ্জন্তি, তথা তেন কথিতং ধর্ম্যং সূত্বা কারকপুগলা
 যথানুসিট্টং পটিপঞ্জিত্বা কেচি পঠমজ্ঞানাদীনি পাপুগন্তি, কেচি
 বিপন্নং বদ্রেত্বা মগ্গফলানি পাপুগন্তীতি— গোসামিকা গোরসম্বেব
 সামগ্র্য ভাগিনো হোন্তি । ইতি সখা শীলসম্পন্নস্য বহুসুতস্য

শিক্ষা দিলে, সেই ধর্ম শুনিয়া, মানবের যে একটা কর্তব্য কাজ আছে
 সেইরূপ কিছু করা হয় না । মুরগীর পঞ্চপ্রহারণ সময় মাত্রও অনিত্যাদি
 বশে চিত্তের সম্যক একাগ্রতা লাভ করা যায় না । যেমন দৈনিক বেতন
 ভোগী গরু রক্ষাকারী গোপালক প্রাতে গরু বুঝিয়া লইয়া আবার সন্ধ্যার
 সময় গরু গণনা করিয়া স্বামীকে আনিয়া দেয় এবং দিনের বেতন গ্রহণ
 করে, কিন্তু যথাকুচি পঞ্চগোরস পরিভোগ করিতে পারে না ; সেইরূপ
 গ্রন্থধারী ভিক্ষুও কেবল শিষ্যদের নিকট হইতে মাত্র ব্রত-প্রতিব্রতেরই ভাগী
 হয়, কিন্তু শ্রামণ্য ধর্মের ভাগী হইতে পারে না । যেমন গোপালক গরু
 আনিয়া গচ্ছিত করিয়া দিলে, স্বামীই সেই গোরস পরিভোগ করে ;
 সেইরূপ তাহাদের কথিত ধর্ম শুনিয়া কর্ম্মলোকেরা যথানুশাসিত মতে
 প্রতিপালন করিয়া কেহ কেহ প্রথম ধ্যানাদি প্রাপ্ত হয়, আর কেহ কেহ
 বিদর্শন বর্ধিত করিয়া মার্গফল সমূহ প্রাপ্ত হইয়া তাহারা গরুর কর্তার
 গোরসের স্থায় শ্রামণ্যফলের ভাগী হয় । এইরূপে ভগবান শীলসম্পন্ন, বহুশ্রুত,

প্রমাদবিহারিনো অনিচ্ছাদিবসেন যোনিসোমনসিকারে অপ্রবত্তম
ভিক্ষুনো বসেন পঠমগাথং কথেসি, ন দুচ্ছীলম্ ।

৮ । দ্বিতীয় গাথা পন যোনিসো মনসিকারে কস্মং করোস্তুম
কারকপুঙ্গলম্ বসেন কথিতা ।

তথ— “অপ্রম্পি চে”তি—থোকং একবগ্গ দ্বিবগ্গমস্তম্পি

“ধম্মম্ হোতি অনুধম্মচারী”তি— অখমপ্রায়, ধম্মমপ্রায়,
নবলোকুত্তরধম্মম্ অনুরূপধম্মং পূর্বভাগপটিপদাসম্মাতং চতুপারিসুদ্ধি
সীল, ধুত্তম্, অশুভকস্মট্টানাভেদং চরণতো অনুধম্মচারী হোতি,
অজ্জ অজ্জবতি পটিবেধং আকস্মন্তো বিচরতি । সো ইমায়
সম্মাপটিপত্তিয়া রাগঞ্চ দোসঞ্চ পহায় মোহং সম্মা হেতুনা নয়েন

প্রমাদবিহারী. অনিত্যাদিবশে সম্যক একাগ্রতার সহিত যেই ভিক্ষু প্রবর্তিত
হয় না, তাহার জন্যই প্রথম গাথা বলিয়াছেন, ভঃশীলের জন্য নহে ।

৮ । দ্বিতীয় গাথা সম্যক একাগ্রতার সহিত যাহারা কস্ম করেন, সেই
কস্মীলোকের জন্য বলা হইয়াছে ।

তথায়— “অল্পম্”— সামান্য, একবর্গ দুইবর্গ মাত্রম্ ।

“ধম্ম অনুধম্ম যেনা করে আচরণ”— অর্থজ্ঞাত ও ধর্মজ্ঞাত হইয়া নয়
লোকোত্তর ধর্মের অনুরূপ ধর্ম মর্গফল লাভের পূর্বভাগ শিক্ষাস্বরূপ চারি
পারিসুদ্ধ শীল, ধুত্তম্ ও অশুভ কস্মস্থানাভি ভেদে আচরণ করিলে অনুধম্মচারী
নামে কথিত হয় । অপ্র, অপ্র না হইলে আগামীকল্য জ্ঞাত হইব, এই
আকাঙ্ক্ষা করিয়া বিচরণ করে । সম্যক প্রতিপালন করিবার এই ধর্মের
দ্বারা সে রাগ, বৈষ ও মোহ প্রলীণ করিয়া সম্যক হেতু ও ক্রায়ের দ্বারা
পরিজ্ঞাত হইবার ধর্ম পরিজ্ঞাত হয় । পরিজ্ঞাত হইয়া তদঙ্গ বিমুক্তি
অর্থাৎ কামাবচর কুশলচিত্ত উৎপন্ন হইয়া পাপধর্ম হইতে অল্পকণের জন্য

পরিজ্ঞানিতবধন্যে পরিজ্ঞানন্তো তদঙ্গ, বিদ্ধন্তন, সমুচ্ছেদ, পটিগ্নস্বিক্তি,
নিঃসরণ বিমুক্তীনং বসেন স্ত্রবিমুক্তচিত্তো ।

“অমুপাদিয়ানো ইধ বা ছরং বা”তি ইধলোক পরলোক
পরিয়াপন্ন বা অঙ্কিতিকবাহিরা বা খন্ডায়তনধাতুয়ো চতুহি উপা-
দানেহি অমুপাদিয়ন্তো মহাখীণাসবো মঙ্গসঙ্ঘাতিগ্ন সামগ্ৰেগ্ন বসেন
আগতগ্ন ফলসামগ্ৰেগ্ন চেব পঞ্চ অসেক্ষ ধম্মক্কস্কস্স চ ভাগী
হোতী’তি ।

বিমুক্ত হইয়। পৃথক করা বিমুক্তি অর্থাৎ রূপান্ধর ও অরূপাবচর কুশল
চিত্ত উৎপন্ন হইয়া দীর্ঘদিনের জন্ম পাপধর্ম হইতে পৃথক করিয়া রাখে,
সেই দীর্ঘদিন পাপধর্ম হইতে চিত্ত বিমুক্ত থাকে । সমুচ্ছেদ বিমুক্তি অর্থাৎ
লোকোত্তর কুশলচিত্ত উৎপন্ন হইয়া পাপধর্মকে সমূলে ভেদন করে, অকুশল
ধর্মের মূলচ্ছেদ করিয়া পাপধর্ম হইতে সম্পূর্ণ বিমুক্ত হওয়ার নাম সমুচ্ছেদ
বিমুক্তি । প্রতিপ্রশান্তি বিমুক্তি অর্থাৎ লোকোত্তর বিপাক চিত্ত উৎপন্ন
হইয়া অকুশল ধর্মের প্রশান্তি হয়, অকুশল ধর্ম হইতে বিমুক্ত হইয়া
‘চিত্তের প্রশান্তি লাভ করার নাম প্রতিপ্রশান্তি বিমুক্তি । নিঃসরণ বিমুক্তি
অর্থাৎ লোকোত্তর কুশলচিত্ত নিষ্কাশন অবলম্বন দ্বারা পাপধর্মকে সমূলে
ভেদন করিয়া সংসার দুঃখ হইতে নিষ্কমণ করিয়াছে বলিয়া নিঃসরণ বিমুক্তি
বলা হয় । এই তদঙ্গ, পৃথক করা, সমুচ্ছেদ, প্রতিপ্রশান্তি ও নিঃসরণ বিমুক্তি
বশে চিত্ত স্ত্রবিমুক্ত ।

“ইধলোকে পরলোকে উৎপন্ন না হয়”— ইধলোকে পরলোকে
উৎপাদন শীল অথবা আধ্যাত্মিক-বাহ্যিক স্কন্ধ আয়তন ধাতু চারি উপাদান
দ্বারা উৎপন্ন না হইয়া মহাখীণাসব মার্গ ও কল শ্রামণোর এবং অরহতের
পঞ্চস্কন্ধের ভাগী হয় ।

রতনকূটেন বিয় অগারঙ্গ অরহন্তেন দেসনাকূটং গণহী'তি ।

গাথা পরিয়োগানে বহু সোতাপন্নাদয়ো অহেস্থং, দেসনা মহাজনঙ্গ সাথিকা জাতাতি ।

যমকবর্গ বর্ণনা নিট্ঠিতা পঠমো বর্গেগা ।



অর্থাৎ অরহতের মন কাম-উপাদান, দৃষ্টি-উপাদান, শীলব্রত-উপাদান ও আত্মবাদ-উপাদান এই চারি প্রকার উপাদানের দ্বারা ইহলোক, পরলোক, নিজের শরীর বা অণ্ডের শরীর আশ্রয় না করিয়া তৃষ্ণা হইতে প্রশমিত মার্গ ও ফল এবং অর্হতের বিশুদ্ধ পঞ্চস্কন্ধের ভাগী হয় ।

গৃহী রত্নকূট গ্রহণের ঞ্চায় অর্হৎ হইয়া ধর্মকূট গ্রহণ করিলেন ।

গাথা শেষ হইলে বহুজন সোতাপনাদি হইলেন । সমবেত জন সমূহের পক্ষে ধর্মদেশনা নার্থক হইয়াছিল ।

প্রথম ভাগ

যমক বর্গ বর্ণনা সমাপ্ত ।



